নবদ্বীপ-পরিক্রমা

৺নরহরি চক্রবর্ত্তী প্রণীত

বিস্তৃত ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিবরণ-
মূলক ভূমিকা সহিত

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু-সম্পাদিত।

(প্রথম অংশ)

অপার সার্কুলার রোড
সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে
প্রকাশিত

বঙ্গাব্দ ১৩১৬, আষাঢ়।

কলিকাতা

২১৷৩নং শান্তিরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, বাগ্‌বাজার,

"বিশ্বকোষ-প্রেসে"

শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পরম হিতৈষী

সর্ব্ববিধ সৎকর্ম্মে অনুরক্ত

স্বদেশীয় সাহিত্যের পরম-ভক্ত

লালগোলানিবাসী

রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ

রায় বাহাদুরের

করকমলে

তাঁহার আনুকুল্যে প্রকাশিত বঙ্গদেশের গৌরব-আলেখ্য

নবদ্বীপ-পরিক্রমা

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের

আন্তরিক কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ

অর্পণ করিলাম।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

গ্রন্থপ্রকাশ-সমিতির সম্পাদক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

নবদ্বীপ-পরিক্রমার মূল মাত্র প্রথমাংশে প্রকাশিত হইল। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় দুই খণ্ডে বিভক্ত করা হইয়াছে। দ্বিতীয়াংশে বিস্তৃত ভূমিকা (ইহাতে পুঁথির পরিচয়, নবদ্বীপের পুরাতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব ও ধারাবাহিক ইতিহাস; গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয়), গ্রন্থসূচী, নামসূচী, ও অপ্রচলিত শব্দার্থসূচী প্রভৃতি থাকিবে। নবদ্বীপ অতীত-বঙ্গের প্রধান গৌরবকেন্দ্র, ইহার প্রত্যেক প্রাচীন ও পুণ্যস্থল পরিদর্শন করিয়া পুরাবৃত্তের সঙ্গে জ্ঞাতব্য সকল কথা লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক মনে করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ নবদ্বীপের পুরাতত্ত্ব উদ্ধারে যত্নবান্ হইয়াছেন। তজ্জন্য আমরা উপযুক্ত শিল্পী ও চিত্রকরসহ শীঘ্র নবদ্বীপ যাত্রা করিব। আমাদের নবদ্বীপ-পরিদর্শনের ফল চিত্রাদি সহ উক্ত দ্বিতীয়াংশে প্রকাশ করিতে যত্নবান্ হইব। ইত্যাদি কারণে দ্বিতীয়াংশ প্রকাশে কিছু বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা। কার্য্যের গুরুত্ব বুঝিয়া সভ্য মহোদয়গণ আশা করি সামান্য বিলম্বের কারণ ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

গ্রন্থ-প্রকাশ-সমিতির সম্পাদক।

কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ

আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে নবদ্বীপ-পরিক্রমা-সম্পাদনকালে বৈষ্ণবশাস্ত্রদর্শী শ্রীযুক্ত ডাক্তার রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী বিদ্যাভূষণ মহাশয় এবং প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় গ্রন্থের প্রকৃত পাঠ-নির্ণয় ও গ্রন্থোদ্ধৃত প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থাদির প্রকৃত শ্লোকস্থাননির্ণয় সম্বন্ধে আমাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য উভয় মহাত্মার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। বিদ্যাভূষণ মহাশয় ১ম পৃষ্ঠা হইতে ১৮০ পৃষ্ঠা এবং গোস্বামী মহাশয় ১৮১ পৃষ্ঠা হইতে শেষ পর্য্যন্ত দেখিয়া দিয়াছেন। বিশেষতঃ গোস্বামী মহাশয় সংশোধনকালে পদচ্ছেদ ও বিরামাদি সম্বন্ধে যে রীতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহার অনুরোধক্রমে গ্রন্থের শেষার্দ্ধে সেই রীতি গৃহীত হইয়াছে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
গ্রন্থপ্রকাশ-সমিতির সম্পাদক

নবদ্বীপ-পরিক্রমা

মঙ্গলাচরণ

জয় লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া-পতি গৌরচন্দ্র।
জয় বসুধা-জাহ্নবা[1]-জীবন নিত্যানন্দ ॥১
জয় শ্রীসীতার নাথ অদ্বৈত ঈশ্বর।
জয় জয় শ্রীবাসপণ্ডিত গদাধর ॥২
জয় জয় দাস গদাধর নরহরি।
জয় বক্রেশ্বর জয় শ্রীমুকুন্দ[2]মুরারি ॥৩
জয় জগদীশ শ্রীস্বরূপ-দামোদর।
জয় হরিদাস ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর ॥৪
জয় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রেমময়।
জয় বাসুদেব ঘোষ মুকুন্দ সঞ্জয় ॥৫
জয় রায় রামানন্দ সর্ব্বগুণে বর্য্য[3]।
জয় বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ॥৬
জয় জগন্নাথ মিশ্র বিদ্যাবাচস্পতি।
জয় শ্রীবিজয় বনমালী বিজ্ঞ-অতি ॥৭

(১) 'জয় বসুজাহ্নবার'—মূ' পাঠ। (২) 'শ্রীদত্ত'—পাঠান্তর।
(৩) 'আর্য্য'—পাঠ।

জয় কাশীমিশ্র শ্রীআচার্য্য গোপীনাথ।
জয় শ্রীমুকুন্দ রঘুনন্দনের তাত ॥৮
জয় শ্রীপণ্ডিত গদাধর ধনঞ্জয়।
জয় জয় শ্রীবংশীবদন দয়াময় ॥৯
জয় সনাতন রূপ রসিকশেখর।
জয় শ্রীগোপাল ভট্ট গুণের সাগর ॥১০
জয় শ্রীভূগর্ভ লোকনাথ দীনবন্ধু।
জয় রঘুনাথ রঘুপতি[১] কৃপাসিন্ধু ॥১১
জয় জয় শ্রীরাঘব প্রিয় শ্রীপ্রভুর।
জয় জয় শ্রীহৃদয়-চৈতন্য ঠাকুর ॥১২
জয় জয় শ্রীজীব শ্রীদাস বৃন্দাবন।
জয় কৃষ্ণদাস শ্রীগোপাল নারায়ণ ॥১৩
জয় জয় প্রভুগণ প্রিয় শ্রীনিবাস।
জয় প্রভু প্রেমময় নরোত্তম দাস ॥১৪
জয় জয় প্রভু প্রেমদাতা রামচন্দ্র।
জয় সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রাণ শ্যামানন্দ ॥১৫
জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয়।
এবে যে কহিব শুন হইয়া সদয় ॥১৬

আরম্ভ

শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী শ্রীখড়দহ গেলে।
কহিতে কি জানি জৈছে ব্যাকুল সকলে ॥১

(১) 'রঘুনাথ'—পাঠ।

জাজিগ্রামে শ্রীনিবাস-আচার্য্য ঠাকুর।
এ সব সংবাদ পাঠাইল বিষ্ণুপুর ॥২
শ্রীবাস গোকুলানন্দ আদি শিষ্যগণে।
শাস্ত্রানুশীলন হেতু থুইলা জাজিগ্রামে ॥৩
সকলের প্রতি কহে সুমধুর কথা।
নবদ্বীপ হইতে আসিব শীঘ্র এথা ॥৪
নৃপতি হাম্বির বনবিষ্ণুপুর হৈতে।
আসিব এথায় শীঘ্র লিখিনু পত্রীতে ॥৫
শ্রীআচার্য্য ঐছে কত কহি শিষ্যগণে।
জাজিগ্রাম হৈতে যাত্রা কৈল শুভখনে ॥৬
শ্রীখণ্ডেতে শ্রীরঘুনন্দন আগে গেলা।
নবদ্বীপ-গমন প্রসঙ্গ জানাইলা ॥৭
তেহোঁ স্নেহে শ্রীনিবাসে লইয়া বিরলে।
না জানি কি কহি সিক্ত হৈলা নেত্রজলে ॥৮
বিদায় করিতে অতি অধৈর্য্য হিআয়।
শ্রীনিবাস পনমিয়া[৫] হইল বিদায় ॥৯
নরোত্তম রামচন্দ্র দুহুহে সঙ্গে[৬] লইয়া।
নবদ্বীপে চলে মহাপ্রেমাবিষ্ট হইয়া ॥১০
নবদ্বীপ সন্নিধানে করিয়া গমন।
নবদ্বীপ পানে চাহে সজল-নয়ন ॥১১

(৫) 'প্রণমিয়া'—মু: পু: পাঠ।
(৬) 'দোহে সঙ্গে'—মু: পু:।

বহু নেত্র বাঞ্ছে নবদ্বীপ নিরাখিতে।
আউলাইয়া পড়ে অঙ্গ না পারে ধরিতে ॥১২
নবদ্বীপভূমি পনমএ বার বার।
নিবারিতে নারে নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥১৩
নবদ্বীপে গঙ্গা শোভা করিয়া দর্শন।
করএ এ ভারতের সৌভাগ্য-বর্ণন ॥১৪
গঙ্গা আদি মহানদী জতেক ভারতে।
ভারতের প্রশংসা জে আছে ভাগবতে ॥১৫
ভারতের বর্ষভেদ(১) শ্রীনবদ্বীপ হয়।
বিস্তারিয়া শ্রীবিষ্ণুপুরাণে নিরূপয় ॥১৬
তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ;—

ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নবভেদান্নিশাময়।
ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেরুশ্চ তাম্রবর্ণো গভস্তিমান্ ॥
নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গান্ধর্ব্বস্তথ বারুণঃ।
অয়ং তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসম্বৃতঃ ॥
যোজনানাং সহস্রং বৈ দ্বীপোঽয়ং দক্ষিণোত্তরাৎ *।
সাগরসংবৃত ইতি সমুদ্রপ্রান্তবর্ত্তীতি শ্রীধরস্বামিব্যাখ্যা।
নবমস্যাস্য পৃথঙ্নামাকথনাৎ নাম্নাপি নবদ্বীপোঽয়মিতি গম্যতে

ইথে যে বিশেষ বিষ্ণুপুরাণে প্রচার।
সর্ব্বধামময় এ মহিমা নদীয়ার ॥১৭

(১) 'ভারতবর্ষভেদে'—পাঠান্তর।

* মার্কণ্ডেয়পুরাণে ভারতখণ্ড বর্ণন নামাধ্যায়ে (মার্কপু° ৫৭।৫-৭ কূর্ম্মপুরাণ ৪৫ অধ্যায়ে এই শ্লোকগুলি পরিলক্ষিত হয়।

তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াম্ ঃ—

রসজ্ঞাঃ শ্রীবৃন্দাবনমিতি যমাহুর্বহুবিদো
যমেতং গোলোকং কতিপয়জনাঃ প্রাহুরপরে।
সিতদ্বীপং চান্যে পরমপি পরব্যোম জগদু-
র্নবদ্বীপঃ সোঽয়ং জগতি পরমাশ্চর্য্যমহিমা ॥

নবদ্বীপ নাম ঐছে বিখ্যাত জগতে।
শ্রবণাদি নববিধ ভক্তি দীপ্ত যাতে ॥১৮
শ্রবণ কীর্ত্তন আদি নববিধ ভক্তি।

তথাহি শ্রীভাগবতে প্রহ্লাদবাক্যং ঃ—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥

(৭।৫।২৩-২৪ শ্লোক)

অথবা শ্রীনবদ্বীপে নবদ্বীপ নাম।
পৃথক্ পৃথক্ কিন্তু হয় একক গ্রাম ॥১৯
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলির আরম্ভেতে।
নহিল সে নামের ব্যত্যয় কুন মতে ॥২০
জৈছে কলি বৃদ্ধ তৈছে নামের ব্যত্যয়।
তথাপি সে সব নাম অনুভব হয় ॥২১

ব্রজে বজ্রনাভ তৈছে কৃষ্ণের ইচ্ছাতে।
বসাইলা গ্রাম কৃষ্ণ লীলানুসারেতে* ॥২২
কথো কাল পরে কথো গ্রাম লুপ্ত হৈল।
কথো গ্রাম নাম লোকে অস্ত ব্যস্ত কৈল ॥২৩
তৈছে নবদ্বীপ অন্তর্ভূত জত গ্রাম।
প্রভুভক্তলীলা মতে ব্যক্ত হৈল নাম ॥২৪
কথো অস্ত ব্যস্ত কথো লুপ্ত সেহি মতে।
কিন্তু নবদ্বীপ নাম জানাই ক্রমেতে ॥২৫
দ্বীপ নাম শ্রবণে সকল দুঃখ ক্ষয়।
গঙ্গা পূর্ব্ব পশ্চিম তীরেতে দ্বীপ নয় ॥২৬
পূর্ব্বে অন্তর্দ্বীপ শ্রীমন্ত দ্বীপ হয়।
গোদ্রুমদ্বীপ শ্রীমধ্যদ্বীপ চতুষ্টয় ॥২৭
কোলদ্বীপ ঋতু জহ্নু মোদদ্রুম আর।
রুদ্রদ্বীপ এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার ॥২৮
এই নবদ্বীপে নব দ্বীপাখ্যা এথায়।
প্রভুপ্রিয় শিবশক্ত্যাদি শোভে সদায় ॥২৯

তথাহি প্রাচীনৈরুক্তম্ঃ—

ধ্যেয়ং মহর্ষয়ঃ প্রাহুঃ শ্রীনবদ্বীপধামকম্।
বৃন্দাবনমিদং নিত্যং বিভ্রাজজ্জাহ্নবী তটে॥

* সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত ব্রজ-পরিক্রমায় বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

শিবপঙ্কস্থিতং শক্তিসহিতং ভক্তিভূষিতং।
অন্তর্মধ্যাদি নবধা দ্বীপদিব্যন্তমোহরম্ ॥
তৎ পঞ্চযোজনং কেচিদ্বদন্তি ক্রোশষোড়শং।
মায়াপুরঞ্চ তন্মধ্যে যত্র শ্রীভগবদ্‌গৃহম্ ॥

শোভাময় সুন্দর বসতি নদীয়ার।
নবদ্বীপে লোক যত সংখ্যা নাই তার ॥৩০

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে ১ম খণ্ডে ৯ম অধ্যায়ে—

মধুপুরী প্রায় যেন নবদ্বীপ পুরী।
এক জাতি লক্ষ লক্ষ কহিতে না পারি ॥৩১
প্রভুর বিহার লাগি পূর্ব্বেই বিধাতা।
সকল সম্পূর্ণ করি থুইয়াছে তথা ॥৩২

তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে প্রথম প্রক্রমে—

নবদ্বীপ ইতিখ্যাতে ক্ষেত্রে পরমবৈষ্ণবে।
ব্রাহ্মণাঃ সাধবাঃ শান্তা বৈষ্ণবাঃ সৎকুলোদ্ভবাঃ ॥
মহান্তঃ কর্ম্মনিপুণাঃ সর্ব্বে শাস্ত্রার্থপারগাঃ।
অন্যে চ সন্তি বহুশো ভিষক্‌শূদ্রবণিগ্‌জনাঃ ॥
স্বাচারনিরতাঃ শুদ্ধাঃ সর্ব্বে বিদ্যোপজীবিনঃ।
তত্র দেবব্রতাঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠভবনোপমে ॥

(১৬-১৭-১৮ শ্লোক)

তথাহি গীতে :—

জয় জয় শ্রীনদীয়া সুখধাম।
অদ্ভুত বসতি বসত চতুরাশ্রম,
যহি নিতি নিতি উৎসব অনুপাম ॥ ধ্রু ॥

অষ্টসিদ্ধি নবনিধি আদি প্রতি মন্দিরে নিরত ফিরত জনু দাস।
ধর্ম্ম অর্থ অরু কামমোক্ষগণে গণ তন কোউ করত উপহাস ॥
প্রবল প্রতাপ তাপত্রয় ভঞ্জন, নবধাভক্তি দীপ্ত অনিবার।
নির্ম্মল প্রেমপূর্ণ অহর্নিশি যহি থির চর সতত রহত মাতোয়ার ॥
বিবিধ ভাঁতি গৃহ লমত সচ্ছপুরী বেষ্টিত সুরধুনী ধবল সুপানি।
জনু নবকুন্দ কুসুম মুকুতাস্রজ জনু শশী খণ্ড উদয় অনুমানি ॥
শোভা নব নব বৃন্দাবন সম ষড় ঋতু সেবিত সরস দিগন্ত।
মঞ্জু মহামহিমা মহিবিস্তৃত গায়ত ফণিপ না পায়ত অন্ত ॥
সুর সহ সুরবর হর চতুরানন ধ্যান ধরত উর হর হরস অপার।
ভণ ঘনশ্যাম সো পহুঁ পরিকর সঞে নিরখব কব উহ ভূমি মাঝার।

নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের অদ্ভুত বিহার।
নানা মতে বর্ণে কবি শোভা নদীয়ার ॥৩৩

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে ঃ—

স্বয়ং দেবো যত্র দ্রুতকনকগৌরঃ করুণয়া
মহাপ্রেমানন্দোজ্জ্বলরসবপুঃ প্রাদুরভবৎ।
নবদ্বীপে তস্মিন্ প্রতিভবনভক্ত্যুৎসবময়ে
মনো মে বৈকুণ্ঠাদপি চ মধুরে ধাম্নি রমতাম্ ॥(৮২ শ্লোক)

যদ্যপি এ ধাম ব্যক্তাচ্ছন্ন হয় তভু।
যৈছে কলিযুগেতে ছন্নাবতার প্রভু ॥৩৪

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে—

ইত্থং নৃতির্য্যগৃষিদেবঝষাবতারৈ—
র্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্।

ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং
ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্॥ (৯ম অঃ ৩৮ শ্লোক)

পূর্ব্ব পূর্ব্বাবতারে যে ধামে যে যে লীলা।
গুপ্তে নবদ্বীপে তাহা সব প্রকাশিলা ॥৩৫
পূর্ব্ব পূর্ব্ব নবদ্বীপ ধামে যে বিহার।
সে রূপ বিহরে সদা শচীর কুমার ॥৩৬
ব্রহ্মাদির অগোচর নবদ্বীপ লীলা।
যারে জানাইলা প্রভু সেই সে জানিলা ॥৩৭
একদিন যে লীলা করেন নদীয়ায়।
সহস্র বদনে তার অন্ত নাহি পায় ॥৩৮
যে দ্বাপরে কৃষ্ণ বিহরয়ে ব্রজপুরে।
সেই কলিযুগে প্রভু নদীয়া বিহরে ॥৩৯
নদীয়া-বসতি অষ্টক্রোশ কেহো কয়।
অচিন্ত্য ধামের শক্তি সব সত্য হয় ॥৪০
নবদ্বীপ ধাম পদ্মপুষ্প প্রায় রীত।
ক্ষণেকে সঙ্কোচ ক্ষণে হয় বিস্তারিত ॥৪১
প্রভুর আলয় হৈতে যে রহয়ে দূর।
সে আইসে শীঘ্র তারে দূর নাহি স্ফুর ॥৪২
আমায় অসংখ্য লোক সঙ্কীর্ত্তন স্থানে।
অল্প স্থান বিস্তার তা কেহো নাহি জানে ॥৪৩
সর্ব্বপ্রকারেতে নবদ্বীপ শ্রেষ্ঠ হয়।
অসংখ্য প্রভুর ভক্ত যথা বিলসয় ॥৪৪

নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান্ ॥৪৫
যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর।
তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর ॥৪৬
মায়াপুর শোভা সদা ব্রহ্মাদি ধিয়ায়।
মায়াপুর মহিমা কেবা বা নাহি গায় ॥৪৭
যে দেখে বারেক তার তাপ যায় দূর।
হেন মায়াপুরে চলে আচার্য্য ঠাকুর ॥৪৮
নরোত্তম রামচন্দ্র দোঁহে সঙ্গে লৈয়া।
প্রবেশয়ে মায়াপুরে অধৈর্য্য হইয়া ॥৪৯
যে পথে চলয়ে সেই পথে কিছু দূরে।
আইসেন এক বৃদ্ধ বিপ্র ধীরে ধীরে ॥৫০
তাঁরে প্রণমিয়ে অতি সুমধুর ভাষে।
শ্রীঈশান ঠাকুরের সম্বাদ জিজ্ঞাসে ॥৫১
বিপ্র কহে এই দেখি আইলু ঈশানে।
'কি বলিব কেবা না ঝুরয়ে তাঁর গুণে ॥৫২
সর্ব্বতত্ত্ব-জ্ঞাতা তেঁহো সর্ব্বত্র বিদিত।
শ্রীশচীদেবীরে যে সেবিলা যথোচিত ॥৫৩

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে—

সেবিলেন সর্ব্ব কাল আইরে ঈশান্।
চতুর্দ্দশ লোকমধ্যে মহাভাগ্যবান্ ॥

শচীদেবী ঈশানে যতেক স্নেহ কৈল।
কহিতে কি জানি তাহা সাক্ষাতে দেখিল॥

তথাহি শ্রীবৈষ্ণববন্দনায়াম্—

"বন্দিব ঈশান দাস করযোড় করি।
শচী ঠাকুরাণী যারে স্নেহ কৈল বড়ি"॥
ওহে বাপু কহিতে কি জানি ক্রিয়া তান।
নিমাইচান্দের অতি প্রিয় সে ঈশান॥১৮

ঈশানের প্রাণ শচীনন্দন নিমাই।
ঈশান বিহনে না যায়েন কুন ঠাঁই॥৫৪
বাল্যকালে নিমাই চঞ্চল অতিশয়।
যে আখুটি করে তা ঈশান সমাধয়॥৫৫
দেখিলাম যে তাহা না আইসে কহিতে।
নিরন্তর দগ্ধে হিয়া সে সব ভাবিতে॥৫৬
নদীয়ায় সুখের অবধি কে না জানে।
হেন নবদ্বীপ শূন্য হইল দিনে দিনে॥৫৭
যে দিকে দেখিয়ে সেই দিক্ অন্ধকার।
স্বপ্ন-অগোচর সুখ কহিতে কি আর॥৫৮
তো সবে দেখিতে হয় উল্লাস অন্তর।
তোমরা কি নিমাই চাঁদের পরিকর॥৫৯
দেহ পরিচয় বাপ দেহ পরিচয়।
শুনি শ্রীনিবাস বিপ্র আগে নিবেদয়॥৬০

শ্রীনিবাস দাস নাম হয়ত আমার।
নরোত্তম রামচন্দ্র নাম এ দোঁহার ॥৬১
শুনি বিপ্ররাজ দুই বাহু পসারিয়া।
কৈল আলিঙ্গন নেত্র-জলে সিক্ত হৈয়া ॥৬২
ক্রোড়ে হৈতে শ্রীনিবাসে ছাড়িতে না পারে।
চাহি মুখপানে পুন কহে বারে বারে ॥৬৩
ওহে বাপ তোমাদের প্রসঙ্গ শুনিল।
দেখি মনে সাধ অকস্মাৎ দেখা হৈল ॥৬৪
অদ্য গিয়াছিনু ঈশানেরে দেখিবারে।
তোমরা আসিবা তাহা কহিল আমারে ॥৬৫
ঈশান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবনে।
চাহিয়া আছেন তোমাদের পথ-পানে ॥৬৬
যাহ তথা আমিহ আসিব শীঘ্র করি।
এত কহি বিপ্র গৃহে গেলা ধীরি ধীরি ॥৬৭
শ্রীনিবাস বৃদ্ধ বিপ্র-পদে প্রণমিয়া।
প্রভুর আলয়ে গেলা ব্যাকুল হইয়া ॥৬৮
প্রভুর অঙ্গন ধূলে হইলা ধূসর।
নয়নের জলে সিক্ত সর্ব্ব কলেবর ॥৬৯
চতুর্দ্দিকে চাহে ধৈর্য্য নারে ধরিবারে।
দেখেন ঈশানে সূর্য্যসম তেজ তাঁরে ॥৭০
বসিয়া আছেন একা পরম নির্জ্জনে।
কি অদ্ভুত চেষ্টা অশ্রু মুদ্রিত নয়নে ॥৭১

নয়নের জলে মুখ বক্ষ ভাসি জায়।
ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস সে অগ্নির শিখাপ্রায় ॥৭২
খনে বিশ্বম্ভর বলি লোটায় ভূমিতে।
খনে কহে থুইলা প্রভু কি সুখ খাইতে ॥৭৩
এত কহি কাতরে চাহয়ে চারি পাশে।
দেখয়ে সম্মুখে প্রেমময় শ্রীনিবাসে ॥৭৪
আইস বাপু বুলি হই বাহু পসারিয়া।
হইলেন হর্ষ শ্রীনিবাসে আলিঙ্গিয়া ॥৭৫
নরোত্তম রামচন্দ্রে করি আলিঙ্গন।
জে অদ্ভুত স্নেহাবেশ না হয় বর্ণন ॥৭৬
শ্রীনিবাস নরোত্তম রামচন্দ্র তিনে।
নিবারিতে নারে অশ্রু প্রণমি ঈশানে ॥৭৭
শ্রীঈশান ঠাকুর যত্নেতে প্রবোধিয়া।
জিজ্ঞাসয়ে কুশল নিকটে বসাইয়া ॥৭৮
শ্রীনিবাস সকল সংবাদ নিবেদিয়া।
নিজ অভিলাষ কহে সঙ্কুচিত হৈয়া ॥৭৯
শ্রীরাঘব সঙ্গে ব্রজে ভ্রমণ করিতে।
মন হৈল নদীয়া ভ্রমিব এইমতে ॥৮০
শুনি শ্রীঈশান কহে মনে কৈল জাহা।
শ্রীগৌরসুন্দর পূর্ণ করিবেন তাহা ॥৮১
এই নবদ্বীপ ধাম অতিশয় গূঢ়।
জারে কৃপা জানে সে না জানে তত্ত্ব মূঢ় ॥৮২

নবদ্বীপ লীলাস্থান অতি মনোহর।
আনের কা কথা ব্রহ্মাদির অগোচর ॥৮৩
দেখিনু জে শুনিনু প্রাচীন লোক স্থানে।
এ হেন দুঃখেত তাহা আছে মোর মনে ॥৮৪
তোমারে জানাব অকস্মাৎ হৈল চিতে।
তেঞি নরোত্তম দ্বারে কহিনু আসিতে ॥৮৫
ভাল হৈল শীঘ্র আইলা কি আর কহিতে।
নদীয়া ভ্রমণে কালি জাইব প্রভাতে ॥৮৬
ইহা শুনি শ্রীনিবাস পড়ে পদতলে।
ক্রোড়ে লইয়া ঈশান ভাসয়ে নেত্রজলে ॥৮৭
ঈশান কহয়ে বাপ তোমারে দেখিয়া।
জুড়াইল আমার দারুণ দগ্ধ হিয়া ॥৮৮
হইলাম বৃদ্ধ হীন হৈনু সামর্থ্যেতে।
এবে অকস্মাৎ হৈল সামর্থ্য দেহেতে ॥৮৯
ঐছে কত কহি শ্রীনিবাসে সেইখনে।
মিলাইলা জে আছেন প্রভু প্রিয়গণে ॥৯০
সে দিবস প্রভুর আলয়ে সর্ব্বজন।
রহিলেন জৈছে তাহা না হয় বর্ণন ॥৯১
রজনী প্রভাতে শ্রীঈশান মহাশয়।
নদীয়া ভ্রমণে চলে উল্লাসহৃদয় ॥৯২
শ্রীনিবাসাচার্য্য নরোত্তম রামচন্দ্র।
ঈশানের সঙ্গে চলে উথলে আনন্দ ॥৯৩

প্রণমিয়া বার বার প্রভুর মন্দিরে।
মায়াপুর হৈতে যাত্রা কৈলা আতোপুরে ॥৯৪
প্রথমেই আতোপুর স্থান নিরখিয়া।
কহয়ে ঈশান শ্রীনিবাস পানে চা'য়া ॥৯৫

অন্তর্দ্বীপ-বর্ণন।

ওহে শ্রীনিবাস এই আতোপুর স্থান।
বহুকালাবধি লুপ্ত হৈল এই গ্রাম ॥১
পূর্ব্বে অন্তর্দ্বীপ নাম আছিল ইহার।
অন্তর্দ্বীপ নাম জৈছে কহি সে প্রকার ॥২
দ্বাপর যুগেত কৃষ্ণ ব্রজে বিহরয়।
তাঁর মায়াবশে কেবা মোহিত না হয় ॥৩
আনের কা কথা ব্রহ্মা মোহিত হইলা।
সখা সহ শ্রীকৃষ্ণের গোবৎস হরিলা ॥৪
করিতে ব্রহ্মার দর্প চূর্ণ সেই খনে।
সকল গোবৎস সখা হইলা আপনে ॥৫
কৃষ্ণের এ লীলা ব্রহ্মা বুঝিতে না পারে।
পড়িয়া ফাঁপরে ব্রহ্মা স্থির হৈতে নারে ॥৬
সাপরাধ হৈয়া কৃষ্ণে বহু স্তুতি কৈল।
স্তুতিবশে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হৈল ॥৭
তথাপি ব্রহ্মার নহে স্বচ্ছন্দ অন্তর।
কৈনু অপরাধ চিত্তে চিন্তে নিরন্তর ॥৮

মনে মনে বিচারয়ে বসিয়া নির্জ্জনে।
না দেখি উপায় চৈতন্যাবতার বিনে ॥৯
কলির প্রথমে প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
অবতীর্ণ হইয়া করিব কলি ধন্য ॥১০
নবদ্বীপে করিলে প্রভুর আরাধনা।
করিবেন পূর্ণ প্রভু মনের বাসনা ॥১১
ঐছে বিচারিয়া ব্রহ্মা এই আতোপুরে।
প্রভুরে আরাধে অতি উল্লাস অন্তরে ॥১২
ভকতবৎসল গৌরচন্দ্র দয়াময়।
হইলা সাক্ষাৎ শোভা ভুবন মোহএ ॥১৩
অঙ্গের ছটায় দশদিক্ আলো করে।
কি ছার কনক কন্দর্পের দর্প হরে ॥১৪
আজানুলম্বিত বাহু বক্ষ পরিসর।
নানা মণিভূষণে ভূষিত কলেবর ॥১৫
আকর্ণ পর্য্যন্ত নেত্র অদ্ভুত চাহনি।
কোটি কোটি চন্দ্র জিনি মুখের লাবণি ॥১৬
সদা মন্দ মন্দ হাসি সুধা বৃষ্টি করে।
কে আছে এমন সে ভঙ্গিতে ধৈর্য্য ধরে ॥১৭
দেখি প্রাণনাথে ব্রহ্মা হইলা বিহ্বল।
ধরিতে না পারে অঙ্গ করে টল মল ॥১৮
করি বহু স্তুতি সিক্ত হৈয়া নেত্র জলে।
দেখিয়া পড়এ প্রভুর পদতলে ॥১৯

লোটাইয়া ব্রহ্মার চেষ্টা শচীর নন্দন।
কহে সুমধুর বাক্য করি আলিঙ্গন ॥২০
তুমি প্রিয় সদা আমি প্রসন্ন তোমাত।
এবে জেই ইচ্ছা বর মাগহ আমাত ॥২১
ব্রহ্মা কহে এই কলিযুগে নদীয়াতে।
করিব প্রকট লীলা স্বগণ সহিতে ॥২২
সে সময়ে প্রভু মোরে করি অঙ্গীকার।
জন্মাইয়া নীচকুলে এ ইচ্ছা আমার ॥২৩
ওহে প্রভু মোর অভিমান অতিশয়।
লোকে ঘৃণা করে যেন ঐছে দণ্ড হয় ॥২৪
ঘুচাইবা আমার দারুণ দুষ্ট মতি।
করাইবা তোমার শ্রীনামে গাঢ় রতি ॥২৫
পূর্ব্বে জৈছে মায়ায় মোহিত কৈলা মোরে।
তাহা না করিবা মোরে এই অবতারে ॥২৬
অনুখন তোমার ভক্তের সঙ্গ চাই।
জীবনে মরণে যেন তোমারে ধিয়াই ॥২৭
শুনিয়া ব্রহ্মার বাক্য প্রভুর উল্লাস।
প্রভু কহে পূর্ণ হব সব অভিলাষ ॥২৮
পাইয়া প্রভুর বড় উল্লাস অন্তরে।
প্রণমিয়া ব্রহ্মা পুন কহে ধীরে ধীরে ॥২৯
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি সকলের পর।
কে বুঝিতে পারে প্রভু তোমার অন্তর ॥৩০

নানা লীলা কৈলা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারে।
না জানি কি লীলা এই নদীয়া নগরে ॥৩১
জীব নিস্তারিব প্রভু এ অল্প বিষয়।
ইথে সে বিশেষ কিছু শুনি সাধ হয় ॥৩২
শুনিয়া ব্রহ্মার বাক্য চাহি ব্রহ্মা-পানে।
অন্তরের কথা কিছু কহয়ে তাহানে ॥৩৩
ভক্তভাব লৈয়া ভক্তিরস আস্বাদিব।
পরম দুর্ল্লভ সঙ্কীর্ত্তন প্রকাশিব ॥৩৪
নানাবতারের নানাভাবে ভক্ত জত।
করাব ব্রজানুগত মধুর রসেত ॥৩৫
ঐছে বাক্যে রাধাপ্রেম হৃদয়ে উথলে।
বাঞ্ছাত্রয় কহিতেই ভাসে নেত্রজলে ॥৩৬
অনুগ্রহ করিয়া ব্রহ্মারে জানাইল।
প্রভুর জে বাঞ্ছাত্রয় বিজ্ঞে ব্যক্ত কৈল ॥৩৭

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে। আদি ১।৬।

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যামদনুভবতঃ কীদৃশং বেত্তি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ব্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥

পুন প্রভু সংক্ষেপেই ব্রহ্মারে কহিলা।
দেখিবা সাক্ষাতে মোর নবদ্বীপ-লীলা ॥৩৮

কহি অন্তরের কথা হৈল অন্তর্দ্ধান।
এই হেতু লোকে ব্যক্ত অন্তর্দ্বীপ নাম ॥৩৯
প্রভুর কৃপাতে ব্রহ্মা হৈলা হর্ষ অতি।
নবদ্বীপে প্রভুর প্রকট চিন্তে নিতি ॥৪০
এই অন্তর্দ্বীপ ভূমে গৌরগণ সনে।
করে জে বিলাস বর্ণিব কুন জনে ॥৪১
ওহে শ্রীনিবাস অন্তর্দ্বীপ শোভাময়।
এ স্থান দর্শনে অভিলাষ সিদ্ধি হয় ॥৪২
সুবর্ণবিহার ওই দেখ শ্রীনিবাস।
কহিব পশ্চাৎ এই গ্রামে জে বিলাস ॥৪৩
ঐছে কত কহি সঙ্গে লয়ে তিন জনে।
সিমলিয়া গ্রামে প্রবেশিলা কতক্ষণে ॥৪৪

সীমন্তদ্বীপ-বর্ণন।

ঈশান ঠাকুর শ্রীনিবাস প্রতি কয়।
দেখ এই সিমলিয়া গ্রাম শোভাময় ॥১
পূর্ব্বে এ সীমন্তদ্বীপ বিখ্যাত জগতে।
সীমন্তদ্বীপাখ্যা জৈছে কহি সংক্ষেপেতে ॥২
একদিন কৈলাস পর্ব্বতে মহেশ্বর।
ভক্তনামামৃত পানে অধৈর্য্য অন্তর ॥৩
সর্ব্বাবতারের সর্ব্ব ভক্ত নদীয়ায়।
সেই সব নাম ব্যক্ত করি উচ্চ রাএ ॥৪

গায় প্রভু ভক্তের মহিমা পঞ্চমুখে।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক হিয়া উথলএ সুখে ॥৫
পরম অদ্ভুত নৃত্য করে দিগম্বর।
পদভরে কম্পএ কৈলাস গিরিবর ॥৬
বাএ নিজ যন্ত্রধ্বনি ভেদএ গগন।
মহামত্ত হৈয়া করে হুঙ্কার গর্জ্জন ॥৭
প্রভু শঙ্করের চেষ্টা দেখিয়া পার্ব্বতী।
হইলা বিহ্বল কিছু নাহি বুদ্ধিগতি ॥৮
নৃত্যাবেশে স্থির হৈলা দেব ত্রিলোচন।
ঝরয়ে আনন্দ-অশ্রু নহে নিবারণ ॥৯
রজত পর্ব্বত প্রায় বসি চর্ম্মাসনে।
প্রশংসয়ে কলির সৌভাগ্য শ্রীবদনে ॥১০
প্রভু মহেশ্বরের কি অদ্ভুত চরিত।
মন্দ মন্দ হাসিয়া চাহয়ে চারিভিত ॥১১
দেখি পার্ব্বতীর চেষ্টা প্রসন্ন অন্তরে।
স্থির করি পার্শ্বে বসাইলা পার্ব্বতীরে ॥১২
পার্ব্বতী পরমানন্দে কহেঁ ওহে প্রভু।
আজি জে করিলা কৃপা ঐছে নাহি কভু ॥১৩
জে সকল নাম উচ্চারিলা শ্রীবদনে।
এ সকল নাম কভু না শুনি শ্রবণে ॥১৪
কলির সৌভাগ্য প্রশংসহ বার বার।
ইথে বুঝি কলিতে প্রকট এ সভার ॥১৫

শুনি পার্ব্বতীর কথা মনের উল্লাসে।
কহেন পার্ব্বতী প্রতি সুমধুর ভাষে ॥১৬
এই কলিযুগে কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়াতে।
হইব প্রকট শচীদেবীর গর্ব্ভেতে ॥১৭
শ্রীরাধিকা অঙ্গকান্তি করিব ধারণ।
ত্রৈলোক্যবিজয় রূপ অতি রসায়ন ॥১৮
সে রূপের উপমা নারিব কেহো দিতে।
মাতিব জগতরূপ বারেক চাহিতে ॥১৯
সে অঙ্গ শোভায় কন্দর্পের দর্প নাশ।
নবদ্বীপে করিবেন অদ্ভুত বিলাস ॥২০
সর্ব্ব অবতারের সকল ভক্ত সঙ্গে।
আস্বাদিব ব্রজের দুর্ল্লভ প্রেমরঙ্গে ॥২১
প্রকাশিব সংকীর্ত্তন সুখের পাথার।
নিজগুণে করিবেন জগত উদ্ধার ॥২২
এই অবতারে দুঃখী কেহো না রহিব।
জার জেই মনোরথ সভ সিদ্ধ হব ॥২৩
পূর্ব্ব পূর্ব্ব জে কেহো করিল কোন দোষ।
তাহা খমাইয়া তার করিব সন্তোষ ॥২৪
জানাইব ভক্তের মহিমা অতিশয়।
কহিল তোমারে ঐছে নাই দয়াময় ॥২৫
এ সভ শুনিয়া পার্ব্বতীর মনে জাহা।
এক মুখে কেবা বা বর্ণিতে পারে তাহা ॥২৬

নবদ্বীপে পার্ব্বতী আসিয়া এইখানে।
আরাধএ শ্রীগৌরসুন্দর ভগবানে ॥২৭
দেবী আরাধএ জানি প্রসন্ন অন্তর।
সাক্ষাৎ হইলা নবদ্বীপ-সুধাকর ॥২৮
ভুবনমোহন প্রতি অঙ্গের লাবণি।
শ্রীমুখচন্দ্রেতে কোটি চন্দ্রমা নিছনি ॥২৯
দীর্ঘ দুই নয়নে বা কেবা ধৈর্য্য ধরে।
গণ্ডচ্ছটা কনক-দর্পণ-দর্প হরে ॥৩০
আজানু-লম্বিত বাহু বক্ষ পরিসর।
নানা রত্নভূষণে ভূষিত কলেবর ॥৩১
পরিধেয় বসনে মদন মদ নাশে।
গমন ভঙ্গিতে কত আনন্দ প্রকাশে ॥৩২
দেখিয়া পার্ব্বতী ধৈর্য্য নারে ধরিবারে।
নিবারিতে নারে নেত্রে আনন্দাশ্রু ঝরে ॥৩৩
পার্ব্বতীর চেষ্টা দেখি প্রভু বিশ্বম্ভর।
আইল নিকটে অতি উল্লাস অন্তর ॥৩৪
সুমধুর বাক্যে পার্ব্বতীর প্রতি কয়।
কৈলা আরাধনা স্থিত নহিলে হৃদয় ॥৩৫
মোর আগে তুমি জে কহিব মনঃকথা।
তাহাই করিব আমি কহিল সর্ব্বথা ॥৩৬
ইহা শুনি পার্ব্বতীর আনন্দাতিশয়।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক শোভা উপমা না হয় ॥৩৭

দুই কর জুড়ি কহে প্রভু বিশ্বম্ভরে।
করিবা এ কলি ধন্য প্রকট বিহারে ॥৩৮
জগতের তাপত্রয় হেলায় হরিবা।
সকল জীবের মহানন্দ বাড়াইবা ॥৩৯
সর্ব্ব অন্তর্যামী প্রভু জানহ সকল।
নিরন্তর মোর হিয়া হৈয়াছে বিকল ॥৪০
ভক্তস্থানে অপরাধ করিনু প্রচুর।
শাপ দিনু চিত্রকেতু হৈল বৃত্রাসুর ॥৪১
তোমার ভক্তের গুণ কহনে না জায়।
দোষ কৈনু তবু স্তুতি করিল আমায় ॥৪২
সে সকল সহ বিলসিবা নদীয়াতে।
এই করোঁ সে সভে প্রসন্ন হন জাতে ॥৪৩
কহিতে না আইসে প্রভু জে করে অন্তর।
দেখি যেন নদীয়াবিহার নিরন্তর ॥৪৪
প্রভু কহে হব পূর্ণ জে করিলা মনে।
মোর জত কার্য্য তাহা নহে তোমা বিনে ॥৪৫
এত কহি প্রভু হইতেই অন্তর্দ্ধান।
পার্ব্বতী পড়িয়া পদে করিল প্রণাম ॥৪৬
প্রভুর চরণ-ধূলা সীমন্তে ধরিল।
এ হেতু সীমন্তদ্বীপ নাম ব্যক্ত হৈল ॥৪৭
পার্ব্বতী ব্যাকুল হৈলা প্রভু-অদর্শনে।
কবে হব প্রকট বিহার চিন্তে মনে ॥৪৮

ওহে শ্রীনিবাস এই সীমন্তদ্বীপ স্থান।
জে দেখে বারেক তার সফল নয়ান ॥৪৯
অনায়াসে ঘুচএ দারুণ ভবভয়।
পরম দুর্ল্লভ প্রেমভক্তি লভ্য হয় ॥৫০
অদ্যাপিহ এথা দেবী পূজে সর্ব্ব লোক।
দেবীর কৃপায় না জানএ দুঃখ শোক ॥৫১
এই সিমলিয়া গ্রামে শ্রীগৌরসুন্দর।
বিহরএ সঙ্গেত অসংখ্য পরিকর ॥৫২
নগরকীর্ত্তন কালে জে আনন্দ এথা।
এক মুখে কহিব কি সে সকল কথা ॥৫৩
ভাগ্যবন্তগণ মহা শোভা নিরখিল।
প্রেম-কোলাহল সব জগৎ ব্যাপিল ॥৫৪
এত কহি সিমলিয়া গ্রাম হৈতে চলে।
প্রভু লীলা সঙরি ভাসএ নেত্রজলে ॥৫৫
কহিতে কহিতে প্রভু ভক্তের রচিত।
গাদিগাছা গ্রামেতে হইলা উপনীত ॥৫৬

গোদ্রুমদ্বীপ-বর্ণন।

ঈশান কহয়ে এই গাদিগাছা গ্রাম।
বিজ্ঞে কহে পূর্ব্বে এ গোদ্রুমদ্বীপ নাম ॥১
গোদ্রুম-দ্বীপাখ্যা জৈছে কহি সংক্ষেপেতে।
শুনিনু যে পূর্ব্ব-বিজ্ঞগণের মুখেতে ॥২

এক দিন ইন্দ্র অতি ব্যাকুল হৃদয়।
সুরভি গাভীর প্রতি ধীরে ধীরে কয় ॥৩
প্রভুর মায়ায় স্থির হইতে নারিনু।
অহঙ্কারে মত্ত হৈয়া অপরাধ কৈনু ॥৪
যদ্যপি প্রসন্ন প্রভু হইলা আমারে।
তথাপিহ চিত্ত স্থির নারি করিবারে।৫
নহিলে উচিত দণ্ড দণ্ড দিয়া প্রভু।
নিজ সেবা যোগ্য কি করিব মোরে কভু ॥৬
শুনিয়া ইন্দ্রের কথা সুরভি সন্তোষে।
ইন্দ্র প্রতি কহে অতি সুমধুর ভাষে ॥৭
জানিসু অন্তর কিছু চিন্তা না করিব।
এই অবতারে মনোরথ-সিদ্ধি হব ॥৮
অবতীর্ণ হৈতে অল্প দিবস আছএ।
এই কলিযুগের সৌভাগ্য অতিশয় ॥৯
ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ গৌরাঙ্গ সুন্দর।
বিহরিব নবদ্বীপে অতি গূঢ়তর ॥১০
জারে জানাইব প্রভু সেই সে জানিব।
অখিল লোকের সর্ব্ব দুঃখ বিনাশিব ॥১১
এত কহি ইন্দ্র সহ সুরভি এথাএ।
দেখে নবদ্বীপশোভা উল্লাস হিয়াএ ॥১২
আরাধিতে সুরভি শ্রীপ্রভুর চরণ।
হইলা সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ॥১৩

ভুবনমোহন গৌরমূর্ত্তি নিরখিয়া।
মহানন্দে সুরভি ধরিতে নারে হিয়া ॥১৪
মন্দ মন্দ হাসি নবদ্বীপ-সুধাকর।
কহএ সুরভি প্রতি বুঝিমু অন্তর ॥১৫
দেখিব প্রকট মোর নদীয়া বিহার।
সর্ব্ব মনোরথ পূর্ণ হইব তোমার ॥১৬
এতেক বচনে ইন্দ্র আসি হেনকালে।
অতি দীনপ্রায় পড়ি প্রভু-পদতলে ॥১৭
দেখিয়া ইন্দ্রের অতি কাতর অন্তর।
অতি সুমধুর বাক্যে কহে বিশ্বম্ভর ॥১৮
কোনই সঙ্কোচচিত্ত না করিহ আর।
সর্ব্ব মনোরথ সিদ্ধি হইব তোমার ॥১৯
শুনিয়া প্রভুর বাক্য ইন্দ্র নিবেদয়।
তোমার মায়াতে কেবা মোহিত না হয় ॥২০
ব্রজবিহারেতে চিত্ত ভ্রমাইলা জৈছে।
নবদ্বীপ-বিহার বা করো প্রভু তৈছে ॥২১
শুনি মন্দ মন্দ হাসি প্রভু গৌররায়।
ইন্দ্রে জে করিল কৃপা কহনে না জায় ॥২২
ইন্দ্র সহ সুরভি অনেক স্তব কৈল।
প্রভু অন্তর্দ্ধান হৈতে ব্যাকুল হইল ॥২৩
শ্রীসুরভি গাবী ইন্দ্রদেবের সহিতে।
কতখনে স্থির হৈলা প্রভুর ইচ্ছাতে ॥২৪

ইন্দ্র সহ সুরভি পরমানন্দ মনে।
দেখি নবদ্বীপশোভা কত উঠে মনে ॥২৫
কহিতে কিঁ জানি চেষ্টা ওহে শ্রীনিবাস।
এইখানে হৈল মহাপ্রেমের প্রকাশ ॥২৬
এথা ছিল অশ্বত্থ বৃক্ষ অতি উচ্চতর।
অতি বিস্তারিত বৃক্ষ শোভা মনোহর ॥২৭
শ্রীসুরভি গাবী দ্রুমতলে বিলসএ।
এ হেতু গোদ্রুমদ্বীপ পূর্ব্ব বিজ্ঞে কএ ॥২৮
এবে গাদিগাছা নাম এ গ্রাম দর্শনে।
উপজে নির্ম্মল ভক্তি প্রভুর চরণে ॥২৯
এ গ্রাম বাসেতে পূর্ণ হয় অভিলাষ।
এ গ্রাম-মহিমা কি কহিব শ্রীনিবাস ॥৩০
এ গ্রামে শ্রীগৌরাঙ্গের অদ্ভুত বিহার।
নেত্র ভরি দেখে জত লোক নদীয়ার ॥৩১

মধ্যদ্বীপ-বর্ণন।

এত কহি ঈশান ঠাকুর হর্ষ হৈয়া।
দেখে শোভা মাজিতাগ্রামের প্রান্তে গিয়া ॥১
শ্রীনিবাস প্রতি কহে এ মাজিতা গ্রাম।
কহএ প্রাচীন পূর্ব্বে মধ্যদ্বীপ নাম ॥২
প্রভুর পরমাদ্ভুত লীলা মধ্যদ্বীপে।
মধ্যদ্বীপ নাম জৈছে কহি জে সংক্ষেপে ॥৩

এথা সপ্তঋষি প্রভু গুণে মগ্ন হৈয়া।
নানা কথা কহে নবদ্বীপ নিরখিয়া ॥৪
কেহো কহে দেখ নবদ্বীপ শোভাময়।
প্রভুর বিলাসস্থান সুখের আলয় ॥৫
আছএ জতেক তীর্থ জগতভিতরে।
সে সব তীর্থের স্থিতি নদীয়া নগরে ॥৬
কেহো কহে নবদ্বীপ-মহিমা অপার।
প্রকটাপ্রকটে এথা অদ্ভুত বিহার ॥৭
প্রকটে প্রভুরে সভে করএ দর্শন।
অপ্রকটে দেখে মাত্র ভাগ্যবন্ত-জন ॥৮
কেহো কহে এই কলি ধন্য করিবারে।
হইব প্রকট জগন্নাথমিশ্র-ঘরে ॥৯
এই অবতারে গৌরবর্ণ নিরুপমা।
জগৎ মাতিব দেখি সর্ব্বাঙ্গ সুষমা ॥১০
কেহো কহে কৃষ্ণের এ নদীয়াবিহার।
ব্রহ্মাদির অগোচর ঐছে চমৎকার ॥১১
কেহো কহে শচীর নন্দন স্বেচ্ছাময়।
তবে জে করএ কার্য্য কহনে না হয়* ॥১২
কলিযুগে জীবেরে করিয়া মহাযত্ন।
বিতরিব পরম দুর্ল্লভ প্রেমরত্ন ॥১৩

*'কহিল না হয়'—পাঠান্তর।

কেহো কহে দয়ার সমুদ্র মহাপ্রভু।
জে কৃপা করিব জীবে ঐছে নহে কভু ॥১৪
সর্ব্বাবতারের সর্ব্ব ভক্ত সঙ্গে লৈয়া।
সঙ্কীর্ত্তনে মাতিব জগত মাতাইয়া ॥১৫
কেহো কহে ভক্তের জীবন গৌরহরি।
করিয়া সন্ন্যাস হইবেন দেশান্তরী ॥১৬
অসংখ্য তীর্থের পূর্ণ করি অভিলাষ।
জগন্নাথ প্রীতে করিবেন ক্ষেত্রে বাস ॥১৭
ঐছে মহানন্দে কত কহি পরস্পর।
প্রভু-পাদপদ্ম-চিন্তা করে নিরন্তর ॥১৮
অতি অনুরাগে ঋষিগণ আরাধয়।
ভকতবৎসল প্রভু অধৈর্য্যাতিশয় ॥১৯
মধ্যাহ্নের সূর্য্যসম মধ্যাহ্ন কালেতে।
হইলা সাক্ষাৎ শোভা কে পারে বর্ণিতে ॥২০
ভুবনমোহন ভঙ্গি করিতে দর্শন।
হৈল অনিমিষ ঋষিগণের নয়ন ॥২১
ব্যাপিল পুলক অঙ্গে নেত্রে অশ্রুধার।
ভূমে পড়ি প্রভুরে প্রণমে বার বার ॥২২
করিল অনেক স্তুতি কহিল না হয়।
করি প্রদক্ষিণ পুন প্রভুরে কহয় ॥২৩
ওহে প্রভু বহু অভিলাষ মো সভার।
নেত্র ভরি দেখি এই নদীয়া বিহার ॥২৪

নবদ্বীপ ধ্যান যেন করিএ সদাই।
নিরন্তর তোমার ভক্তের গুণ গাই ॥২৫
ঐছে কত প্রভু আগে কহি ঋষিগণ।
প্রভুকে দেখিতে বাঞ্ছে সহস্রলোচন ॥২৬
ঋষি-স্তুতিবশে প্রভু কহে ঋষিগণে।
হইবেক পূর্ণ সভে জে করিলা মনে ॥২৭
নবদ্বীপলীলা মোর অতি গম্য হয়।
রাখিব গোপনে ইথে মোর সুখোদয় ॥২৮
শুনি ঋষিগণ কহে কি বলিব প্রভু।
করতলে সূর্য্য কি আচ্ছন্ন হয় কভু ॥২৯
ঐছে ঋষিগণ কত কহএ উল্লাসে।
শুনি গৌরচন্দ্র প্রভু মনে মনে হাসে ॥৩০
ঋষিগণে মনের আনন্দে কৃপা করি।
হইলেন অন্তর্দ্ধান প্রভু গৌরহরি ॥৩১
প্রভু অদর্শনেতে ব্যাকুল ঋষিগণ।
এথা হৈতে মধ্যাহ্নেই করিলা গমন ॥৩২
গঙ্গাতীরে কুমারহট্টের সন্নিধানে।
দেখিয়া অপূর্ব্ব স্থান রহে সেইখানে ॥৩৩
যথা স্থিতি কৈলা তাহা প্রসিদ্ধ আছএ।
সপ্তঋষি ঘাট অদ্যাপিহ লোকে কয় ॥৩৪
ওহে শ্রীনিবাস মধ্যদ্বীপের প্রসঙ্গ।
অল্পে জানাইলুঁ এথা হৈল মহারঙ্গ ॥৩৫

মধ্যাহ্নের সূর্য্যসম মধ্যাহ্ন সময়।
দেখা দিলা প্রভু তেঞি মধ্যদ্বীপ কয় ॥৩৬
অন্য ঋষি এথা কথোদিন তপ কৈল।
তেহোঁ হর্ষে মধ্যদ্বীপ নাম প্রচারিল ॥৩৭
এ স্থান দর্শনে হয় অমঙ্গল-নাশ।
মিলএ নির্ম্মল ভক্তি এথা কৈলে বাস ॥৩৮
গৌরাঙ্গের অদ্ভুত বিলাস এইখানে।
মাতাইলা জীবেরে দুর্ল্লভ প্রেমদানে ॥৩৯

ব্রাহ্মণ-পুষ্কর-বর্ণন।

ঐছে কত কহি শ্রীঈশান হর্ষ অতি।
বামন-পোখেরা গ্রামে চলে মন্দগতি ॥১
চতুর্দ্দিকে চাহি নেত্রে ঝরে প্রেম জল।
শ্রীনিবাস প্রতি কহে হইয়া বিহ্বল ॥২
দেখ রমণীয় ভূমি ওহে শ্রীনিবাস।
এই সব স্থানে প্রভুর অদ্ভুত বিলাস ॥৩
বামন-পোখেরা এই গ্রাম নাম হয়।
পূর্ব্ব নাম ব্রাহ্মণপুষ্কর বিজ্ঞে কয় ॥৪
ব্রাহ্মণপুষ্কর নাম জে রূপে হইল।
তাহা কহি পূর্ব্ব বিজ্ঞ মুখে জে শুনিল ॥৫
এইখানে ছিলা পূজ্য প্রাচীন ব্রাহ্মণ।
পরম তপস্বী সর্ব্ব শাস্ত্রে বিচক্ষণ ॥৬

শ্রীপুষ্কর তীর্থে তাঁর অতিশয় ভক্তি।
তথা জান এ ইচ্ছা চলিতে নাই শক্তি ॥৭
হইয়া ব্যাকুল বিপ্র কহে বার বার।
শ্রীপুষ্করতীর্থ সেবা নহিল আমার ॥৮
শ্রীপুষ্কর স্থিতি দূর পশ্চিম দেশেতে।
গোঞাইলু কাল বৃথা নারিলুঁ জাইতে ॥৯
নহিল দর্শন খেদ রহিল হিয়ায়।
মোরে কি করিব অনুগ্রহ তীর্থরায় ॥১০
ঐছে কত কহি শ্রীপুষ্কর নাম লৈয়া।
করএ ক্রন্দন বিপ্র বিরলে বসিয়া ॥১১
দেখি বিপ্রদশা শ্রীপুষ্করতীর্থবর্য্য।
দিলেন দর্শন ইথে হইলা অধৈর্য্য ॥১২
অকস্মাৎ কুণ্ড এক তথা প্রকটিল।
নির্ম্মল সলিল শোভা অধিক হইল ॥১৩
ব্রাহ্মণ অগ্রেতে শীঘ্র করি বারিব্যাজ।
হইলা সাক্ষাৎ শ্রীপুষ্কর তীর্থরাজ ॥১৪
বিপ্রে কৃপা করি কহে মধুর বচন।
না করিও খেদ কর কুণ্ডাবগাহন ॥১৫
শুনি বিপ্র পরম আনন্দে কৈল স্নান।
স্নান মাত্রে বিপ্রের হইল দিব্যজ্ঞান ॥১৬
শ্রীপুষ্কর তীর্থে বিপ্র করি বহু স্তুতি।
ভূমে পড়ি করিলেন অশেষ প্রণতি ॥১৭

করযুগ জুড়ি পুন কহে বার বার।
মোর লাগি দূর হৈতে গমন তোমার ॥১৮
পুষ্কর কহেন দূর হৈতে না আসিএ।
নবদ্বীপে রহি সদা নদীয়া সেবিএ ॥১৯
অসংখ্য তীর্থের স্থিতি নবদ্বীপধামে।
নবদ্বীপ মহিমা ব্রহ্মাদি নাই জানে ॥২০
প্রেমভক্তিময় নবদ্বীপধাম নিত্য।
নদীয়া কৃপায় জানে নবদ্বীপতত্ত্ব ॥২১
নবদ্বীপে সদা গৌরচন্দ্রের নিবাস।
জেঁহো বৃন্দাবনে কৈল রাসাদি বিলাস ॥২২
বৃন্দাবনে শ্যাম গৌরবর্ণ নবদ্বীপে।
নবদ্বীপে প্রভুর বিহার গোপ্য-রূপে ॥২৩
কভু অপ্রকট কভু প্রকট বিহার।
এই কলিযুগে হব সুখের পাথার ॥২৪
প্রকটিব প্রভু এই কলির প্রথমে।
বিলসিব সর্ব্বাবতারের ভক্ত সনে ॥২৫
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম জীবে বিতরিব।
সঙ্কীর্ত্তনে সকল জগত মাতাইব ॥২৬
উদ্ধারিব দীন হীন পাষণ্ডিগণেরে।
নহব বঞ্চিত কেহো এই অবতারে ॥২৭
করিবেন নবদ্বীপে অশেষ বিহার।
দেখিবেন ভাগ্যবন্ত লোক নদীয়ার ॥২৮

এ সব শুনিয়া বিপ্র কান্দে উচ্চরায়।
কহে পুন জন্ম কি হইব নদীয়ায় ॥২৯
দেখিব কি গৌরচন্দ্রের চারুলীলা।
এত কহি বিপ্র মহাব্যাকুল হইলা ॥৩০
বিপ্রে প্রবোধিয়া শ্রীপুষ্কর তীর্থরাজ।
হইলেন অন্তর্দ্ধান করি কুন ব্যাজ ॥৩১
বিপ্র মহাকাতর পুষ্কর-অদর্শনে।
হইল আকাশ-বাণী বিপ্রে সেইখনে ॥৩২
নিরন্তর চিন্ত গৌরচন্দ্রের চরণ।
হব মনোরথ পূর্ণ স্থির কর মন ॥৩৩
শুনি হেন বাক্য বিপ্র উল্লাস অন্তরে।
নিরন্তর চিন্তে নবদ্বীপ-সুধাকরে ॥৩৪
করএ নর্ত্তন প্রভু চরিত্র গাইয়া।
অন্যোন্যে বিস্ময় বিপ্র চেষ্টা নিরখিয়া ॥৩৫
কহিতে কি জানি জে শুনিনু তাঁর রীত।
পুষ্করতীর্থের কথা হইল বিদিত।৩৬
ব্রাহ্মণে পুষ্কর কৃপা কৈলা অতিশয়।
এ হেতু ব্রাহ্মণ-পুষ্কর নাম কয় ॥৩৭
প্রভু আরাধিল হেথা বিপ্র ভাগ্যবান্।
দেখ এই পুষ্করতীর্থের চিহ্ন স্থান ॥৩৮
সে করে দর্শন জে করে হেথা বাস।
প্রভু পদে হয় তার সুদৃঢ় বিশ্বাস ॥৩৯

না জানএ যমের যাতনা সেই জন।
জে করএ এ অদ্ভুত স্থানের কীর্ত্তন ॥৪০
এথা গৌরসুন্দরের অদ্ভুত বিলাস।
জে দেখিনু তাহা কি বলিব শ্রীনিবাস ॥৪১
এত কহি নেত্রজলে ভাসিয়া ঈশান।
বামন-পোখেরা হৈতে করিলা পয়ান ॥৪২

উচ্চহট্ট-বর্ণন।

হাটভাঙ্গা গ্রামের নিকট দাঁড়াইয়া।
শ্রীনিবাস প্রতি কহে হাত সান দিয়া ॥১
দেখ শ্রীনিবাস এই হাটভাঙ্গা গ্রাম।
পূর্ব্ব বিজ্ঞগণ কহে উচ্চহট্ট নাম ॥২
উচ্চহট্ট গ্রাম নাম হৈল যে প্রকারে।
তাহা কিছু কহি জে শুনিনু সাধুদ্বারে ॥৩
ইন্দ্রাদি জতেক দেব হেথাএ রহিয়া।
পরস্পর কহে কত বিহ্বল হইয়া ॥৪
কেহো কহে এই কলিযুগ ধন্য ধন্য।
হইব প্রকট প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥৫
অদ্বৈত ঈশ্বর নিত্যানন্দ বলরামে।
করিব প্রকট পূর্ব্বে নিয়মিত ধামে ॥৬
কেহো কহে নবদ্বীপে সকলের স্থিতি।
অসংখ্য প্রভুর গণ কহি কি শকতি ॥৭

প্রভু পরিকর যত করুণার সিন্ধু।
দীন হীন অধম জনের প্রাণবন্ধু ॥৮
কেহ কহে প্রভু পরিকরগণ লৈয়া।
সঙ্কীর্ত্তনে মাতিব জগৎ মাতাইয়া ॥৯
বহিব আনন্দনদী এই নদীয়ায়।
জীবের কল্মষ নাশ হইব হেলায় ॥১০
কেহ কহে হব যে মঙ্গল নাই অন্ত।
দেখিব অদ্ভুত লীলা লোক ভাগ্যবন্ত ॥১১
মো সভার জন্ম যদি হয় নদীয়ায়।
তবে সে মনের মহাদুঃখ দূরে জায় ॥১২
কেহ কহে হেথা জন্ম অবশ্য হইব।
প্রভুর বিহার নেত্রভরি নিরখিব ॥১৩
নবদ্বীপবাসি-ভক্ত লৈয়া মো সভায়।
করিব নিযুক্ত গৌরচন্দ্রের সেবায় ॥১৪
ঐছে কত কহে যেন হাট বসাইল।
এই উচ্চ স্থানে উচ্চ কীর্ত্তনারম্ভিল ॥১৫
সকলে তুলিয়া বাহু কহে আর্ত্ত চিতে।
বিলম্ব না কর প্রভু অবতীর্ণ হৈতে ॥১৬
ঐছে কহি পরম উল্লাসে দেবগণ।
বিবিধ ভঙ্গিমা করি করএ নর্ত্তন ॥১৭
প্রভুর শ্রীনামাবলি সভে করে গান।
এই দুই হেতু হৈতে উচ্চহট্ট নাম ॥১৮

এ স্থান দর্শনে হয় সর্ব্বত্র মঙ্গল।
প্রভুর কীর্ত্তনে প্রেম বাঢ়ে অনর্গল ॥১৯
হেথা ভক্ত সঙ্গে প্রভু শচীর কুমার।
বিহরএ দেবমুনীন্দ্রাদি অগোচর ॥২০
এত কহি ঈশান হইতে নারে স্থির।
সোঙরে শ্রীগৌরলীলা নেত্রে বহে নীর ॥২১
কতখনে স্থির হৈয়া লৈয়া শ্রীনিবাসে।
কুলিয়া-পাহাড়পুর গ্রামেত প্রবেশে ॥২২
শ্রীনিবাস প্রতি কহে শ্রীমধুর ভাষ।
কুলিয়া-পাহাড়পুর দেখ শ্রীনিবাস ॥২৩
পূর্ব্বে কোলদ্বীপ পর্ব্বতাখ্য এ প্রচার।
এ নাম হইল জৈছে কহি সে প্রকার ॥২৪
শ্রীকোল দেবের ভক্ত বিপ্র এক জন।
এথা আরাধএ কোলদেবের চরণ ॥২৫
প্রভু কোলদেবের চরিত্র মনোহর।
গায় বিপ্র নেত্রে বারিধারা নিরন্তর ॥২৬
অতিশয় ব্যাকুল হইয়া বিপ্র কয়।
একবার দেহ দেখা প্রভু দয়াময় ॥২৭
ঐছে আর্ত্তনাদে কত কহে বিপ্রবর।
দেখিতে সে চেষ্টা ধৈর্য্য ধরে কে অন্তর ॥২৮
ভক্তাধীন প্রভু অবতারী গৌরহরি।
হইলেন কোলরূপ অদ্ভুত মাধুরী ॥২৯

নানা রত্নভূষণে ভূষিত কলেবর।
হস্ত পদ নাসা মুখ চক্ষু মনোহর ॥৩০
পর্ব্বতপ্রমাণ উচ্চ শোভা সে আশ্চর্য্য।
দেখিতে বরাহদেবে কেবা ধরে ধৈর্য্য ॥৩১
এই খানে বিপ্রে কোলদেব দেখা দিতে।
বিপ্রের আনন্দ যে তা কে পারে বর্ণিতে ॥৩২
ভূমে পড়ি বিপ্র প্রণমিয়া প্রভু পায়।
কৈল যত স্তুতি তাহা কহনে না যায় ॥৩৩
ভকত-বৎসল কোলদেব বিপ্র প্রতি।
কহএ মধুর বাক্য হৈয়া হর্ষ অতি ॥৩৪
হইবেক পূর্ণ মনে যে আছে তোমার।
দেখিবা এ নবদ্বীপে অদ্ভুত বিহার ॥৩৫
ঐছে কহি অনুগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণে।
অন্তর্দ্ধান হৈলা কোলদেব কতক্ষণে ॥৩৬
প্রভু অদর্শনে বিপ্র ব্যাকুল হৃদয়।
স্থির হৈয়া প্রভু আজ্ঞা মনে বিচারয় ॥৩৭
আজ্ঞা হৈল নবদ্বাপে দেখিবে বিহার।
নবদ্বীপে প্রভুর কিরূপ অবতার ॥৩৮
চিন্তে বিপ্র লইয়া বেদাদি শাস্ত্রগণে।
বেদাদিশাস্ত্রার্থ প্রকাশয়ে মনে মনে ॥৩৯
এই কলিপ্রথমে ধরিয়া গৌরবর্ণ।
নবদ্বীপে বিপ্রবংশে হইব অবতীর্ণ ॥৪০

প্রকাশিব ব্রহ্মাদি দুর্লভ সঙ্কীর্ত্তন।
করিব প্রদান দীনহীনে ভক্তিধন ॥৪১
আস্বাদিব ব্রজপ্রেম-রসের পাথার।
ভক্তভাবে করিব সন্ন্যাস অঙ্গীকার ॥৪২
ঐছে বিচারিয়া বিপ্র চাহে চারি পানে।
দেখি অপ্রাকৃত ভূমি কহে খেদ মনে ॥৪৩
প্রভুর পরম প্রিয় নবদ্বীপধাম।
শাস্ত্রে ব্যক্ত তথাপি নহিল মর্ম্মজ্ঞান ॥৪৪
নবদ্বীপ মোরে অনুগ্রহ কি করিব।
প্রভু অবতীর্ণ কালে এথা কি জন্মিব ॥৪৫
এত কহি বিপ্র ভাসে নয়নের জলে।
হইল আকাশবাণী জন্মিব সে কালে ॥৪৬
শুনিয়া বিপ্রের অতি আনন্দ অন্তর।
প্রভুগুণে মগ্ন হইলেন নিরন্তর ॥৪৭
ওহে শ্রীনিবাস ইহা সর্ব্বত্র বিদিত।
শুনিলুঁ প্রাচীন মুখে কহিলুঁ কিঞ্চিত ॥৪৮
পর্ব্বতপ্রমাণ কোল বিপ্রে দেখা দিল।
এই হেতু কোলদ্বীপ পর্ব্বতাখ্য হৈল ॥৪৯
এ স্থান দর্শনে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল।
মিলয়ে দুর্লভ প্রেম-ভক্তি সুনির্ম্মল ॥৫০
এথা বাস কৈলে পূর্ণ হয় অভিলাষ।
নবদ্বীপে দেখে গৌরচন্দ্রের বিলাস ॥৫১

সমুদ্রগড়ি-বর্ণন

ঐছে কত কহি চলে কোলদ্বীপ হৈতে।
প্রভুর বিলাসস্থান দেখিতে দেখিতে ॥১
সমুদ্রগড়ি গ্রামের নিকটে গিয়া কয়।
দেখ শ্রীনিবাস এ সমুদ্রগড়ি হয় ॥২
নিজ গণে শ্রীসমুদ্রগতি নাম কয়।
এথা গঙ্গা-সমুদ্র-প্রসঙ্গ সুখময় ॥৩
গঙ্গাশ্রয় করিয়া সমুদ্রগতি এথা।
লোকে যে প্রসিদ্ধ শুন কহি যে, সে কথা ॥৪
এক দিন সমুদ্র কহেন গঙ্গা প্রতি।
জগতে তোমার সম নাই ভাগ্যবতী ॥৫
পূর্ণব্রহ্ম শ্রীগৌরসুন্দর নদীয়ায়।
করিবেন প্রকট বিহার সভে গায় ॥৬
তোমার তীরেতে হব অশেষ আনন্দ।
গণ সহ সদা বিলসিব গৌরচন্দ্র ॥৭
ব্রজে জলক্রীড়া জৈছে করে যমুনায়।
তৈছে ক্রীড়া করিবেন প্রভু গৌররায় ॥৮
শুনিয়া জাহ্নবী নিজ অন্তর প্রকাশে।
সমুদ্রের প্রতি কহে সুমধুর ভাষে ॥৯
মোর যে দুর্ভাগ্য তা কহিব কার কাছে।
সুখ দিয়া প্রভু মহাদুঃখ দিব পাছে ॥১০

করিব সন্ন্যাস প্রভু ছাড়িব নদীয়া।
তোমার তীরেতে বাস করিবেন গিয়া ॥১১
পরম অদ্ভুত লীলা তথা প্রকাশিব।
নিরন্তর তোমার আনন্দ বাড়াইব ॥১২
তোমার সৌভাগ্য গাইবেক সর্ব্ব জন।
তাহা না কহিয়া করোঁ মোরে বিড়ম্বন ॥১৩
সমুদ্র কহেন তথা যে কহিলা বটে।
দেখিব সন্ন্যাসি-বেশ যাতে প্রাণ ফাটে ॥১৪
সোঙরিতে সে বেশ কি করে জানি হিয়া।
তোমার আশ্রয় তেঞি লইলুঁ আসিয়া ॥১৫
তুমি দেখাইব এই নদীয়া নগরে।
ভুবনমোহন গৌরচন্দ্র নটবরে ॥১৬
তিলে তিলে প্রিয়গণে রচিব সুবেশ।
কেবা না ভুলিব দেখি সে চাঁচর কেশ ॥১৭
জৈছে প্রভু তৈছে তাঁর প্রিয় সঙ্গিগণ।
তোমা হৈতে হব তাঁ সভার সন্দর্শন ॥১৮
ঐছে দোঁহে কহি কত চিন্তে মনে মনে।
প্রভু অবতীর্ণ বা হইব কত দিনে ॥১৯
ওহে শ্রীনিবাস গঙ্গাসিন্ধু এইখানে।
সদাই অধৈর্য্য গৌরচন্দ্রের ধিয়ানে ॥২০
সুরধুনী সমুদ্রের উৎকণ্ঠাতিশয়।
জানিল প্রভুর হৈল প্রকট সময় ॥২১

প্রকট সময় সর্ব্ব মতে সুলক্ষণ।
চন্দ্রগ্রহণের ছলে শ্রীনামকীর্ত্তন ॥২২
নবদ্বীপ ভূমি হৈল মহাতেজোময়।
শোভাবধি জগন্নাথ মিশ্রের আলয় ॥২৩
অতিশয় মঙ্গলামঙ্গল গেল দূরে।
ভাসএ সকল লোক আনন্দ সায়রে ॥২৪
বিবিধ প্রকারে স্তুতি করে ঋষিগণ।
ব্রহ্মাদি দেবেও করে পুষ্প বরিসন ॥২৫
হইতে প্রকট প্রভু শচীর তনয়।
প্রভুর প্রকট ধ্বনি ভুবনে ব্যাপয় ॥২৬
প্রভু প্রকটাদি লীলা দেখিবার তরে।
চিত্তোদ্বেগে সিন্ধু কত কাহল গঙ্গারে ॥২৭
গঙ্গাশ্রয় করিয়া আইসে নিতি নিতি।
দেখে গৌরচন্দ্রের বিহার রঙ্গে মাতি ॥২৮
এক দিন সমুদ্র নির্ম্মল গঙ্গাকূলে।
গণসহ গৌরচন্দ্রে দেখি বৃক্ষমূলে ॥২৯
দিব্য সিংহাসনে বিলসএ গৌরহরি।
রূপে কোটি কন্দর্পের দর্প চূর্ণ করি ॥৩০
কুঙ্কুম কনক নহে রূপের উপমা।
ভুবন ভুলএ দেখি কেশের সুষমা ॥৩১
বদনচন্দ্রমা কোটি চন্দ্রমদ নাশে।
ঝরএ অমিয়া সদা মন্দ মন্দ হাসে ॥৩২

আকর্ণ পর্য্যন্ত নেত্র ভঙ্গি মনোহর।
আজানুলম্বিত ভুজ বক্ষ পরিসর ॥৩৩
অতি সুমধুর নাভি মধ্য জানুদ্বয়।
সুচারু চরণ-তলে অরুণ উদয় ॥৩৪
পরিধেয় রক্তপ্রান্ত শ্বেত পট্টাম্বর।
শ্রীমলয় চন্দনেতে চর্চ্চিত-কলেবর ॥৩৫
নানা পুষ্প ভূষণে ভূষিত শোভাময়।
অদ্ভুত ভঙ্গিতে প্রিয়বর্গে নিরিখয় ॥৩৬
জৈছে গৌরচন্দ্র তৈছে প্রভু প্রিয়গণ।
চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত পরম সুশোভন ॥৩৭
দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ বামে গদাধর।
সম্মুখে অদ্বৈত শ্রীবাসাদি পরিকর ॥৩৮
এ সভে হইয়া মহা বিহ্বল প্রেমায়।
অনিমিখ নেত্রে গৌরচন্দ্র পানে চায় ॥৩৯
নানা সেবা করে প্রভু ভৃত্য চারিপাশে।
দেখিয়া সমুদ্র হৈলা অধৈর্য্য উল্লাসে ॥৪০
সমুদ্রের মনে বহু অভিলাষ হৈল।
অন্তর্যামী প্রভু অভিলাষ পূর্ণ কৈল ।৪১
হইয়া সমুদ্র মহাবিহ্বল আনন্দে।
গণ সহ প্রভুলীলা দেখএ স্বচ্ছন্দে ॥৪২
গঙ্গার সৌভাগ্য প্রশংসয়ে বার বার।
নিতি গতাগতি মাত্র আশ্রয় গঙ্গার ॥৪৩

গঙ্গাসহ গতিতে সমুদ্রগতি নাম।
এবে লোকে কহয়ে সমুদ্রগড়ি গ্রাম ॥৪৪
এ সমুদ্রগড়ি গ্রাম-বাস দর্শনেতে।
উপজে নির্ম্মল ভক্তি শ্রীগৌরচন্দ্রেতে ॥৪৫
এথা ভক্তালয়ে গৌরাঙ্গের যে বিলাস।
তাহা এক মুখে কি কহিব শ্রীনিবাস ॥৪৬

চম্পকহট্ট-বর্ণন

এত কহি ঈশান সমুদ্রগড়ি হৈতে।
পরম আনন্দে চলে চম্পকহট্টেতে ॥১
শ্রীনিবাসে কহে এ চম্পকহট্ট গ্রাম।
চাঁপাহাটি নাম এ বিদিত রম্য স্থান ॥২
এই খানে আছিল চম্পকবৃক্ষ বন।
পুষ্প আহরণ সদা করে মালিগণ ॥৩
মালিগণ চম্পক কুসুম সজ্জা করি।
হেথায় বৈসএ হাট পাতি সারি সারি ॥৪
মহাসুখে কত শত ব্রাহ্মণ সজ্জন।
কিনিয়া চম্পক পুষ্প করে দেবার্চ্চন ॥৫
চাঁপাপুষ্প হাটে চাঁপাহাটি নাম হয়।
ইথে সে বিশেষ কহি বিজ্ঞে যে কহয় ॥৬
হেথা ছিলা এক বৃদ্ধ বিপ্র বিদ্যাবান্।
শ্রীকৃষ্ণে অনন্যভক্তি সর্ব্বাংশে প্রধান ॥৭

একদিন অনেক চম্পক পুষ্প লৈয়া।
কৃষ্ণ-পাদপদ্ম পূজে মহাহর্ষ হৈয়া ॥৮
শ্যামল সুন্দর রূপ ধিয়ায় অন্তরে।
দেখে গৌররূপ সে শ্যামল কলেবরে ॥৯
গৌরকান্তি চাঁপাপুষ্পপুঞ্জের সমান।
দেখিতে দেখিতে রূপ হৈল অন্তর্দ্ধান ॥১০
গৌররূপ-অন্তর্দ্ধানে ব্যাকুল হিয়ায়।
একদৃষ্টে চম্পক পুষ্পের পানে চায় ॥১১
চম্পক পুষ্পপুঞ্জের রুচি নিরখিয়া।
বেদাদিপ্রমাণ পাঠে উমড়য়ে হিয়া ॥১২
কতখনে স্থির হৈয়া শাস্ত্রমতে কয়।
যুগ মধ্যে এই কলিযুগ ধন্য হয় ॥১৩
এই কলিযুগে কৃষ্ণ হব অবতীর্ণ।
ধরিবেন ভুবনমোহন পীতবর্ণ ॥১৪
সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে যজিবেক বিজ্ঞ তাঁরে।
জগৎ ভাসিব প্রভু লীলার পাথারে ॥১৫
শাস্ত্র বিচারিয়া পুন করিল নির্দ্ধার।
নবদ্বীপে হব মহাপ্রভু অবতার ॥১৬
অবতীর্ণ হৈতে বহু দিন আছে জানি।
না দেখিব সে গৌরসুন্দর তনুখানি ॥১৭
এত কহি অতি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়য়।
মুখ বুক ভাসে দুই নেত্রে ধারা বয় ॥১৮

অত্যন্ত ব্যাকুল ধৈর্য্য ধরিতে না পারে।
প্রভুর ইচ্ছায় নিদ্রা আকর্ষিল তারে ॥১৯
স্বপ্নচ্ছলে দেখা দিলা প্রভু গৌরহরি।
চম্পক-কুসুম-সম রূপের মাধুরী ॥২০
কোটি কোটি চন্দ্রমা জিনিয়া মুখচাঁদ।
শিরে চারুচাচর চিকুর কামফাঁদ ॥২১
নেত্র বাহু বক্ষের উপমা নাই দিতে।
জগৎ মোহিত করে সর্ব্বাঙ্গ-ভঙ্গিতে ॥২২
শোভা দেখি বিপ্র মহা-উল্লাসিত মনে।
করিল অনেক স্তুতি পড়িয়া চরণে ॥২৩
বিপ্রে কৃপা করি প্রভু অদর্শন হৈতে।
মূর্চ্ছিত হইয়া বিপ্র পড়িলা ভূমিতে ॥২৪
কতখনে চেতন পাইয়া বিপ্ররায়।
অনুরাগে হইলেন উন্মাদের প্রায় ॥২৫
চম্পক কুসুম প্রতি কহে বেরি বেরি।
তুমি স্ফুরাইয়া মোরে গৌর অবতারি ॥২৬
চম্পক-প্রশংসা বাক্য-ঘটা হট্টমতে।
চম্পক হট্টাখ্য হৈল প্রসিদ্ধ লোকেতে ॥২৭
প্রভুর ইচ্ছায় বিপ্র সুস্থির হইলা।
আজ্ঞা হৈল হব পূর্ণ মনে যে করিলা ॥২৮
শুনি মহানন্দে বিপ্র প্রভুগুণ গায়।
সদা চিন্তে প্রভুরে দেখিব নদীয়ায় ॥২৯

প্রভু প্রিয় বিপ্রের শুনিনু যে যে ক্রিয়া।
সে সকল কহিতে নারিনু বিস্তারিয়া ॥৩০
এই চম্পাহট্টে গৌরচন্দ্র গণ সনে।
বিহরএ জৈছে তা বর্ণিব কোন জনে ॥৩১
এই দেখ বিপ্র বাণীনাথের আলয়।
জেহোঁ গৌরাঙ্গের অতি প্রিয় প্রেমময় ॥৩২
তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াং—

বাণীনাথদ্বিজশ্চম্পাহট্টবাসী প্রভোঃ প্রিয়ঃ ॥

ঐছে দেখাইয়া প্রভু প্রিয়গণ স্থান।
চম্পাহট্ট গ্রাম হৈতে চলএ ঈশান ॥৩৩

ঋতুদ্বীপ-বর্ণন

রাতুপুর গ্রামের নিকট গিয়া কয়।
দেখ রাতুদ্বীপ এ পরম শোভাময় ॥১
পূর্ব্বে বৃহদ্‌গ্রাম এবে গ্রাম নাম মাত্র।
হেথা ছিলা কৃষ্ণের অনেক ভক্তিপাত্র ॥২
রাতুপুর প্রদেশ পরম চমৎকার।
হেথা গৌরাঙ্গের অতি অদ্ভুত বিহার ।৩
ওহে শ্রীনিবাস ঋতুদ্বীপাখ্য যে মতে।
তাহা কহি যে কহয়ে প্রাচীন লোকেতে ॥৪
হেথা ছয় ঋতু বর্ষা শরৎ হেমন্ত।
শিশির বসন্ত গ্রীষ্ম সভে মূর্ত্তিমন্ত ॥৫

কেহো কারু প্রতি কহে মধুর ভাষায় ।৬
হইব প্রকট কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়ায় ॥৭
কেহ কহে করিবেন অদ্ভুত বিহার।
তিলে তিলে মোদ বাঢ়াবেন মো সভার ॥৮
কেহ কহে ব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরহরি।
কতদিনে মোদ জন্মাইব অবতরি ॥৯
কেহ কহে কলির প্রথমে অবতার।
শ্রীনারদ মুনি কৈল সর্ব্বত্র প্রচার ॥১০
কেহ কহে কহ অবতারের সময়।
কেহ কহে বসন্তের ভাগ্য অতিশয় ॥১১
হইলা বসন্ত ঋতু হর্ষ অনিবার।
আপনেই প্রশংসয়ে ভাগ্য আপনার ॥১২
ঋতুরাজ বসন্ত বহিত ঋতুগণ।
প্রভু অবতার* চিন্তা করে অনুক্ষণ ॥১৩
ঋতুগণ বহু অভিলাষে আরাধয়।
এ হেতু এ ঋতুদ্বীপ নাম পূর্ব্বে কয় ॥১৪
বসন্তাদি ঋতু ছয়ে প্রভুর বিলাস।
এবে কি কহিব আগে হইব প্রকাশ ॥১৫
এ স্থান দর্শনে সব তাপ দূরে যায়।
দেখয়ে প্রভুর লীলা জন্ত নদীয়ায় ॥১৬

---

* "অবতীর্ণ"—পাঠান্তর।

বিদ্যানগর-বর্ণন

এত কহি শ্রীঈশান ঋতুদ্বীপ হৈতে।
করিলা বিজয় বিদ্যানগরের পথে ॥১
শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্রীরামচন্দ্রেরে।
কহে সুমধুর কথা উল্লাস অন্তরে ॥২
দেখ বিদ্যানগর পরম সুশোভিত।
বিদ্যানগর ব্যাখ্যা যৈছে কহিবে কিঞ্চিত ॥৩
দেবসভামধ্যে বৃহস্পতি একদিন।
হইলা উদ্বিগ্ন বড় কহএ প্রাচীন ॥৪
বৃহস্পতি উদ্বিগ্ন দেখিয়া দেবগণ।
জিজ্ঞাসয়ে উদ্বিগ্ন হইলা কি কারণ ॥৫
বৃহস্পতি অতিশয় মনের উল্লাসে।
দেবগণ প্রতি কহে সুমধুর ভাষে ॥৬
এই কলিযুগে প্রভু নদীয়া নগরে।
জন্মিবেন বিপ্র জগন্নাথমিশ্র-ঘরে ॥৭
প্রভু গৌরচন্দ্র জগন্নাথের তনয়।
নানা অবতারে নানা রঙ্গ প্রকাশয় ॥৮
শ্রীরামাবতারে অস্ত্রশিক্ষা-সুনৈপুণ্য।
শ্রীকৃষ্ণাবতারে গোচারণে অগ্রগণ্য ॥৯
শ্রীগৌরাবতারে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা অধ্যয়নে।
ইথে যে কৌতুক তা না বুঝে অজ্ঞ জনে ॥১০

সর্ব্ব মনোরথ পূর্ণ করিবেন প্রভু।
বিলসিব যৈছে না বিলসে ঐছে কভু ॥১১
রহিতে নারিয়ে শীঘ্র নবদ্বীপে গিয়া।
প্রভু আরাধিব প্রভু প্রকট লাগিয়া ॥১২
ঐছে কত কহি যাত্রা কৈলা বৃহস্পতি।
প্রভুর শ্রীবিদ্যা-ক্রীড়া চিন্তে নিতি নিতি ॥১৩
করিবেন প্রভু বিদ্যা ক্রীড়া নদীয়ায়।
এই হেতু বৃহস্পতি আইলা এথায় ॥১৪

তথাহি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে—

এই ক্রীড়া লাগি সর্ব্বারাধ্য বৃহস্পতি।
শিষ্য সঙ্গে নবদ্বীপে হইলা উৎপত্তি ॥

ওহে শ্রীনিবাস এই শ্রীবিদ্যানগরে।
বৃহস্পতি আরাধয়ে শ্রীগৌরসুন্দরে ॥১৫
হইল প্রভুর আজ্ঞা বৃহস্পতি প্রতি।
হইব প্রকট শীঘ্র স্বগণ সংহতি ॥১৬
অশেষ প্রকারে বিদ্যা করহ প্রচার।
শুনি বৃহস্পতি চিত্তে হর্ষ অনিবার ॥১৭
কৈলা বিদ্যারম্ভ যৈছে কহনে না যায়।
হইলা তৎপর সবে বিদ্যাব্যবসায় ॥১৮
প্রভু ক্রীড়া লাগি এথা বিদ্যা প্রচারিল।
এই হেতু শ্রীবিদ্যানগর নাম হৈল ॥১৯

সর্ব্বসিদ্ধি এই বিদ্যানগর দর্শনে।
ঘুচাএ অবিদ্যা বিদ্যানগর শ্রবণে ॥২০
এই বিদ্যানগরে গৌরাঙ্গগণ সঙ্গে।
বিহরয়ে ভক্তের আলয়ে মহারঙ্গে ॥২১

জহ্নুদ্বীপ-বর্ণন

এত কহি ঈশান ঠাকুর ধীরে ধীরে।
মনের উল্লাসে প্রবেশয়ে জান্নগরে ॥১
শ্রীনিবাসে কহে দেখ গ্রাম জান্নগর।
পূর্ব্বে জান্নদ্বীপ নাম কহে বিজ্ঞবর ॥২
যৈছে জান্নদ্বীপ নাম ব্যক্ত মহীতলে।
তাহা কহি যে কহয়ে প্রাচীন সকলে ॥৩
জহ্নুমুনি পরম আনন্দে এইখানে।
দেখি নবদ্বীপ শোভা বিচারয়ে মনে ॥৪
অন্য কলি হৈতে এই কলিযুগ ধন্য।
জাহে অবতীর্ণ প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥৫
সর্ব্বাবতারের সর্ব্বপ্রিয়গণ সনে।
নবদ্বীপে অবতীর্ণ কলির প্রথমে ॥৬
ধরিব সে গৌরবর্ণ উপমার পার।
হইব শ্রীঅঙ্গের ভঙ্গিমা চমৎকার ॥৭
নবদ্বীপে করিবেন অদ্ভুত বিলাস।
তাহা দেখি কি পূর্ণ হইব অভিলাষ ॥৮

ঐছে বিচারিয়া মুনি মনের আনন্দে।
আরাধয়ে ভুবনমোহন গৌরচন্দ্রে ॥৯
মুদ্রিত নয়নে মুনি করিতে ধিয়ান।
হৃদয়ে উদয় হৈলা প্রভু দয়াবান্ ॥১০
শ্যামল সুন্দর মূর্ত্তি ত্রিভুবন মোহে।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা শিরে শিখিপিঞ্ছ শোহে ॥১১
করাবলম্বন বংশী বায় মন্দ মন্দ।
ঝলমল করয়ে সুচারু মুখচন্দ ॥১২
ঐছে দেখি দেখে তারে সন্ন্যাসী নবীন।
দণ্ড কমণ্ডলু করে শিরে শিখাহীন ॥১৩
পরিধেয় অরুণ কৌপীন বহির্ব্বাস।
অঙ্গতেজ জিনি কোটি সূর্য্যের প্রকাশ ॥১৪
ঐছে নিরখিয়া মুনি নারে স্থির হৈতে।
নেত্র মেলিতেই তেঁহো উদয় সাক্ষাতে ॥১৫
সুচারু চাঁচর কেশে মাতায় ভুবন।
ঝলমল করে নানা অঙ্গের ভূষণ ॥১৬
জগৎ করয়ে আলো রূপের ছটায়।
স্বর্ণাদি মলিন সে উপমা নহে তায় ॥১৭
অঙ্গভঙ্গি কোটি কন্দর্পের দর্প নাশে।
দেখি মুনি হইলেন বিহ্বল উল্লাসে ॥১৮
দেখিয়া মুনির চেষ্টা প্রভু গৌরহরি।
করিল মুনিরে স্থির অনুগ্রহ করি ॥ ১৯

মুনি মহানন্দে পড়ি প্রভু পদতলে।
করিলেন সিক্ত পাদপদ্ম নেত্র-জলে ॥২০
করিয়া অনেক স্তুতি রহিয়া সম্মুখে।
সমর্পিল নেত্রদ্বয় প্রভুর শ্রীমুখে ॥২১
প্রভু আলিঙ্গন করি কহে বার বার।
সর্ব্ব মনোরথ সিদ্ধি হইবে তোমার ॥২২
ঐছে কত কহি প্রভু অন্তর্দ্ধান হৈলা।
প্রভুর ইচ্ছায় মুনি ধৈর্য্যাবলম্বিলা ॥২৩
আপনার সৌভাগ্য প্রশংসে মনে মনে।
হৈল মোর তপস্যা সফল এতদিনে ॥২৪
ঐছে বিচারিয়া মুনি চাহি চারিভিতে।
কত সাধ নদীয়ার মহিমা কহিতে ॥২৫
নিরন্তর নদীয়াচান্দের গুণ গায়।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ নেত্রের ধারায় ॥২৬
জহ্নুমুনি মহানন্দে রহে এইখানে।
এই হেতু জহ্নুদ্বীপ কহে বিজ্ঞগণে ॥২৭
জহ্নুদ্বীপে শ্রীগৌরচন্দ্রের যে বিহার।
সে সব ভাবিতে হিয়া বিদরে আমার ॥২৮
হেথা ছিল পুষ্পময় অপূর্ব্ব কানন।
লোকে কহে শ্রীজহ্নুমুনির তপোবন ॥২৯
এস্থান দর্শনে সব তাপ দূরে যায়।
বাঢ়য়ে নির্ম্মল ভক্তি প্রভুর শ্রীপায় ॥৩০

মোদদ্রুম বর্ণন

এত কহি জান্নগর হইতে ঈশান।
চলিলেন মাউগাছি গ্রাম সন্নিধান ॥১
মাউগাছি প্রদেশের শোভা নিরখিয়ে।
শ্রীনিবাস প্রতি কহে ঈষৎ হাসিয়ে ॥২
এই মাউগাছি গ্রাম লোকেতে প্রচার।
মোদদ্রুম দ্বীপ নাম পূর্ব্বে সে ইহার ॥৩
মোদদ্রুমদ্বীপ নাম যৈছে ব্যক্ত হৈল।
তাহা কহি প্রাচীনের মুখে যে শুনিল ॥৪
পালিতে পিতার সত্য কৌশল্যাতনয়।
অযোধ্যা ছাড়িয়া বনে করিলা বিজয় ॥৫
ছাড়ি রাজবেশ প্রভু মহানন্দ মনে।
জানকী লক্ষ্মণসহ ভ্রমে বনে বনে ॥৬
অতি সুকোমল পদে যে পথে চলএ।
সে পথ কোমল হয় কিছু না বাজএ ॥৭
বাত বর্ষা সূর্য্যাতপ সদা অনুকূল।
অদ্ভুত ভ্রমণলীলা ভুবনে অতুল ॥৮
নানা দেশবাসী স্ত্রী পুরুষ আদি জত।
দেখি রামচন্দ্র শোভা সভেই উন্মত্ত ॥৯
যে যে বন পর্ব্বতাদি স্থানে কৈল স্থিতি।
হৈল মহাতীর্থ সে সে স্থানে ব্যক্তকীর্ত্তি ॥১০

এথা হৈতে উত্তর দিশায় কথো দূরে।
ছিলেন শ্রীরামচন্দ্র পর্ব্বত-গহ্বরে ॥১১
অদ্যাপিহ লোকযাত্রা সেইখানে হয়।
সেস্থান দর্শন মাত্রে সর্ব্ব দুঃখ ক্ষয় ॥১২
ওহে শ্রীনিবাস ঐছে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
আইসেন এথা যৈছে উপমা কি দিতে ॥১৩
অগ্রে রাম রাজা দশরথের নন্দন।
মধ্যে শ্রীজানকী পাছে ঠাকুর লক্ষ্মণ ॥১৪
শ্রীরাম জানকী লক্ষ্মণের শোভা দেখি।
আনের কা কথা মহামুগ্ধ পশু পাখী ॥১৫
ব্রহ্মাদির বন্দ্য রাম রাজীবলোচন।
চতুর্দ্দিকে চাহি চলে গজেন্দ্র-গমন ॥১৬
কথো দূর হৈতে নবদ্বীপ পানে চায়।
মন্দ মন্দ হাসে অতি কৌতুক হিয়ায় ॥১৭
শ্রীরামচন্দ্রের দেখি সহাস্য বদন।
জিজ্ঞাসে জানকী কহ হাস্যের কারণ ॥১৮
শুনি শ্রীসীতার পৌঢ় বাক্যরসাবেশে।
কহয়ে জানকী প্রতি সুমধুর ভাষে ॥১৯
দ্বাপরের পরে কলিযুগের প্রথমে।
হব মহা কৌতুক এ নবদ্বীপ গ্রামে ॥২০
নবদ্বীপে করি অতি অদ্ভুত বিহার।
তদুপরি করিব সন্ন্যাস অঙ্গীকার ॥২১

এবে জৈছে ভ্রমি ঐছে করিব ভ্রমণ।
করিতে ভ্রমণ মনে হাসিলু এখন ॥২২
শুনিয়া জানকী নিবেদয়ে জোড় করে।
কৈছে বিলসিব প্রভু নদীয়া নগরে ॥২৩
শুনি প্রভু কহে বিপ্র বংশেত জন্মিব।
বাল্যকালে বিবিধ চাঞ্চল্য প্রকাশিব ॥২৪
ধরিব অদ্ভুত পীতবর্ণ নিরুপম।
আমা পানে চাহিয়া মাতিব ত্রিভুবন ॥২৫
হব বিদ্যাবন্ত কীর্ত্তি ব্যাপিব ভুবনে।
করিব বিবাহ দ্বয় পিতা অদর্শনে ॥২৬
এবে জৈছে কৈলু পিণ্ড প্রদান গয়াতে।
ঐছে পিণ্ড প্রদান করিব লোক রীতে ॥২৭
নবদ্বীপে ভক্তের উল্লাস বাঢ়াইব।
ব্রহ্মাদি দুর্ল্লভ সঙ্কীর্ত্তন প্রচারিব ॥২৮
নিজগণে বিবিধ প্রকারে প্রবোধিয়া।
হইবাঙ দেশান্তর সন্ন্যাসী হইয়া ॥২৯
শুনি শ্রীজানকী কহে সহাস্য বদনে।
সন্ন্যাস করিব তবে বিবাহ বা কেনে ॥৩০
ইথে অনুচিত এই মোর মনে লয়।
পরম দয়ালু হৈয়া হইব নির্দ্দয় ॥৩১
শুনি লজ্জাযুক্ত রাম কহে সীতা প্রতি।
না জানহ সদা মোর নবদ্বীপে স্থিতি ॥৩২

কহিতে কহিতে ঐছে মধুর গগনে।
জানকী লক্ষ্মণ সহ আইলা এইখানে ॥৩৩
এক বৃহদ্বটদ্রুম আছিল এথায়।
তার তলে দাঁড়াইলা অপূর্ব্ব ছায়ায় ॥৩৪
পুন শ্রীজানকী কহে নিজ প্রাণনাথে।
সঙ্কীর্ত্তনানন্দ প্রভু কৈছে নদীয়াতে ॥৩৫
জানকীবল্লভ রাম রাজীবলোচন।
প্রিয়া প্রতি কহে করো মুদ্রিত নয়ন ॥৩৬
শুনিয়া জানকী দুই নয়ন মুদয়ে।
নবদ্বীপে অদ্ভুত বিলাস নিরখয়ে ॥৩৭
গীত নৃত্যবাদ্যের অবধি নদীয়ার।
প্রভুভক্ত অসংখ্য উপমা নাই তার ॥৩৮
পরিকর মধ্যে গৌর বিগ্রহ সুন্দর।
কৈসোর বয়স মহা রসের নাগর ॥৩৯
ভুবন মোহএ সে না অঙ্গভঙ্গিমাতে।
সে শোভা দেখিয়া সীতা নারে স্থির হৈতে ॥৪০
নয়ন মেলিয়া চাহে প্রাণনাথ পানে।
হাসিয়া শ্রীরামচন্দ্র স্থির কৈল তানে ॥৪১
সর্ব্বতত্ত্ব জানেন শ্রীসুমিত্রানন্দন।
হইলা অধৈর্য্য লীলা করিয়া স্মরণ ॥৪২
হেথা সকলের মোদ বৃদ্ধি অতিশয়।
এই মোদদ্রুম দ্বীপ পূর্ব্বে লোকে কয় ॥৪৩

এই মোদদ্রুম দ্বীপ যে করে দর্শন।
তারে সুপ্রসন্ন রাম জানকী লক্ষ্মণ ॥৪৪
ওহে শ্রীনিবাস এই রামবট স্থান।
কলিপ্রবেশিতে বট হৈল অন্তর্দ্ধান ॥৪৫
হেথা হৈতে রামচন্দ্র মহাহর্ষচিতে।
শ্রীসীতা-লক্ষ্মণ সহ চলে উৎকলেতে ॥৪৬
প্রবেশি উৎকলে দেখি স্থান মনোরম।
রামেশ্বর নামে শিব করিলা স্থাপন ॥৪৭
সুবর্ণরেখা নদীর নিকটে সেই স্থান।
মনের আনন্দে তা দেখয়ে ভাগ্যবান্ ॥৪৮
তথা হৈতে রামচন্দ্র ভ্রমে বনে বনে।
করয়ে পরমাদ্ভুত কীর্ত্তি স্থানে স্থানে ॥৪৯
এই মাউগাছি গ্রামে শ্রীগৌরসুন্দর।
করিল অদ্ভুত লীলা অন্য-অগোচর ॥৫০
রাম উপাসক এক বিপ্র ছিল এথা।
ওহে শ্রীনিবাস কিছু কহি তাঁর কথা ॥৫১
যে দিবস বিশ্বম্ভর প্রকট হইলা।
সে দিবস সেই বিপ্র মিশ্র ঘরে ছিলা ॥৫২
প্রকট সময়ে দেবে জয়ধ্বনি করে।
দেখি দেবগণে বিপ্র পড়িলা ফাঁফরে ॥৫৩
পরম আনন্দে মনে মনে বিচারয়।
হইল প্রকট মোর প্রভু সুনিশ্চয় ॥৫৪

দশরথ রাজা এই মিশ্র জগন্নাথ।
জগতজননী শচী কৌশল্যা সাক্ষাৎ ॥৫৫
কাহুকে না কহি কিছু দেখি বিশ্বম্ভরে।
মিশ্রগৃহে হৈতে আইলেন নিজ ঘরে ॥৫৬
দুর্ব্বাদল শ্যাম রামে করিতে ধিয়ান।
দেখি মিশ্রপুত্রে গৌরমূর্ত্তি অনুপাম ॥৫৭
ইথে চিন্তাযুক্ত হৈতে নিদ্রা আকর্ষিল।
স্বপ্নছলে গৌরচন্দ্র সাক্ষাৎ হইল ॥৫৮
কনকদর্পণ জিনি শ্রীঅঙ্গের ছটা।
নিন্দয়ে শ্রীমুখচন্দ্রে চন্দ্রমার ঘটা ॥৫৯
আজানুলম্বিত বাহু বক্ষ পরিসর।
আকর্ণ পর্য্যন্ত নেত্রভঙ্গি মনোহর ॥৬০
শিরে চারু চিকণ চাঁচর কেশভার।
তাহে সুবিচিত্র বেড়া নানা পুষ্পহার ॥৬১
গলে যজ্ঞসূত্র অতি অদ্ভুত সুষমা।
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর নাই জগতে উপমা ॥৬২
বিলসয়ে অপূর্ব্ব রতন সিংহাসনে।
স্তুতি করে সম্মুখে ব্রহ্মাদি দেবগণে ॥৬৩
দেখিতে দেখিতে বিপ্র মনের আনন্দে।
দূর্ব্বাদল শ্যামরূপ দেখে গৌরচন্দ্রে ॥৬৪
ভুবনমোহন প্রভু কৌশল্যাতনয়।
পরম অদ্ভুত রাজবেশে বিলসয় ॥৬৫

সহাস্য বদন ধনুর্ব্বাণ ধরে করে।
বামে সীতা দক্ষিণে লক্ষ্মণ ছত্র ধরে ॥৬৬
সম্মুখে পবননন্দন বীর হনুমান্।
করজোড়ে রহে সে অদ্ভুত ভঙ্গিমান্ ॥৬৭
ঐছে রামচন্দ্র শোভা দেখি বিপ্রবর।
ভূমিতে পড়িয়া করে প্রণতি বিস্তর ॥৬৮
ভকতবৎসল প্রভু গুণের আলয়।
বিপ্রে অনুগ্রহ করিলেন অতিশয় ॥৬৯
প্রভু অদর্শন হৈতে হৈল নিদ্রাভঙ্গ।
বিপ্র মহা ব্যাকুল ধরিতে নারে অঙ্গ ॥৭০
দেখি দশা পুন প্রভু স্বপ্নে প্রবোধিলা।
এ সকল ব্যক্ত করিবাক নিষেধিলা ॥৭১
স্থির হৈয়া বিপ্র মহা মনের আনন্দে।
কাহুকে না কহে কিছু দেখি গৌরচন্দে ॥৭২
অত্যন্ত প্রাচীন বিপ্র অপ্রকট কালে।
করি অনুগ্রহ কিছু কঁহিল বিরলে ॥৭৩
মোরে অতিশয় অনুগ্রহ হয় তার।
কি বলিব বিপ্রের মহিমা চমৎকার ॥৭৪
দেখ সে বিপ্রের এই বাসস্থান হয়।
এস্থান দর্শনমাত্রে ঘুচে ভবভয় ॥৭৫
এথা গৌরচন্দ্র নিজগণের সহিতে।
প্রকাশয়ে রামলীলা দেখিনু সাক্ষাতে ॥৭৬

বৈকুণ্ঠপুর-বর্ণন

এত কহি শ্রীঈশান সে প্রেমাবেশেতে।
গেলেন বৈকুণ্ঠপুর মাউগাছি হৈতে ॥১
শ্রীনিবাস নরোত্তমে কহে ধীরে ধীরে।
দেখ এ বৈকুণ্ঠপুর বিদিত সংসারে ॥২
বৈকুণ্ঠপুরাখ্যা জৈছে হইল প্রচার।
তাহা কিছু কহি লোকে কহে যে প্রকার ॥৩
একদিন নারদ শ্রীবৈকুণ্ঠ হইতে।
আইসে শিবের পাশে কৈলাস পর্ব্বতে ॥ ৪
নিজগণসহ শিব বসি চর্ম্মাসনে।
শ্রীকৃষ্ণচরিত কহে শ্রীপঞ্চবদনে ॥৫
দূরে হৈতে নারদ শ্রীমহেশে দেখিয়া।
হইলা বিহ্বল ভূমে পড়ে প্রণমিয়া ॥৬
নারদে করিয়া কোলে দেব ত্রিলোচন।
জিজ্ঞাসেন কোথা হৈতে হইল আগমন ॥৭
নারদ কহেন অতি উল্লসিত মনে।
গিয়াছিনু শ্রীনারায়ণের সন্দর্শনে ॥৮
শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ লৈয়া নিজ প্রিয়গণ।
নবদ্বীপ প্রসঙ্গে নিমগ্ন অনুক্ষণ ॥৯
ভারতবর্ষেতে নবদ্বীপ রম্যস্থান।
গণসহ হর্ষ তথা করিতে পয়ান ॥১০

দেখি মহারঙ্গ মুই আইনু ত্বরায় ।
না জানি কি আনন্দ হইব নদীয়ায় ॥১১
শুনি নারদের বাক্য দেব মহেশ্বর ।
মন্দ মন্দ হাসে প্রেমে পূর্ণ কলেবর ॥১২
নারদের পানে চাহি মস্তক ঢুলায় ।
করএ গর্জ্জন কি অদ্ভুত ভঙ্গি তায় ॥১৩
হইলা বিহ্বল শ্রীকৈলাস গিরীশ্বর ।
নয়নের জলে সিক্ত শ্বেত কলেবর ॥১৪
নবদ্বীপ-লীলাগত মহেশে দেখিয়া ।
চলিলা নারদ মুনি বিদায় হইয়া ॥১৫
ওহে শ্রীনিবাস শ্রীনারদ এইখানে ।
নবদ্বীপ শোভা দেখি বিচারএ মনে ॥১৬
এই নবদ্বীপ ধাম সর্ব্বধামময় ।
সর্ব্বধামনাথ এথা সদা বিলসয় ॥১৭
দেখি আইনু শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণে ।
এথা কি বৈকুণ্ঠনাথে দেখিব নয়নে ॥১৮
মুনি মনোরথমাত্রে দেখএ সাক্ষাতে ।
গণসহ শ্রীবৈকুণ্ঠ বৈকুণ্ঠের নাথে ॥১৯
হইলা নারদ মুনি প্রেমায় বিহ্বল ।
নিবারিতে নারে দুই নয়নের জল ॥২০
নবদ্বীপধামে কত প্রার্থনা করিয়া ।
কৃষ্ণ সন্দর্শন কৈল দ্বারকায় গিয়া ॥২১

নারদের আগমনে রুক্মিণীর নাথ।
প্রেমায় বিহ্বল হৈয়া কৈল দৃষ্টিপাত ॥২২
নারদেরে সন্তোষ করিয়া নানামতে।
জিজ্ঞাসএ আগমন হৈল কোথা হৈতে ॥২৩
মুনি কহে নবদ্বীপ হৈতে আগমন।
এত কহি করিলেন মৌনাবলম্বন ॥২৪
মুনিমনোবৃত্তি জানি কৃষ্ণ কৃপাময়।
হইলেন গৌরমূর্ত্তি ভুবন মোহয় ॥২৫
দেখিয়া নারদ মুনি নদীয়ার চান্দে।
নেত্রে বহে বারিধারা ধৈর্য্য নাহি বান্ধে ॥২৬
হইলেন জৈছে কিছু না জায় কহনে।
শ্যামল সুন্দর কৃষ্ণ দেখে সেইক্ষণে ॥২৭
গৌর কৃষ্ণরূপ অতি অমূল্য রতন।
হৃদয় সম্পুটে মুনি কৈল সঙ্গোপন ॥২৮
ফিরাইতে নারে নেত্র রহয়ে চাহিয়া।
প্রভু হর্ষ নারদের চেষ্টা নিরখিয়া ॥২৯
নারদে করিয়া স্থির কহে মৃদু ভাষে।
শিবের নিকট শীঘ্র যাইব কৈলাসে ॥৩০
নবদ্বীপ গমন জানাব সব ঠাঁই।
হইল সময় বিলম্বের কার্য্য নাই ॥৩১
শুনিয়া কৃষ্ণের মহা মধুর বচন।
বিদায় হইয়া মুনি করিল গমন ॥৩২

গায় বীণাযন্ত্রে গৌর কৃষ্ণের চরিত।
কৈলাস পর্ব্বতে শীঘ্র হৈলা উপনীত ॥৩৩
শিবে প্রণমিয়া মুনি সব নিবেদিল।
শুনি মহাদেব মহা বিহ্বল হইল ॥৩৪
নারদে করিয়া ক্রোড়ে করয়ে নর্ত্তন।
যে আনন্দ কৈলাসে তা না হয় বর্ণন ॥৩৫
ওহে শ্রীনিবাস মুনি সর্ব্বত্রে জানাই।
পুন শ্রীনারদ মুনি আইলা এই ঠাঁই ॥৩৬
মনে মনে মুনি বিচারএ মনকথা।
দ্বারকায় যে দেখিনু দেখিব কি এথা ॥৩৭
ঐছে বিচারিয়া মুনি চারিদিকে চায়।
দ্বারকার ঐশ্বর্য্য দেখএ নদীয়ায় ॥৩৮
রত্নসিংহাসনে গৌরচন্দ্র বিলসএ।
রূপের ছটায় কোটি কন্দর্প মোহএ ॥৩৯
দেখিয়া প্রভুর শোভা নারদ গোসাঞি।
হইলেন জৈছে তা কহিতে সাধ্য নাই ॥৪০
নারদে কহএ প্রভু মধুর বচনে।
দেখিব প্রকটলীলা এথা অল্পদিনে ॥৪১
তুমি যে করিলে মনে হবে সর্ব্বথায়।
জীবের দারুণ দুঃখ খণ্ডিব হেলায় ॥৪২
ঐছে কিছু কহি নারদেরে কৃপা করি।
হইলেন অদর্শন প্রভু গৌরহরি ॥৪৩

ওহে শ্রীনিবাস শ্রীপ্রভুর অদর্শনে।
হইলা ব্যাকুল মুনি কত উঠে মনে ॥৪৪
এই নারায়ণপীঠ স্থানে মুনিবর।
কিছুদিন রহি হৈলা ভ্রমণে তৎপর ॥৪৫
নারায়ণে নারদ দর্শন এথা কৈল।
এই হেতু নারায়ণপীঠ নাম হৈল ॥৪৬
বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ এইখানে।
তেঞি শ্রীবৈকুণ্ঠপুর বিখ্যাত ভুবনে ॥৪৭
এদেশের রাজা যোগ্য সে সময়ে ছিলা।
শ্রীনারায়ণের সেবা এথা প্রকাশিলা ॥৪৮
কথোদিন পরে গ্রাম হৈল লুপ্ত প্রায়।
পুন হৈল অতিশয় বসতি এথায় ॥৪৯
এথা ছিলা বৃদ্ধ এক বিপ্র বিদ্যাবান্।
লক্ষ্মীনারায়ণ মন্ত্রে উপাসনা তান্ ॥৫০
লক্ষ্মীনারায়ণে তাঁর অনন্যপীরিতি।
কহিতে কি জানি যে দেখিলুঁ শুদ্ধরীতি ॥৫১
মধ্যে মধ্যে বল্লভমিশ্রের ঘরে গিয়া।
লক্ষ্মীনারায়ণে সেবে নিভৃত পাইয়া ॥৫২
বল্লভমিশ্রেরে তাঁর স্নেহ অতিশয়।
বিপ্রে গুরুভক্তি করে মিশ্র মহাশয় ॥৫৩
যে দিবস লক্ষ্মীর বিবাহ প্রভু সনে।
সে দিবস সেই বিপ্র ছিল সেইখানে ॥৫৪

বিবাহ সময়ে দেখি লক্ষ্মী বিশ্বম্ভরে।
লক্ষ্মীনারায়ণ বলি বিপ্র নৃত্য করে ॥৫৫
বিপ্রের নয়নে আনন্দাশ্রু অনিবার।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক নারে ধৈর্য্য ধরিবার ॥৫৬
প্রভুর ইচ্ছায় বিপ্র কিছু স্থির হৈলা।
সে রাত্রি তথাই রহি নিজ বাসা আইলা ॥৫৭
অতি জীর্ণ বাসা প্রায় স্থিতি বৃক্ষতলে।
কুটিরে প্রবেশি বিপ্র ভাসে নেত্রজলে ॥৫৮
মিশ্র গৃহে লক্ষ্মী গৌরচন্দ্রে সোঙরিয়া।
নিরন্তর প্রেমানন্দে উমড়এ হিয়া ॥৫৯
মনে মনে করে বিপ্র সুদৃঢ় বিচার।
গৌররূপে নারায়ণ শচীর কুমার ॥৬০
বল্লভমিশ্রের কন্যা সাক্ষাৎ লছিমী।
লক্ষ্মীনারায়ণ দোঁহে প্রকট অবনী ॥৬১
লক্ষ্মী প্রাণনাথ মোর প্রভু গৌরচন্দ্র।
করিব কি কৃপা মোরে দেখি দীনমন্দ ॥৬২
বিবিধ প্রকারে স্তুতি করএ প্রভুরে।
হইলা সাক্ষাৎ প্রভু বিপ্রের কুটিরে ॥৬৩
পরম অদ্ভুত রঙ্গ করিলা প্রকাশ।
বিপ্রের কুটিরে হৈল বৈকুণ্ঠ বিলাস ॥৬৪
ভুবনমোহন প্রভু শ্রীগৌর বিগ্রহ।
বিলসএ রত্নসিংহাসনে লক্ষ্মীসহ ॥৬৫

শ্রীঅঙ্গ ভূষিত নানা রত্ন বিভূষণে।
দুঁহু-রূপ মাধুর্য্যের উপমা কি আনে ॥৬৬
সেইক্ষণে প্রভু গৌরচন্দ্র দয়াময়।
হৈলা চতুর্ভুজ দেখি বিপ্রের বিস্ময় ॥৬৭
প্রভুপদে পড়ি বিপ্র কৈলা বহু স্তুতি।
ভক্তাধীন প্রভু হাসি কহে বিপ্র প্রতি ॥৬৮
জন্মে জন্মে হও তুমি মোর প্রিয়দাস।
তুমি সে দেখিতে যোগ্য আমার বিলাস ॥৬৯
এবে যে দেখিলে ইহা কাহু না কহিব।
যবে যে করিব মনোরথ সিদ্ধি হব ॥৭০
এত কহি বিপ্র-মাথে ধরিয়া চরণ।
অচিন্ত্য প্রভুর লীলা হৈল অদর্শন ॥৭১
বিপ্র জৈছে হৈলা তাহা কে বর্ণিতে পারে।
সদা নবদ্বীপলীলা সমুদ্রে সাঁতারে ॥৭২
ওহে শ্রীনিবাস কত কহিব সে কথা।
এই দেখ বিপ্রের কুটির ছিল এথা ॥৭৩
ভক্তগোষ্ঠিসহ প্রভু শচীর কুমার।
শ্রীবৈকুণ্ঠপুরে কৈল অশেষ বিহার ॥৭৪
শ্রীবৈকুণ্ঠপুর দর্শনেতে আর্ত্তি জার।
অনায়াসে সর্ব্ব মনোরথ সিদ্ধি তার ॥৭৫

মহৎপুর-বর্ণন

এত কহি শ্রীবৈকুণ্ঠপুরে প্রণমিয়া।
মাতাপুরে চলে চতুর্দ্দিক নিরখিয়া ॥১
শ্রীনিবাসে কহেন শ্রীঈশান ঠাকুর।
এই আগে দেখ গ্রাম নাম মাতাপুর ॥২
পূর্ব্বে শ্রীমহৎপুর গ্রাম নাম হয়।
মহৎ প্রসঙ্গপুর কহি যে লোকে কয় ॥৩
শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছায় পাণ্ডবের বনবাস।
বনবাসে হৈল মহা কৌতুক প্রকাশ ॥৪
নানা দেশে ভ্রময়ে পাণ্ডব পঞ্চ ভাই।
পাণ্ডবের চরিত্র কহিতে অন্ত নাই ॥৫
যে যে দেশে পাণ্ডবের নহিল গমন।
সে সে দেশ পাণ্ডববর্জ্জিত বিজ্ঞে কন ॥৬
পাণ্ডবের কীর্ত্তি যত বিদিত পুরাণে।
অসুর রাক্ষস নাশ কৈল স্থানে স্থানে ॥৭
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গৌড় দেশে প্রবেশিল।
রাঢ়ে একচক্রা নাম গ্রামে স্থিতি কৈল ॥৮
একচক্রা প্রদেশে যে অসুর রাক্ষস।
সে সবে বধিলা ভীম ব্যাপিল সুযশ ॥৯
দ্রৌপদী সহিত শ্রীপাণ্ডব পঞ্চ ভাই।
লোকহিতে রত যৈছে কহি সাধ্য নাই ॥১০

একচক্রা নির্জ্জনে রহএ মহানন্দে।
সদা সোঙরএ বলদেব কৃষ্ণচন্দ্রে ॥১১
দেখি একচক্রা-ভূমি শোভা মনোহর।
মনে বিচারএ যুধিষ্ঠির বিজ্ঞবর ॥১২
দেখিলুঁ অনেক দেশ ঐছে না দেখিল।
ঐছে চিত্ত আকর্ষণ কোথাও নহিল ॥১৩
ইথে বুঝি কৃষ্ণ লীলাস্থলী এই স্থান।
কৃষ্ণ জানাইলে জানি মহিমা ইহাঁন ॥১৪
ঐছে বিচারিতে প্রায় রাত্রি শেষ হৈল।
কৃষ্ণের ইচ্ছাতে কিছু নিদ্রা আকর্ষিল ॥১৫
স্বপ্নচ্ছলে রোহিণী-নন্দন বলরাম।
হইলা সাক্ষাৎ শোভা অতি অনুপাম ॥১৬
মন্দ মন্দ হাসিয়া অদ্ভুত স্নেহাবেশে।
রাজা যুধিষ্ঠিরে কিছু কহে মৃদু ভাষে ॥১৭
এই কথোদূরে নবদ্বীপ নামে গ্রাম।
সুরধুনি বেষ্টিত পরম রম্যস্থান ॥১৮
কলির প্রথমে কৃষ্ণ তথা বিপ্রকুলে।
জন্মিব আচ্ছন্নরূপে মহাকুতূহলে ॥১৯
নানাদেশে জন্মিবেন প্রিয়গণ তাঁর।
তাঁর ইচ্ছা মতে জন্ম এথাই আমার ॥২০
এই একচক্রা মোর বিলাসের স্থান।
এত কহি বলদেব হৈলা অন্তর্দ্ধান ॥২১

হইয়া বিস্ময় রাজা চিন্তে মনে মনে।
শ্বেতদ্বীপ হেন দেখি একচক্রা গ্রামে ॥২২
দেখিতেই রাত্রিশেষ নিদ্রাভঙ্গ হৈল।
স্বপ্নকথা প্রাতে ভ্রাতাগণে জানাইল ॥২৩
একচক্রা হইতে পাণ্ডব পঞ্চ ভাই।
নবদ্বীপে আসি উত্তরিলা এই ঠাঁই ॥২৪
দেখি নবদ্বীপ-শোভা হর্ষ ক্ষণে ক্ষণে।
মহারাজ যুধিষ্ঠির বিচারএ মনে ॥২৫
একচক্রা গ্রামে হৈছে দেখিলুঁ স্বপ্নেতে।
একা কি দেখিব বলি নারে স্থির হৈতে ॥২৬
রাজার যে মনোবৃত্তি বুঝনে না যায়।
হইল কিঞ্চিৎ নিদ্রা কৃষ্ণের মায়ায় ॥২৭
স্বপ্নচ্ছলে কৃষ্ণ বলদেব ভ্রাতাদ্বয়।
হইলা সাক্ষাৎ শোভা ভুবন মোহয় ॥২৮
রাজা যুধিষ্ঠিরে কৃষ্ণ কহেন হাসিয়া।
মোর জন্মভূমি এই নগর নদীয়া ॥২৯
কলিযুগে প্রকট হইয়া গণসনে।
মাতাইব জগৎ মাতিব সঙ্কীর্ত্তনে ॥৩০
তোমা সভা সহ সিন্ধুতীরে বিলসিব।
ব্রজের দুর্ল্লভ প্রেমসুধা পিয়াইব ॥৩১
এত কহি রাজার জানিয়া মনোবৃত্তি।
হইলেন পরম সুন্দর গৌরমূর্ত্তি ॥৩২

কৃষ্ণ বলদেবের দেখিয়া হেন রূপ।
আত্ম-বিস্মরিত যুধিষ্ঠির ভক্ত-ভূপ ॥৩৩
পরম আনন্দে সিক্ত হৈয়া নেত্র জলে।
লোটাইয়া পড়ে দুই প্রভুপদতলে ॥৩৪
দুই প্রভু রাজায় করিয়া আলিঙ্গন।
কহিয়া প্রবোধ বাক্য হৈল অদর্শন ॥৩৫
প্রভু অদর্শনে হৈল ব্যাকুল হৃদয়।
জাগিয়া দেখএ রাত্রি প্রভাত সময় ॥৩৬
এ অদ্ভুত কথা জানাইএ ভ্রাতাগণে।
কথোদিন আনন্দে রহিলা এইখানে ॥৩৭
মহতের শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির মহাশয়।
তাঁর বাসস্থান হেতু মহৎপুর কয় ॥৩৮
এথা ছিল পঞ্চবট বৃক্ষ বিস্তারিত।
অতি সুশীতল ছায়া সর্ব্ব মনোহিত ॥৩৯
দ্রৌপদী সহিত শ্রীপাণ্ডব পঞ্চ ভাই।
দেখি নবদ্বীপশোভা অধৈর্য্য এথাই ॥৪০
যুধিষ্ঠিরবেদি নাম উচ্চ টিলা ছিল।
প্রভুর ইচ্ছাতে সে সকল লুপ্ত হৈল ॥৪১
ওহে শ্রীনিবাস সে কহিব কত কথা।
অজ্ঞাত রূপেতে পাণ্ডবের বাস এথা ॥৪২
পাণ্ডব শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের আদেশে।
এথা হৈতে যাত্রা করিলেন ওড্রদেশে ॥৪৩

উৎকলে পুরুষোত্তম পুরী সন্নিধানে।
রহিলেন কিছুদিন অপূর্ব্ব কাননে ॥৪৪
তথা শ্রীবিগ্রহ শ্রীমাধব তাঁর নাম।
ছিলেন রাক্ষস স্থানে পাইল সন্ধান ॥৪৫
গদাঘাতে ভীম সে রাক্ষসে নষ্ট কৈলা।
শ্রীমাধব সেবা সর্ব্বলোকে প্রচারিলা ॥৪৬
অদ্যাপিহ ভাগ্যবন্ত লোক সেবে তাঁরে।
পাণ্ডবের ক্রিয়া যত কে কহিতে পারে ॥৪৭
এই মহৎপুরে গৌরচন্দ্র মহারঙ্গে।
প্রকাশে অদ্ভুতলীলা পরিকর সঙ্গে ॥৪৮
যে বারেক মহৎপুর করএ দর্শন।
অনায়াসে পায় সে অমূল্য ভক্তিধন ॥৪৯
শ্রীমহৎপুর প্রসঙ্গেতে যাঁর রতি।
তাঁর দৃষ্টি মাত্রে ঘুচে অন্যের দুর্ম্মতি ॥৫০

রুদ্রদ্বীপ বর্ণন।

এত কহি শ্রীমহৎপুর হৈতে চলে।
সোঙরি গৌরাঙ্গলীলা ভাসে নেত্রজলে ॥১
গঙ্গা-পূর্ব্বপারে রাতুপুর গ্রাম হয়।
কেহো কেহো রাতুপুরে রুদপুর কয় ॥২
শ্রীঈশান ঠাকুর সে রাতুপুরে গিয়া।
শ্রীনিবাস প্রতি কহে ঈষৎ হাসিয়া ॥৩

এই রাতুপুর পূর্ব্ব রুদ্রদ্বীপ নাম।
গ্রাম লুপ্ত হৈল এবে আছে মাত্র স্থান ॥৪
রুদ্রদ্বীপ নাম জৈছে প্রচার হইল।
তাহা কিছু কহি বিজ্ঞমুখে যে শুনিল ॥৫
গৌরচন্দ্র প্রকট হইব নদীয়ায়।
ইথে শ্রীরুদ্রের মহা উল্লাস হিয়ায় ॥৬
নিজগণ সনে রুদ্রদেব এই খানে।
হইলা উন্মত্ত গৌরচরিত্র কীর্ত্তনে ॥৭
চতুর্দ্দিকে নানা বাদ্য ধ্বনি মনোহর।
অদ্ভুত ভঙ্গিতে নৃত্য করে মহেশ্বর ॥৮
মেদিনী কম্পএ শ্রীরুদ্রের পদভরে।
দেখিতে সে নৃত্যশোভা কেবা ধৈর্য্য ধরে ॥৯
রুদ্রের নর্ত্তনে কেবা না করে নর্ত্তন।
স্বর্গে নানা পুষ্প বরিসএ দেবগণ ॥১০
দেবের অন্তরে মোদ বাঢ়ে অনিবার।
সভে কহে খণ্ডিল জীবের দুঃখ ভার ॥১১
প্রভু না জন্মিতে রুদ্র প্রভু জন্ম গায়।
এবে প্রভু অবশ্য জন্মিব নদীয়ায় ॥১২
এবে প্রভু জন্মলীলা জুড়াব নয়ন।
এত কহি স্বর্গেও নাচএ দেবগণ ॥১৩
প্রভুগুণ গানে রুদ্র আত্ম বিস্মরিত।
হইলা অধৈর্য্য প্রভু দেখি রুদ্র রীত ॥১৪

অন্য অলক্ষিত রুদ্রদেব দেখা দিয়া।
রুদ্রদেব করে স্থির ঐছে প্রবোধিয়া ॥১৫
তোমার যে মনোবৃত্তি সফল করিব।
অতি অবিলম্বে গণসহ প্রকটিব ॥১৬
প্রভু বাক্যে রুদ্র স্থির হৈয়া মহানন্দে।
বিবিধ প্রকারে স্তুতি করে গৌরচন্দে ॥১৭
শ্রীগৌরসুন্দর রুদ্র দেবে আলিঙ্গিয়া।
হইলেন অদর্শন প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥১৮
প্রভু অদর্শনে রুদ্র ব্যাকুল হিয়ায়।
কতক্ষণে স্থির হৈলা প্রভুর ইচ্ছায় ॥১৯
নিজগণ সহ রুদ্র বসি এই খানে।
করে সুধাবৃষ্টি গৌরচরিত্র-কথনে ॥২০
ওহে শ্রীনিবাস এ পরম পুণ্যস্থান।
শ্রীরুদ্র বিলাসে তেঞি রুদ্রদ্বীপ নাম ॥২১
এ স্থান দর্শন মাত্রে ঘুচএ দুর্ম্মতি।
গৌরপাদপদ্মে রুদ্র জন্মায়েন রতি ॥২২

বিল্বপক্ষ-বর্ণন

ঐছে শ্রীঈশান স্থান মহিমা কহিয়া।
চলে বেলপোখেরা গ্রামেতে হৃষ্ট হৈয়া ॥১
শ্রীনিবাসে কহে বেলপোখেরা এ গ্রাম।
কহএ প্রাচীনে বিল্বপক্ষ পূর্ব্ব নাম ॥২

বিল্বপক্ষ নাম এ স্থানের জৈছে হয়।
তাহা কিছু কহিয়ে প্রাচীন লোকে কয় ॥৩
পঞ্চবক্ত্র শিবমূর্ত্তি ছিলেন এখানে।
তাঁর যে মহিমা তাহা কে কহিতে জানে ॥৪
শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে যেবা যে কার্য্য প্রার্থয়।
তাহা পূর্ণ করে পঞ্চবক্ত্র দয়াময় ॥৫
এক সময়েতে কত তপস্বী ব্রাহ্মণ।
মনোরথ সিদ্ধি হেতু করে শিবার্চ্চন ॥৬
এক পক্ষ বিল্বদলে পূজিতে শিবেরে।
হইলেন শিব মহা প্রসন্ন অন্তরে ॥৭
কৃপাদৃষ্টে চাহি পঞ্চবক্ত্র মহেশ্বর।
বিপ্রগণে কহে লেহ নিজাভীষ্টবর ॥৮
বিপ্রগণ কহে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠকার্য্য যাহা।
অনুগ্রহ করি মো সভার দেহ তাহা ॥৯
বিপ্রগণে কহে শিব কহিলা আশ্চর্য্য।
কৃষ্ণপরিচর্য্যা বিনু নাহি শ্রেষ্ঠ কার্য্য ॥১০
বিপ্রগণ কহে পরিচর্য্যা শ্রেষ্ঠ হয়।
কিরূপে হইব লভ্য কহ কৃপাময় ॥১১
পঞ্চবক্ত্র কহে কিছু চিন্তা না করিব।
অনায়াসে কৃষ্ণপরিচর্য্যা লভ্য হব ॥১২
এই কথো দিনে এই নদীয়া নগরে।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবেন বিপ্র ঘরে ॥১৩

তোমরাও সেই সঙ্গে প্রকট হইব।
তাঁর বাল্যাবেশে মহাসুখ জন্মাইব ॥১৪
করিয়া তাঁহার স্থানে বিদ্যা অধ্যয়ন।
জানিব তাঁহারে পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন ॥১৫
তাঁর প্রিয়ভক্ত সহ সদা কুতূহলে।
তাঁর পরিচর্য্যারত হইব সকলে ॥১৬
শুনি পঞ্চবক্ত্র মহাদেবের বচন।
ভূমে পড়ি প্রণমিলা সকল ব্রাহ্মণ ॥১৭
করিয়া অনেক স্তুতি বিদায় হইয়া।
কৃষ্ণপাদপদ্ম চিন্তে নিভৃতে রহিয়া ॥১৮
ওহে শ্রীনিবাস গৌর কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
কথো দিনে পঞ্চবক্ত্র হইলা গুপ্তপ্রায় ॥১৯
এক পক্ষ বিল্বদলে পূজিল ব্রাহ্মণ।
এই হেতু বিল্বপক্ষ নাম বিজ্ঞে কন ॥২০
এ স্থান দর্শনে পঞ্চবক্ত্র মহানন্দে।
মিলায়েন পরম দুর্ল্লভ গৌর চন্দ্রে ॥২১
এথা বিশ্বম্ভর প্রিয় ভক্তের সহিতে।
জৈছে বিলসএ তাহা কে পারে বর্ণিতে ॥২২

ভরদ্বাজ-টীলা-বর্ণন

ঐছে কত কহিয়া শ্রীঠাকুর ঈশান।
চলয়ে ভারই-ডাঙ্গা মহাপুণ্য স্থান ॥১

মনের উল্লাসে কহে শ্রীনিবাস প্রতি।
এ ভারুইডাঙ্গা দেখ অপূর্ব্ব বসতি ॥২
পূর্ব্বে ভরদ্বাজ-টীলা নাম ব্যক্ত হৈছে।
প্রাচীন লোকেতে যে কহয়ে কহি তৈছে ॥৩
ভরদ্বাজ মুনি সমুদ্রাদি তীর্থ হৈতে।
আইলেন চক্রদহে গঙ্গা সমীপেতে ॥৪
এবে চক্রদহে লোক চাকদা কহয়।
তথা হৈতে নবদ্বীপে করিলা বিজয় ॥৫
ওহে শ্রীনিবাস মুনি আসি এই খানে।
হইলা বিহ্বল নবদ্বীপ নিরীক্ষণে ॥৬
এই উচ্চ টীলারণ্যে রহি কথো দিন।
আরাধয়ে গৌরচন্দ্র হইয়া দীন হীন ॥৭
ভারদ্বাজ প্রেমে বশ হৈয়া গৌর হরি।
হইলা সাক্ষাৎ মহা অদ্ভুত মাধুরী ॥৮
ভরদ্বাজ নতি স্তুতি করিলা বিস্তর।
প্রভু আজ্ঞা কৈল নেহ নিজাভীষ্টবর ॥৯
মুনি কহে প্রভু এই প্রার্থনা আমার।
নবদ্বীপে দেখি যেন তোমার বিহার ॥১০
প্রভু কহে হবে যে তোমার মনে হয়।
এত কহি অদর্শন হৈলা দয়াময় ॥১১
প্রভু অদর্শনে মুনি নারে স্থির হৈতে।
মুনির যে চেষ্টা তাহা কে পারে বুঝিতে ॥১২

নবদ্বীপে প্রণমিয়া ভরদ্বাজ মুনি।
চলিলা ভ্রমিতে ধন্য করিতে ধরণী ॥১৩
এই উচ্চ স্থানে ভরদ্বাজ বিলসিল।
এই হেতু ভরদ্বাজ-টীলা নাম হইল ॥১৪
এথা গৌরাঙ্গের অতি অদ্ভুত বিলাস।
এস্থান দর্শনে পূর্ণ হয় অভিলাষ ॥১৫

সুবর্ণবিহার-বর্ণন

এত কহি ঈশান ঠাকুর প্রেমাবেশে।
চলিলেন সুবর্ণ-বিহার গ্রাম পাশে ॥১
শ্রীনিবাস প্রতি কহে দেখ এই গ্রাম।
পূর্ব্বাপর সুবর্ণবিহার হয় নাম ॥২
সুবর্ণবিহার নাম যেরূপে হইল।
তাহা কিছু কহি বিজ্ঞ গণে যে কহিল ॥৩
এই দেশে ছিল এক রাজা ভাগ্যবান্।
কৃষ্ণেতে অনন্যভক্তি সর্ব্বাংশে প্রধান ॥৪
নারদের শিষ্য প্রশিষ্য আদি মহাশয়।
তার মধ্যে আইল কেহ রাজার আলয় ॥৫
রাজা তাঁরে অতিশয় সম্মান করিয়া।
বসাইলা আসনে ভূমিতে প্রণমিয়া ॥৬
প্রভু অবতার কত তাঁহারে জিজ্ঞাসে।
তেঁহো সব জানাইলা সুমধুর ভাষে ॥৭

রাজারে প্রসন্ন হইয়া সেই মহাশয়।
পুন রাজা প্রতি সুমধুর বাক্যে কয় ॥৮
কলিতে হইয়া পীত বর্ণ অবতার।
নবদ্বীপে করিবেন অদ্ভুত বিহার ॥৯
ব্রহ্মাদি পরম দুর্ল্লভ সংকীর্ত্তন।
সংকীর্ত্তনে মত্ত হইয়া মাতাব ভুবন ॥১০
জৈছে মহারাসে নৃত্য কৈলা বৃন্দাবনে।
তৈছে নৃত্যে দিব সুখ প্রিয় ভক্তগণে ॥১১
নবদ্বীপ হইব সুখের অবধি।
এই হেতু ঐছে গ্রাম বসাইল বিধি ॥১২
নবদ্বীপধাম তত্ত্ব অন্য অগোচর।
জানিব সে জানাইল প্রভু পরিকর ॥১৩
ঐছে কত কহি সে বৈষ্ণব মহাশয়।
করিয়া রাজায় কৃপা করিলা বিজয় ॥১৪
এসব শুনিয়া রাজা বিচারএ মনে।
ধিক্ এ মনুষ্য জন্ম ধিক্ এ জীবনে ॥১৫
রাজবিষয়েতে মত্ত হইলুঁ অনিবার।
না হইল সাধুসঙ্গ দুর্দ্দৈব আমার ॥১৬
বিনা সাধুসঙ্গ কোন কার্য্য সিদ্ধি নয়।
এতদিনে কৃপা কৈল সাধু কৃপাময় ॥১৭
এবে সে জানিনু প্রভু ধাম এ নদীয়া।
এত বিচারিতে প্রেমে উথলয়ে হিয়া ॥১৮

নবদ্বীপ পানে চাহি বহে অশ্রুধার।
নবদ্বীপ ভূমে প্রণময়ে বার বার ॥১৯
নবদ্বীপ ধামে রাজা প্রার্থনা করয়।
এই কর সে সময়ে যেন জন্ম হয় ॥২০
এ বাক্যে আকাশবাণী হইল রাজায়।
অবতীর্ণকালে জন্ম হব নদীয়ায় ॥২১
যদ্যপি রাজার হর্ষ এ কথা শ্রবণে।
তথাপি না ধরে ধৈর্য্য কত উঠে মনে ॥২২
ভকত-বৎসল প্রভু বিশ্বম্ভর রায়।
স্বপ্নচ্ছলে লীলাশ্চর্য্য দেখান রাজায় ॥২৩
চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র ভক্তগণ।
বায় নানা বাদ্য গানে মোহএ ভুবন ॥২৪
সে সভার মধ্যে নাচে নদীয়ার শশী।
শ্যামল সুন্দর রূপ যেন সুধারাশি ॥২৫
দেখি কৃষ্ণচন্দ্রে রাজা জুড়ায় নয়ন।
সেইক্ষণে দেখে তাঁরে সবর্ণ বরণ ॥২৬
হইয়া অধৈর্য্য রাজা বিচারয়ে মনে।
সুবর্ণ বিগ্রহ কে বিহরে সঙ্কীর্ত্তনে ॥২৭
ঐছে বিচারিতে নিদ্রা ভাঙ্গিল রাজার।
স্থির হৈয়া প্রশংসে সৌভাগ্য আপনার ॥২৮
সুবর্ণ বিগ্রহের বিচার হৈল ধ্যান।
এই হেতু সুবর্ণবিহার নাম স্থান ॥২৯

ওহে শ্রীনিবাস আর কহিয়ে তোমারে।
প্রভুর অদ্ভুত রঙ্গ প্রকট বিহারে ॥৩০
এইখানে ভক্তগোষ্ঠীসহ গৌরহরি।
করয়ে নর্ত্তন লোক দেখে নেত্র ভরি ॥৩১
হইয়া বিহ্বল পরস্পর সভে কয়।
সুবর্ণ বিগ্রহ কি কীর্ত্তনে বিহরয় ॥৩২
কেহ কহে এমন সুন্দর বর্ণ নাই।
না দেখি জগতে কভু উপমার ঠাঁই ॥৩৩
কি অদ্ভুত বিহার মোহয়ে ত্রিভুবন।
এত কহি স্থির হৈতে নারে কোন জন ॥৩৪
ঐছে এ প্রশস্ত নাম সুবর্ণবিহার।
সংক্ষেপে কহিনু নারি করিতে বিস্তার ॥৩৫
সুবর্ণবিহার স্থান যে করে দর্শন।
শ্রীগৌরাঙ্গ বিহারে ডুবয়ে তার মন ॥৩৬

মায়াপুর বর্ণন

এত কহি সুবর্ণবিহার গ্রাম হৈতে।
মায়াপুরে চলয়ে মিশ্রের আলয়েতে ॥১
মায়াপুর পরম অপূর্ব্ব রম্যস্থান।
যে দেখে বারেক তার জুড়ায় নয়ান ॥২
মায়াপুর-মহিমা কেবা বা অন্ত পায়।
মায়াপুর স্থান সদা ব্রহ্মাদি ধিয়ায় ॥৩

শ্রীনিবাস রামচন্দ্র নরোত্তম সনে।
হেন মায়াপুরে আইলা মিশ্রের ভবনে ॥৪
ভবন ভিতরে শ্রীঈশান প্রবেশিয়া।
হৈল প্রেমে বিহ্বল পুরুষ সোঙরিয়া ॥৫
কতক্ষণে স্থির হৈয়া সভে স্থির করি।
এক ভিতে রহি দেখে ভবন মাধুরী ॥৬
শ্রীনিবাস প্রতি অতি ধীরে ধীরে কয়।
মহাযোগপীঠ এই মিশ্রের আলয় ॥৭
এ আলয় প্রভুলীলা মাধুর্য্য বাঢ়ায়।
অন্যের দুর্জ্ঞেয় শ্রী-আলয় পদ্ম প্রায় ॥৮
শচীসহ উপেন্দ্রনন্দন মিশ্রবর।
এ বিষ্ণুমণ্ডপে বিষ্ণু পূজে নিরন্তর ॥৯
জগন্নাথ মিশ্র জৈছে প্রবীণ সর্ব্বাংশে।
তৈছে তাঁর ভার্য্যা শচী কে বা না প্রশংসে ॥১০
শচী জগন্নাথের বিবাহে মহা সুখ।
যে দেখিল তাহার খণ্ডিল সব দুঃখ ॥১১
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী মহাবিদ্যাবান্।
তাঁর কন্যা শচী তেঁহো মিশ্রে কৈলা দান ॥১২
শ্রীশচীর হৈল অষ্ট কন্যা এক পুত্র।
পুত্র নাম বিশ্বরূপ বিদিত সর্ব্বত্র ॥১৩
বিশ্বরূপ চরিত্র কহিতে নাই অন্ত।
বিবিধ প্রকারে গুণ বর্ণে ভাগ্যবন্ত ॥১৪

তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে প্রথম প্রক্রমে—

অথ তস্য গুরুশ্চক্রে সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেদিনঃ।
পদবীমিতি তত্ত্বজ্ঞঃ শ্রীমন্মিশ্রপুরন্দরঃ॥
তমেকদা সৎকুলীনং পণ্ডিতং ধর্ম্মিণাং বরং।
শ্রীমন্নীলাম্বরো নাম চক্রবর্ত্তী মহামনাঃ॥
সমাহুয়াদদৎ কন্যাং শচীং স কুলসংস্কৃতঃ।
তাং প্রাপ্য সোঽপি ববৃধে শচীং মিশ্রপুরন্দরঃ॥
ততো গেহে নিবসতস্তস্য ধর্ম্মো ব্যবর্দ্ধত।
আতিথ্যৈঃ শান্তিকৈঃ শৌচৈ নিত্যকাম্যক্রিয়াফলৈঃ॥
তত্র কালেন কিয়তা তস্যাষ্টৌ কন্যকাঃ শুভাঃ।
বভূবুঃ ক্রমশো দৈবাত্তাঃ পঞ্চত্বং গতাঃ শচী॥
বাৎসল্যদুঃখতপ্তেন জগাম মনসা হরিং।
পুত্রার্থং শরণং শ্রীমান্ পিতৃযজ্ঞং চকার সঃ॥
কালেন কিয়তা লেভে পুত্রং সুরসুতোপমং।
মুদমাপ জগন্নাথো নিধিং প্রাপ্য যথা ধনং॥
নাম তস্য পিতা চক্রে শ্রীমতো বিশ্বরূপকঃ।
পঠতা তেন কালেন স্বল্পেনৈব মহাত্মনা॥
বেদশ্চ ন্যায়শাস্ত্রং চ জ্ঞাতঃ সদ্যোগ উত্তমঃ।
স সর্ব্বজ্ঞঃ সুধীঃ শান্তঃ সর্ব্বেষামুপকারকঃ॥
হরে র্ধ্যানপরো নিত্যং বিষয়ে নাকরোন্মনঃ।
শ্রীমদ্ভাগবতরস-স্বাদমত্তো নিরন্তরং॥

ওহে শ্রীনিবাস বিশ্বরূপের অন্তর।
কে বুঝিতে পারে কি বা চিন্তে নিরন্তর॥১৫

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য সকল তত্ত্ব জানে।
প্রভুকে আনিব ইথে হর্ষ ক্ষণে ক্ষণে ॥১৬
গঙ্গাজল তুলসী চন্দন পুষ্প দিয়া।
প্রভুকে আরাধে মহাহুঙ্কার করিয়া ॥১৭
শ্রীঅদ্বৈত হুঙ্কারে পাইয়া মহানন্দ।
কৈলা শচী গর্ব্ভাবলম্বন গৌরচন্দ্র ॥১৮
শচী জগন্নাথ শোভা বৃদ্ধি অতিশয়।
শচী গর্ব্ভে সুখে গৌরচন্দ্র বিলসয় ॥১৯
এক দুই গণনে হইলে ছয়মাস।
সর্ব্ব চিন্তাকর্ষে প্রভু করি গর্ব্ভে বাস ॥২০
অকস্মাৎ শ্রীঅদ্বৈত এথাই আসিয়ে।
শচী গর্ভ বন্দিল চন্দন গন্ধ দিয়া ॥২১
করি প্রদক্ষিণ হর্ষে গেলা নিজালয়।
শচী জগন্নাথ এথা হইলা বিস্ময় ॥২২
এথা শচী আগে ব্রহ্মাদিক স্তুতি করে।
গর্ভে রহি প্রভু নানা কৌতুক বিস্তারে ॥২৩
ত্রয়োদশ মাস শচী গর্ভেতে রহিলা।
কে বুঝিতে পারে এই অলৌকিক লীলা ॥২৪

তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যে ২য় সর্গে

ক্রমেণ মাসা দশ তে ত্রয়াধিকাঃ
সমীযুরাসন্নতয়া সমাপ্ততাং।

তপস্তমাসশ্চরমঃ সমঙ্গলো
বভূব তেষাং জগতঃ সুখৈকভূঃ ॥

চৌদ্দশত সাত শকে ফাল্গুন পুর্ণিমা।
ফল্গুনি নক্ষত্র সর্ব্ব মঙ্গলের সীমা ॥২৫
হৈল চন্দ্রগ্রহণ সময়ে বিশ্বম্ভর।
অবতীর্ণ হৈলা এই দেখ জন্মঘর ॥২৬
জগন্নাথ মিশ্রে পুত্ররত্ন লভ্য হৈল।
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রূপে সবে মগ্ন কৈল ॥২৭
তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতে প্রথম প্রক্রমে ॥

তং বিকসিকমলেক্ষণং লসৎপূর্ণচন্দ্রবদনং কনকাভম্।
তেজসারিতিমিরং দিশঃ স্বয়ং কারয়ন্তমুপলভ্য সুতং সঃ ॥

ওহে শ্রীনিবাস চন্দ্রগ্রহণের ছলে।
করাইলা নিজ নাম গ্রহণ সকলে ॥২৮
স্থানে স্থানে লোকের সংঘট্ট অতিশয়।
করয়ে কীর্ত্তন সর্ব্বচিত্তে হর্ষোদয় ॥২৯
যার মুখে কভু না শুনিয়ু কৃষ্ণ নাম।
সেহো নাম লইয়া করয়ে গঙ্গাস্নান ॥৩০
আনের কা কথা যবনেও কৃষ্ণ কয়।
ঐছে উদ্ধারয়ে জীবে শচীর তনয় ॥৩১
সঙ্কীর্ত্তন প্রিয় প্রভু জন্ম সঙ্কীর্ত্তনে।
সঙ্কীর্ত্তন মহিমা বিদিত ত্রিভুবনে ॥৩২

তথাহি পদ্যাবলীধৃত-প্রভাসখণ্ডবচনম্—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনং ॥

যে শুনিল শ্রীনামকীর্ত্তন ধন্য সেহো ।
শ্রবণ মহিমা কি কহিতে পারে কেহো ॥৩৩

তথাহি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচরিতে প্রথমপ্রক্রমে—

কীর্ত্তনং শ্রীহরেঃ শ্রুত্বা নিমিষার্দ্ধেন যা ভবেৎ ।
প্রীতিরস্মাদৃশাং সা তু কোটিযজ্ঞৈর্ভবেন্নহি ॥

প্রভুর জনম কথা সর্ববত্র ব্যাপিল ।
প্রভু আকর্ষণে সবে অধৈর্য্য হইল ॥৩৪
ধাইল অসংখ্য লোক মিশ্রের গৃহেতে ।
দেবতা মনুষ্য কেহো না পারে চিনিতে ॥৩৫
মিশ্রগৃহে আনন্দ সমুদ্র উথলয়ে ।
প্রভু জন্মলীলা বিজ্ঞে বিস্তারি বর্ণয়ে ॥৩৬

তথাহি গীতে বসন্তঃ ॥

জয় জয় কলরব নদীয়া নগরে ।
জনমিলা গোরাচান্দ শচীর উদরে ॥
ফাল্গুনপূর্ণিমা তিথি নক্ষত্র ফল্গুনী ।
শুভক্ষণে জনমিলা গোরা দ্বিজমণি ॥

পূর্ণিমার চান্দ যিনি করিল প্রকাশ।
দূরে গেল অন্ধকার পাইল নৈরাশ॥
দ্বাপর যুগেতে ভেল কৃষ্ণ অবতার।
আপনে করিল সেই অসুর সংহার॥
শচীর উদরে ভেল গোরা অবতার।
কলিযুগে জীব গোরা করিলা উদ্ধার॥
বাসুদেব ঘোষে গায় মনে করি আশা।
গোরা পঁহু পদ দুই করিয়া ভরসা॥

পুনর্ব্বসন্তঃ॥

প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র।
দশদিগে উঠিল আনন্দ॥ ধ্রু॥
রূপ কোটি মদন জিনিয়া।
হাসে নিজ কীর্ত্তন শুনিয়া॥
অতি সুমধুর মুখ আঁখি।
মহারাজ চিহ্ন সব দেখি॥
শ্রীচরণে ধ্বজ বজ্র শোভে।
সব অঙ্গ জগ-মন লোভে॥
দূরে গেল সকল আপদ্।
ব্যক্ত হৈল সকল সম্পদ্॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জান।
বৃন্দাবন দাস গুণ গান॥

পুনর্ব্বসন্তঃ॥

ফাল্গুনপূর্ণিমা শুভক্ষণে।
পুত্র প্রসবিয়া শচী চাহে পুত্র পানে॥

তিলে তিলে কত উঠে চিতে।
কনক নবনী ভ্রমে নারে পরশিতে ॥
কত না যতনে কোলে করে।
পুত্রের জনম জানাইয়া মিশ্রবরে ॥
জগন্নাথ বিপ্র শিরোমণি।
ভাসে সুখসমুদ্রে পুত্রের জন্ম শুনি ॥
কত সাধে চলয়ে ধাইয়া।
না ধরে ধৈরয চান্দমুখ নিরখিয়া ॥
লইয়া আপন প্রিয়গণে।
করয়ে মঙ্গল কর্ম্ম পুত্রের কল্যাণে ॥
চতুর্দ্দিকে জয় জয় ধ্বনি।
সবে কহে ধন্য ধন্য জনক জননী ॥
সবার অন্তরে বাঢ়ে সুখ।
সুরধুনী ধরণী বিসরে সব দুঃখ ॥
দশ দিশ হইল উজ্জ্বল।
পশুপক্ষী বৃক্ষ লতা প্রফুল্ল সকল ॥
নরহরি কহিতে কি আর।
গৌরচন্দ্রোদয়ে গেল তাপ অন্ধকার ॥

পুনর্ধানশী ॥

ফাল্গুনপূর্ণিমা, মঙ্গলের সীমা, প্রকট গোকুল ইন্দু।
নদীয়া নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে, উথলে আনন্দ সিন্ধু
কিবা কৌতুক পরস্পরে।
শচী দেবি ভালে, পুত্র লৈয়া কোলে, বিলসে সূতিকা ঘরে

বালকে দেখিতে, চায় চারি ভিতে, কেহো না ধরয়ে ধৃতি।
গ্রহণান্ধকারে, কে চিনে কাহারে, অসংখ্য লোকের গতি॥
বালক মাধুরী, দেখি আঁখি ভরি, পাসরে আপন দেহা।
নরহরি কয়, শচীর তনয়, প্রকাশে কি নব লেহা॥

পুনঃ কামোদঃ॥

পরম শুভ শচী গর্ভে বিলসত গৌরগোকুল নাহ।
করই স্তুতি নতি দেবগণ ঘন ভবনে ভরই উছাহ॥
সুভগ ফাল্গুন পূর্ণিম-নিশি শশী উদয়ে রাহু গরাসি।
ঐছে সময়ে প্রকাশ পঁহু নিজ নাম পহিলে প্রকাশি॥
হোত জয় জয়কার গজ ভরি থিরজ ধরত ন কোই।
মিশ্র ভবনে প্রবেশি শিশু অবলোকি উনমত হোই॥
বিবিধ মঙ্গল রচই নব নব সব মনোরথপূর।
ভণত নরহরি বিপুলবলী কলি গরবভর ভেলচুর॥

পুনর্ব্বসন্তঃ॥

জয় জয় জয় মঙ্গলরব, ফাল্গুনপূর্ণিমা নিশি নবশোভিত,
শচী গর্ভে প্রকট গৌর বরজ রঞ্জনা।
ঝলকত বর বালক তনু, কুঙ্কুম থির দামিনী জনু,
চমকত মুখচন্দ্র মধুর ধৈরয ভর ভঞ্জনা॥
পঁহু প্রকাশ নিরখত, ঘনগণসহ গগনে সুরগণ বরখত,
কুসুমালি বিপুল পুলক ভরল অঙ্গহী।
করত কত মনোরথ চিত, চঞ্চল ভনি চারু চরিত,
লোচন জল ছল কত ছবি পায়ত বহু রঙ্গহী॥
গায়ত কিন্নর সুধঙ্গ, বায়ত সুছন্দর মৃদঙ্গ,
ধা ধিধি ধিধি তা ধিক ধিক ধিকতা তক থিয়া না।

নৃত্যত সুরনর্ত্তকীচয়, বিবিধ ভাঁতি করু অভিনয়,
উঘট তত ক থৈ থৈ থৈ তি অই অই অ তেন্না না ॥
নির্ম্মল দশ দিশ উজোর, মলয়ানিল বহত থোর,
পিক কুল কুহু কত বসন্ত, ঋতুপতি সরমা যত্র।
উছলত সুর সরিত বারি, নদীয়া মহি মুদ বিথারি,
মিশ্রভবন কৌতুকে নরহরি হিয় উমতা অত্র ॥

পুনর্ব্বসন্তঃ ॥

আজু পূণিম, সাঁঝ সময়ে, রাহুশশী গরাসি।
গৌরচন্দ্র, উদয়ে তবহি, তাপতম বিনাশি ॥
প্রফুলিত সব, ভক্ত হৃদয়, ধিরজ ন ধরু কোই।
সীতাপতি নিয়রে, চলত অতি উনমত হোই ॥
ঘন ঘন হুঙ্কারত, অদ্বৈত পরম ধীর।
বিলসত প্রিয়গণসহ গ্রহণে সুরধূনী তীর ॥
মঙ্গল কলরব সব নদীয়াপুর ভরি ভেল।
কৌতুকে কোই জানত নাহি, কৈছে রজনী গেল ॥
মিশ্রভবন শোভা শুভ, সম্পদ সুখ বাঢ়ি।
আয়ত বহু লোক কৌন, যাত ভবন ছাড়ি ॥
বায়ত মৃদু বাদ্য, সরস বাদক মুদমাতি।
গায়কগণ গান নিপুণ, গায়ত কত ভাঁতি ॥
নর্ত্তককৃত নৃত্য তাতা, থৈ তা থৈ উচারি।
নির্ম্মল যশ ভণত ভাট, ভঙ্গি তর বিথারি ॥
যাচক মন তোষি মিশ্র দেত উচিত দান।
নিরুপম নবনী তরঙ্গ, নিরখত ঘনশ্যাম ॥

পুনর্ব্বসন্তঃ। তোড়িঃ

ভুবন মনচোরা, গোকুল পতি গোরা-
চান্দের জনম কি শুভক্ষণে।
দেখিয়া পুত্র মুখ, শচীর যত সুখ,
তাহা কি কহিবারে পারে আনে॥
নদীয়া পুরনারী, আইসে সারি সারি,
লইয়া থারিভরি দ্রব্য বহু।
সুসজ্জে সুরপ্রিয়া, মানুষে মিশাইয়া,
বালকে নিরখিয়া থির নহু॥
শ্রীসীতাদেবী আসি, সূতিকা গৃহে পশি,
দেখিয়ে শিশু উলসিত হিয়া।
মালিনী আদি সঙ্গে, ভাসয়ে নানা রঙ্গে,
করয়ে কত না মঙ্গল ক্রিয়া॥
গোয়ালিনী বা কত, গোয়ালা শত শত,
লইয়া দধি আসে চারু সাজে।
সবে বিহ্বল চিতে, পূরব স্বভাবেতে,
ছড়ায় দধি আঙ্গিনার মাঝে॥
রচিয়া করতালী, হাসিয়া নাচে ভালি,
তা দেখি দেবে গোপ বেশ ধরি।
নাচয়ে আঙ্গিনাতে, কেবা না নাচে তাতে,
সঘনে জয় জয় ধ্বনি করি॥
বাজয়ে বাদ্য হেন, কৌতুক নাহি যেন,
মিশ্রালয়ে সে নন্দালয় রীতি।

নরহরি কি কব, প্রভু জনমোৎসব,
উৎসাহে কারু কিছু নাহি স্মৃতি ॥

ওহে শ্রীনিবাস কি বলিব জন্ম কথা।
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী লগ্ন গণে এথা ॥৩৭
এথা আষ্টদিনে অষ্ট কলাই বিলায়।
ব্যাপিল অসংখ্য শিশু এই আঙ্গিনায় ॥৩৮
এথা দেবগণে দেখে প্রভুর বিলাস।
বিবিধ কৌতুকে পূর্ণ হৈল এক মাস ॥৩৯
এথা বিশ্বম্ভরের শ্রীউত্থান শয়নে।
মাতা পিতা নানা চিহ্ন দেখে শ্রীচরণে ॥৪০
বালক উত্থান পর্ব্বে নারীগণ এথা।
করে যে মঙ্গল কর্ম্ম সে অদ্ভুত কথা ॥৪১
এই খানে বিশ্বম্ভর ক্রন্দনের ছলে।
অকস্মাৎ হরিবোল বোলায় সকলে ॥৪২
কি বলিব বাল্যাবেশে অদ্ভুত প্রকাশ।
বিশ্বম্ভর বয়স হইল চারি মাস ॥৪৩
এই ঘরে আই বিশ্বম্ভরে শোয়াইয়া।
গেলেন কোথাও একা বালকে রাখিয়া ॥৪৪
অদ্ভুত বালক ক্রিয়া কেহো না বুঝয়।
ঘরে নানা সামগ্রীর করে অপচয় ॥৪৫
আসিয়া দেখয়ে পুত্র আছয়ে শয়নে।
কে কৈলে এ কর্ম্ম বলি চিন্তে মনে মনে ॥৪৬

ছয়মাসে এথা অন্ন-প্রাশন সময়।
হৈল নামকরণ কৌতুক অতিশয় ॥৪৭
শ্রীনিমাই বিশ্বম্ভর নাম লোকে রীতে।
পুন নাম হৈল বহু বিদিত জগতে ॥৪৮
অন্নপ্রাশনের যে বিধান লোকে গায়।
হইল সে সব মহানন্দ নদীয়ায় ॥৪৯

গীতে কামোদঃ ॥

র নারী পুরুষ, সুকৃতি মানি, মনে মহানন্দিত হৈয়া।
র অন্নপ্রাশনে, সকলে আইসেন নানা সামগ্রী লৈয়া ॥
ত শোভা, দেখে আঁখি ভরি, নীলাম্বর ভাগ্যবন্তের কোলে।
ব আভরণময়, কটিতটে পট্ট ধটি, অঞ্চল দোলে ॥
রসিজ জিনি, তনুখানি মুখে, কি উপমা চান্দের ঘটা।
ন্নকণিকা, গ্রহণে কিবা অদ্ভুত, মৃদু হাসির ছটা ॥
ন উৎসাহে, কেবা ধরে ধৃতি, কহিতে কৌতুক না আইসে মুখে।
চী জগন্নাথে, প্রশংসয়ে নরহরি হিয়া উথলে সুখে ॥

কি বলিব শচী দেবী রহি এই খানে।
পাইলা আনন্দ সর্ব্বজনের সম্মানে ॥৫০
এথা আই পুত্রে শোয়াইয়া মহাসুখে।
পাড়িয়া কাজল স্নিগ্ধ হেতু দেন আঁখে ॥৫১
এথা বৈসে আই চতুর্দ্দিকে নারীগণ।
নিমাইরে করি কোলে পিয়ায়েন স্তন ॥৫২

এথা আই নিমাই চান্দেরে নিঁদাইতে।
গায় সুমধুর স্বরে যে বা লয় চিতে ॥৫৩
ওহে শ্রীনিবাস এথা শচী ঠাকুরাণী।
বালকে লালয় যত কহিতে না জানি ॥৫৪
জানু চংক্রমণ প্রভু করে এ অঙ্গনে।
সে অদ্ভুত শোভা সুখে বর্ণে বিজ্ঞগণে ॥৫৫

গীতে যথা ॥

এক মুখে কি কহিব গোরাচাঁদের লীলা।
হামাগুড়ি যায় নানা রঙ্গে শচীবালা ॥
লালে ঝর ঝর মুখ দেখিতে সুন্দর।
পাকা বিম্বফল জিনি সুরঙ্গ অধর ॥
অঙ্গদ বলয় সাজে সুবাহু যুগলে।
চরণে মগড়া খাড়ু বাঘনখ গলে ॥
সোণার শিকলি শিরে পাটের থোপনা।
বাসুদেব ঘোষে কহে নিছনি আপনা ॥

পুনঃ রাগ তুড়ি ॥

জগন্নাথ মিশ্র মহা সুখে।
পুত্রে কোলে করি চুম্ব দেই চাঁদ মুখে ॥
শিরে কেশ ভূষণ সাজায়।
আঁগুলি চালিতে স্নেহ উথলে হিয়ায় ॥
নিমাই বাপের কোলে হৈতে।
ভঙ্গি করি নাময়ে অঙ্গনে বেড়াইতে ॥

হামাগুড়ি বেড়ায় অঙ্গনে।
সোণার নূপুর বাজে সুচারু চরণে ॥
চলিতে হেরই উলটিয়া।
চলন মাধুরী মিশ্র দেখে দাঁড়াইয়া ॥
সম্মুখে আসিয়া কহে মায়।
কোলে চড়সিয়া বাপ, ধূলা লাগে গায় ॥
জননীর হাতে হাত দিয়া।
কোলে উঠে লহু লহু হাসিয়া হাসিয়া ॥
দুগ্ধবিন্দু-সম দন্ত-দ্যুতি।
হাসিতে প্রকাশ তায় কেবা ধরে ধৃতি ॥
দুটি আঁখে যার পানে চায়।
তারে নিরন্তর সুখ সমুদ্রে ভাসায় ॥
জননীর কোলে ভাল শোহে।
নরহরি নিছনি ভুবন-মন মোহে।

এথা পুত্রে লৈয়া কোলে জিজ্ঞাসয়ে আই।
নেত্র নাসা মুখ কেবা বলহ নিমাই ॥৫৬
শুনিয়া মায়ের কথা বাঢ়ে মহাসুখ।
দেখান অঙ্গুলি নেত্র নাসা মুখ ॥৫৭
জানু চংক্রমণে এথা সর্পে সুখ দিলা।
সর্পের কুণ্ডলি পরি শয়ন করিলা ॥৫৮
তাহা দেখি ভয়ে সবে করে হায় হায়।
এ হেতু অনন্তদেব এই পথে যায় ॥৫৯

এথা বিশ্বরূপ বিশ্বম্ভরে কোলে লৈয়া।
ঝাড়য়ে অঙ্গের ধূলা না জানি কি কৈয়া ॥৬০
জানু চংক্রমণে নানা রঙ্গ প্রকাশয়।
হরয়ে সবার দুঃখ শোভা অতিশয় ॥৬১
ওহে শ্রীনিবাস শ্রীচরণ চংক্রমণে।
পরম কৌতুক এই অপূর্ব্ব অঙ্গনে ॥৬২
সুচারু চরণ স্পর্শে মহীতাপ ক্ষয়।
অঙ্গের কিরণে সর্ব্বচিত্ত আকর্ষয় ॥৬৩
তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে প্রথমপ্রক্রমে—
ততঃ কালেন শোণাভ্যাং পাদাভ্যামমিতদ্যুতিঃ।
অটন্ বিরহজং তাপং মেদিন্যাঃ সংজহার সঃ ॥
এ অঙ্গণ প্রদেশের মর্ম্ম কেবা জানে।
পাদ চংক্রমণের আরম্ভ এই খানে ।৬৪

গীতে তোড়িরাগঃ ॥

শচী ঠাকুরাণী চারু ছান্দে।
হাঁটন শিখায় গোরাচান্দে ॥
মৃদু মৃদু কহেন হাসিয়া।
ধরো মোর অঙ্গুলি আসিয়া ॥
শুনি সুখে নদীয়ার শশী।
মায়ের অঙ্গুলি ধরে হাসি ॥
ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়ায়।
দুই চারি পদ চলি যায় ॥

ছাড়িয়া অঙ্গুলী পড়ে ভূমে।
শচী কোলে লৈয়া মুখ চুমে॥
কোলে চড়ি চরণ দোলায়।
বাজয়ে নূপুর রাঙ্গা পায়॥
আঙ্গুলে কচালি স্তন পিয়ে।
নাহি যে উপমা তায় দিয়ে॥
চারিদিগে চায় ভঙ্গি করি।
তাহাতে নিছনি নরহরি॥

স্বইচ্ছায় বিশ্বম্ভর বাড়ে দিনে দিনে।
পরম কৌতুকে একা ভ্রমে এ অঙ্গনে॥৬৫
নবদ্বীপ নিবাসী স্ত্রীগণ মহানন্দে।
প্রভাতে আসিয়া এথা দেখে গৌরচন্দ্রে॥৬৬

গীতে রাগ বিভাসঃ॥

নদীয়ার অতি, পুণ্যবতী পতি-
ব্রতাগণের কি মনের গতি।
নিজ পুত্রে মন, নাহি অনুক্ষণ,
ভণে শচীসুত চরিত রীতি॥
নিশি শেষ দেখি, শয়ন উপেক্ষি,
তিল আধ নাহি ধৈরয বাঁধে।
নানা দ্রব্য থারি, ভরি শারি শারি,
লৈয়া চলে দিতে নদীয়া-চান্দে॥
শচীর গৃহেতে প্রবেশিতে চিত্তে
উথলয়ে কত কৌতুক সিন্ধু।

দেখয়ে সকলে, জননীর কোলে,
খেলে বসি গোরা গোকুল-ইন্দু ॥
জুড়ায় নয়ন, নারীগণ প্রাণ,
পা'য়া কোলে করি পাসরে দেহা।
কহে নরহরি, আহা মরি মরি,
কে বা সিরজিল এ হেন লেহা ॥

এই খানে নিমাইর অদ্ভুত নর্ত্তন।
করতালি দিয়া নাচায়েন নারীগণ ॥৬৭

গীতে রাগ তোড়ী।

নাচো আরে বাপ বিশ্বম্ভর।
কর ভরি খা'তে দিব ক্ষীর ননী সর ॥
পতিব্রতাগণ চারি পাশে।
কহে কত নিমাই-চান্দেরে মৃদু ভাষে ॥
হরি হরি বোল বোল বুলি।
সবে মিলি সঘনে রচয়ে করতালি ॥
চাহি গোরা জননীর পানে।
হরি বোল বুলি নাচে বিবিধ বন্ধানে ॥
কিবা চাঁদ মুখে মৃদু হাসি।
ভুলায় ভুবন ঢালে সুধা রাশি রাশি ॥
নয়ন চাহনি চারু ছান্দে।
ভুরুর ভঙ্গিমা দেখি কেবা থির বাঁধে ॥
কি মধুর মধুর কিরণে।
ঝলকে অঙ্গন হেম-অঙ্গের কিরণে ॥

কিঙ্কিণী নূপুর বাজে ভালে।
নরহরি নিছনি চরণ তল তালে ॥
এথাই জননী স্নেহে বিহ্বল হইয়া।
কহে কত নিমাই চান্দের মুখ চা'য়া ॥

গীতে ধানশী ॥

আরে মোর সোণার নিমাই।
আপনার ঘর ছাড়ি, না যাবে পরের বাড়ি
বসিয়া খেলাবে এয় ঠাই ॥ ধ্রু ॥
শিশুগণ খেলাইতে, আসিবে তোমার সাতে,
এথাই রাখিবে তা সবারে।
যখন যে চাও তুমি, তাহা আনি দিব আমি
কিসের অভাব মোর ঘরে ॥
যদি কেহ কিছু কয়, তারে দেখাইহ ভয়,
বাপের নিষেধ জানাইয়া।
চঞ্চল বালক মেলে, খাড়িয় বাহির গেলে,
মারে কি ধরিতে পারে হিয়া ;
তিলেক আঁখের আড়ে পরাণ না রহে ধড়ে,
নরহরি জানে মোর দুঃখ।
মায়ের বচন ধর, ঘরে বসি খেলা কর,
সদা যেন দেখি চাঁদ মুখ ॥

এই খানে বিশ্বম্ভর ধূলা মাখে গায়।
তা দেখি জননী হাসি করে হায় হায় ॥

এথা মায়ে কিছু কহিবেন এ কারণ।
সন্দেশাদি ত্যাগি কৈল মৃত্তিকা ভক্ষণ ॥৬৯
এক দিন এই ঘরে শচী জগন্মাতা।
পুত্রে নিঁদাইতে কহে পৌরাণিক কথা ॥৭০
প্রতি বাক্যে বিশ্বম্ভর রচয়ে হুঙ্কার।
পরম আনন্দে মাতা কহে অনিবার ॥৭১
ওহে বাপ বিশ্বম্ভর কৃষ্ণ মথুরায়।
কংসে বধিবারে গেল কংসের সভায় ॥৭২
কতক্ষণ মল্লযুদ্ধ করি কংসাসুরে।
মঞ্চ হৈতে ভূমে পাড়ি বধিলা কংসেরে ॥৭৩
শুনি প্রভু ক্রোধাবেশে কহে বার বার।
আর যে আছয়ে তারে করিমু সংহার ॥৭৪
আর একদিন প্রভু শুতিয়া এ ঘরে।
স্বপ্নে সম্বোধয়ে শিব ব্রহ্মাদি দেবেরে ॥৭৫
ওহে শিব ব্রহ্মা চিন্তা না করিহ মনে।
জীব উদ্ধারিয়া মাতাইব সঙ্কীর্ত্তনে ॥৭৬
ঐছে নানা স্বপ্নে কথা কহে বিশ্বম্ভর।
শুনি থুথুৎকারে মাতা শঙ্কিত-অন্তর ॥৭৭
ওহে শ্রীনিবাস বিশ্বম্ভর বাল্যাবেশে।
কহিতে না জানি কিছু যে রঙ্গ প্রকাশে ॥৭৮
বিশ্বম্ভরে লৈয়া এই ঘরে ছিলা আই।
অকস্মাৎ মহাভীড় হৈল এই ঠাঁই ॥৭৯

চতুর্ম্মুখ পঞ্চ মুখ আদি দেবগণে।
দেখি শচী মায়েরে হইল ভয়ে মনে ॥৮০
এই ঘরে জগন্নাথ মিশ্র ছিল শু'য়া।
পিতার নিকটে পুত্রে দিল পাঠাইয়া ॥৮১
অকস্মাৎ শুনে নূপুরের শব্দ হয়।
বিস্মিত হইয়া পিতা মাতা কত কয় ॥৮২
রজনী প্রভাতে পিতা মাতা সশঙ্কিত।
করিল মঙ্গল কর্ম্ম যে হয় বিহিত ॥৮৩
এথা শিশুগণ-মধ্যে নাচে বিশ্বম্ভর।
সে শোভা দেখিয়া কত কহে পরস্পর ॥৮৪

গীতে রাগঃ কামোদঃ ॥

কি এ হাম পেখলু কনক পুতলিয়া।
শচীর অঙ্গনে নাচে ধূলি ধূসরিয়া ॥
চৌদিকে দিগম্বর বালক বেঢ়িয়া।
তার মাঝে নাচে গোরা হরি হরি বলিয়া ॥
উজ্জ্বল কমলপদ ধায় দ্বিজমণিয়া।
জননী শুনয়ে ভাল নূপুরের ধ্বনিয়া ॥
কহে বাসুদেব ঘোষ শিশুর মন জানিয়া।
ধন্য নদীয়ার লোক নবদ্বীপ ধনিয়া ॥

ওহে শ্রীনিবাস এ অঙ্গনে বিশ্বম্ভর।
নাচে নানা রঙ্গে সে কৌতুক মনোহর ॥৮৫

গীতে বিভাষঃ ॥

শচীর অঙ্গনে নাচে বিশ্বম্ভর রায়।
হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায় ॥
বয়ানে বসন দিয়া বলে লুকাইলু।
শচী বলে বিশ্বম্ভর আমি না দেখিলু ॥
মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল চরণে।
নাচিয়া নাচিয়া যায় খঞ্জনগমনে ॥
বাসুদেব ঘোষে কহে অপরূপ শোভা।
শিশু রূপ দেখি হয় জগ-মন লোভা ॥

পুনঃ। রাগ ভাট্যালি ॥

নাচে গোরা শচীর দুলালিয়া।
চৌদিকে বালক মেলি, দেই তারা করতালি,
হরি বোল হরি বোল বলিয়া ॥ ধ্রু ॥
সুরঙ্গ চতুনা মাথে, গলায় সোণার কাঁটি
সাধ করে পরা'য়াছে মায় ধড়া গাছি আঁটি ॥
সুন্দর চাঁচর কেশ, সুবলিত তনু।
ভুবন মোহন বেশ ভুরু কাম ধনু ॥
রজত কাঞ্চন, নানা আভরণ, অঙ্গে মনোহর সাজে।
রাতা-উতপল, * চরণ যুগল, তলিতে নূপুর বাজে ॥
শচীর অঙ্গনে, নাচয়ে সঘনে, বোলে আধ আধ বাণী।
বাসুদেব ঘোষে বোলে, ধর ধর কর কোলে,
গোরা যেন পরাণের পরাণি ॥

* রাতা-উতপল—রক্তপদ্ম।

পুনঃ কামোদঃ ॥

রঙ্গে নাচয়ে শচীর বালা।
রূপে করয়ে ভুবন আলা ॥
জিনি হেম-সরসিজ তনু।
ধূলি-ধূসর পরাগ জনু ॥
বেশভূষণ শোভয়ে ভালী।
হরি বলি দেই করতালী ॥
মৃদু হাসয়ে মধুর ছাঁদে।
তাহে কেবা ধৈরয বাঁধে ॥
চারিদিগে কি কৌতুকে চায়।
কর ভরি সব দেই যায় ॥
ভঙ্গি করি ঘন ঘন ঘুমে।
ধটি-অঞ্চল লোটায় ভূমে ॥
কটি-কিঙ্কিণী সুচারু ছটা।
তায় ঝিনিনি শবদ ঘটা ॥
বাজে ঝনুনু নুপুর পায়।
নরহরি সে নিছনি তায় ॥

কি বলিব এই খানে শচীর নন্দন।
মায়ের অঞ্চল ধরি করয়ে ভ্রমণ ॥৮৬
বাড়ির বাহিরে প্রভু খেলাইতে যায়।
কি শুচি অশুচি স্থানে সর্ব্বত্র বেড়ায় ॥৮৭
এই খানে দাঁড়াইয়া কহে শচী আই।
না যাহ অশুচি স্থানে অবুধ নিমাই ॥৮৮

মায়ের কথায় যে কহিল বিশ্বম্ভর।
তাহা শুনিতেই হৈল বিস্ময় অন্তর ॥৮৯
খেলায় মর্কট-খেলা ঐ গঙ্গাতীরে।
ডাকয়ে জননী এথা রহি উচ্চৈঃস্বরে ॥৯০
অলক্ষিত আসি এই ঘরে সামাইয়া।
ক্রোধাবেশে নানা দ্রব্য ফেলে ছড়াইয়া ॥৯১
নিমাইরে কোলে করি শচী দেবী এথা।
কহে কত নিমাই না মানে তাঁর কথা ॥৯২
কোলে হৈতে নামে প্রভু পলাইয়া যায়।
হাতে ছুটি করি আই পাছে পাছে ধায় ॥৯৩
চতুর্দ্দিগে দেখে লোক কহে বার বার।
যশোদার প্রায় শ্রীশচীর ব্যবহার ॥৯৪
এথা বর্জ্জ্য মৃত্তিকা হাড়ির আসনেতে।
বৈসে বিশ্বম্ভর মসিচিহ্ন সর্ব্বাঙ্গেতে ॥৯৫
জননী কহয়ে শুচি অশুচি না জান।
স্নান করোসিয়া শীঘ্র মোর কথা মান ॥৯৬
শুনি কত কহে ক্রোধে উল্লাস অন্তরে।
ইষ্টকা লইয়া ত্রাস দেখান মায়েরে ॥৯৭
এথা নারীগণ মধ্যে মূর্চ্ছাপন্ন আই।
তাহে নারিকেল ফল আনিল নিমাই ॥৯৮
কুক্কুর শাবক লৈয়া এথাই খেলায়।
তাহারে রাখয়ে এই ঘরের পিড়ায় ॥৯৯

সে শাবকে আই ছলে দিলেন ছাড়িয়া।
এথা গালি পাড়ে মায় নিমাই কান্দিয়া ॥১০০
জগত-জননী শচীদেবী এই খানে।
প্রবোধে বালকে যৈছে কেবা তাহা জানে ॥১০১
এথা আই সাজাইয়া নানা উপহার।
বট বৃক্ষ তলে চলে ষষ্ঠী পূজিবার ॥১০২
এথা বিশ্বম্ভর মগ্ন ছিলেন খেলায়।
না মানি নিষেধ, ষষ্ঠি-পূজা দ্রব্য খায় ॥১০৩
এথা আই ধরি বৃদ্ধ নারীর চরণে।
নিমাইর মঙ্গল প্রার্থয়ে জনে জনে ॥১০৪
এথা নারীগণ নিমাইরে কোলে করি।
শিখায়েন যত কহিতে না পারি ॥১০৫
ওহে শ্রীনিবাস বিশ্বম্ভর ইচ্ছাময়।
দুই চোরে যত কৃপা কহিল না হয় ॥১০৬
বিশ্বম্ভর অঙ্গে দেখি নানা আভরণ।
লইতে করয়ে যুক্তি এথা দুই জন ॥১০৭
জগৎ ভুলায় যে তাহারে ভুলাইয়া
লৈয়া গেলো চোর ভ্রমে ভ্রামলা নদীয়া ॥১০৮
এথা স্কন্ধে হৈতে নামাইয়া সাবহিত।
পলাইলা চোর এ কৌতুক অলক্ষিত ॥১০৯
নিমাই সুন্দর চঞ্চলের শিরোমণি।
যবে যে করয়ে তাহা কহিতে কি জানি ॥১১০

যার তার ঘরে গিয়া বালকে কান্দায়।
দধি দুগ্ধ ভাণ্ড সব ভাঙ্গিয়া ফেলায় ॥১১১
এথা হর্ষে আসি তাঁরা দেন ওলাহন।
ব্রজে যৈছে যশোদায় কহে গোপীগণ ॥১১২
ওহে শ্রীনিবাস এই নদীয়া নগরে।
অতিথের সেবা অতিশয় মিশ্র ঘরে ॥১১৩
কিবা বিপ্র কি সন্ন্যাসী কেহো কেনে নয়।
সবারে আদরে মহা উল্লাস হৃদয় ॥১১৪
এক দিন আইলা এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ।*
অতি দিব্য তেজ শুদ্ধাচার সর্ব্বোত্তম ॥১১৫
সর্ব্বশাস্ত্রে কেহো লিখিতে না পারে।
উপাসনা শ্রীগোপাল মন্ত্র ষড়ক্ষরে ॥১১৬
কণ্ঠভূষা শ্রীবালগোপাল শালগ্রাম।
নিরন্তর বদনে জপয়ে কৃষ্ণ নাম ॥১১৭
তাঁরে দেখি মিশ্র মহা আনন্দ অন্তরে।
বিহিত বিধানে বাসা দিলা এই ঘরে ॥১১৮
এথা অকস্মাৎ বিপ্র বিশ্বম্ভরে দেখি।
কাহার বালক বলি না ফিরায় আঁখি ॥১১৯
এ হেন বালক না দেখিনু কুন খানে।
হইয়া অধৈর্য্য বিপ্র কহে মনে মনে ॥১২০

* তৈর্থিক—তীর্থবাসী।

বিপ্র পানে চাহি প্রভু ঈষৎ হাসিয়া।
শিশু সহ বাড়ির বাহিরে খেলে গিয়া ॥১২১
বিপ্র মহা ধীর কিছু না কহে কাহারে।
দেখিয়া মিশ্রের চেষ্টা উল্লাস অন্তরে ॥১২২
মিশ্র মহা যত্নে বিপ্রে পাক করাইলা।
প্রায় সন্ধ্যা উত্তীর্ণেই পাক সাঙ্গ হৈলা ॥১২৩
কৃষ্ণে ভোগ দিতে ধ্যানে বৈসে বিপ্রবর।
আইলা শোভাময় অন্তর্যামী বিশ্বম্ভর ॥১২৪
মহা হর্ষে হাসি এক গ্রাস অন্ন খায়।
দেখি ভাগ্যবন্ত বিপ্র করে হায় হায় ॥১২৫
মিশ্র মহা ক্রোধে পুত্রে চাহয়ে মারিতে।
কহি কত বিপ্র ধরিলেন মিশ্র হাতে ॥১২৬
মিশ্রের কথায় পুন করিলা রন্ধন।
পুন ঐছে বিশ্বম্ভর করিল ভক্ষণ ॥১২৭
পুন বিশ্বরূপের বিনয়ে বিপ্রবর।
পাক কৈল পুন ঐছে ভুঞ্জে বিশ্বম্ভর ॥১২৮
ভকত-বৎসল প্রভু ভুঞ্জি বারত্রয়।
শেষে অনুগ্রহ যৈছে কহি সাধ্য নয় ॥১২৯
হইল অনেক রাত্রি প্রভুর ইচ্ছাতে।
সবে নিদ্রাগত হৈল যে ছিলেন এথাতে ॥১৩০
ভুবনমোহন বিশ্বম্ভর দয়াময়।
সুমধুর বাক্যে বিপ্র প্রতি কথা কয় ॥১৩১

ভক্তাধীন প্রভু এই রন্ধনের ঘরে।
দেখি বিপ্র আশ্চর্য্য দেখান বিশ্বম্ভরে ॥১৩২
অষ্টভুজ শঙ্খ চক্রাদিক চতুষ্টয়ে।
দ্বয়ে ভুঞ্জে নবনী বাজয়ে বংশী দ্বয়ে ॥১৩৩
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রত্ন ভূষণে ভূষিত।
নেত্রের ভঙ্গিতে করে জগৎ মোহিত ॥১৩৪
দেখে বিপ্র যমুনা পুলিন বৃন্দাবন।
চতুর্দ্দিগে শোভয়ে গো-গোপ-গোপীগণ ॥১৩৫
দেখি বিপ্র আনন্দে পড়িয়া মহীতলে।
ধুইলেন প্রভুপাদপাদ্ম নেত্রজলে ॥১৩৬
করুণা সমুদ্র প্রভু শচীর নন্দন।
জানাই নদীয়া ক্রীড়া কৈল আলিঙ্গন ॥১৩৭
অন্যে এ সকল প্রকাশিতে নিষেধিল।
প্রভু ব্যক্ত হৈলে এসব ব্যক্ত হৈল ॥১৩৮
আচ্ছন্নরূপেতে বিপ্র রহি নদীয়ায়।
দেখে প্রভুলীলা যাহা ব্রহ্মাদি ধিয়ায় ॥১৩৯
এই খানে একদিন মিশ্রের তনয়।
করয়ে ক্রন্দন তাহে বিদরে হৃদয় ॥১৪০
জগদীশহিরণ্য শ্রীএকাদশী দিনে।
বিষ্ণু লাগি কৈল নানা সামগ্রী যতনে ॥১৪১
তাহাই খাইতে আগে চায় বিশ্বম্ভর।
শুনিলেন জগদীশহিরণ্য বিপ্রবর ॥১৪২

বিষ্ণুর নৈবেদ্য না হইতে আনি দিল।
তাহা এথা ভুঞ্জিয়া ক্রন্দন সম্বরিল ॥১৪৩
জগদীশহিরণ্যের ওই বাড়ী হয়।
জগন্নাথ মিশ্র সঙ্গে অত্যন্ত প্রণয় ॥১৪৪
কি কব নিমাইর বাল্য চেষ্টা নিরুপম।
যখন যে চায় তাহা না দিলে বিষম ॥১৪৫
এথা রহি নিমাই আকাশপানে চায়।
চাঁদ ধরি দেহ মোরে কহে শচী মায় ॥১৪৬
উড়ে পক্ষী দেখি এথা শচীর নন্দন।
ধরি দেহ মোরে কহি করয়ে ক্রন্দন ॥১৪৭
বালিকা সকল মিলি আসিয়া এথায়।
নিমাইর উপদ্রব কহে শচী মায় ॥১৪৮
এথাই আসিয়া পুণ্যবন্ত বিপ্র সব।
মিশ্রে কহে নিমাইচান্দের উপদ্রব ॥১৪৯
এথা রহি বিশ্বম্ভর প্রতি কহি আই।
বিশ্বরূপে ডাকিয়া আনহ শীঘ্র যাই ॥১৫০
বিশ্বরূপ আছেন শ্রীঅদ্বৈত সভায়।
তাঁরে কহে ভোজনে চলহ ডাকে মায় ॥১৫১
অগ্রজের বস্ত্রাঞ্চল ধরি বিশ্বম্ভর।
মোহিয়া সভার চিত্ত আইলেন ঘর ॥১৫২
স্থান সংস্কারি মুই দিনু সেই খনে।
এই খানে দুই ভাই বসিলা ভোজনে ॥১৫৩

ওহে বাপ শ্রীনিবাস কহিতে কি আর।
সে সব ভাবিতে হিয়া বিদরে আমার॥১৫৪
এই খানে শচী মিশ্র পুত্রেরে বুঝায়।
যে কার্য্য করিলা বাপ ইহা না জুয়ায়॥১৫৫
ঋষিসম শ্রীমুরারি গুপ্ত নদীয়াতে।
সভেই সমাহা তারে করে সর্ব্ব মতে॥১৫৬
ভোজনের কালে তার ভোজন থালিতে।
লঘ্বী কৈলা ইথে কেবা না নিন্দে জগতে॥১৫৭
তেঁহো বিজ্ঞ তেঞি দোষ না নিল তোমার।
কোথাও এমন কার্য্য না করিও আর॥১৫৮
বিদ্যারম্ভ সময়ে শ্রীমিশ্র এই খানে।
পুত্র হাতে খড়ি দিলা অতি শুভক্ষণে॥১৫৯
ক খ গ ঘ লেখিয়া কহএ লেখ বাপ্।
হাটু পাড়ি লেখে তা দেখিলে ঘুচে তাপ॥১৬০
লেখিয়া নিমাই চান্দ ক খ গ ঘ বোলে।
তাহা শুনি মিশ্র হিয়া আনন্দে উথলে॥১৬১
বিদ্যারসে মগ্ন প্রভু পৌগণ্ড বয়সে।
লেখিতে না পাইলেই চাঞ্চল্য প্রকাশে॥১৬২
যবে যে লিখয়ে তাহা বাড়ে দিনে দিনে।
বিশ্বম্ভরে সভে প্রশংসয়ে এই খানে॥১৬৩
এথা জগন্নাথ মিশ্র মহাহর্ষ চিতে।
হইলা চেষ্টিত বিশ্বম্ভরে পড়াইতে॥১৬৪

খুলিয়া পুস্তক পাঠ দিলা এই খানে।
বিশ্বম্ভর মগ্ন হইলেন অধ্যয়নে ॥১৬৫
এই খানে দাঁড়াইয়া বিশ্বম্ভর রায়।
একাদশী করিতে কহেন শচী মায় ॥১৬৬
পুত্রের বচনে হর্ষ হৈয়া যত্ন করি।
করেন শ্রীএকাদশী ব্রত সর্ব্বোপরি ॥১৬৭
এথা জগন্নাথ মিশ্র হর্ষ অতিশয়।
বিশ্বরূপে বিবাহ দিবেন বিচারয় ॥১৬৮
বিশ্বরূপ সকল অনিত্য বিচারিয়া।
সন্ন্যাসগ্রহণ কৈল কৃষ্ণের লাগিয়া ॥১৬৯
শ্রীশঙ্করারণ্য নাম হৈল বিদিত।
তীর্থপর্য্যটনে চলে যৈছে পূর্ব্বরীত ॥১৭০
বিশ্বরূপ শ্রীবলদেবের অংশ হয়।
বয়স ষোড়শ বর্ষ সৌন্দর্য্যাতিশয় ॥১৭১

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতে প্রথম প্রক্রমে—

ইত্যুক্ত্বা বক্তুমারেভে বৈদ্যো হৃদ্যাং কথাং শুভাং।
বলদেবাংশকস্যাপি বিশ্বরূপস্য পাবনীং ॥
শ্রীমচ্ছ্রীবিশ্বরূপঃ সকলগুণনিধিঃ ষোড়শাব্দোঽতিশুদ্ধঃ।
প্রাপাচার্য্যত্বমাপ্ত্বশ্রবণমননতাশক্তধীঃ প্রেমভক্তঃ ॥
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদাসৌ নরহরিচরণাশক্তচিত্তোঽতিহৃষ্টঃ।
শান্তঃ সন্তোষযুক্তো জগতি ন রতিমান্ বেদবেত্তা কৃতজ্ঞঃ ॥

এথা বিশ্বম্ভর কান্দে ধূলায় লোটায়।
অগ্রজ বিচ্ছেদে অতি ব্যাকুল হিয়ায় ॥১৭২
এথা শচী জগন্নাথ মিশ্র দোঁহে কান্দে।
দোঁহার ক্রন্দনে কেহো স্থির নাহি বান্ধে ॥১৭৩
কোথা বিশ্বরূপ বলি ডাকে বার বার।
কেবা না ঝুরয়ে গুণে লোক নদীয়ার ॥১৭৪
হইল ক্রন্দনময় মিশ্রের ভবন।
সে সব ভাবিতে দুঃখে দগ্ধয়ে জীবন ॥১৭৫
শচী জগন্নাথে সভে প্রবোধে এথায়।
হইলেন স্থির বিশ্বম্ভরের ইচ্ছায় ॥১৭৬
একদিন এথায় পিতা মাতা প্রতি কয়।
বিশ্বরূপ সন্ন্যাসে মঙ্গল অতিশয় ॥১৭৭
পিতৃকুল মাতৃকুল তেঁহো উদ্ধারিব।
আমি তোমা দোঁহাকার সেবন করিব ॥১৭৮
শুনি পুত্রবাক্য দোঁহে অতি হর্ষ হৈলা।
কোলেতে লইয়া মুখ-চন্দ্রমা চুম্বিলা ॥১৭৯
ওহে শ্রীনিবাস বিশ্বরূপের সন্ন্যাসে।
ঘুচএ চাঞ্চল্য কিছু দিবসে দিবসে ॥১৮০
এথা শচী প্রতি কহে মিশ্র পুরন্দর।
চূড়াকর্ম্মযোগ্য হইলেন বিশ্বম্ভর ॥১৮১
এত কহি দোঁহে বেদবিহিত বিধানে।
করিল পুত্রের চূড়াকর্ম্ম এই খানে ॥১৮২

গীতে ধানশী ॥

আজু কি আনন্দময়, লোকগতি অতিশয়,
শোভাময় শচীর ভবনে ।
সভার পরাণ জুড়া নিমাই চান্দের চূড়া
কর্ম্ম কি অপূর্ব্ব শুভক্ষণে ॥
দিব্যবস্ত্র অলঙ্কারে, সাজাইয়া বিশ্বম্ভরে,
বসাইয়া দিব্যাসনপরি ।
যে বেদ বিহিত আর, লোকরীতি যে প্রকার,
তাহা মিশ্র করে যত্ন করি ॥
আসিয়া নাপিত আর্য্য, সাধয়ে সে নিজ কার্য্য,
কর্ণমূলে পীতসূত্র দিতে ।
নারীগণ যজকারে, কে না জয়ধ্বনি করে,
ব্যাপিল মঙ্গল পৃথিবীতে ॥
বিপ্রে করে বেদপাঠ, বর্ণয়ে কবিত্ব ভাট,
বাদক বিবিধ বাদ্য বায় ।
নাচয়ে নর্ত্তক যত, নরহরি কহে কত,
গায়কে নির্ম্মল যশ গায় ॥

চিদানন্দময় প্রভু লোকবৎ লীলা ।
কর্ণবেধ না করিতে ছিদ্র সে দেখিলা ॥১৮৩
নাপিত দেখিয়া মনে পাইল বিস্ময় ।
প্রভু ইচ্ছামতে কারে কিছু নাহি কয় ॥১৮৪
শ্রীজীব সন্দর্ভে এই সব বিচারিল ।
নরহরি আজ্ঞা পাইয়া আনন্দ করিল ॥১৮৫

পুনশ্চ রাগ বেলাবলী ॥

আজু নিরুপম গৌরচন্দ্রচূড়া বেদবিহিত
মঙ্গল লোক ভীড় ভবনে।
শ্রীনবদ্বীপবধূবৃন্দরীতি অতুল উলু লু লু লু লু লু
দেত কি উলাস শ্রবণে ॥
ভূসুর-সমাজ ভ্রাজত ভূরি ভঙ্গি বেদধ্বনি
সুমধুর হৃদি মোদই ভরই।
সূত মাগধ বন্দি রচই নবচরিতচয়
শ্রবণপথগত জগত চিত্ত হরই ॥
বাদক মৃদঙ্গাদি বাদ্য প্রভেদ ভণি ধা ধা
ধিলঙ্গ ধিকি তক ধিন্নিনা।
গায়ত সুছন্দ গুণিগণ নটত নট্ট উঘটত তত্ত
থই থৈ তি অই তিন্ননা ॥
পুলক কুল বলিত উৎসাহময় মিশ্রবর বিতরি
বহু দ্রব্য যাচক সকলে তোষই।
নরহরি কি ভণব শোভা ভূরি নিরখি সুরগণ
মগন গগনে জয় জয় সঘনে ঘোষই

দেখ শ্রীনিবাস বাড়ী বাহিরে এথাই।
বয়স্য বেষ্টিত হৈয়া খেলয়ে নিমাই ॥১৮৬
ওই পথে নারীগণ বিহ্বল হইয়া।
নিমাই চান্দের শোভা দেখে দাঁড়াইয়া ॥১৮৭
এক দিন এই খানে মিশ্র মহাশয়।
বিশ্বম্ভরে বাৎসল্য প্রকাশে অতিশয় ॥১৮৮

কিছু দিনে জগন্নাথ মিশ্র এই খানে।
পুত্রে যজ্ঞসূত্র দিব বিচারয়ে মনে ॥১৮৯
করিল দিবস স্থির আনি বন্ধুগণ।
মহানন্দে পূর্ণ হৈল মিশ্রের ভবন ॥১৯০
যজ্ঞসূত্র সময়ে কৌতুক নাই অন্ত।
বিবিধ প্রকারে তা বর্ণয়ে ভাগ্যবন্ত ॥১৯১

গীতে যথা কামোদ ॥

কি আনন্দ নদীয়া নগরে।
শ্রীশচী দেবীর পুত্র, ধরিবেন যজ্ঞসূত্র,
এই কথা প্রতি ঘরে ঘরে ॥
স্নেহেতে বিহ্বল হৈয়া, কে বা না চলয়ে ধা'য়া,
নানা দ্রব্য লৈয়া মিশ্রালয়ে।
নিরুপম মিশ্রালয়, লোক ভীড় অতিশয়,
সে শোভায় কে বা না ভুলয়ে ॥
মিশ্র মহাহর্ষ হৈয়া, করে বেদমত ক্রিয়া,
যজ্ঞসূত্র দেই গোরাচান্দে।
গৌরমূর্ত্তি মনোহর, পরিধেয় রক্তাম্বর,
হাতে দিব্য দণ্ড ঝুলি কান্ধে ॥
প্রভু ভিক্ষা করে রঙ্গে, দেখি দেবনারী সঙ্গে,
মানুষে মিশায় ভিক্ষা দিতে।
প্রভু প্রিয়গণ যারা, কত না কৌতুকে তারা,
ভিক্ষা দেই প্রভুর ঝুলিতে ॥

মঙ্গল বিধান যত, কে তাহা কহিবে কত,
কিবা স্ত্রীগণের যজকার।
বিপ্রে বেদধ্বনি করে, শুনি কি ধৈরয ধরে,
ভাটগণে পঢ়ে রায়বার ॥
জয় জয় কলরব, ব্যাপিল সে দিশা সব,
নৃত্য গীত বাদ্য নানা ভাতি।
দাস নরহরি ভণে, যাচক উচিত দানে,
ভণয়ে সুযশঃ সুখে মাতি ॥

পুনর্ধানশী ॥

জগন্নাথ মিশ্রের ভবনে।
বাজে বাদ্য মঙ্গল বিধানে ॥
নারীগণে দেই যজকার।
ভাটগণে পড়ে রায়বার ॥
শুভক্ষণে শচীর নন্দন।
যজ্ঞসূত্র করয়ে ধারণ ॥ ধ্রু ॥
যজ্ঞসূত্র উপমা কি আনে।
সূক্ষ্মরূপে অনন্ত আপনে ॥
কেশহীন মস্তক মাধুরী।
কার বা না করে চিত চুরি ॥
রক্ত বাস পরিধেয় ভালো।
রূপে দশ দিশা করে আলো ॥
চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মণসমাজ।
তার মাঝে গোরা দ্বিজরাজ ॥

হাতে দিব্য দণ্ড ঝুলি কান্ধে।
তা দেখি ধৈরজ কে বা বান্ধে॥
বামন আবেশ বেশ শোহে।
ভঙ্গিতে ভুবন মন মোহে॥
হাসি মৃদু সুমধুর ভাষে।
ভিক্ষা মাগে ভকতের পাশে॥
সভে চাহে প্রাণভিক্ষা দিতে।
যে দেই তাহা না ভায় চিতে॥
দেবনারী মানুষে মিশাই।
ভিক্ষা দেন চাঁদ মুখ চাই॥
কেবা বা না নিছয়ে জীবন।
জয় ধ্বনি করে সর্ব্বজন॥
ভণে ঘনশ্যাম মিশ্রালয়ে।
সুখের সমুদ্র উথলয়ে॥

পুনঃ সুহই॥

গৌরসুন্দর পরম শুভক্ষণে ধরল যজ্ঞোপবীত।
বেদবিহিত ক্রিয়া নিপুণ শচী মিশ্র নিরুপম রীত॥
বিবিধ মঙ্গল হোত কুলবধূ উলু লু লু লু লু লু দেত।
ভাটগণ ভণ সুযশঃ শুভ শোভা সুদিঠি ভরি লেত॥
গান করু নবতাল গুণি মুরজাদি বায়ত সুরঙ্গ।
নৃত্যকৃত নর্ত্তক উথটি ঘন ধা ধি ধিক্ ধ ধিলঙ্গ॥
দেবগণ মন মগন অতিশয় নিরখি ললিত বিলাস।
ভুবন ভরি জয় জয় জয় ধ্বনি নিছনি নরহরি দাস॥

ওহে শ্রীনিবাস এথা বিশ্বম্ভর রায়।
পড়িবার লাগি অতি উদ্বিগ্ন হিয়ায় ॥১৯২
বুঝিয়া পুত্রের চেষ্টা মিশ্র পুরন্দর।
লৈয়া গেলা গঙ্গাদাস পণ্ডিতের ঘর ॥১৯৩
গঙ্গাদাসে করিলেন পুত্র সমর্পণ।
গঙ্গাদাস যত্নে পড়ায়েন ব্যাকরণ ॥১৯৪
দিনে দিনে ব্যাকরণে হৈলা চমৎকার।
তাহা দেখি কেবা না প্রশংসে নদীয়ার ॥১৯৫
এক দিন এইখানে প্রভু গৌরচন্দ্র।
অম্বল ভক্ষণ করি হাসে মন্দ মন্দ ॥১৯৬
অকস্মাৎ মূর্চ্ছাগত এথাই হইলা।
মাতা পিতা যত্নেতে চেতন করাইলা ॥১৯৭
স্থির হৈয়া প্রভু মাতা পিতা সন্তোষিল।
বিশ্বরূপ প্রসঙ্গাদি অনেক করিল ॥১৯৮
এই ঘরে জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর।
স্বপ্নে দেখে সন্ন্যাস করিল বিশ্বম্ভর ॥১৯৯
নিদ্রাভঙ্গ হৈলে প্রাতে ব্যাকুল হইয়া।
করএ প্রার্থনা কত দেবে সম্বোধিয়া ॥২০০
রজনী প্রভাতে কহে শ্রীশচীদেবীরে।
বুঝি বা নিমাই মোর না থাকএ ঘরে ॥২০১
জগন্নাথ মিশ্রে এথা কহে শচী আই।
নিমাই রহিব ঘরে কুন চিন্তা নাই ॥২০২

পড়া বিনা নিমাইরে কিছু নাই ভায়।
হইবেন যোগ্য মাতাপিতার সেবায় ॥২০৩
অনেক প্রকাশে কহিলেন শচীমাতা।
তথাপি না ভুলএ দারুণ স্বপ্নকথা ॥২০৪
একদিন এথা বসি মিশ্র পুরন্দর।
মনে মনে কহে পুত্র ছাড়িলেন ঘর ॥২০৫
এত কহি অধৈর্য্য ছাড়এ দীর্ঘশ্বাস।
অকস্মাৎ দেহে জ্বর হইল প্রকাশ ॥২০৬
কি কহিব মিশ্র অদর্শন যেন মতে।
বিদরএ হৃদয় সে সব সোঙরিতে ।২০৭
এথা ভূমে পড়ি শচী শচীর তনয়।
করএ ক্রন্দন যাতে জগত কাঁদয় ॥২০৮
প্রভুর ইচ্ছায়ে নবদ্বীপবাসিগণ।
দোঁহে স্থির করি স্থির হৈলা সর্ব্বজন ॥২০৯
ওহে বাপ শ্রীনিবাস বিশ্বম্ভর এথা।
মায়ে প্রবোধিল কহি সুমধুর কথা ॥২১০
কি বলিব জননীর স্নেহ যে প্রকার।
বিশ্বম্ভর বিনে কিছু না জানএ আর ।২১১
কে বুঝিতে পারে গৌরচন্দ্রের অন্তর।
করএ যে লীলা ব্রহ্মাদির অগোচর ॥২১২
এক দিন নিমাই যাইতে গঙ্গাস্নানে।
মাগিলেন পুষ্পমাল্যাদিক মাতা স্থানে ॥২১৩

কিঞ্চিৎ বিলম্ব হৈতে মহাক্রোধ হৈল।
যে কিছু আছিল ঘরে সব নষ্ট কৈল ॥২১৪
সর্ব্বশেষে এ অঙ্গনে করিল শয়ন।
হৈলা নিদ্রাগত প্রভু শচীর নন্দন ॥২১৫
কতক্ষণে নিদ্রাভঙ্গ হইল জানিলা।
ঝাড়িয়া অঙ্গের ধূলা পুত্রে উঠাইলা ॥২১৬
পুষ্পমালাদিক পুত্রে দিলা সজ্জ করি।
গঙ্গাস্নান করি হর্ষে আইলা গৌরহরি ॥২১৭
একদিন এথা শচী কহয়ে পুত্রেরে।
ভক্ষণ সামগ্রী কিছু অন্ন নাই ঘরে ॥২১৮
শুনিয়া মায়ের কথা প্রভু হর্ষচিতে।
তোলা দুই স্বর্ণ আনি দিলেন নিভৃতে ॥২১৯
স্বর্ণ দেখি শচীমাতা চিন্তিত অন্তরে।
পুত্রের এ রঙ্গ কিছু বুঝিতে না পারে ॥২২০
একদিন শচীমাতা বসি এইখানে।
পুত্রের বিবাহ দিতে বিচারয়ে মনে ॥২২১
পৌগণ্ড বয়স শেষে কৈশোর প্রবেশ।
তিলে তিলে বাড়ে শোভা অশেষ বিশেষ ॥২২২
দেখিয়া নিমাইচান্দে কেবা স্থির হয়।
যে অদ্ভুত চেষ্টা তাহা অন্য না জানয় ॥২২৩
জননীর পরম আনন্দ বাড়াইতে।
হইল প্রভুর ইচ্ছা বিবাহ করিতে ॥২২৪

এথা শাস্ত্র চিন্তা করি শচীর নন্দন।
গঙ্গাতীরে ওই পথে করিলা গমন ॥২২৫
প্রভুপ্রিয়া লক্ষ্মীদেবী আইলা গঙ্গাস্নানে।
পরস্পর দেখা যৈছে বর্ণে বিজ্ঞগণে ॥২২৬

গীতে যথা কামোদ

বল্লভদুহিতা, লক্ষ্মী সুচরিতা, সখীতে বেষ্টিত হৈয়া।
স্নান করিবারে, চলে গঙ্গাতীরে, চকিত চৌদিকে চাইয়া ॥
গৌরাঙ্গ চান্দেরে, দেখি কিছু দূরে, উথলে নিগূঢ় লেহা।
সে রূপ মাধুরী, সুধাপান করি, ধরিতে নারএ থেহা ॥
গোরা গুণমণি, নিজ প্রিয়া চিনি, চাহয়ে লক্ষ্মীর পানে।
যিনি কাঁচা সোণা, লক্ষ্মী তনু জেনা, প্রবেশে মরম খানে ॥
দোঁহে দিঠি কোণে, মিলে সুসন্ধানে, আনে না জানিতে পারে
নরহরি পঁহু, হাসি লহুঁ লহুঁ, আনন্দে চলিল ঘরে ॥

এই খানে বসিয়া শ্রীশচীর কুমার।
মোরে কহে হইবেক মনে যে তোমার ॥২২৭
একদিন বনমালী আচার্য্য এথায়।
বিবাহ প্রসঙ্গ কিছু কহে শচীমায় ॥২২৮
বল্লভ আচার্য্য কন্যা লক্ষ্মী তাঁর সনে।
হইল বিবাহ স্থির আর এক দিনে ॥২২৯
এথা মাতা পুত্রের বিবাহকথা কয়।
শুনি কা[illegible] আই ॥২৩০

বিবাহ সামগ্রী শীঘ্র কৈল আয়োজনে।
স্থির হৈল বিবাহ দিবস শুভক্ষণে ॥২৩১
বিবাহ প্রসঙ্গ নবদ্বীপে ঘরে ঘরে।
প্রভু আকর্ষণে কেহো স্থির হৈতে নারে ॥২৩২
সর্ব্বাবতারের সর্ব্ব ভক্ত নদীয়ায়।
বিলসয়ে স্ত্রী পুরুষ রূপে সে ইচ্ছায় ॥২৩৩
আপনা না জানে কেহো তাঁর ইচ্ছামতে।
করয়ে যে সব কার্য্য পূর্ব্ব স্বভাবেতে ॥২৩৪
এথা যৈছে স্ত্রী পুরুষগণের গমন।
যৈছে এ বিবাহ তা বর্ণয়ে বিজ্ঞগণ ॥২৩৫

গীতে যথা ধানশী

কি আনন্দ নদীয়া নগরে।
নি"াইর বিবাহ কথা প্রতি ঘরে ঘরে ॥
কি নারী পুরুষ নদীয়ার।
বিবাহ দেখিতে হিয়া উথলে সবার ॥
ভাটগণ চলয়ে ধাইয়া।
পাইব অনেক ধন মনে বিচারিয়া ॥
নর্ত্তক বাদক আদি যত।
করে ধাওয়া-ধাই কত করি মনোরথ ॥
চলয়ে গণকগণ ধাইয়া।
করাইব বিবাহ অপূর্ব্ব লগ্ন পাইয়া ॥
মালিগণ চলয়ে উল্লাসে।
নানা পুষ্পহার লৈয়া শ্রীশচী আবাসে ॥

একমুখে কহিবে কে কত।
দরিদ্র যাচক তারা চলে শত শত ॥
নরহরি মনে এই আশ।
দেখিব কি আঁখি ভরি বিবাহ বিলাস ॥

পুনর্ধানশী

নদীয়ার নব, নববধূ সব, বিরলেতে কহে মধুর হাসি।
ধন্য মোরা মেন, দেখিব এহেন, বিবাহ সে সুখ-সায়রে ভাসি॥
কেহো কহে আর্য্য, বল্লভ আচার্য্য, ভার্য্যা তার পতিব্রতা সুরীতি।
হেন লয়ে চিতে, পূরব পুণ্যেতে, পাবে এ জামতা দুর্ল্লভ অতি॥
কেহো কহে ধন্যা, বল্লভের কন্যা, লক্ষ্মী রূপবতী লখিমি যেনো।
হেন ভাগ্যবতী, কে আছে এমতি, পাবে পতি জিনি মদন মেনো॥
কেহো কহে ভালি, কৈলে ঘটকালী, বনমালী কত আনন্দ পা'য়া।
অধিবাস আজি, চল চল সাজি, নরহরি আসি গেলেন কৈয়া॥

পুনর্ধানশী

শ্রীশচী আলয়, অতি শোভাময়,
উথলিব তাহে আনন্দ সিন্ধু।
অধিবাস আজি, বিলসিব সাজি,
সুখময় গোরা গোকুল ইন্দু॥
এত কহি চিতে, নারে থির হৈতে,
চাহি চারি ভিতে কুলের বালা।
উপমা কি মেন, থরে হৈতে যেন,
বার হৈল চারু চান্দের মালা॥

বিচিত্র বসন, শোহে আভরণ,
প্রতি অঙ্গে বেশ বিন্যাস ভালো।
নানা ভঙ্গি করি, চলে সারি সারি,
নদীয়ার পথ করিয়া আলো ॥
কত অভিলাষে, গিয়া আই পাশে,
প্রণমিতে কত আদরে আই।
নরহরি নাথে, পায়া আঙ্গিনাতে,
জুড়াইল হিয়া সে মুখ চাই ॥

পুনঃ কামোদ

শোভাময় শচীর অঙ্গনে।
চতুর্দ্দিকে বেদ-ধ্বনি করে বিপ্রগণে ॥
আজু কি আনন্দ পরকাশ।
শুভক্ষণে নিমাই চান্দের অধিবাস ॥ধ্রু ॥
গন্ধমালা দেই আপ্তগণে।
দিশা আলো করে গোরা অঙ্গের কিরণে ॥
সভামধ্যে গোরা দ্বিজমণি।
বিলসয়ে কত না অর্ব্বুদ কাম জিনি ॥
বারেক যে চায় গোরা পানে।
না ধরে ধৈরয সে আপন নাহি জানে ॥
যে জন আইল অধিবাসে।
গন্ধ চন্দনাদি দিয়া সভে পরিতোষে ॥
বিধিমত করি অধিবাস।
বল্লভ আচার্য্য গেলা আপন আবাস ॥

কহিতে সুখের অন্ত নাই।
আইও শুইও লৈয়া, শুভ কর্ম্ম করে আই॥
নারীগণে দেই জয়কার।
ভাটগণে পঢ়য়ে মঙ্গল রায়বার॥
নৃত্য গীত বাদ্য নানা ভাতি।
উপমা দিবার নাই কাহারু শকতি॥
কেবা না বলয়ে ভাল ভাল।
জগভরি জয় জয় শবদ রসাল॥
মানুষে মিশা'য়া দেবগণে।
দেখে অধিবাস রঙ্গ নরহরি ভণে॥

পুনর্ধানশী

আজু স্নেহেতে বিহ্বল হৈয়া।
বল্লভ আচার্য্য, অধিবাস কার্য্য,
করে আপ্ত বিপ্র বর্গেরে লৈয়া॥ধ্রু॥
কত সাধে মায় লখিমি কন্যায়,
পরাইয়ে বাস-ভূষণ ভালি।
সুচারু অঙ্গনে দিব্য সিংহাসনে,
বসাইয়া সুখে ভাসয়ে আলি॥
শুভক্ষণে দিতে, গন্ধমালা চিতে,
উলসিতে বাঢ়ে অঙ্গের ছটা।
থির নহে চিত, দেখে অলখিত,
চারিভিতে দেব-রমণী ঘটা॥
শঙ্খ ঘণ্টা আদি, বাদ্য নানাবিধি,
নৃত্য গীত শুভ ভাটেতে ভণে।

নারী জয়কারে, ধৃতি ধরিবারে,
নারে নরহরি নিছনি মেনে ॥

পুনঃ কামোদ

অধিবাস নিশি পোহাইলে।
বিবাহের কার্য্য যত করয়ে সকলে ॥
বিপ্রগণে হইয়া বেষ্টিত।
নিমাই করেন ক্রিয়া যে বেদ বিহিত ॥
লোক ভীড় কহিল না হয়।
লেহ দেহ বাক্য কোলাহল অতিশয় ॥
বাজে নানা বাদ্য নিরন্তর।
গায়ক গণেতে গান করে মনোহর ॥
ভাটগণে পড়ে রায়বার।
নারীগণে দেই সুমধুর জয়কার ॥
সভার উল্লাস স্ত্রী আচারে।
নরহরি ভাসে সেনা সুখের পাথারে ॥

পুনঃ কামোদ

কুলবধূগণ, উলসিত মন, পানি সাইবারে সাজয়ে রঙ্গে।
গোরামুখশশী, হেরি হেরি হাসি, উলু লুলু দেই পুলক অঙ্গে
চলে ঘরে হৈতে, কত উঠে চিতে,
গৌরবিধু-অঙ্গ-সৌরভে মাতি।
অথির অন্তর, ভাবে গর গর,
আঁখি কোণে ভঙ্গি কত না ভাঁতি ॥

পরস্পর কত, কহে অবেকত,
কে না নিছে তনুরঙ্গিণী রীতে।
বাস-ভূষা-বেশে, ধৈরজ বিনাশে,
কে পারে সে শোভা উপমা দিতে॥
নূপুর কিঙ্কিণী, নানা বাদ্যধ্বনি,
কি মধুর কহি না আসে মুখে।
পানিসাই শেষে, ভবনে প্রবেশে,
নরহরি হিয়া উথলে সুখে॥

পুনঃ কামোদ

কিবা শ্রীশচী ভবন মাঝে।
বিবিধ মঙ্গল কলরবে সভে ভ্রময়ে বিবাহ কাজে॥
সেজে গোরা গোকুলের ইন্দু।
বিবাহ বিহিত স্নানে অতিশয় উথলে আনন্দসিন্ধু॥
কুলবধূ সুমধুর ছান্দে।
সুচারু কুন্তলে তৈল দিব ব'লে
বারে বারে আউলাইয়া বান্ধে॥
কেহো হলদি মাখায় গায়।
হলদি মলিন হেরি হাসে সভে, পরাণ নিছয়ে তায়॥
কেহ গন্ধদ্রব্য দেই অঙ্গে।
মেনা অঙ্গগন্ধে গন্ধমদ হরে, কে দিবে উপমা রঙ্গে॥
অভিষেক কৈল গঙ্গাজলে।
নরহরি পাণি তোলা লৈয়া তনু পুছয়ে কৌতুকছলে॥

পুনঃ কামোদঃ

আজু কত না আনন্দ মনে।
বসিয়া আসনে বিশ্বম্ভর বেশ রচয়ে বয়স্যগণে॥
গন্ধ চন্দন চরচে গায়।
বিরচয় চারু ললাটে তিলক, কেবা না ভুলয়ে তায়॥
বান্ধি চাঁচর চিকুর ভালে।
মনের উল্লাসে মধুর ছান্দে বেড়য়ে মালতী মালে॥
কাণে কুণ্ডল অর্পণ করে।
ঝলকয়ে গণ্ড-তটে গণ্ডযুগ দর্পণ-দরপ হরে॥
গলে দেই মণিময় হার।
পরিসর বুকে দোলে সুললিত কে দিবে উপমা তার॥
বাহু অঙ্গদ বলয়া করে।
অঙ্গুলে অঙ্গুরী সোপি মুখপানে চাহি না ধৈরজ ধরে॥
সিংহ জিনি মাজাখানি ক্ষীণ।
সোণার শিকাল সাজাইতে আঁখি হইল নিমিষ হীন॥
বেশ বিন্যাস ভুবনলোভা।
রক্ত প্রান্ত বাস পরাইয়া নর-হরি নিরখয়ে শোভা॥

পুনঃ কামোদ

বেশ বানাইয়া সহচরে।
শশিসম সুবর্ণ-দর্পণ দেই করে॥
নিমাই চান্দের বেশ দেখি।
আনের কি দেবে ও ফিরাইতে নারে আখি॥
নিজ সখি সহ শচী আই।
করয়ে মঙ্গল কত পুত্রমুখ চাই॥

নববধূগণ দূরে রৈয়া।
না ধরে ধৈরজ গোরাচান্দ-পানে চায়া ॥
উলু লুলু দেয় নারীগণ।
বিবাহবিনোদকথা ভরিল ভুবন ॥
প্রণমিয়া জননীর পায়।
বিবাহ করিতে যাত্রা করে গৌররায় ॥
বেদধ্বনি করে বিপ্রগণ।
বাজে নানা বাদ্য শব্দ ভেদয়ে গগন ॥
কৌতুক কহিতে কেবা পারে।
নরহরি সাঁতারয়ে সে সুখ-পাথারে ॥

পুনর্ভূপালী

আজু, গোধূলি সময় শুভক্ষণ,
গৌর গুণমণি ভুবনমোহন,
বেশ বিরচিত বিবাহ বিহিত সুমৃদুল তনু ছবি ঝলকয়ে।
কোটি মনমথ গরব-ভঞ্জন,
কঞ্জদিঠি জনহৃদয়রঞ্জন,
চাহি চহু দিশ হাসি লহু লহু, চড়ত চৌদল ঝলকয়ে ॥
চলত বল্লভ ভবন ভূসুর,
বেড়ি গতি অতিমন্দ সুমধুর,
বন্দিগণ ভণ ভূরি মঙ্গল, ভুবন ভরু জয় জয় ধ্বনি।
নটত নটগণ উঘটি থৈ তত,
থোক থোকিনগান রত কত,
বিরচি রুচির চরিত্র সুরসঙ্গে সরস রস বরষত গুণী ॥

বাদ্য কত কত ভাঁতি বায়ত,
বাদ্য পাঠ অভঙ্গ ভায়ত,
সুঘর বাদকবৃন্দ-বাদ্য-সমুদ্র-মধি জনু সন্তরে।
গগনে সুরগণ মগন অতিশয়,
সঘনে অনিমিখ নয়নে নিরিখয়,
বিপুল পুলক, অলক্ষ খিতি উতরত, কি কৌতুক অন্তরে॥
নারী পুরুষ অসংখ্য ধায়ত,
প্রসর পথ নিরুপম সুহায়ত,
দীপ শত শত উজর, যামিনীনাথ-কর পরকাশই।
ধরণি অধিক উছাহে প্রফুল্লিত,
জাহ্নবী জল ভেল উছলিত,
দাস নরহরি কহব কিয়ে পশু পাখী সব সুখে ভাসই॥

পুনর্ভূপালী

গোরাচান্দের বিবাহ দেখিবারে।
কত না মনের সাধে, ধায় নদীয়ার নববধূগণ,
ধৈরয ধরিতে কেহ নারে॥
নিরুপম বেশ বাস, ভূষণে ভূষিত তনু ঝলমল
করে সে ভঙ্গিমা শোহে ভালো।
চলিতে বাজয়ে কটি, কিঙ্কিণী নূপুর পদে
সুমধুর গমন করয়ে পথ আলো॥
সে রস আবেশে পরস্পর কত, কয় কিবা সুললিত,
বেসর দোলয়ে নাসামূলে।

ঘুমটে আবৃত মঞ্জু, মুখে [illegible] হাসি,
হাসি ছটায় ঘটা [illegible] বা নাই ভুলে ॥
অঞ্জনে রঞ্জিত মন, রঞ্জন [illegible] পাখী
জিনি মঞ্জুনয়ন চা[illegible]র ভিতে।
নরহরি পরাণনাথেরে নিরখি [illegible] হিয়া উথলয়ে
বল্লভভবন প্রবেশিতে ॥

পুনঃ কামোদঃ

বল্লভ ভবনে গোরা রায়।
বল্লভমিশ্রের মহা-আনন্দ বাঢ়ায় ॥
বল্লভ হইয়া উল্লসিত।
করয়ে মঙ্গল কার্য্য বিবাহ বিহিত ॥
বিশ্বম্ভর হরষ হিয়ায়।
দাঁড়াইলা পিঁড়ির উপরে ছোড়লায় ॥
অঙ্গের ভঙ্গিতে প্রাণ হরে।
রূপের ছটায় দশ দিক্ আলো করে ॥
চান্দমুখে উপমা কি দিতে।
অমিয়া গরব নাশে ঈষৎ হাসিতে ॥
নয়ন চাহনি চারু ছান্দে।
যার পানে চায় সে ধৈরয নাই বাঁধে ॥
মকর কুণ্ডল শ্রুতি মূলে।
চাঁচর কেশের বেশে কেবা নাহি ভুলে ॥
অঙ্গদ বলয়া ভাল সাজে।
শোভা দেখি কত না মদন মরে লাজে ॥

এ হেন বরেরে উরুথিতে* ।
কন্যার জননী চলে আইওগণ সাথে ॥
সে শোভা কহিতে কেবা পারে ।
সপ্তদীপ হাতে সপ্ত প্রদক্ষিণ করে ॥
পরম অদ্ভুদ স্ত্রী আচার ।
বর উরুথিয়া ঘরে গমন সভার ॥
বল্লভ আচার্য্য ভাগ্যবান্ ।
আনাইলা কন্যায় করিতে কন্যাদান ॥
বসাইলা দিব্য সিংহাসনে ।
হইল উজ্জ্বল মহা অঙ্গের কিরণে ॥
অতি সুকোমল তনু খানি ।
হাসি মাখা বদন পূর্ণিমা চান্দ জিনি ॥
পরিধেয় বিচিত্র বসন ।
ঝলমল করে নানা রত্ন আভরণ ॥
হেন কন্যা বিবিধ বিধানে ।
করিল প্রদান মিশ্র শচীর নন্দনে ॥
বিপ্রগণে করে বেদধ্বনি ।
উলু লুলু দেই যত কুলের রমণী ॥
বাজে বাদ্য বিবিধ প্রকার ।
নাচয়ে নর্ত্তক ভাট পড়ে রায়বার ॥
দেবগণ বিমানে চড়িয়া ।
বরিসে কুসুম উলুথিতে জয় দিয়া ॥

* উরুথিতে—উলুধ্বনি, দূর্ব্বা, পাণ ইত্যাদি মঙ্গল দ্রব্য প্রদান আদর করিয়া বরকে উঠাইতে ॥

ভুবন ব্যাপিল মহাসুখে।
নরহরি কত না কহিব এক মুখে ॥

পুনঃ ভূপালী ॥

গোরাগুণমণি, প্রাণপ্রিয়া সহ, বিলসয়ে সে যে বাসর ঘরে।
কুলবধূগণ, ঘন ঘন করু গতাগতি কত, কৌতুক ভরে ॥
কেহ নানা ছল, করি পরিহাস,
করে হাসি হাসি মনের সুখে।
কেহো গোরা-বিধুবদনে তাম্বুল
দিয়া কহে দেহ লক্ষ্মীর মুখে ॥
কেহো গোরা-বিধু, বদনে তাম্বুল,
দিতে দিতে বহু, বাঢ়য়ে প্রীতি।
কেহ পরশয়ে, সাধে বাঁধে কেশ,
আউলাইয়া, নারে ধরিতে ধৃতি ॥
কেহো বিশ্বম্ভর কোলে, লখিমীরে,
বসাইয়া চারু ভঙ্গিতে চাহে।
ভণে নরহরি, বাসরে যে রস,
উথলয়ে নাহি উপমা তাহে ॥

পুনশ্চ তোড়ী ॥

গোরাচান্দের বিবাহ পরদিনে।
কত আনন্দ উথলে তার রজনী বিহানে ॥
কুলবধূগণ চারিদিকে ধায়।
দেখি বর-কন্যা-শোভা সবে নয়ান জুড়ায় ॥

কি বা বল্লভ ঘরণী ভাগ্যবতী।
পা'য়া জামাতা-রতন না জানয়ে আছে কতি ॥
মিশ্র বল্লভ উদার অতিশয়।
নিজ জামাতা মঙ্গল হেতু কিবা না করয় ॥
ভালে, বল্লভ জামাতা গৌরহরি।
হর্ষ হইলেন বিবাহ-বিহিত কর্ম্ম করি ॥
কৈল, কার্য্য সমাধান সুবিধানে।
নরহরি কহে বল্লভে প্রশংসে দেবগণে ॥

পুনঃ তোড়ী ॥

গৌর গোকুল, চন্দ্র চলু নিজ, গেহে নিশি পরভাত।
বিরলে বল্লভ, স্নেহে কহি কত, কহল লখিমীক বাত ॥
হেরি পথ যত, নারী ধৈরয না, ধরই ঝরই নয়ান।
লখিমী সহচরী, জানে লখিমীক, নাথ কয়ল পয়ান ॥
শঙ্খ দুন্দুভি, ভেরি বাজত, বাদ্য বিবিধ প্রকার।
নটত নর্ত্তক বৃন্দ গায়ত, গীত গুণী পুনিবার ॥
বেদ উচরত, বিপ্রগণ গুণ, বন্দিকরু পরকাশ।
ভুবন ভরি জয়, জয় কি নরহরি, ভবন পঁহুক বিলাস ॥

পুনঃ কামোদঃ ॥

বিবাহ করিয়া বিশ্বম্ভর।
শ্বশুরালয়েতে হৈতে আইলা নিজ ঘর ॥
যে আনন্দ কহিতে না পারি।
করয়ে মঙ্গল যত পতিব্রতা নারী ॥

শচী পুত্রবধূ কোলে লৈয়া।
কৈল আশীর্ব্বাদ বহু ধান্য দূর্ব্বা দিয়া॥
শ্রীশচীর স্নেহের নাই পার।
পুত্রমুখ বধূমুখ চুম্বে কত বার॥
লক্ষ্মী-বিশ্বম্ভর-শোভা দেখি।
কেহো অনিমিখ আঁখি॥
ভুবনমোহন গোরা রায়।
সুমধুর ভাষে পরিতোষয়ে সবায়॥
ভাট নট বাদকাদি যত যত।
করিলেন পূর্ণ সকলের মনোরথ॥
নরহরি কহে উভরায়।
দেখি যেন এ হেন কৌতুক নদীয়ায়॥

ওহে শ্রীনিবাস মু দেখিনু নেত্রভরি৷
বিবাহ কৌতুক যত কহিতে না পারি॥২৩৬
এই ঘরে লক্ষ্মীর সহিত বিশ্বম্ভর।
বিলসয়ে সদা অতি-উল্লাস অন্তর॥২৩৭
শ্রীলক্ষ্মীর চরিত্র কহিতে অন্ত নাই।
যাঁর সেবাসুখে মগ্ন হইলেন আই॥২৩৮
শ্রীলক্ষ্মীর নাথ গৌরচন্দ্র নারায়ণ।
বিদ্যারসে নিমগ্ন লইয়া শিষ্যগণ॥২৩৯
যত বিদ্যাবন্ত বৈসে নদীয়া-নগরে।
সকলেই প্রশংসা করেন বিশ্বম্ভরে॥২৪০

নদীয়ায় কে বা না প্রশংসে দেখি রীত।
প্রভু সর্ব্ব-সম্মান করয়ে যথোচিত ॥২৪১
নিজ ভৃত্য ঈশ্বরপুরীরে প্রণমিয়া।
এই ঘরে দিন ভিক্ষা যত্নেতে আনিয়া ॥২৪২
একদিন প্রভু বায়ু ছলে এইখানে।
প্রকাশয়ে প্রেমভক্তি অন্যে নাহি জানে ॥২৪৩
শিষ্ট লোক আসি নানা উপায় সৃজিলা।
নিজ-ইচ্ছা-মতে প্রভু ভাব সম্বরিলা ॥২৪৪
সুস্থ হৈতে সকলের আনন্দ জন্মিল।
বাক্য ব্যয়ে বায়ু বুদ্ধি সবে বিচারিল ॥২৪৫
এই বিষ্ণুমণ্ডপের দ্বারে গোরারায়।
দেখি পূর্ণিমার চন্দ্র সে ভাবে বংশী বায় ॥২৪৬
আই মাত্র শুনে অন্য না পায় শুনিতে।
ঐছে নানা রঙ্গ প্রকাশয়ে ইচ্ছামতে ॥২৪৭
কি বলিব শ্রীনিবাস গৌরাঙ্গ চরিত।
বঙ্গ ধন্য করিতে হইলা উৎকণ্ঠিত ॥২৪৮
এথা যত্নে প্রণমিয়া মায়ের চরণে।
চলিলেন বঙ্গদেশে লৈয়া শিষ্যগণে ॥২৪৯
প্রভু সোঙরিয়া লক্ষ্মী ছিলেন এথায়।
প্রভুর বিচ্ছেদ সর্পদংশে লক্ষ্মী পায় ॥২৫০
গঙ্গাতীরে লক্ষ্মীদেবী হৈলা অদর্শন।
এথা মহাদুঃখে আই করয়ে ক্রন্দন ॥২৫১

এথাই আসিয়া সভে প্রবোধে শচীরে।
পুত্রের গমন শচী চিন্তয়ে অন্তরে ॥২৫২
প্রভু অন্তর্যামি জানি লক্ষ্মী অদর্শন।
শীঘ্র বঙ্গদেশ হৈতে করিল গমন ॥২৫৩
এথা আসি প্রণমিলা মায়ের চরণে।
মায়ে প্রবোধিলা কত কহি এইখানে ॥২৫৪
প্রভুর অদ্ভুত রঙ্গ বুঝে কোন জন।
বিদ্যারসে বিহ্বল লইয়া শিষ্যগণ ॥২৫৫
এথা মাতা পুত্রের বিবাহ চিন্তে চিতে।
পুত্রের সদৃশ কন্যা না পায় চাহিতে ॥২৫৬
সনাতন মিশ্রের দুহিতা বিষ্ণুপ্রিয়া।
তাঁরে স্থির কৈল গঙ্গাঘাটে স্নানে গিয়া ॥২৫৭
কাশীনাথ পণ্ডিত শ্রীশচীর আজ্ঞাতে।
বিবাহ-ঘটনা কৈল যত্নে তাঁর সাথে ॥২৫৮
বিষ্ণুপ্রিয়া সনে বিশ্বম্ভরের সম্বন্ধ।
শুনি সকলের হৈল পরম আনন্দ ॥২৫৯
বুদ্ধিমন্ত খান আর মুকুন্দ সঞ্জয়।
বিবাহের ভার লৈয়া পরস্পর কয় ॥২৬০
এ বিবাহ হবে রাজপুত্রের সমান।
দেখিব সবলোক যেন জুড়ায় নয়ান ॥২৬১
ভক্ত ইচ্ছাধীন গৌর ব্রজেন্দ্র-তনয়।
শুনিয়া ভক্তের বাক্য ঈষৎ হাসয় ॥২৬২

বুদ্ধিমন্ত খান্ আদি মহাহর্ষ মনে।
হইলা তৎপর বিবাহের আয়োজনে ॥২৬৩
বড় বড় চন্দ্রাতপ এথা টানাইলা।
আনিয়া কদলিবৃক্ষ এথায় রোপিলা ॥২৬৪
পূর্ণঘট আদি যত মঙ্গল প্রকার।
করে যে নিযুক্ত লোক লেখা নাই তার ॥২৬৫
পুষ্পমাল্য চন্দনাদি সুসজ্জ কারণে।
করিল নিযুক্ত লোক এ নির্জ্জন স্থানে ॥২৬৬
কৈল যে সম্ভার তাহা কহন না হয়।
অর্থ ব্যয় করিতে উল্লাস অতিশয় ॥২৬৭
গায়ক বাদক নর্ত্তকাদি যত আর।
এ সকল স্থানে স্থিতি হৈল সবাকার ॥২৬৮
অধিবাস পূর্ব্বদিনে মহা আয়োজন।
নবদ্বীপে সর্ব্বত্রই হৈল নিমন্ত্রণ ॥২৬৯
লোকের সংঘট্ট যত অধিবাস দিনে।
যৈছে কোলাহল তা বর্ণিব কোন জনে ॥২৭০
আই মহা আনন্দে নিমগ্ন অনিবার।
সখীগণে দিলেন মঙ্গল কার্য্য ভার ॥২৭১
পতিব্রতাগণ যৈছে আইলা এ ভবনে।
যৈছে জল সাইলেন অধিবাস দিনে ॥২৭২
অধিবাস বিবাহে যে কৌতুক হইল।
তাহা কবিগণ নানা প্রকারে বর্ণিল ॥২৭৩

গীতে যথা কামোদঃ ॥

নদীয়া নগরে হৈল ধ্বনি।
করিব বিবাহ পুন গোরা গুণমণি ॥
সনাতন মিশ্র ভাগ্যবান্।
করিবেন নিমাই চান্দেরে কন্যাদান ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া নাম সে কন্যার।
রূপে গুণে ভুবনে তুলনা নাই তাঁর ॥
কালি হবে শুভ অধিবাস।
দেখিব নয়ন ভরি বিবাহ বিলাস ॥
কতক্ষণে নিশি পোহাইব।
শ্রীশচী ভবনে পানি সইতে যাইব ॥
নরহরি কহে হেন বাসি।
তো সবার অনুরাগে পোহাইল নিশি ॥

পুনশ্চ তোড়ী ॥

নিশি পরভাতে, নিভৃত নিকেতে,
কুলবধূকুল বিলাসে রঙ্গে।
কেহ কারু প্রতি, কহে ইকি অতি,
সৌরভ ভরল অলস অঙ্গে ॥
শুনি রসাবেশে, ভণে নিশিশেষে,
স্বপনে সে নব নদীয়া বিধু।
তেরছ নয়নে, চাহি আমা-পানে,
হাসি মিশে যেন বরিষে মধু ॥

ধীরে ধীরে কহে, মোহ এ বিবাহে,
জল সাইবারে আইবে প্রাতে।
এত কহি করে, ধরি বারে বারে,
আলিঙ্গয়ে কত কৌতুক তাতে ॥
সে তনু সৌরভ, পরশে এ সব,
তো সবে কহি যে নিলজি হৈয়া।
অধিবাস আজি, বেগে চল সাজি,
নরহরি-নাথে মিলহ গিয়া ॥

পুনশ্চ তোড়ী ॥

গৌর বরঙ্গ, কিশোর বর অনুরাগে নব নব নারী।
বিপুল পুলকিত গতি, * গরগর, ধিরজ ধরই না পারি ॥
বেণি বিরচি, সুবেশ কাজরে আঁজি কঞ্জ নয়ান।
মুকুর করগহি, পেখি কুসুমমে, মাজি মঞ্জু বয়ান ॥
গমন সময়, বিচারি গুরুজন, চরণ বন্দন কেল।
শ্রীশচী গৃহ, গমনে সো সব, উলসে অনুমতি দেল ॥
পরশ পররস, বরষে ঘন ঘন, ভবন তেজি তুরন্ত।
ভণত নরহরি, পন্থগত কত, যূথগণই ন অন্ত ॥

পুনশ্চ বেলাবলী ॥

রজনী প্রভাত, সময়ে সব সুন্দরী,
চলত ললিত গতি অতি রুচিকারি।
অপরূপ বেশ, সরস রসনা-মণি,
নূপুররব মুনি-জন মনহারি ॥

অনুভব ন হই, কোনে সিরজল,
প্রতি অঙ্গ কিরণে করু ভুবন উজোর।
মনমথ শত শত, মুরছে হেরি তনু,
সৌরভে মধুপ ধায়ত চহু ভোর॥
হরষ পরশপর, পরম-রঙ্গ উর,
তুরিতহি রুচির গেহ-মধি গেল।
অঙ্গণ সুখবর, সরসি তাঁহি নব,
কমলবৃন্দ জনু প্রফুলিত ভেল॥
আইক নিয়রে, যাবহু যতন হি
যুথ যুথ সবই করু পরণাম।
চম্পক কলি, অঞ্জলি ভরি ভরি বহি,
পূজত পদ বুঝি ভণ ঘনশ্যাম॥

পুনঃ বেলাবলী॥

যুবতি যূথমতি, গতি অতি অদভুত,
করত প্রণাম ভঙ্গি রুচিকারী।
নয়ত সুতনু জনু, কনকলতা নব,
কুসুম সমূহ ভার গত ভারি॥
সুরুচির চরণ, উপান্ত ধরত শির,
শিথিল সরোরুহ অসিত সুকাঁতি।
ভূমি পতিত জনু, বিজরি পুঞ্জ সহ,
সজল জলদ কির, চর তছু ভাঁতি।
লঘু লঘু কর, পল্লব করু প্রেরণ
দুর্লভ রেণু গ্রহণে চিত চাহ।

ঝলকত নখ, মরি জাদ হেতু জনু
চৈটত মণিগণ অনুপ উছাহ ॥
অম্বুজ-বদনে, ঝাঁপি বসনাঞ্চল
হাসত মৃদু মৃদু কিরণ প্রকাশ।
নব মকরন্দ, ছানি জনু যতন হি
সিঞ্চত ঘনঘন নরহরি দাস ॥

পুনঃ তুড়িরাগঃ ॥

শচী, জগত জননী, জন নীতবিদ
বিদিত সুচারু চরিত রীতি।
নিজ, প্রাণের অধিক, বধূসম মান
সবাকারে করে পরম প্রীতি ॥
প্রতি, জনে জনে পুছি, মঙ্গল শিরেতে
কর ধরি করে আশীষ বহু।
সদা, বাঢ়ুক সম্পদ্ পতি আদি সব,
চিরজীবী হৈয়া কুশলে রহ ॥
ইহা, শুনি বধূগণ, মনে মনে হাসি
সুখে ভাসি কহে মধুর কথা।
ওগো, এ শুভ চরণ, দরশনে বোলো
কি লাগি অশুভ রহিব এথা ॥
অতি সঙ্কুচিত চিতে, কিঞ্চিৎ কহি
কর যুড়ি সদা দাঁড়ায়া রহে।
নর হরি প্রাণপতি, মাতা তা দেখিয়া,
আঁখি ছল ছল বিবশ হেহে ॥

যথা রাগঃ ॥

নব নদীয়ানাগরী, গৌরি ভোরি বয় থোরি
কি চরিত বুঝিব আনে।
অতি অলক্ষিত পিয়া, পানে চাহি হিয়া
থর হরি কাঁপে মদন বাণে ॥
কেহো, ভাবি মনে মনে,
ভণে আজু বুঝি নিলজ হইনু সবার পাশে।
কেহ, কারু প্রতি ঠারি,
নীরে সম্বরিতে অমুনি ঈষৎ ঈষৎ হাসে ॥
কেহ, কারু করে ধরি,
ধীরে ধীরে সাধে, অধিক আনন্দে উমড়ে হিয়া।
কেহ, কারু প্রতি কহে,
পিরিতি কাহিনী অলপ ঘুঙটে ঘুঙট দিয়া ॥
কেহ, কারু প্রতি করে,
করেতে সঙ্কেতে কত কত কথা উপজে মনে।
কেহ, কারু মতি থির, করে কত ভর,
দেখাইয়া চারু নয়ান কোণে ॥
কেহ, নিজ ধৈর্য্য জানাইতে কারু মুখ,
মোছে পটাঞ্চল যতনে লৈয়া।
কেহো করি কানাকানি জানি বিপরীত,
এক ভিতে থাকে গুপত হৈয়া ॥
এই রূপে যত কুলবতী সতী, গৌরপ্রেম-
রসার্ণবে সবে মগন হৈলা।

নরহরি কি কহিব, প্রাণনাথে প্রাণ,
জীবন যৌবন সোঁপিয়া দিলা ॥

যথা রাগঃ।

গোরা রসে ভাসি, হাসি লহু লহু, কুলবতী কুল-
উলসিত বহু, পানি সাইবারে, সাজে শচীদেবী,
আদেশেতে কি বা কৌতুক চিতে।
নব্য মধ্য পূর্ণ যৌবনা সুন্দরী, যূথে যূথে গতি-
অতি সুমাধুরী, চঞ্চল চারু দৃগঞ্চল চাহনি,
ভঙ্গি নানা নাহি উপমা দিতে ॥
পরিধেয় কত ভাঁতি সুবসন, প্রতি অঙ্গে হেমমণি
আভরণ, ঝলকয়ে মুখে ঘুঙট অতুল,
সুললিত বেণী পীঠেতে দোলে।
কারু কারু করে শুভময় দ্রব্য, কারু কারু করে
সরসিজ নব্য, কারু শিরে ডালা আলা করে
পট্টবাসে সে আবৃত শোভয়ে ভালে ॥
চলিতেই বাজে কটিতে কিঙ্কিণী ঝিনি ঝিনি ঝিনি
ঝিনিনি নি নি নি, চরণে নূপুর রুনু ঝুনু রুনু
ঝুনু মুনু রবে রঞ্জয়ে শ্রুতি।
আগে আগে চলে বাদক আনন্দে, বাজায়য়ে বাদ্য
সুমধুর ছন্দে, ধা ধা, ধিং নিং নিং নিং ধো ধিকি,
ধিকি তা ধেন্না না না বাদ্যে হরয়ে ধৃতি ॥
অলখিত সুরনারীগণ রঙ্গে, মিশাইয়া নদীয়ার
বধূসঙ্গে, পানি সাই সবে প্রবেশে, ভবনে,
ধনি ধনি ধনি কেবা না কহে।

তৈল হরিদ্রাদি বিলাইয়া যত স্ত্রী-আচার তাহা কে কহিব কত

সে সুখ পাথারে কে না সাঁতরয়ে

নরহরি বহু নিছনি তাহে ॥

পুনঃ যথা—রাগ

শচীদেবী উলসিত হৈয়া।

গঙ্গা পূজিবারে যায় গঙ্গাতীরে

আইও সুইওগণ সঙ্গেতে লৈয়া ॥

নানা পুষ্প গন্ধ চন্দনাদি দিয়া

পূজে জাহ্নবীরে যতন করি।

উছলয়ে সুর-ধনি অনিবার

শচীসুত পদ হৃদয়ে ধরি ॥

বাজে বাদ্য ভালে ষষ্ঠী থলে চলে

পূজে ষষ্ঠী কত সামগ্রী দিয়া।

ষষ্ঠী সুখে ভাসি, প্রশংসে আপনা,

গোরাচান্দ গুণে উথলে হিয়া ॥

কত সাধে বন্ধুগণ গৃহে গতি,

অতি উল্লাসে সে সভার চিতে।

আসি নিজ ঘরে করে শুভক্রিয়া,

নরহরি নারে তুলনা দিতে ॥

পুনঃ যথা—রাগ

গোরা বিধু অধিবাস সুখে কেনা বৈসে প্রবেশিয়া ভবন মাঝে।

গোরা প্রিয়গণ, নিত নবনব, নিপুণতা অধিবাসের কাজে॥

মালা চন্দনাদি দেই জনে জনে, সে অতি কৌতুক, কে কত কবে।

সভামধ্যে বিলসয়ে শচীসুত, যেন পুরন্দর বেষ্টিত দেবে ॥

মিশ্র সনাতন গণসহ শুভক্ষণে আসি নানা সামগ্রী লৈয়া।
ছোয়াইয়া গন্ধ গোরামুখ পানে অনিমিখ আঁখে রহয়ে চাইয়া॥
বিপ্র বেদধ্বনি করে নারী জয়কার চারু রঙ্গ ভাটেতে ভণে।
গায় নরহরি অধিবাস রস বায় নানা বাদ্য বাদকগণে॥

পুনঃ যথা—রাগ

হৈল শুভ অধিবাস শুভক্ষণে, গগনে সুরগণ মগন গণ সনে,
পরশপর পঁহু চরিত ভনি অনিবার মৃদমতি গতি নয়া।
গৌর রসময় রসিকশেখর, সরস আসনে বিলসে রুচির,
কর কনক দরপণ দরপভর-হর মৃদুল তনু মনমথজয়ী॥
বদনবিধু বিধুগরব ভঞ্জন, হাস মৃদু মৃদু হৃদয় রঞ্জন,
মঞ্জু দিঠি যুগ কঞ্জ ঝলকত, ভাল তিলক সুশোহয়ে।
ভুজগ ভুজবর বক্ষ পরিসর, ক্ষীণ কটি প্রতি অঙ্গ সুরুচির,
চিকণ চাঁচর চিকুর নিরুপম, ভুবন-জন-মন মোহয়ে॥
ঐছে মাধুরী হেরি গুণিগণ, মানি সুকৃতি উছাহে ঘন ঘন,
বিবিধ রাগ আলাপি গায়ত বীণ গহি শ্রুতি সরসয়ে।
সুঘর বাদকবৃন্দ ভায়ত, মধুর মুরজ মৃদঙ্গ বায়ত,
থোঙ্গ থোক্কুণ ঝিকি কু ঝাকিট, ঠিঠ্ঠিটন ননন নায়ে॥
নটত নর্ত্তক হস্ত অভিনয়, ললিত ভঙ্গি বিথারি অতিশয়,
বাদত তক তক থৈত থে তত, ধা ধিলি লা লি লি লল লই।
নিরত জয় জয় শবদ ভূরি ভরু, ভূরি ভূসুর বেদধ্বনি করু,
দেওত উলু লুলু নারীগণ ঘনশ্যাম হিয় সুখে উথলই॥

পুনঃ যথা—রাগ

মিশ্র সনাতন হর্ষ মনে।
করয়ে কন্যার অধিবাস শুভখনে॥

বিপ্রগণ আই গৃহ হৈতে।
অধিবাস সজ্জ লৈয়া আইলা ত্বরিতে॥
নদীয়ার ব্রাহ্মণ সজ্জন।
রাজপণ্ডিতের ঘরে সভার গমন॥
মিশ্র মহা আদর করিয়া।
বসান সভারে মালা চন্দনাদি দিয়া॥
কি অপূর্ব্ব সুষমা অঙ্গনে।
বৈসয়ে সকলে চারু মণ্ডপ বন্ধনে॥
সখীসহ মিশ্রের ঘরণী।
করয়ে মঙ্গল যত কহিতে না জানি॥
চকিত চাহিয়া চারিভিতে।
বিষ্ণুপ্রিয়া বাহির হৈলা ঘর হৈতে॥
সভামাঝে বৈসে সিংহাসনে।
অনিমিখ আঁখে শোভা দেখে সর্ব্বজনে॥
বসন ভূষণ সাজে ভালো।
প্রতি অঙ্গ ছটায় ভুবন করে আলো॥
উপমা কি কনক বিজুরি।
চান্দের গরব হরে মুখের মাধুরী॥
যত শোভা কে কহিতে পারে।
ছোয়াইয়া গন্ধ সভে আশীর্ব্বাদ করে॥
নারীগণে দেই জয়কার।
বিপ্রগণে বেদধ্বনি করে অনিবার॥
ভাটগণে ভণে সুচরিত।
বাজে নানা বাদ্য গুণিগণে গায় গীত॥

কত না কৌতুক মিশ্র-ঘরে।
নরহরি ভাসে সেনা সুখের সায়রে ॥

পুনঃ যথা—রাগ

অধিবাস দিবসের পরে।
বাঢ়য়ে আনন্দ নব নদীয়া নগরে ॥
চারিদিকে ফিরে লোক ধা'য়া।
নিমাইর বিবাহ আজি এই কথা কৈয়া ॥
ভুবন ভরিয়া জয় জয়।
বিবাহ দেখিতে সাধ কার বা না হয় ॥
শিব সুখে পার্ব্বতী সহিতে।
ছাড়িয়া কৈলাস আসে বিবাহ দেখিতে ॥
অনন্ত আপনগণ লৈয়া।
বিবাহ দেখিতে রহে অলক্ষিত হৈয়া ॥
বৈকুণ্ঠের যত পরিকর।
বিবাহ দেখিব বলি অধৈর্য্য অন্তর ॥
চতুর্ম্মুখ নিজ প্রিয়া সনে।
দেখিতে বিবাহ কত সাধ খনে খনে ॥
সুরপতি শচী সঙ্গে লৈয়া।
বিবাহ দেখিতে সাজে মহাহর্ষ হৈয়া ॥
উৎসাহে ভণয়ে দেবগণে।
দেখিব বিবাহ রহি প্রভুর ভবনে ॥
দেবনারী বিচারিল চিতে।
মাতিব বিবাহে নদীয়ার বধূ সাতে ॥

গন্ধর্ব্ব কিন্নর করে মনে।
গীত বাদ্যে মিশাব বিবাহে গুণি সনে॥
ইন্দ্রের নর্ত্তকীগণ কহে।
নদীয়া নর্ত্তকী সহ নাচিব বিবাহে॥
দেবঋষি উল্লসিত চিতে।
কত অভিলাষ করে বিবাহ দেখিতে॥
উথলয়ে যমুনা জাহ্নবী।
বিবাহ কৌতুক রসে প্রফুল্ল পৃথিবী॥
ব্রাহ্মণ সজ্জন নদীয়ার।
বিবাহে নিমাইর গৃহে গমন সভার॥
শচীর নন্দন গৌরহরি।
বৈসে সুখে বিবাহ বিহিত কর্ম্ম করি॥
প্রভু মুখচন্দ্র নিরখিয়া।
কহে কত কেউ না ধরিতে পারে হিয়া॥
উপজে মঙ্গল যত যত।
একমুখে নরহরি কহিব তা কত॥

যথা—রাগ

গোরার সময় সুখের আলয় বিলসে বিবাহ বিহিত স্নানে।
কুলবধূকুল উলু লুলু দিয়া চাহে চারু চান্দমুখের পানে॥
কেহ কেহ সেনা অঙ্গের বাতাসে কাঁপে ঘন ঘন বিজুরি জিতি।
কেহ পরশের সাধে গন্ধ হরিদ্রাদি মাখাইতে না ধরে ধৃতি॥
কেহ সুললিত কুন্তলেতে তৈল দিতে কত রঙ্গ উপজে চিতে।
কেহ অভিষেক করে গঙ্গাজলে ভঙ্গি নানা নাহি উপমা দিতে।

কেহ আধ হাসি ভসো তনু-পোছে পানিতোলা লইয়া হাতে।
রক্তপ্রান্ত শুক্লবাস পিধাঅল নরহরি অতি কৌতুক তাতে ॥

পুনঃ যথা—রাগ

কি আনন্দ শচীর ভবনে।
করয়ে মঙ্গল কর্ম্ম আইও সুইও গণে ॥
বিবাহ বিহিত স্নান করি।
বৈসেন অপূর্ব্ব সিংহাসনে গৌরহরি ॥
রূপের ছটায় মন মোহে।
চাঁচর চিকণ কেশ পিঠে ভাল সোহে ॥
গোরা পাশে আসে প্রিয়গণ।
বারেক চাহিয়া নারে ফিরাইতে নয়ন ॥
কত না আনন্দে সভে মাতি।
বিবাহবিহিত বেশ রচে নানা ভাঁতি ॥
কহিতে কি জানে নরহরি।
নিরুপম বেশের বালাই লইয়া মরি ॥

পুনঃ যথা—রাগ

নদীয়ার শশী রসিকশেখর শোভে ভালো শুভ বিবাহবেশে।
চর্চ্চিতাঙ্গ চারু চন্দন তিলক অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ললাটদেশে ॥
নানা পুষ্পময় বিচিত্র মুকুট শিরে সেনা ছান্দে কে নাহি ভুলে।
আঁখে কাজরের রেখা নব কুলবতী সতীগণে না রাখে কূলে ॥
শ্রুতিমূলে মণিময় কুণ্ডল ঝলকয়ে কিবা গণ্ডের ছটা।
সুমধুর হাসি মাখা মুখখানি নিছনি পূর্ণিম-চান্দের ঘটা ॥
সূত্রে বাঁধা ধান্য দূর্ব্বাদি সুন্দর হেম দরপণ দখিন করে।
নরহরি ভণে ভূষণে ভূষিত প্রতি অঙ্গ হেরি কে ধৃতি ধরে ॥

পুনঃ যথা—রাগ

গৌরবিধুবর বরজ নাগর জননী পদধূলি ধরত শিরপর
করত বিজয় বিবাহে ভূসুর-বৃন্দ বলিত সুশোহয়ে।
চড়ত চৌদল নাহি ঝলকত অঙ্গকিরণ সমুদ্র উছলত
মদনমদভর হরণ সরস সিংগার জনমন মোহয়ে॥
বিপুল কলরব কহি না আয়ত নারী পুরুষ অসংখ্য ধায়ত
পন্থ বিপথ ন মানি কাহুক গেহ গমন ন রহু স্মৃতি।
তেজি অলখিত দেবগণ দিবি ব্যাপি সব নদীয়া নগর ভূবি
ভ্রমই পঁহুক বিবাহে গতি অবলোকি কোই ন ধর ধৃতি॥
বাদ্য দুন্দুভি ভেরি তিত্তিরি শৃঙ্গিকাক বিলাস কংসারি
ঢোল ঢোল ডমরু ডিণ্ডিম মঞ্জু কুণ্ডলী বারুণা।
বীণ পণব পিনাক কাহল সুরজ চঙ্গ উচঙ্গ মাদল
বাজতহি তকথোঙ্গ থোঙ্গিন তক থোবিকু তক তক থুনা॥
মধুর সুরগুণি গানে নিমগন নটত নর্ত্তক নর্ত্তকীগণ
উঘটি ধি ধি কট ধা ধিনি নি নি নি দৃহুতা দৃমিত কথই।
ভাট ভণ নব চরিত রসময় বিবিধ মঙ্গল নিত অতিশয়
হোঅ জয় জয়-কার ঘন ঘনশ্যাম হিয় উনমতাঅই॥

পুনঃ যথা—রাগ

গৌর রসিকশেখরবর, বেষ্টিত প্রিয় বিপ্রনিকর,
হরসিত সুবিবাহ করব ইথে চলু চড়ি চৌদলে।
তত ঘন আনদ্ধ শুষির বাদ্য চতুর্ব্বিধ সুরুচির,
বাজত বহু ভাঁতি শবদ, ভরল গগনমণ্ডলে॥
সপ্তবাদ্য শোভন নব, মর্দ্দল সুদবর্দ্ধন রব,
ধো ধো ধিগি তাগ বিলগ, ধা ধা নি নি নিধিয়া।

অলখিত সুর নর্ত্তকীগণ, নর্ত্তকীসহ লাস্য সঘন,
ভণ তক তক থৈ থৈ থৈ আই অতি নি নি নি তিয়া ॥
গায়কগণে মিলি উলসিত, গায়ত গন্ধর্ব্ব ললিত,
শ্রুতি সুমধুর গ্রামাদি বিবিধ কৌতুক পরকাশয়ে।
দশশত মুখ বিহি মহেশ, গণসহ সুরপতি গণেশ,
গিরিজাদিক ধৃতি কি ধসব সুখ সায়রে ভাসয়ে ॥
হয় গজ বহু অস্ত্রধারী, প্রকটিত গুণ হাস্যকারী,
লসত শত পতাকাদিক ভীড়ে পথ রোকই।
নদীয়াপুর ভরমি ভরমি, সুরধুনী তীরে বিরমি বিরমি
মিশ্রগৃহ সমীপ নরহরি শোভা অবলোকই ॥

পুনঃ যথা—রাগ

গোরাচান্দের বিবাহ দেখিবারে।
কত না মনের সাধে, সাজয়ে কুলের বধূ,
ধৈরজ ধরিতে কেহ নারে ॥ ধ্রু ॥
রসের আবেশে আঁখে অঞ্জন রঞ্জয়ে,
কিবা বঙ্কিম চাহনি বঙ্ক ভুরু।
চিকণ চিকুর বেণী, পীঠেতে লোটায় কিবা,
কনক নির্ম্মিত ঝাঁপা চারু ॥
কপালে সিন্দূর বিন্দু, চন্দন শোভয়ে কিবা,
গন্ধরাজ চাঁপা দেই কাণে।
মণি মুকুতার মালা, গলায় দোলয়ে কিবা,
ঝলমল করে আভরণে ॥
পরিয়া পাটের শাড়ী, ছাড়িয়া ভবন কিবা,
চলি যায় গজেন্দ্র গমনে।

নরহরি নাথে নিরখিয়া হিয়া উথলয়ে,
কেউ কিছু কহে কারু কানে ॥

পুনঃ যথা—রাগ

সই! ওই দেখ নদীয়ার চান্দে।
ভুবনমোহন গোরা, রূপের নিছনি লৈয়া,
কতশত মদনচরণে পড়ি কান্দে ॥
রসে ডুবু ডুবু দুটি, নয়ান চাহনি বিধি,
সিরজিল যুবতী বধিতে হেন বাসি।
বদন চান্দের শোভা, চান্দের গরব হরে,
হাসি মিশে অমিয়া বরিষে রাশি রাশি ॥
আহা মরি মরি যেন, কতনা মনের সাধে,
কে বা বনাইল এনা বিবাহের বেশ।
পরম উজ্জ্বল অতি, বিচিত্র মুকুট মাথে,
ঝাঁপিয়াছে চিকণ চাঁচর চারু কেশ ॥
মঙ্গল বিহিত পীত,-সুতা দূর্ব্বাদল করে,
নিরুপম কনক-দর্পণ ভাল শোহে।
পরিধেয় বসন ভূষণ, সুমধুর প্রতি,
অঙ্গের ভঙ্গিতে নরহরি মনোমোহে ॥

পুনঃ যথা—রাগ

আহা মরি কি মধুর রীতি।
নদীয়া নাগরী, গোরাচান্দে হেরি, ধরিতে নারয়ে ধৃতি ॥
কেহো ধীরি ধীরি, কহে ভঙ্গি করি, কি কাজ কুলের লাজে
নিশি দিশি গোরা সহ বিলসিব রাখিব বুকের মাঝে ॥

কেহো কহে এবে, সে রসে মাতিয়া, দেখিব বিবাহ র
সাজায়া বাসর, ঘরে ছল করি ছুঁইব সোণার অঙ্গ ॥
এই মত কত মনোরথ তাহা কহিতে না আসে মুখে
নরহরি সহ সনাতন মিশ্র ভবনে প্রবেশে সুখে ॥

পুনঃ যথা—রাগ

সনাতন মিশ্রের ভবনে।
যে মঙ্গল ক্রিয়া তা কহিতে কে বা জানে ॥
বাজে নানা বাদ্য শোভাময়।
উথলে আনন্দ কোলাহল অতিশয় ॥
বন্ধুগণ সনে সনাতন।
আগুসরি আসে নিতে জামাতা-রতন ॥
জামাতা কি মনোহর সাজে।
ঝলমল করে দিব্য চতুর্দ্দল মাঝে ॥
চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মণ সজ্জন।
অসংখ্য লোকের ভীড় না যায় গণন ॥
কারু হাতে হাত দিয়া অন্ধ।
দাঁড়াইয়া রহয়ে যে দিকে গৌরচন্দ ॥
পঙ্গুগণ রাজপথে আসি।
দেখয়ে মনের সাধে গোরা-রূপরাশি ॥
যেবা কেউ চলিতে না পারে।
ধরিয়া লগুড় পথে আইসে ধীরে ধীরে ॥
কেবা নাহি গোরা গুণ গায়।
না জানয়ে কত সুখ বাঢ়য়ে হিয়ায় ॥

নানা বাদ্য বাজে নানা ছান্দে।
নাচে বাল বৃদ্ধ কেউ থির নাই বাঁধে॥
কতশত মহাদীপ জলে।
ধরণী ছাইল আলো গগনমণ্ডলে॥
কেহ কোন রঙ্গ প্রকাশয়।
ব্যাপয়ে সকল মহীতলে যাহা হয়॥
মিশ্র মহা উল্লসিত মনে।
জামাতা লইয়ে কোলে প্রবেশে ভবনে॥
অপূর্ব্ব আসনে বসাইয়া।
করে পুষ্পবৃষ্টি চান্দমুখ-পানে চা'য়া॥
জয় জয় ধ্বনি অনিবার।
বাদাবাদি বায় বাদ্য বাদক দোহার॥
মিশ্র করে জামাতা বরণ।
নরহরি তাহা দেখি জুড়ায় নয়ন॥

পুনঃ যথা—রাগ

...মার শশী, বিলসয়ে চারু, ছোড় লাতে কিবা মধুর ছান্দে।
...ক নবনী জিত তনু নব, ভঙ্গিমাতে কেবা ধৈরজ বান্ধে॥
...র ঘরে বিষ্ণুপ্রিয়ার জননী অনিমিখ আঁখে নিরখে ছলে।
...না আনন্দে, উথলয়ে হিয়া, না পরশে পদ ধরণীতলে॥
...ইও সুইও সহ, সুবেশে আইসে, মঙ্গল বিধানে নিপুণা অতি।
... দূর্ব্বাদল, সুললিত মাথে, সেই আশীর্ব্বাদ অতুল রীতি॥
...ত দীপ সপ্ত প্রদক্ষিণ করে ঘরে উকাথয়া বাহিতে ঘরে।
...রি নাথে চাহে পালটিয়া, চলে পদ আধ মেহের ভরে।

পুনঃ যথা—রাগ

সনাতন মিশ্রের ঘরণী।
করে লোকাচার যত কহিতে না জানি ॥
সাঁতারয়ে সুখের পাথারে।
কন্যায় ভূষিত করে নানা অলঙ্কারে ॥
দেখি বিষ্ণুপ্রিয়ার সুবেশ।
বাঢ়য়ে সভার মনে উল্লাস অশেষ ॥
মিশ্র মহাশয় শুভখনে।
কন্যায় আনিতে নিদেশিল প্রিয়গণে ॥
মিশ্রের ভবন মনোহর।
ঝলমল করয়ে অঙ্গন পরিসর ॥
ছোড়লা শোভয়ে সেইখানে।
আনিলেন কন্যা বসাইয়া সিংহাসনে ॥
যে কিছু আছয়ে লোকাচার।
তাহাও করেন তাহে কৌতুক অপার ॥
প্রথমেই দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া।
আত্মসমর্পিল প্রভুপদে মালা দিয়া ॥
ঈষৎ হাসিয়া গোরা রায়।
দিল পুষ্পমালা বিষ্ণুপ্রিয়ার গলায় ॥
পুষ্প ফেলাফেলি দুইজনে।
দোঁহার মনের কথা দোঁহে ভাল জানে ॥
তিলে তিলে বাঢ়য়ে আনন্দ।
বিষ্ণুপ্রিয়া সহ বিলসয়ে গৌরচন্দ্র ॥

কি নব শোভার নাই পার।
চারিদিকে নারীগণ দেই জয়কার॥
করে কোলাহল সর্ব্বজন।
বাজে নানা বাদ্যধ্বনি ভেদয়ে গগন॥
সনাতন মিশ্র ভাগ্যবান্।
বসিলেন উল্লাসে করিতে কন্যাদান॥
বেদাদি বিহিত ক্রিয়া করি।
সমর্পিল কন্যা বিশ্বম্ভরকরে ধরি॥
দিলেন কৌতুক সুখে ভাসি।
দিব্য ধেনু ধন ভূমি শয্যা দাস দাসী॥
সর্ব্বশেষে হোমকর্ম্ম করে।
বিশ্বম্ভরবামে বসাইয়া দুহিতারে॥
কি অদ্ভুত দোঁহার মাধুরী।
কহিতে কি দোঁহার নিছনি নরহরি।

পুনঃ যথা রাগ

দেখি পহুক বিবাহ মাধুরী কৌন ধরই ন থেহ।
শেষ শিব বিহি ইন্দ্রগণপতি-আদি পুলকিত দেহ॥
ভীড় অতিশয় গগনপথ বহু রোকি দেববিমান।
হোত জয়জয় শবদ সুমধুর ভঙ্গি ভণই ন জান॥
ভূরি কৌতুক পরশপর বর সরস চরিত উচারি।
করত কুসুম সুবৃষ্টি অলক্ষিত ললিত রঙ্গ বিথারি॥
দ্বিজ সনাতন ভাগভর পরশংসি পরম বিভোর।
দাস নরহরি, আশ ইহ সুখে মাতব কি মতি মোর॥

পুনঃ যথা রাগ

দেবরমণীবৃন্দ বিরচি বেশ বিবিধ ভাঁতি।
রাজত থর মাহি অতুল ঝলকে কনক কাঁতি॥
ভ্রমত গগন পথ অগণিত যূথহিয়া উতসাহ।
মানত দিঠি সফল নিরখি গৌরবর বিবাহ॥
মিশ্র ভবন রীত রুচির উচরি পুলক গাত।
নব নব অভিলাষ করহ, ধৃতি ধরই ন জাত॥
নিরুপম পঁহু প্রেয়সী ছবি লোচন ভরি নেত।
নরহরি কত ভাখব সভে প্রাণ নিছনি দেত॥

পুনঃ যথা রাগ

আহা মরি মরি সুরনারীগণ নদীয়াচান্দের বিবাহ দেখি।
সে শোভা সাগরে সাঁতরিয়া সভে তিরপিত করে তৃষিত আঁখি
কেহো কারু প্রতি কহে দেখ মিশ্র সনাতন সুখে না ধরে হিয়া।
রঙ্গে কন্যাদান করি কত সাধে কহে কত নানা যৌতুক দিয়া॥
কেহ কহে জামাতার বামে কন্যা বসাইয়া ধন্য আপনা মানে।
করে হোমক্রিয়া তাহা নাহি মন চাহি রহে চান্দমুখের পানে॥
কেহো কহে দেখ মিশ্রের ঘরণী উনমতপারা বিবাহ ধূমে।
নরহরি নাথে দেখে কত ছলে উলসিত পদ না পড়ে ভূমে॥

পুনঃ যথা রাগ

দেবদেব-রমণী উল্লাসে।
বিবাহ প্রসঙ্গ সভে কহে মৃদুভাসে॥
ভাগ্যবন্ত লোক নদীয়ার।
হইল বিবাহ দেখি উল্লাস সভার॥

রূপবতী কন্যা যায় ঘরে।
সে সকল বিপ্র মনে মহাখেদ করে ॥
এ হেন বরেরে কন্যা দিতে।
না পারিল হেন সুখ নাহিক ভাগ্যেতে ॥
এই মত কেহ কত কয়।
সকলেই সনাতন মিশ্রে প্রশংসয় ॥
সনাতন মিশ্র ভাগ্যবান্।
হোমকর্ম্ম আদি সব কৈল সমাধান ॥
কন্যা জামাতায় নিরখিয়া।
তিলে তিলে বাঢ়ে সুখ উথলয়ে হিয়া ॥
কহিতে কে জানে লোকাচার।
ঘন ঘন নারীগণে দেই জয়কার ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী-গোরাচাঁদে।
লইতে বাসর ঘরে কেবা থির বান্ধে ॥
নরহরি পঁহু গোরারায়।
চলে বাসঘরে কত কৌতুক হিয়ায় ॥

পুনঃ যথা রাগ

নদীয়া বিনোদ গোরা

প্রবেশে বাসর-ঘরে নব নব তরুণীগণের পরাণচোরা ॥ধ্রু॥
কুলবধূগণ মনের উল্লাসে বিশ্বম্ভরবিষ্ণুপ্রিয়ারে লইয়া।
সুমধুর ছান্দে বসায় বাসরে অনিমিষ আঁখে ও মুখ চা'য়া ॥
কেহ পরশের সাধে হাঁসি হাঁসি সুগন্ধি চন্দন মাখায় অঙ্গে।
কেহ সাজাইয়া তাম্বুলবীটিকাসম্পুট সম্মুখে রাখয়ে রঙ্গে ॥

কেহ করে কত কৌতুক ছলেতে ঢলি পড়ে গায়, পুলক হিয়া।
নরহরি নাথ আগে রহে কেহ ভঙ্গিতে কুসুম অঞ্জলি দিয়া॥

পুনঃ যথা রাগ

বাসর ঘরেতে গোরারায়।
রূপে কোটি মদন মাতায়॥
কুলবধূগণ মনসুখে।
ঝাঁপয়ে নয়ন চান্দমুখে॥
ঘুঙটে ঘুঙট কেহ দিয়া।
কহে কিবা ঈষৎ হাসিয়া॥
পুলকে ভরয়ে সব গা।
ঝাঁপয়ে বসন দিয়া তা॥
কেহ দাঁড়াইয়া কারু পাশে।
কাঁপে সে না রসের আবেশে॥
কেহ অতি অথির হিয়ায়।
নিছয়ে জীবন রাঙ্গা পায়॥
বাসরঘরেতে রঙ্গ যত।
তাহা কে বা কহিবেক কত॥
নর-মনে এই আশ।
দেখিব কি এ সব বিলাস॥

পুনঃ যথা রাগ

বাসর ঘরেতে গোরারায়।
বিষ্ণুপ্রিয়া সহ সুখে রজনী গোঙায়॥
কহিতে কৌতুক নাহি ওর।
গোষ্ঠীসহ সনাতন আনন্দে বিভোর॥

রজনী প্রভাতে গৌরহরি।
হৈলা হর্ষ কুশণ্ডিকা-আদি কর্ম্ম করি॥
গমন করিব নিজালয়ে।
সনাতন মিশ্র-মহাশয়ে নিবেদয়ে॥
সনাতন জামাতা রতনে।
করিতে বিদায় ধৈর্য্য ধরয়ে যতনে॥
কন্যায় কত না প্রবোধিয়া।
দিল বিশ্বম্ভর-কর ধরি সমর্পিয়া॥
গৌরহরি গমন সময়ে।
মান্যগণে পরম উল্লাসে পনময়ে॥
করিতে কি সে সভার সাধ।
ধান্যদূর্ব্বা দিয়া শিরে করে আশীর্ব্বাদ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া কন্যা জামাতারে।
বিদায় করিতে ধৈর্য্য ধরিতে না পারে॥
গোরা গৃহে গমন করিতে।
বিপ্রগণ বেদধ্বনি করে চারিভিতে॥
নারীগণ দেই জয়কার।
নানা বাদ্যবাজে ভাটে পড়ে রায়বার॥
নরহরি নাথে নিরখিয়া।
গমন উচিত সভে করে শুভক্রিয়া॥

পুনঃ যথা রাগ

নবদ্বীপভূষণ গৌর বিধুবর করি বিবাহ বিনোদ গতিপর
প্রেয়সী সহ চলই নিজঘর পরম অদ্ভুত শোহয়ে।

চঢ়ল চৌদল মাহি ঝলকত রূপ অমিয় প্রবাহ উছলত

বলিত নয়ল সিঙ্গার নিরুপম নিখিল জনগণ মোহয়ে ॥

হোএ জয় জয় শব্দ অবিরত নারীপুরুষ অসংখ্য নিরখত

পরশপর ভণ লখিমী লখিমীক নাথ দেহ বিলসত জমু।

বন্দিগণ মন মোদ অতিশয় উচরি নব নব চরিত রসময়

ভূরি ভূসুর করত ঘন ঘন বেদধ্বনি পুলকিততমু ॥

বাদ্য বহুবিধ মুরজ মরদল ত্রিসারী কুণ্ডলী পটহ পুষ্কল

কুকুহুমুহুমুহুধা বিবিধ বাজত মধুরবাদক ঘটা।

নটত নৰ্ত্তকী নৰ্ত্তকাবলি উঘটি তা ধিক্‌ধিকিতা ধিনি

নিনি দেয়া ধিকি তক্ তাল ধরুপগ ভঙ্গি চমকত তমুছটা।

জাতিশ্রুতি স্বরগ্রাম মুরুছন তান নব নব নব আলাপন

শুনত কানন তেজি মৃগ গুণিবৃন্দ নিকটহি ধাওএ।

ভবন চহু দিশ বিপুল কলকল দাস নরহরি হৃদয় উথলল

সময় গোধূলি ললিত সুরধুনীতীরে বিরমি ঘরে আওএ ॥

পুনঃ যথা রাগ

গোরাচান্দ বিবাহ করিয়া।
আইসেন ঘরে অতি উল্লসিত হৈয়া ॥
অলখিত হৈয়া দেবগণ।
করয়ে সকল পথ পুষ্প বরিষণ ॥
সুখের পাথার নদীয়ায়।
বিবাহ প্রসঙ্গে কেহ কহে শচী মায় ॥
শুনি মহাবাদ্য কোলাহল।
শচীদেবী হইলেন আনন্দে বিহ্বল ॥

বাড়ীর বাহিরে শচী আই।
পতিব্রতাগণ সহ রহে পথ চাই ॥
সভা-সহ গোরা ধীরে ধীরে।
আসিয়া চৌদল হৈতে নামিলা দুয়ারে ॥
পুত্র পুত্রবধূ দেখি আই।
নিছিয়া ফেলয়ে যত দ্রব্য লেখা নাই ॥
স্নেহে চান্দবদন চুম্বিয়া।
প্রবেশে ভবনে পুত্রবধূ পুত্রে লৈয়া ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া সহ বিশ্বম্ভর।
বৈসে সিংহাসনে দেখে যত পরিকর ॥
উলুলুলু দেই নারীগণ।
হইল মঙ্গলময় সকল ভুবন ॥
ভাটগণে পড়ে রায়বার।
বিপ্রগণ বেদধ্বনি করে অনিবার ॥
নানা বাদ্য বায় সভে সুখে।
নরহরি কত বা কহিব একমুখে ॥

পুনঃ যথা রাগ

গোরা গুণমণি সুঘড়শেখর, পরম মুদিত হিয়ায়।
লোক বহুত বিবাহে আতুল তাহে দেওই বিদায় ॥
ভাট নট গীতজ্ঞ বাদক ভিক্ষু ভুঞ্জর ভূরি।
দেঅত সভে বহু বস্ত্র ভূষণ ধন মনোরথ পুরি ॥
অতি হি সুমধুর বচনে সুনিপুণ পরিতোষ করই সভায়।
চলল নিজ নিজ গেহে সভে মিলি গৌরহরি যশগায় ॥

শ্রীশচী সব নারী জনে জনে কয়ল কত সনমান।
ভণত নরহরি সো সকল সুখে গেহে করল পয়ান।

ওহে শ্রীনিবাস বিশ্বম্ভরের বিহায়।
হেল যে আনন্দ তাহা জাগয়ে হিয়ায় ॥২৭৪
এই খানে বিষ্ণুপ্রিয়া সহ গৌরহরি।
বৈসয়ে জননী তাহা দেখে নেত্র ভরি ॥২৭৫
বিষ্ণুপ্রিয়া প্রতি যত স্নেহ করে আই।
এক মুখে সে সব কহিতে সাধ্য নাই ॥২৭৬
বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী চেষ্টা কহিব বা কত।
বিষ্ণু সেবা শ্রীশচী সেবায় হৈলা রত ॥২৭৭
কি বলিব বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সেবায়।
দিবা নিশি আই মহা আনন্দে গোঙায় ॥২৭৮
বিলসয়ে পরম আনন্দে বিশ্বম্ভর।
যৌবন প্রবেশে অঙ্গ শোভা মনোহর ॥২৭৯
দিব্য মালা চন্দনে সুবেশ নিরন্তর।
সূক্ষ্ম বাস-ভূষণে ভূষিত কলেবর ॥২৮০
ভুবন মোহন গোরা শচীর নন্দন।
বিদ্যারসে মগ্ন শিষ্য সঙ্গে অনুক্ষণ ॥২৮১
দেখিয়া পাষণ্ড বুদ্ধি সহিতে না পারে।
হইল প্রভুর ইচ্ছা গয়া যাইবারে ॥২৮২
এই খানে মায়ের চরণে প্রণমিয়া।
গয়া চলিলেন প্রভু মায়ে প্রবোধিয়া ॥২৮৩

লোক রীতে গয়া কার্য্য সারি গৌরহরি।
গৃহে আসে ঈশ্বরপূরীরে কৃপা করি ॥২৮৪
নবদ্বীপে প্রভু আইলেন কিছু দিনে।
আনন্দে বিহ্বল হইলেন সর্ব্বজনে ॥২৮৫
বিবিধ মঙ্গল কর্ম্ম করে শচী মায়।
বাড়ীর বাহিরে গিয়া পথ পানে চায় ॥২৮৬
লোকে জিজ্ঞাসয়ে বিশ্বম্ভর কত দূরে।
হেন কালে প্রভু আইলেন নিজ ঘরে ॥২৮৭
ও হে শ্রীনিবাস বিশ্বম্ভর এই খানে।
মহা হর্ষে প্রণমিলা মায়ের চরণে ॥২৮৮
জননীর যে আনন্দ কহিতে কে পারে।
সজল নয়নে মুখ চাহে বারে বারে ॥২৮৯
বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী প্রাণনাথে নিরখিয়া।
আনন্দে বিহ্বল না ধরিতে পারে হিয়া ॥২৯০
বিষ্ণুপ্রিয়া-পিতৃকুলে হৈল মহানন্দ।
কি বলিব সভার জীবন গৌরচন্দ্র ॥২৯১
প্রভুরে দেখিতে আইলেন যত জন।
তা সবারে কৈল যথাযোগ্য আচরণ ॥২৯২
সঙ্গিগণ বিদায় করিলা বিশ্বম্ভর।
সে সভে আনন্দে গেলা নিজ নিজ ঘর ॥২৯৩
শ্রীমান্ পণ্ডিত-আদি চারি পাঁচ জনে।
শ্রীগয়া প্রসঙ্গ কহে বসিএ নির্জ্জনে ॥২৯৪

বিষ্ণু-পাদ-পদ্ম তীর্থ নাম উচ্চারিতে।
ভাসয়ে নেত্রের জলে নারে স্থির হৈতে ॥২৯৫
ছাড়ে দীর্ঘ শ্বাস কৃষ্ণ বলি বারে বারে।
ভরয়ে পুলক কম্প প্রভুর শরীরে ॥২৯৬
কতক্ষণে স্থির হৈয়া শচীর নন্দন।
শ্রীমান্ পণ্ডিতে কহে মধুর বচন ॥২৯৭
ওহে বন্ধু সব সভে আজি গৃহে যাহ।
কালি শুক্লাম্বর ঘরে আসিবারে চাহ ॥২৯৮
শুনি সুমধুর বাক্য উল্লাস সভার।
হইলা বিদায় দেখি প্রেম চমৎকার ॥২৯৯
অন্যোন্যে শুনিয়া সব বৈষ্ণব আনন্দে।
আইসেন হেথাই মিলয়ে গৌরচন্দ্রে ॥৩০০
লোক গতায়াত যত কহনে না যায়।
সকলে বিহ্বল গৌরচন্দ্রের চেষ্টায় ॥৩০১
নদীয়ায় পরস্পর কহে লোক সব।
নিমাঞি পণ্ডিত হৈলা পরম বৈষ্ণব ॥৩০২
বাঢ়য়ে প্রভুর প্রেমাবেশ ক্ষণে ক্ষণে।
না ভায় ভোজনে মন না হয় শয়নে ॥৩০৩
শয়ন করিব কিয়ে ঘরে গোরারায়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি নিশি জাগিয়া পোহায় ॥৩০৪
নয়নে বহয়ে বারিধারা নিরন্তর।
সঘনে সোণার অঙ্গ ধূলায় ধূসর ॥৩০৫

হেথা কপিলের ভাবে বিশ্বম্ভর রায়।
মনের আনন্দে কত মায়েরে শিখায় ॥৩০৬
প্রেম-ভক্তি-স্বরূপিণী আই জগন্মাতা।
তাঁরে প্রভু প্রেমবিতরণ কৈল এথা ॥৩০৭
এক দিন এই খানে বৈসে বিশ্বম্ভর।
চতুর্দ্দিগে শিষ্যবর্গ শোভা মনোহর ॥৩০৮
শিষ্যগণ পূর্ব্বমত চাহে পড়িবার।
শিষ্যগণ কহে এক প্রভু কহে আর ॥৩০৯
শিষ্যগণ কহে মনে মনে বিচারিয়া।
এই মত হৈল গয়া হৈতে আসিয়া ॥৩১০
ঐছে বিচারিতে গৌরচন্দ্রের ইচ্ছায়।
প্রেমভক্তি উপজিল সভার হিয়ায় ॥৩১১
পড়িব কি শব্দশাস্ত্র করিলেন মন।
প্রভুর কান্দনেতে কান্দয়ে সর্ব্বজন ॥৩১২
সকল পঢ়ুয়া শ্রীপ্রভুর নিত্য দাস।
সর্ব্বচিত্তে হৈল প্রেম-ভক্তির প্রকাশ ॥৩১৩
ওহে শ্রীনিবাস কি বলিব এই খানে।
করয়ে নর্ত্তন প্রভু আপন-কীর্ত্তনে ॥৩১৪
চতুর্দ্দিকে প্রভুরে বেঢ়িয়া শিষ্যগণ।
গোপাল গোবিন্দ বলি করয়ে কীর্ত্তন ॥৩১৫
প্রভু প্রেমাবেশে সঙ্গে বোল বোল বোলে।
ভাসয়ে সকলে প্রেম-আনন্দ হিলোলে ॥৩১৬

অকস্মাৎ শুনি প্রেমময় সঙ্কীর্ত্তন।
ধাইয়া আইল নিকটের ভক্তগণ ॥৩১৭
আর যত লোক আইসে কহে পরস্পরে।
মহা গণ্ডগোল শুনি নদীয়া নগরে ॥৩১৮
ঐছে কহি প্রভুর এ ভবনে আসিয়া।
হয়েন মোহিত প্রভু পানে নিরখিয়া ॥৩১৯
অদ্ভুত প্রভুর নৃত্য কীর্ত্তন প্রচার।
ইথে কোন জন ধৈর্য্য নারে ধরিবার ॥৩২০
প্রভুপ্রেমাবেশ দেখি চিন্তে সর্ব্বজন।
প্রভুকে করিলা স্থির প্রভুভক্তগণ ॥৩২১
ওহে বাপ শ্রীনিবাস বিশ্বম্ভর হেথা।
আপনারে প্রকাশয়ে এ অদ্ভুত কথা ॥৩২২
ভক্তাধীন প্রভু ভক্তদুঃখ নাশ হয়।
পাষণ্ডীর প্রতি ক্রোধ হৈল অতিশয় ॥৩২৩
মুই সেই মুই সেই বলিয়া বলিয়া।
হাসে কান্দে মহা ঘোর হুঙ্কার করিয়া ॥৩২৪
দেখিয়া পাষণ্ডিগণ খেদাড়িয়া যায়।
দর্প করি কহে সংহারিমু তো সভায় ॥৩২৫
ক্ষণে ভূমে লোটাইয়া থির হৈয়া রহে।
ঐছে দেখি কেহ কেহ আই প্রতি কহে ॥৩২৬
পূর্ব্ব বায়ু বল এবে করিল ইহাঁরে।
করহ শৈত্যক সেবা অশেষ প্রকারে ॥৩২৭

লোকদ্বারে আই জানাইল শ্রীনিবাসে।
তেঁহ প্রবোধিল অতি মনের উল্লাসে ॥৩২৮
সকলেই কহে এ মনুষ্য কভু নয়।
হইলেন ব্যক্ত এথা শচীর তনয় ॥৩২৯
শুন শ্রীনিবাস এক দিবসের কথা।
প্রেমাবেশে অত্যন্ত বিহ্বল প্রভু এথা ॥৩৩০
যারে দেখে তারে পুছে কৃষ্ণ কোন খানে।
নিবারিতে নারে বারিধারা দুনয়নে ॥৩৩১
গঙ্গাধর তাম্বুল লইয়া আইলা এথা।
তাঁরে পুছে শ্যামল সুন্দর কৃষ্ণ কোথা ॥৩৩২
তেঁকো কহে সদা কৃষ্ণ হৃদয়ে তোমার।
শুনি নখে হৃদয় চিরয়ে আপনার ॥৩৩৩
প্রভু দুই করে শীঘ্র ধরে গদাধর।
কত প্রবোধিল স্থির হৈল বিশ্বম্ভর ॥৩৩৪
গদাধরে মহাতুষ্ট হৈয়া কহে আই।
নিমাইর সঙ্গে বাপ রহিবে সদাই ॥৩৩৫
এথা সন্ধ্যাকালে আসি মিলে ভক্তগণ।
মুকুন্দ পড়য়ে শ্লোক অতি রসায়ন ॥৩৩৬
ভক্তি রসময় শ্লোক শুনি গৌররায়।
যে প্রেম-আবেশ তাহা কহা নাহি যায় ॥৩৩৭
বৈষ্ণব বেষ্টিত প্রভু মত্ত সংকীর্ত্তনে।
হৈল ক্ষণপ্রায় নিশি প্রভাত না জানে ॥৩৩৮

প্রেমানন্দে হুঙ্কার গর্জ্জন অতিশয়।
শুনি পাষণ্ডির রাত্রে নিদ্রা নাহি হয় ॥৩৩৯
করয়ে বিদ্রূপ ক্রোধে পাষণ্ডির গণ।
কেহ কহে আজি এ সভার বিড়ম্বন ॥৩৪০
নদীয়ায় কীর্ত্তন এ অমঙ্গল ইথে।
আইসে রাজার লোক বৈষ্ণবে ধরিতে ॥৩৪১
এ সভে পালাবে জানি হও সাবধান।
শ্রীবাসে বান্ধিয়া দিলে সভার কল্যাণ ॥৩৪২
শ্রীবাস উদার শুনি করিল প্রত্যয়।
দুষ্ট রাজা যবন অসাধ্য কিছু নয় ॥৩৪৩
এত বিচারিয়া শ্রীবাসের ভয় হৈল।
অন্তর্যামী বিশ্বম্ভর সকল জানিল ॥৩৪৪
হুঙ্কার করিয়া প্রভু কহে বার বার।
ভক্তভয় বিনাশিতে মোর অবতার ॥৩৪৫
প্রভু অবতীর্ণ ইহা ভক্তে নাই জানে।
আপনারে প্রকাশিতে ইচ্ছা হৈল মনে ॥৩৪৬
করিয়া সুবেশ প্রভু উল্লসিত চিতে।
নদীয়া ভ্রমণে রঙ্গে চলে এথা হৈতে ॥৩৪৭
সেরূপ লাবণি দেখি কেবা স্থির হয়।
মনের উল্লাসে কেউ কারে কত কয় ॥৩৪৮

তথাহি গীতে - দেখ ভুবনমোহন গোরা নদীয়া নগরে।
রূপের ছটায় দশদিশা আলো করে॥ ধ্রু॥

কনক ভূধর, গরব ভঞ্জন, মঞ্জু মুরতি রসাল রে।
কুটিল কুন্তল, বিমল মলয়জ, তিলক ঝলকত ভালি রে
অতনুধনু দূরে, নরপ ভুরুদিঠি ভঙ্গি কি মধুর ভাঁতিয়া।
হাস মিলিত মযূখ মুখলস দশন মোতিম পাঁতিয়া॥
চারুশ্রুতি অবতংস সুন্দর গণ্ডমণ্ডল শোহয়ে।
নাসিকা শুক চঞ্চুজিতি সতী যুবতীগণ মন মোহয়ে॥
আজানুলম্বিত ললিত ভুজযুগ গঞ্জি ভুজগ মৃণাল রে।
বক্ষ পরিসর পরম সুগঠন কণ্ঠে মালতী মাল রে॥
ত্রিবলি বলিত, সুনাভি সরসিজ, ভ্রমর তনুরুহ রাজয়ে
সিংহ জিনি কটিদেশ কৃশ ঘন, অংশু অংশুক ভ্রাজয়ে॥
মদন-মদদলি কদলী উরু উরু পর্ব্ব অতি অনুপাম রে।
চরণতলথল কমল নখমণি নিছনি ঘন ঘন শ্যামরে॥

কেবা না ভুলয়ে গোরাচান্দে নিরখিয়া।
এই পথে চলিলেত ভ্রমিতে নদীয়া॥৩৪৯
নদীয়া ভ্রমণে প্রভু শ্রীরামের ঘরে।
হৈলা চতুর্ভুজ কৃপা করি শ্রীবাসেরে॥৩৫০
আসি বিপ্রগণ সঙ্গে বসিলা এথাই।
সে অদ্ভুত শোভার উপমা দিতে নাই॥৩৫১
এই খানে প্রভুর অদ্ভুত ভাবাবেশ।
কৃষ্ণ বলি কান্দয়ে ধৈর্য্যের নাহি লেশ॥৩৫২
এক দিন বরাহ ভাবেতে মত্ত হৈলা।
এথা হৈতে মুরারিগুপ্তের ঘর গেলা॥৩৫৩

হইয়া বরাহমূর্ত্তি তাঁরে কৃপা করি।
এথাই আসিয়া বসিলেন গৌরহরি ॥ ৩৫৪
লইয়া সকল ভক্তে প্রভু বিলসয়।
এক নিত্যানন্দ বিনু ব্যাকুল হৃদয় ॥৩৫৫
ওহে শ্রীনিবাস নিত্যানন্দ হলধর।
হাড়াই পণ্ডিত পদ্মাবতীর কুমার ॥৩৫৬
সর্ব্বপূজ্য হাড়াই পণ্ডিত পদ্মাবতী।
রাঢ়দেশে একচক্রা গ্রামেতে বসতি ॥৩৫৭
পরম উদার দুই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।
অপার মহিমা গুণ কহিতে না জানি ॥৩৫৮
প্রভু নিত্যানন্দ সুখ দিতে সর্ব্ব জনে।
তাঁর ঘরে অবতীর্ণ হৈলা শুভক্ষণে ॥৩৫৯
নিত্যানন্দ প্রভু জন্মতিথি বিলক্ষণ।
কেবা না আরাধে কে না করয়ে বন্দন ॥৩৬০

তথাহি—

সর্ব্বমঙ্গলরূপাং তাং মাঘশুক্লাত্রয়োদশীং।
নিত্যানন্দপ্রভো র্জন্মতিথিং বন্দে মুদানিশং ॥

প্রভু জন্মকালে যে আনন্দ উপজিল।
তাহা বিজ্ঞগণ নানাপ্রকারে বর্ণিল ॥৩৬১

গীতে যথা কামোদ

আহা মরি আজু কি আনন্দ।
কিবা একচক্রাপুরে, হাড়াই পণ্ডিত ঘরে,

অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ ॥ ধ্রু ॥

অতি সুকোমল তনু, হেম নবনীত জনু,
শোভায় ভবন বিমোহিত।
পুত্রমুখ নিরখিয়া, উলাসে না ধরে হিয়া,
পদ্মাবতী হাড়াই পণ্ডিত ॥
শ্রীঅদ্বৈত শান্তিপুরে, গর্জ্জয়ে আনন্দ ভরে,
তিলেক হইতে নারে থির।
নাচে প্রভু ঊর্দ্ধ বাহে, কাঁখতালী দিয়া কহে,
আনিনুঁ আনিনুঁ বলবীর ॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ, করে পুষ্প বরিষণ,
জয় জয় ধ্বনি অনিবার।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যত, বায় বাদ্য কত শত,
গায় গুণ সুখের পাথার ॥
ওঝা মহা ভাগ্যবান্, পুত্রের কল্যাণে দান,
করে যত লেখা নাই দিতে।
কত না যৌতুক লৈয়া, লোক সব আসে ধা'য়া,
মহা ভীড় গৃহে প্রবেশিতে ॥
ধন্য রাঢ় মহী আর, ধন্য সে নক্ষত্র বার;
ধন্য মাঘ শুক্লা ত্রয়োদশী।
নরহরি কহে ভাল, ধন্য ধন্য কলিকাল,
প্রকটে খণ্ডিল দুঃখ রাশি ॥

পুনঃ—সুহই

প্রভু নিত্যানন্দ, আনন্দের কন্দ,
প্রকটে রোহিণী-তনয় যেঁহো।

ধন্য কলি কৈলা, শুভক্ষণে হৈলা,
পদ্মাবতী গর্ভে প্রকট তেঁহো ॥
জয় জয় জয়, ধ্বনি অতিশয়,
মঙ্গল হাড়াই পণ্ডিত ঘরে।
একচক্রাবাসী, লোক সুখে ভাসি,
ধা'য়া আসে ধৃতি ধরিতে নারে ॥
সূতিকামন্দিরে, ঝলমল করে,
নিতাইর রূপচ্ছটা চারু।
সে শোভা দেখিতে, কত সাধ চিতে,
দেখে আঁখে নাহি নিমিখ কারু ॥
হর্ষে দেবগণ, বর্ষে পুষ্প ঘন,
অলখিত নৃত্য ভঙ্গিমা ভালে।
ঘনশ্যাম গায়, নানা বাদ্য বায়,
ধা ধা ধিকি ধিকি ধেন্না না তালে ॥

নিত্যানন্দজন্ম বাল্যলীলা মনোহর।
গৃহে বাস কৈলা প্রভু দ্বাদশ বৎসর ॥৩৬২
সন্ন্যাসীর ছলে গৃহ হইতে চলিলা।
তীর্থ পর্য্যটন করে এ অদ্ভুত লীলা ॥৩৬৩
সর্ব্ব মনোরথ সিদ্ধি করি পর্য্যটনে।
প্রভুর প্রকাশ লাগি রহে বৃন্দাবনে ॥৩৬৪
গুপ্তরূপে নদীয়া বিহারে গৌরচন্দ্র।
হইলা প্রকাশ তা জানিলা নিত্যানন্দ ॥৩৬৫

মহাপ্রেমানন্দে মত্ত হৈয়া নিরন্তর।
আইলেন নবদ্বীপে দেব হলধর ॥ ৩৬৬
নন্দন আচার্য্য গৃহে গমন করিলা।
তেঁহো মহাতেজ দেখি অধৈর্য্য হইলা ॥৩৬৭
মহাযত্নে নিত্যানন্দচন্দ্রে রাখি ঘরে।
করাইলা ভিক্ষা অতি উল্লাস অন্তরে ॥৩৬৮
নিত্যানন্দ গমন জানিয়া গৌররায়।
মন্দ মন্দ হাসে অতি উল্লাস হিয়ায় ॥৩৬৯
এ বিষ্ণুমন্দিরে বিষ্ণু পূজে বিশ্বম্ভর।
এথাই বৈষ্ণব সব মিলিলা সত্বর ॥৩৭০
সে শোভা দেখিয়া প্রভু উল্লসিত মনে।
রজনীস্বপন কথা কহে এই খানে ॥৩৭১

গীতে যথা কামোদ

প্রভু বিশ্বম্ভর, প্রিয় পরিকর, প্রতি কহে শুন স্বপন কথা।
কিবা সে নির্ম্মিত, অতি সুশোভিত, তালধ্বজরথ আইল এথা ॥
দেখিনু সুন্দর, দীর্ঘ কলেবর, পুরুষ এক কি উপমা তাহে।
এক কর্ণে কিবা, কুণ্ডল সে শোভা, কিবা মুখশশী ভুবন মোহে ॥
বাম কুম্ভ হাতে, নীলবস্ত্র মাথে, নীলবাস পরিধান সুছান্দে।
চৌদিকে নেহালে, হেলি দুলি চলে, সে ভঙ্গিতে কেবা ধৈরয বান্ধে ॥
মোর নাম ধরি, পুছে বেরি বেরি, বুঝি হলধর গমন কৈলা।
এত কহি নরহরি প্রভুবর, বলরাম ভাবে বিহ্বল হৈলা ॥

শ্রীবাসাদি প্রভু স্বপ্নাবেশে নিরখিয়া।
করিলেন স্তুতি সভে সুস্থির হইয়া ॥৩৭২
বিশ্বম্ভর চেষ্টা কিছু কহিল না হয়।
দেখিতে নিতাইচান্দে উৎকণ্ঠাতিশয় ॥৩৭৩
হরিদাস শ্রীবাস পণ্ডিতে কিছু কৈয়া।
নিত্যানন্দ অন্বেষণে দিল পাঠাইয়া ॥৩৭৪
হরিদাস শ্রীবাস সর্ব্বাংশে বিচক্ষণ।
নবদ্বীপে প্রতি ঘরে কৈল অন্বেষণ ॥৩৭৫
কোথাও না পাইয়া কহয়ে প্রভু পাশে।
শুনি প্রভু কহি কত মন্দ মন্দ হাসে ॥৩৭৬
প্রভুর এ ভঙ্গি কিছু অন্যে না জানিল।
নিত্যানন্দ পরম দুর্জ্ঞেয় জানাইল ॥৩৭৭
শোভাময় অপূর্ব্ব সুবেশে গৌরচন্দ্র।
প্রিয়গণ সঙ্গে চলে যথা নিত্যানন্দ ॥৩৭৮
মিলি নিত্যানন্দে রাখি শ্রীবাসের ঘরে।
এথা আসি বৈসে প্রভু উল্লাস অন্তরে ॥৩৭৯
শ্রীবাসের গৃহে হৈতে রামাই আসিয়া।
নিত্যানন্দ চেষ্টা কহে এথায় বসিয়া ॥৩৮০
পুন পুন পুছে প্রভু কহ তাঁর রীত।
প্রভু আগে কহে কিছু রামাই পণ্ডিত ॥৩৮১
কথো রাত্রে নিত্যানন্দ করিয়া হুঙ্কার।
ভাঙ্গি ফেলে দণ্ড কমণ্ডলু আপনার ॥৩৮২

শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর ঈষৎ হাসিয়ে।
শ্রীবাসের গৃহে গেলা এই পথ দিয়ে ॥৩৮৩
ওহে শ্রীনিবাস নিজ গৃহে যে কৌতুক।
তাহা কি বলিব সত্তে মোর এক মুখ ॥৩৮৪
এক দিন এই খানে প্রভু গৌররায়।
ভক্তগণ মধ্যে বৈসে বিহ্বল প্রেমায় ॥৩৮৫
কহি কত শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য আনিতে।
পাঠাইলা শান্তিপুরে শ্রীরাম পণ্ডিতে ॥৩৮৬
শান্তিপুরে অদ্বৈতের বাস যে প্রকারে।
শুন শ্রীনিবাস তাহা কহিয়ে তোমারে ॥৩৮৭
অদ্বৈতের পিতা পিতামহাদি বিখ্যাত।
বঙ্গে বাস পূর্ব্বে শান্তিপুরে গতায়াত ॥৩৮৮
বঙ্গদেশে শ্রীহট্ট নিকট নবগ্রাম।
সর্ব্বারাধ্য অদ্বৈতচন্দ্রের প্রিয় ধাম ॥৩৮৯
তথা রহে বিপ্র শ্রীকুবের মহাশয়।
মিশ্র পণ্ডিতাচার্য্য এ খ্যাতি তাঁর হয় ॥৩৯০
তেঁহো অদ্বৈতের পিতা তাঁর শুদ্ধ রীত।
সর্ব্ব প্রকারেতে যোগ্য সর্ব্বত্র বিদিত ॥৩৯১

তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াং
মহাদেবস্ত মিত্রং যঃ কুবেরো যক্ষকেশ্বরঃ।
কুবেরপণ্ডিতঃ সোঽপি জনকস্ত বিদাম্বরঃ ॥

নাভা নামে শ্রীকুবের মিশ্রের ঘরণী।
অতি পতিব্রতা জেঁহো অদ্বৈতজননী ॥৩৯২
পুত্রের কামনা পূর্ব্বে দোঁহার আছিল।
তাহা বৃদ্ধকালে নবগ্রামে পূর্ণ হৈল ॥৩৯৩
নবগ্রামে জন্মিলেন শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
জন্মকালে ভুবনে ব্যাপিল মহানন্দ ॥৩৯৪

গীতে মায়ূর

মাঘে শুক্লা তিথি, সপ্তমীতে অতি, উথলয়ে মহা আনন্দসিন্ধু।
নাভা গর্ভ ধন্য, করি অবতীর্ণ, হৈল শুভক্ষণে, অদ্বৈত ইন্দু॥
কুবের পণ্ডিত, হৈয়া হরষিত, নানা দান দ্বিজ দরিদ্রে দিয়া।
সূতিকা মন্দিরে, গিয়া ধীরে ধীরে, দেখি পুত্রমুখ জুড়ায় হিয়া ॥
নবগ্রামবাসী, লোক ধা'য়া আসি, পরস্পর কহে না দেখি হেন।
কিবা পুণ্য ফলে, মিশ্র বৃদ্ধকালে, পাইলেন পুত্র রতন যেন ॥
পুষ্প বরিষণ, করে সুরগণ, অলক্ষিত রীতি উপমা নহ।
জয় জয় ধ্বনি, ভরল অবনি, ভণে ঘনশ্যাম, মঙ্গল বহ ॥

পুনঃ ভূপালী

মাঘ সপ্তমী শুক্লপক্ষ শুভক্ষণ ক্ষণ ভূরি।
প্রকট প্রভু অদ্বৈতসুন্দর করল কলিমদ দূরি ॥
ধাই চলু সব লোক পৈঠি কুবের ভবন মাঝার।
বিপুল পুলক বিলোকি বালক দেত জয় জয়কার।
ভাটগণ ঘন ভণত যশ গায়ত শুণি মুদ মাতি।
সুঘর বাদক বৃন্দ বায়ত বাদ্য কত কত ভাতি।

করত নর্ত্তক নৃত্য উঘটত থৈতা তক তক থোন।
দাস নরহরি পহুঁক জনমহুঁবিলস বয়ণব কোন॥

ওহে শ্রীনিবাস অদ্বৈতের জন্মকালে।
শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ নাম উচ্চৈঃস্বরে বলে॥৩৯৫
অদ্বৈতের বাল্যলীলা অতি রসায়ন।
জন্মায়েন সভার সন্তোষ অনুক্ষণ॥৩৯৬
শ্রীকুবের নাভা গঙ্গাবাসের নিমিত্তে।
আইলেন শান্তিপুরে নবগ্রাম হৈতে॥৩৯৭
কুবেরপণ্ডিত নাভাদেবী পুত্র লৈয়া।
শান্তিপুরে রহে মহা উল্লাসিত হৈয়া॥৩৯৮
পুত্রে নানা শাস্ত্র করাইয়া অধ্যয়ন।
কথো দিনে দোঁহে হইলেন অদর্শন॥৩৯৯
অদ্বৈত ঈশ্বর মাতা পিতা অদর্শনে।
গয়াছলে গেলা সর্ব্ব তীর্থ পর্য্যটনে॥৪০০
বৃন্দাবনে কথো দিন কৃষ্ণে আরাধয়।
জানিলেন নবদ্বীপে প্রকট সময়॥৪০১
বৃন্দাবন হৈতে প্রভু করিয়া গমন।
গৌড়ে আসি কৈল গৌড় বঙ্গেতে ভ্রমণ॥৪০২
নবদ্বীপ হইয়া আইলা শান্তিপুরে।
দেখি শান্তিপুরবাসী উল্লাস অন্তরে॥৪০৩
পূর্ব্ব হৈতে অপূর্ব্ব আলয় করি দিল।
অদ্বৈত সেবার মতে নিযুক্ত হইল॥৪০৪

সর্ব্ব শাস্ত্রে অধ্যাপক অদ্বৈত আচার্য্য।
কে বুঝিতে পারে তাঁর অলৌকিক কার্য্য ॥৪০৫
শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য বিবাহ করাইতে।
বিশিষ্ট লোকের চেষ্টা হৈব ভাল মতে ॥৪০৬
সকলেই কৈলা বিবাহের আয়োজন।
তাহা জানিলেন প্রভু কুবের-নন্দন ॥৪০৭
করিতে বিবাহ অদ্বৈতের ইচ্ছা হৈল।
মন্দ মন্দ হাসি সভে অনুমতি দিল ॥৪০৮
সভে মহাহর্ষ হৈয়া গিয়া নিজ ঘরে।
জানাইল নৃসিংহ ভাদুড়ি বিপ্রবরে ॥৪০৯
ভাগ্যবন্ত নৃসিংহ বিপ্রের দুই কন্যা।
বিবাহের যোগ্যা রূপে গুণে মহাধন্যা ॥৪১০
নৃসিংহ ভাদুড়ি অতি উল্লাস অন্তরে।
দুই কন্যা সম্প্রদান কৈলা অদ্বৈতেরে ॥৪১১
অদ্বৈতের বিবাহে সুখের নাই অন্ত।
বহু অর্থ ব্যয় কৈল যত ভাগ্যবন্ত ॥৪১২
আচার্য্যের ভার্য্যা দুই জগৎ পূজিতা।
সর্ব্বত্র বিদিত নাম শ্রী আর শ্রীসীতা ॥৪১৩

তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াং
যোগমায়া ভগবতী গৃহিণী তস্য সাম্প্রতং।
সীতা রূপেণাবতীর্ণা শ্রীনাম্নী তৎপ্রকাশতঃ ॥

সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞাতা তুই অদ্বৈতস্বরূপী।
দোঁহার যে চেষ্টা তাহা কহিতে কি জানি ॥৪১৪
ঐছে রহে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতরায়।
করিলেন এক বাসস্থান নদীয়ায় ॥৪১৫
প্রায় শ্রীবাসের গৃহে অদ্বৈতের স্থিতি।
কৃষ্ণরসাস্বাদে না জানয়ে দিবারাতি ॥৪১৬
কভু শান্তিপুরে কভু রহে নদীয়ায়।
কৃষ্ণ বিনা কথোদিন উদ্বেগে গোঙায় ॥৪১৭
কৃষ্ণে আরাধয়ে সদা অশেষপ্রকারে।
হইলা প্রকট কৃষ্ণ অদ্বৈতহুঙ্কারে ॥৪১৮
প্রভুর অদ্ভুত লীলা দেখে নদীয়ায়।
না করয়ে ব্যক্ত, সভে প্রকারে জানায় ॥৪১৯
প্রভু প্রকাশিয়া পূজি উল্লাস অন্তরে।
কত মনোরথ করি গেলা শান্তিপুরে ॥৪২০
শ্রীরামপণ্ডিত গিয়া প্রভুর আজ্ঞায়।
প্রভু যে কহিল তাহা কহিল তাঁহায় ॥৪২১
হইয়া বিহ্বল শ্রীঅদ্বৈত প্রেমাবেশে।
যে যে কথা কহয়ে তা কহিতে না আইসে ॥৪২২
অদ্বৈতভবনে মহানন্দ উথলিল।
প্রভুপূজাদ্রব্য সীতাদেবী সজ্জ কৈল ॥৪২৩
অদ্বৈতের যে কৌতুক কহনে না যায়।
গোষ্ঠীসহ অদ্বৈত আইসে নদীয়ায় ॥৪২৪

অদ্বৈত আইসে জানি প্রভু গৌরহরি।
এপথে শ্রীবাসগৃহে গেলা শীঘ্র করি ॥৪২৫
ভক্তগোষ্ঠীসহিতে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর।
নিজগৃহে সঙ্কীর্ত্তনে মগ্ন নিরন্তর ॥৪২৬
এথা সঙ্কীর্ত্তনানন্দে স্থির নাহি বান্ধে।
'পুণ্ডরীকবিদ্যানিধি' বলি প্রভু কান্দে ॥৪২৭
ক্ষণে 'বাপ' ক্ষণে 'বন্ধু' বলিয়া কান্দয়।
পুণ্ডরীকবিদ্যানিধি প্রিয় অতিশয় ॥৪২৮
সর্ব্বমতে শ্রেষ্ঠ তাঁর বাস বঙ্গদেশে।
চক্রশালা-নামে গ্রাম চাটিগ্রাম-পাশে ॥৪২৯
মধ্যেমধ্যে শ্রীনবদ্বীপেও স্থিতি হয়।
নবদ্বীপে আছে তাঁর অপূর্ব্ব আলয় ॥৪৩০
তেঁহ মহাবৈষ্ণব, চিনিতে সাধ্য কার।
দেখিলে বিষয়ী-জ্ঞান হয় ত সভার ॥৪৩১
ওহে শ্রীনিবাস গৌরচন্দ্র নিজমুখে।
কহিতে চরিত্র তাঁর ভাসে মহাসুখে ॥৪৩২
প্রভু-আকর্ষণে তেঁহো আইলা নদীয়ায়।
রাত্রিযোগে আসি মিলে প্রভুরে এথায় ॥৪৩৩
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈলা প্রভুরে দেখিয়া।
ভাসয়ে নেত্রের জলে চেতন পাইয়া ॥৪৩৪
করয়ে যতেক খেদ যে দৈন্য প্রকাশে।
দেখিতে সে দশা সভে নেত্রজলে ভাসে ॥৪৩৫

বিদ্যানিধিগোসাঞিরে প্রভু বক্ষে ধরি।
হইলেন যৈছে তাহা কহিতে না পারি ॥৪৩৬
সভারে কহয়ে প্রভু উল্লাস হইয়া—।
দেখিলাম প্রেমনিধি নয়ন ভরিয়া ॥৪৩৭
ঐছে কত কহি প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
নেত্রজলে সিঞ্চে বিদ্যানিধিকলেবর ॥৪৩৮
বিদ্যানিধি প্রেমায় বিহ্বল অনিবার।
প্রভুর ইচ্ছায় বাহ্যজ্ঞান হৈল তাঁর ॥৪৩৯
তখন প্রণমে প্রভু চিনি আপনার।
শ্রীঅদ্বৈতআচার্য্যে করিল নমস্কার ॥৪৪০
যথাযোগ্য মিলন হইল ভক্তসনে।
পাইলেন পরম আনন্দ ভক্তগণে ॥৪৪১
ক্ষণেকেই প্রেমভক্তি আবির্ভাব হৈতে।
হইল যেপ্রকার তাহা না আসে কহিতে ॥৪৪২
বিদ্যানিধি মহানন্দে হইয়া বিদায়।
এইপথে গেলা তেঁহ আপনবাসায় ॥৪৪৩
ওহে শ্রীনিবাস একদিন শচীমাতা।
দেখিল যে স্বপ্ন তাহা কহয়ে পুত্রে এথা ॥৪৪৪
পুত্রপানে চাহি আই কহে স্নেহাবেশে—।
শুন বাপ স্বপ্নে যা দেখিলু নিশিশেষে ॥৪৪৫
তুমি আর নিত্যানন্দ কলহ করিয়া।
বিষ্ণুঘরে গেলা পঞ্চবর্ষের হইয়া ॥৪৪৬

ঘরের ভিতরে দেখিলাম চারিজন।
তুমি নিত্যানন্দ কৃষ্ণ রোহিণীনন্দন ॥৪৪৭
তথা নিত্যানন্দ কৃষ্ণহস্তে হস্ত দিলা।
বলরামহস্তে তুমি হস্ত আরোপিলা ॥৪৪৮
ঐছে ঘরে হৈতে বাহির হৈয়া চারিজনে।
কৈলা কত কলহ আমার বিগুমানে ॥৪৪৯
নানা দ্রব্য কাড়াকাড়ি করিয়া খাইলা।
নিত্যানন্দ 'মা' বলিয়া মোর আগে আইলা ॥৪৫০
মোরে কহে—ক্ষুধা হৈল অন্ন দেহ মাতা।
নিদ্রাভঙ্গ হৈল মোর শুনি এই কথা ॥৪৫১
জাগিয়া দেখিলু নিশিপ্রভাতসময়।
কিছু না বুঝিয়ে মোর মনে কত হয় ॥৪৫২
শুনি মহানন্দে প্রভু মন্দমন্দ হাসে।
কহি কত মায়ে পুন কহে মৃদু-ভাষে— ॥৪৫৩
অগু নিত্যানন্দে এথা করাহ ভোজন।
শুনি জননীর অতি উল্লসিত মন ॥৪৫৪
ভিক্ষার সামগ্রী শচী শীঘ্র সজ্জ কৈলা।
নিত্যানন্দে প্রভু মহানন্দে লৈয়া আইলা ॥৪৫৫
এইখানে আসিয়া বসিলা দুইজন।
এথা বৈসে গদাধর-আদি আপ্তগণ ॥৪৫৬
ওহে শ্রীনিবাস সে অপূর্ব্ব শোভা হেরি।
চরণ ধুইতে জল দিলু শীঘ্র করি ॥৪৫৭

করয়ে ভোজন দোঁহে বসিয়া এথাই।
শ্যাম-শুক্ল-রূপ নিরিখয়ে শচী আই ॥৪৫৮
দোঁহার অদ্ভুত শোভা বারেক চাহিতে।
প্রেমায় বিহ্বল আই নারে স্থির হৈতে ॥৪৫৯
শ্রীশচীদেবীর যৈছে প্রেমের বিকার।
কহিতে না জানি যৈছে ভোজন দোঁহার ॥৪৬০
ভোজন করিয়া দোঁহে বসিলা এথায়।
স্থান পরিস্কার মুই করিল ত্বরায় ॥৪৬১
পত্র-অবশেষ হর্ষে লইলু সকল।
সে সব ভাবিতে হিয়া হইছে বিকল ॥৪৬২
নিত্যানন্দে লৈয়া গৌরচন্দ্র গণ-সনে।
এথা হৈলা পরম বিহ্বল সঙ্কীর্ত্তনে ॥৪৬৩
এথা বিশ্বম্ভর আপনারে প্রকাশয়।
মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহ-বামন-আদি হয় ॥৪৬৪
যখন যে ভাবে প্রভু আপনা প্রকাশে।
তখন তা দেখে মাত্র প্রভুপ্রিয়দাসে ॥৪৬৫
শিবের গায়ক এক আসিয়া এথায়।
গায় শিব-গীত, নাচে, ডমরু বাজায় ॥৪৬৬
মহেশের ভাবে প্রভু ধৈর্য্য নাই বান্ধে।
'মুই সে মহেশ' বলি চড়ে তার কান্ধে ॥৪৬৭

গীতে যথা মালবশ্রী

আজু শঙ্করচরিত শুনি শচীনন্দন শঙ্কর ভেল।

রজতগিরি জিতি, জ্যোতি ঝগমগ,
জগত-ধৃতি হরি নেল ॥১৯
ভসমভূষিত, অঙ্গভঙ্গিম, অনঙ্গমদভরহরি।
রুচির কর গহি, শৃঙ্গ বায়ত, ডমরুরব রুচিকারী ॥
লোল ললিত, ত্রিলোচনাঞ্চল, লসত বয়ান-ময়ঙ্ক।
গণ্ডমণ্ডল, বিমল মৃদুতর, ভাল ভুরুযুগ বঙ্ক ॥
বিপুল-পন্নগ, ভূষণাম্বর, চরম পরম উজোর।
শিরসি মঞ্জু, জটা-লপট-ভর, পেখি নরহরি ভোর ॥

মহেশ-আবেশ প্রভু সম্বরণ কৈলা।
সে ভাগ্যবন্তের স্কন্ধ হইতে নামিলা ॥৪৬৮
ঐছে ভিক্ষা দিলা তারে প্রভু দয়াময়।
পুন আর ভিক্ষা যেন করিতে না হয় ॥৪৬৯
এথা প্রভু আনন্দে লইয়া প্রিয়গণ।
করিল নির্ব্বন্ধ রাত্রিযোগে সঙ্কীর্ত্তন ॥৪৭০
কভু কুন স্থানে করে কীর্ত্তনবিহার।
সঙ্গে পারিষদ যত লেখা নাই তার ॥৪৭১

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে (মধ্যখণ্ড, ৮ম অধ্যায়)

"শ্রীবাসমন্দিরে প্রতিনিশায় কীর্ত্তন।
কুন দিন হয় চন্দ্রশেখরভবন ॥
নিত্যানন্দ গদাধর অদ্বৈত শ্রীবাস।
বিদ্যানিধি মুরারি হিরণ্য হরিদাস ॥

গঙ্গাদাস বনমালী বিজয় নন্দন।
জগদানন্দ বুদ্ধিমন্তখান নারায়ণ॥
কাশীশ্বর বাসুদেব রাম গরুড়াই।
গোবিন্দ গোবিন্দানন্দ সকল তথাই॥
গোপীনাথ জগদীশ শ্রীমান্ শ্রীধর।
সদাশিব বক্রেশ্বর শ্রীগর্ভ শুক্লাম্বর॥
ব্রহ্মানন্দ পুরুষোত্তমসঞ্জয়াদি যত।
অনন্ত চৈতন্যভৃত্য নাম জানি কত॥”

সেসব সহিত একদিন এ অঙ্গনে।
দিবানিশি বিহ্বল হইলা সঙ্কীর্ত্তনে॥৪৭২
দেবের দুর্ল্লভ নৃত্য করে গৌরহরি।
সে সুবেশ শোভা সভে দেখে নেত্র ভরি॥৪৭৩

গীতে যথা শ্রীরাগ

চম্পককুসুম, কনক নব কুঙ্কুম,
তড়িতপুঞ্জ জিনি বরণ উজোর।
ঝলমল মনমথ-, ফান্দ চান্দমুখ,
মধুরিম অধরে হাস অতি থোর॥
জয়জয় গৌর-, নটন জনরঞ্জন,
বলি-কলি-কাল-, গরবভর-ভঞ্জন॥ধ্রু॥
বহু পুলককুল-, বলিত কলেবর,
গরগর নিরত ভরল, নহ থির।
গদগদ ভাষ, অবশ নিশিবাসর,
ঝরঝর ঝরঝরনয়নে ভর নীর।

নিরুপম চারু, চরিত করুণাময়,
পতিতবন্ধু যশ বিশদ বিথার।
ভণ ঘনশ্যাম, ভাগ ভূয়স রস-
বিতরণ লাগি ললিত অবতার ॥

পুনঃ কর্ণাট ॥

নাচত ভুবন-মন-মোহন,
চম্পক কনক কঞ্জ জিনি বরণা।
সুবলনি তনু মৃদু, মলয়জ-রঞ্জিত,
পহিরণ চীন বসন ঘন-কিরণা ॥
হিমকর-নিকর, নিন্দি মধু-আনন,
হাসত মধুর সুধা যনু ঝরঈ।
ভুরুযুগ ভৃঙ্গ, পাঁতি লস লোচন,
ডগমগ অরুণা [illegible] হরঈ ॥
দোলত মণিময়, হার [illegible],
টলমল কু[illegible] ঝ[illegible] শ্রবণে।
চাঁচর-চিকুর-ভাঙ্গ-ভা[illegible]
বিলুলিত [illegible]-ভার যনু পবনে ॥
অভিনয় ললিত, ক[illegible]-কিশলয়ে,
কত শত তাল ধরত পগ-ধরণে।
নরহরি পরম-উলস যশ গায়ত,
শোভা বিপুল কোন কবি বরণে ॥

পুনঃ সোমরাগঃ ॥

নাচত গোর সুরুবরসে ভোর।

কনক-ধরাধর, গরব-বিভঞ্জন,
ঝলকত অঙ্গ অতনু-চিত-চোর ॥ধ্রু॥
হাসত মৃদুমৃদু, বদনচান্দ-ছবি,
নাশত ঘোর কলুষ আঁধিয়ার।
ধরইতে তাল, তরল পদপঙ্কজ,
কম্পই ধরণি সহই নাহি ভার ॥
তরুণ অরুণ যুগ, লোচন ডগমগ,
অবিরল বিপুল পুলককুল সাজি।
গরজত সঘন, সিংহ জিনি বিক্রম,
বলি কলিকাল বিপুল ভয়ে ভাজি॥
ভেদত গগন গানে প্রিয় পরিকর,
বায়ত খোল ললিত করতাল।
মাতল অখিল, লোক ভণ নরহরি,
ভুবন ভরল যশ বিশদ বিশাল ॥

পুনঃ আত্মপঞ্চক ॥

নিরুপম হেমজ্যোতি জিতি বরণা।
সঙ্গীত-রঞ্জিত-রঞ্জিত-চরণা ॥
নাচত গৌরচন্দ্র গুণমণিয়া।
চৌদিগে হরিহরিধ্বনি ধনি ধনিয়া ॥ধ্রু॥
শরদচন্দ্র জিনি সুন্দর বয়না।
অহর্নিশি প্রেম-নিঝরে ঝরু নয়না ॥
বিপুল-পুলক-পরিপূরিত-দেহা।
নিজরসে ভাসি না পায়ত থেহা ॥

জগ ভরি পূরল এ হেন আনন্দা।
মহি-মাহা বঞ্চিত দাস গোবিন্দা ॥

ওহে শ্রীনিবাস প্রভু আপনভবনে।
যে ভাব প্রকাশে তা বর্ণিব কুন জনে ॥৪৭৪
আই মহা বিহ্বল হইয়া এইখানে।
নেত্রজলে সিক্ত হইলেন সঙ্কীর্ত্তনে ॥৪৭৫
প্রিয়গণ-সহ প্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া।
শ্রীবাস-আলয়ে গেলা এইপথ দিয়া ॥৪৭৬
সঙ্কীর্ত্তনাবেশে রহি শ্রীবাসভবনে।
এথা আসি বৈসে প্রভু রজনী-বিহানে ॥৪৭৭
পরম অদ্ভুত শোভা দেখি নেত্র ভরি।
যে আজ্ঞা করিল তা করিলু শীঘ্র করি ॥৪৭৮
কে বুঝিতে পারে গৌরচরিত্র গভীর।
সঙ্কীর্ত্তন বিনা তিলার্দ্ধেক নহে থির ॥৪৭৯
অপরাহ্নকালে প্রভু সঙ্কীর্ত্তনরঙ্গে।
এইপথে গঙ্গাতীরে গেলা গণ-সঙ্গে ॥৪৮০
গঙ্গাতীরে সঙ্কীর্ত্তনানন্দে মগ্ন হৈয়া।
গণ-সহ আইলা গৃহে এই পথ দিয়া ॥৪৮১
যে-ভাব-আবেশে সঙ্কীর্ত্তন এইখানে।
তাহা দেখিলেন এথা রহি ভাগ্যবানে ॥৪৮২
শ্রীগৌরচন্দ্রের শোভা ভুবনমোহন।
পরম অদ্ভুত রঙ্গে করয়ে নর্ত্তন ॥৪৮৩

গীতে যথা ধানশী ॥

ভাল রঙ্গে নাচে মোর শচীর দুলাল।
সব অঙ্গে চন্দন, দোলয়ে বনমাল ॥
বিশাল হৃদয়ে গজ-মুকুতার হার।
পদতলে তাল উঠে নূপুরঝঙ্কার ॥
ছন্দ-বিছন্দে কত জানে অঙ্গ-ভঙ্গি।
নদীয়া-নগরে নাই এত বড় রঙ্গী ॥
কিন্নর করয়ে শিক্ষা শুনি মৃদু গান।
গন্ধর্ব্ব তাণ্ডব হেরি ধরয়ে ধিয়ান ॥
পঙ্কজ সঙ্কোচ পায় দেখিয়া নয়নে।
হাসিতে বিজুরি-ছটা পড়য়ে দশনে ॥
বাঁধুলী জিনিয়া রাঙ্গা ওটখানি-হাস*।
ও রূপ হেরিয়া কান্দে বলরামদাস ॥

ওহে শ্রীনিবাস প্রভু কীর্ত্তন-আবেশে।
কহিতে না জানি কিছু যে ভাব প্রকাশে ॥৪৮৪
একদিন কি আনন্দ উপজিল মনে।
এইপথে গেলা একা শ্রীবাস-ভবনে ॥৪৮৫
সাতপ্রহরিয়াভাবে বিলসি তথায়।
এইপথে আইলা নিজালয়ে গৌররায় ॥৪৮৬
এই পুষ্পবাটিমধ্যে প্রিয়গণ-সনে।
হইলা বিহ্বল কৃষ্ণ-কথা-আলাপনে ॥৪৮৭

* অট্টঅট্ট হাস্য।

কি বলিব শ্রীনিবাস দেখিলু যে সুখ।
সে-সব ভাবিতে এবে বিদরিছে বুক ॥৪৮৮
একদিন এইঘরে প্রভু বিশ্বম্ভর।
অপূর্ব্ব আসনে বৈসে উল্লাস-অন্তর ॥ ৮৯
নিজপ্রাণনাথ-পাশে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া।
তাম্বূল যোগান, প্রভু খায়েন হাসিয়া ॥৪৯০
হেনই সময়ে নিত্যানন্দ ভাবাবেশে।
চলিতেচলিতে আইলা প্রভুর আবাসে ॥৪৯১
দেখি প্রেমে বিহ্বল নিতাই দিগম্বর।
তাঁরে বস্ত্র আপনে পরান বিশ্বম্ভর ॥৪৯২
দেখি এ চরিত্র আই হাসে মনেমনে।
নিত্যানন্দে বিশ্বরূপ-পুত্র-সম জানে ॥৪৯৩
নিত্যানন্দে দিল চারি সন্দেশ খাইতে।
খাইল সন্দেশ মহাকৌতুক তাহাতে ॥৪৯৪
নিত্যানন্দ-ভাবাবেশ বুঝনে না যায়।
প্রভুসহ কত কথা রহিয়া এথায় ॥৪৯৫
শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীকৌপীন একখানি।
চাহিয়া নিলেন গৌরচন্দ্র গুণমণি ॥৪৯৬
সে কৌপীন খণ্ডখণ্ড করি গৌররায়।
দিলেন সভারে, সভে ধরিল মাথায় ॥৪৯৭
শ্রীগৌরসুন্দর প্রেমে বিহ্বল হইলা।
নিত্যানন্দপাদোদক সভে খাওয়াইলা ॥৪৯৮

কৌপীনধারণ আর পাদোদকপানে।
যে প্রেমে বিহ্বল তা কহিতে কে বা জানে ॥৪৯৯
সঙ্কীর্ত্তনসুখের সমুদ্র উথলিল।
গণসহ প্রভু নৃত্যে বিহ্বল হইল ॥৫০০

গীতে যথা দেশপাল ॥

নৃত্যত গৌরচন্দ্র জনরঞ্জন, নিত্যানন্দ বিপদভয়ভঞ্জন,
নয়ন জিতি নবনব খঞ্জন, চাহনি মনমথগরব হরে।
কত দুঁহু তনু কনকধরাধর, নটন-ঘটন পগ ধরত ধরণিপর,
হাসমিলিত মুখ লখত সুধাকর,
উচরি বচন জনু অমিয় ঝরে ॥
শোভা নিরুপম ভণত ন আয়ত, বেষ্টিত পরিকর-
গণ গুণ গায়ত, মধুরমধুর মৃদু মর্দ্দল
বায়ত, ধাধা ধিগি ধিগি ধিকট ধিলঙ্গ।
গণসহ সুরগণ গগনপথগত, ঘনঘন সরস
কুসুমবর বরখত, জয়জয়জয়ধ্বনি ভুবন বিয়াপত,
নরহরি কহব কি প্রেমতরঙ্গ ॥

পুনঃ কামোদ ॥

আজু কি আনন্দ সঙ্কীর্ত্তনে।
নাচে গৌর নিত্যানন্দ, পরম-আনন্দকন্দ,
প্রিয়পারিষদবৃন্দসনে।
নাচে বোলে ভালভাল, বাজে খোল-করতাল,
সভে মহা বিহ্বল প্রেমায় ॥

নদীর প্রবাহ পারা, সভার নয়নে ধারা,
কেহকেহ পড়ে কারু গায়।
কেহ বা পুলকভরে, হুঙ্কার-গর্জ্জন করে,
কাঁপে কেহ থির হৈতে নারে॥
কেহ কারু পানে চা'য়া, দুইবাহু পসারিয়া,
কোলে করি ছাড়িতে না পারে।
কেহ কারু পায় ধ'রে, পদধূলি লয় শিরে,
কেহ ভূমে পড়ি গড়ি যায়॥
প্রভু-ভৃত্য একরীতি, দেখি নরহরি অতি,
আনন্দে প্রভুর গুণ গায়॥

যখন যে প্রভুর আবেশ ভক্তমেলে।
তখন সেরূপ ক্রীড়া করে কুতূহলে॥৫০১
একদিন প্রভু একা বসি দিব্যাসনে।
সকরুণ-নেত্রে নিরিখয়ে চারিপানে॥৫০২
প্রিয় নিত্যানন্দ-হরিদাসে কহে—যাহ।
শ্রীকৃষ্ণ ভজিতে আজ্ঞা সর্ব্বত্র জানাহ॥৫০৩
প্রভু-আজ্ঞা লৈয়া দোঁহে গেলা এইপথে।
দোঁহার আনন্দ যত কে পারে কহিতে॥৫০৪
সর্ব্বত্র কহিয়া তা প্রভুরে জানাইলা।
সভা-সহ প্রভু দস্যে উদ্ধারিয়া নিলা॥৫০৫
স্বগণে বেষ্টিত প্রভু বসিলা এথাই।
স্তুতি কৈল দস্যু দুই জগাইমাধাই॥৫০৬

জগাইমাধাই দুইজনে দেখিবারে।
বিষ্ণুপ্রিয়া-সহ আই বৈসে এইঘরে ॥৫০৭
গেহে শ্রীনিবাস গৌরচন্দ্র এইখানে।
সভা-সহ বিহ্বল নাচয়ে সঙ্কীর্ত্তনে ॥৫০৮

গীতে যথা ধানশী ॥

নাচে শচীর দুলাল রঙ্গে।
অদ্বৈত-নিতাই-গদাধর-শ্রীবাসাদি পরিকর সঙ্গে ॥
অঙ্গভঙ্গি কি মধুর ছান্দে।
পদভরে মহী করে টলমল কে তাহে ধৈরয বান্ধে ॥
নানা তালে দিয়া করতালী।
গোবিন্দ মাধব বাসু যশ গায় চৌদিগে শোভয়ে ভালি ॥
গোরাচান্দ মুখে হরি বোলে।
জগাইমাধাই দোঁহে হেরি বাহু পসারি করয়ে কোলে ॥
গোরাচান্দের পরশ পা'য়া।
জগাইমাধাই নাচে ভুজ তুলি ভাবেতে বিহ্বল হৈয়া ॥
দোঁহে লোটায় ধরণিতলে।
কাঁপে তনু অনুপম পুলকিত তিতয়ে আঁখের জলে ॥
গোরা-করুণা-প্রকাশ দেখি।
নাচে সুরগণ গগনেতে রহি সঘনে জুড়ায় আঁখি ॥
কে না ধায় সে করুণা-আশে।
জয়জয়ধ্বনি অবনি ভরল ভণে ঘনশ্যামদাসে ॥
প্রভুনৃত্য দেখি সর্ব্বে হৈলা বিমোহিত।
বধূসহ আই দেখি হৈলা হরষিত ॥৫০৮

সঙ্কীর্ত্তনাবেশে প্রভু লৈয়া পরিকরে।
গঙ্গায় করিয়া জলক্রীড়া আইলা ঘরে ॥৫০৯
চরণ পাখালি তুলসীরে প্রণমিয়ে।
ভুঞ্জে বিষ্ণুপ্রসাদান্ন এ-ঘরে বসিয়ে ॥৫১০
ভক্ষণাদি সারি এথা করিলা শয়ন।
অলক্ষিত আসিয়া সেবিল দেবগণ ॥৫১১
প্রভুর এ লীলা বা বুঝিব কুন জনে।
দেখিলু যে-সব তা সদাই জাগে মনে ॥৫১২
একদিন প্রভু শ্রীবাসের বাড়ি গেলা।
তাঁর শাশুড়ীরে কৃপা করি ঘরে আইলা ॥৫১৩
একদিন প্রভু এইপথে গণ-সনে।
সঙ্কীর্ত্তনাবেশে চলে নগরভ্রমণে ॥৫১৪
নগর ভ্রমিয়া প্রভু উল্লাস-হিয়ায়।
গণ-সহ গৃহে আসি বৈসয়ে এথায় ॥৫১৫
কে বুঝে চরিত্র, প্রভু কহে সর্ব্বজনে—।
প্রেমশূন্য দেহ ত্যাগ করিব এখনে ।৫১৬
ইহা বলি গঙ্গায় পড়য়ে ঝাঁপ দিয়া।
নিত্যানন্দ হরিদাস আনয়ে তুলিয়া ॥৫১৭
ইথে যে কৌতুক তাহা কে কহিতে পারে।
সঙ্কীর্ত্তনসুখে প্রভু সদাই বিহরে ॥৫১৮
এই দেখ বাড়ির নিকট রম্যস্থানে।
হইলেন পরম বিহ্বল সঙ্কীর্ত্তনে ॥৫১৯

গীতে যথা বঙ্গাল ॥

নাচত গৌরচন্দ্র গুণধাম।

ঝলকত অঙ্গ-কিরণ মনরঞ্জন
কনকমেরু দূরে দামিনী-দাম ॥ধ্রু॥

বন্ধুর বদন মদন-মদ-মরদন,
মধুরিম হাস যুবতি-ধৃতি-হারি।

শ্রুতি জিতি তরুণ অরুণ মণিকুণ্ডল,
টলমল নয়নযুগল ছবি ভারি ॥

চাঁচর চিকণ কেশ কুসুমাঙ্কিত,
চপল চারু উরে মণ্ডিত মাল।

অভিনব বাহু-ভঙ্গিভর নিরুপম,
ধরত চরণতলে সুললিত তাল ॥

পহুঁ চহু পাশ লসত প্রিয় পরিকর,
গায়ত মধুর রাগ রস মাতি।

উলসিত সকল ভুবন ভণ নরহরি,
বায়ত খোল ধমক বহুভাঁতি ॥

পুনর্বেলাবলী ॥

নাচত গৌরচন্দ্র নটভূপ।

মনমথ-লাখ-গরবভর ভঞ্জন-
অখিল-ভুবন-জনরঞ্জন-রূপ ॥ধ্রু॥

অবিরত অতুল-ভাবভরে গরগর,
গরজত অতি অদভুত রুচিকারী।

মঙ্গলময় পদ ধরত ধরণীপর
করত ভঙ্গি ভুজযুগল পসারি ॥

হাসত মধুর অধর-মৃদু-লাবনি,
শরদচান্দ জিনি বদন-বিলাস।
টলমল-অরুণকমলদল-লোচন-,
কোনে করত কত রস পরকাশ॥
গায়ত মধুর ভকতগণ নবনব,
কিন্নরনিকর-দরপ করু চুর।
উথলল প্রেমসিন্ধু মহী ভাসল,
নরহরি কুমতি পরশ রহু দূর॥

সঙ্কীর্ত্তনাবেশে এথা শচীর তনয়।
সদাশিব-বুদ্ধিমন্তখানে ডাকি কয়— ॥৫২০
আজি চন্দ্রশেখরাচার্য্যের গৃহে গিয়া।
লক্ষ্মী-আদি-বেশেতে নাচিব সভে লৈয়া ॥৫২১
শঙ্খ শাড়ী কাঁচুলী স্বর্ণাদি অলঙ্কার।
যোগাযোগ্য বেশ সজ্জ করহ সভার ॥৫২২
এত কহি গৌরচন্দ্র প্রিয়গণ-সনে।
এইপথে গেলা চন্দ্রশেখর-ভবনে ॥৫২৩
তথা নানা বেশে নৃত্য করি বিশ্বম্ভর।
এথা আসি বসিলা বেষ্টিত পরিকর ॥৫২৩
শ্রীগৌরচন্দ্রের রঙ্গ কে বুঝিতে পারে।
ভক্ত-সঙ্গে বিহরয়ে বিবিধপ্রকারে ॥৫২৪
অদ্বৈতেরে গুরুভক্তি করে গৌররায়।
তাহাতে অদ্বৈতাচার্য্য মহাদুঃখ পায় ॥৫২৫

অদ্বৈতের মনে হৈল—ঐছে কার্য্য করি।
যাতে মোর শাস্তি প্রভু করে চুলে ধরি ॥৫২৬
এত বিচারিয়া হরিদাসে লৈয়া সঙ্গে।
কুন ছলে বিদায় হইয়া চলে রঙ্গে ॥৫২৭
প্রভু-ক্রোধ জন্মাইতে উপায় সৃজিল।
ভক্তি ছাড়ি জ্ঞান শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা আরম্ভিল ॥৫২৮
নিজগৃহে বসি দিব্য পীঁড়ার উপরে।
মহাদর্পে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ বুঝায় সভারে ॥৫২৯
অদ্বৈতাচার্য্যের ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলে।
পরস্পর কহে কত রহিয়া বিরলে ॥৫৩০
সীতাদেবী শ্রীঠাকুরাণীর প্রতি কয়—।
না বুঝিয়ে এবা কোন্ রঙ্গ প্রকাশয় ॥৫৩১
অবশ্য হইব এথা প্রভুর গমন।
এত কহি করয়ে সামগ্রী আয়োজন ॥৫৩২
সকল জানএ অন্তর্যামী গৌরচন্দ্র।
এইখানে বসিয়া হাসএ মন্দমন্দ ॥৫৩৩
অদ্বৈত-সঙ্কল্পসিদ্ধি করিবার তরে।
নগর-ভ্রমণ-ছলে চলে শান্তিপুরে ॥৫৩৪
সঙ্গে নিত্যানন্দ, গতি অদ্ভুত দোঁহার।
দেখি সে মাধুর্য্য ধৈর্য্য ধরে শক্তি কার্ ॥৫৩৫
ললিতপুরেতে কৃপা করি সন্ন্যাসীরে।
গঙ্গাপথে দোঁহে শীঘ্র গেলা শান্তিপুরে ॥৫৩৬

অদ্বৈতআচার্য্য প্রভু-গমন জানিয়া।
জ্ঞান শ্রেষ্ঠ বাখানে অধিক মত্ত হৈয়া ॥৫৩৭
অদ্বৈত-আলয়ে প্রভু করিলা গমন।
অচ্যুতানন্দাদি বন্দে প্রভুর চরণ ॥৫৩৮
সভা প্রতি শুভদৃষ্টি করি গৌরচন্দ্র।
অদ্বৈত-সম্মুখে গেলা সঙ্গে নিত্যানন্দ ॥৫৩৯
প্রভু-ক্রোধে অদ্বৈতআচার্য্যে জিজ্ঞাসয়—।
জ্ঞান ভক্তি হৈতে শ্রেষ্ঠ কহ কেবা হয় ॥৫৪০
'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান হয়' অদ্বৈত কহিলা।
শুনি মহাক্রোধে প্রভু বাহ্য পাসরিলা ॥৫৪১
মহাবলবান্ প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
লাফ দিয়া উঠে শীঘ্র পীঁড়ার উপর ॥৫৪২
অদ্বৈতের চুলে ধরি পাড়ে উঠানেতে।
অদ্বৈতে কিলায় সুকোমল দুইহাতে ॥৫৪৩
সর্ব্বতত্ত্ব-জ্ঞাতা সীতা জগতজননী।
ব্যগ্রতা করএ কত কহে মৃদু বাণী ॥৫৪৪
হরিদাস ত্রাসেতে রহএ একপাশে।
নিত্যানন্দ রঙ্গে অতি মন্দমন্দ হাসে ॥৫৪৫
প্রভু ক্রোধে গর্জ্জিয়া ঐশ্বর্য্য প্রকাশিল।
শাস্তি পাই অদ্বৈতের আনন্দ বাড়িল ॥৫৪৬
হাথে তালি দিয়া নাচে শ্রীঅদ্বৈতরায়।
প্রভুর চরণধূলি ধরএ মাথায় ॥৫৪৭

অদ্বৈত কহিল কত শুনি গৌরহরি।
করএ ক্রন্দন অদ্বৈতেরে কোলে করি ॥৫৪৮
নিত্যানন্দ হরিদাস করএ ক্রন্দন।
কান্দএ অদ্বৈত-সীতা-আদি প্রিয়গণ ॥৫৪৯
অদ্বৈততনয় শ্রীঅচ্যুতানন্দ কান্দে।
অদ্বৈতভবনে কেহ থির নাই বান্ধে ॥৫৫০
অদ্বৈত করিল স্তুতি, প্রভু বর দিল।
মহা জয়জয়ধ্বনি ভবন ভরিল ॥৫৫১
অদ্বৈতের গৃহে হৈল প্রভুর ভোজন।
ছড়াইলা অন্ন পদ্মাবতীর নন্দন ॥৫৫২
কিছুদিন রহি প্রভু অদ্বৈতভবনে।
নবদ্বীপে আসে প্রভু উল্লসিতমনে ॥৫৫৩
জ্ঞানযোগপ্রসঙ্গে কহিএ কিছু আর।
অদ্বৈত-অন্তর বুঝে ঐছে শক্তি কার্ ॥৫৫৪
অদ্বৈতাচার্য্যের শাখা শঙ্কর-নামেতে।
জ্ঞানপক্ষে তাঁর নিষ্ঠা হৈল ভালমতে ॥৫৫৫
অদ্বৈত শঙ্করপ্রতি কহে বারেবারে—।
মনোরথসিদ্ধি মুই কৈলু এপ্রকারে ॥৫৫৬
ছাড়ছাড় ওরেরে পাগল! নষ্ট হৈলা।
তেহোঁ না ছাড়ে তারে অদ্বৈত ত্যাগ কৈলা ॥৫৫৭
মহাবহির্মুখ বীজ করিল রোপণ।
ক্রমে বৃদ্ধি হইব জানিল বিজ্ঞগণ ॥৫৫৮

নিত্যানন্দাদ্বৈত হরিদাস প্রভু-সঙ্গে।
শান্তিপুর হইতে নদীয়ায় আইলা রঙ্গে ॥৫৫৯
নিজগৃহে আসি প্রভু বসিলা এথায়।
প্রভুকে দেখিতে লোক চতুর্দ্দিকে ধায় ॥৫৬০
শ্রীবাস-মুকুন্দ-বক্রেশ্বর-আদি যত।
হইলেন সভে সঙ্কীর্ত্তনে উনমত ॥৫৬১
সঙ্কীর্ত্তনসুখের সমুদ্রে প্রভু ভাসে।
এইপথ দিয়া গেলা শ্রীবাস-আবাসে ॥৫৬২
শ্রীবাসের ঘরে সুখ প্রকাশি আসিয়া।
মুরারির ঘরে গেলা এইপথ দিয়া ॥৫৬৩
তথা হৈতে আসি এথা বৈসে বিশ্বম্ভর।
চতুর্দ্দিকে শোভএ সকল পরিকর ॥৫৬৪
অদ্ভুত ভঙ্গিতে প্রভু কহে প্রিয়গণে—।
অপরাধ কৈলা মাতা অদ্বৈতের স্থানে ॥৫৬৫
যদি তাঁর পদধূলি ধরেন মাথায়।
তবে তাঁর স্থানে তাঁর অপরাধ যায় ॥৫৬৬
এত কহি ভক্তিযোগ করএ প্রকাশ।
আইর যে অপরাধ শুন শ্রীনিবাস— ॥৫৬৭
বিশ্বরূপ বৈসে সদা অদ্বৈতসভায়।
করিলা সন্ন্যাস তেহোঁ আপন ইচ্ছায় ॥৫৬৮
পুত্রের বিচ্ছেদে আই ব্যাকুল হইয়া।
মনে বিচারয়ে এথা কান্দিয়াকান্দিয়া— ॥৫৬৯

অদ্বৈতগোসাঞিির দয়ামাত্র নাই চিতে।
বিশ্বরূপে বাহির করিলা ঘরে হৈতে ॥৫৭০
এ পুত্রেও স্থির হৈতে না দেন আচার্য্য।
মহাবিজ্ঞ হইয়া করেন হেন কার্য্য ॥৫৭১
আচার্য্যগোসাঞি মোর দুই পুত্র নিল।
এত মনে করিতেই ভয় উপজিল ॥৫৭২
এই অপরাধমাত্র করিলেন আই।
ইহা শুনি অদ্বৈত আইলা এই ঠাঁই ॥৫৭৩
শ্রীশচীমায়ের কহি মহিমা অপার।
হইলা মূর্চ্ছিত প্রেমে কুবেরকুমার ॥৫৭৪
সময় বুঝিয়া আই এথাই আইলা।
অদ্বৈতচরণধূলি মস্তকে ধরিলা ॥৫৭৫
হইলেন হর্ষ গৌরচন্দ্র ভগবান্।
জননীর লক্ষ্যে অন্তে কৈল সাবধান ॥৫৭৬
প্রেমভক্তিরত্নদাতা শচীর তনয়।
নিরন্তর সঙ্কীর্ত্তনানন্দে বিলসয় ॥৫৭৭
সঙ্কীর্ত্তনাবেশে প্রভু আপনা না জানে।
এইপথে চলিলেন নগরভ্রমণে ॥৫৭৮
নগরভ্রমণে মহা রঙ্গ প্রকাশিয়া।
গণসহ হেথা প্রভু বৈসে হর্ষ হৈয়া ॥৫৭৯
ব্রজের বিলাস সদা উথলে হিয়ায়।
সুমধুরস্বরে সুকুন্দাদি তাহা গায় ॥৫৮০

নিজগুণ শুনিতে প্রভুর বড় সাধ।
কে বুঝিতে পারে চারু চরিত অগাধ ॥৫৮১
প্রভুর ইঙ্গিতে গদাধর এইখানে।
রচএ প্রভুর বেশ পুষ্পের ভূষণে ॥৫৮২
দাস গদাধর প্রভুপ্রিয় নরহরি।
বেশের সামগ্রী সব দেন সজ্জ করি ॥৫৮৩
ভুবনমোহন বেশ রচিল প্রভুর।
যে বারেক দেখে তাঁর ধৈর্য্য যায় দূর ॥৫৮৪
বেশের সুষমা যে উপমা নাই তায়।
মুরুছয়ে কাম কোটি অঙ্গের ছটায় ॥৫৮৫
প্রভুপ্রিয়গণ চাহি চান্দমুখপানে।
যেরূপ হইলা তা কহিতে কেবা জানে ॥৫৮৬
আপনা নিছয়ে ভাব-আবেশ সভার।
করে আরাত্রিকসুখ শোভা নাই পার ॥৫৮৭

গীতে যথা গৌরী।

জয়জয় আরতি গৌর-কিশোর।
লসত সিংহাসনে জনু কনকাচল,
ডগমগ জগত-যুবতী-চিত-চোর ॥ধ্রু॥
শ্রীঅদ্বৈত প্রেমভরে গরগর আরতি,
করু নিজনাথে নেহারি।
মণিগণজটিত-সু-কনকথারিপর,
দমকত দীপ দুরিত-তম-হারি ॥

দক্ষিণভাগে ভাঁতি রীতি অদ্‌ভুত,
নিত্যানন্দচন্দ্র রসভোর।
বামে গদাধর সরস ভঙ্গি তহি,
কোউ ধরত নব ছত্র উজোর॥
শ্রীনিবাস বরষত কুসুমাবলি,
চামর করু নরহরি অনিবার।
শুক্লাম্বর বর চরচত চন্দন,
গুপ্ত মুরারি করত জয়কার॥
মাধব বাসুঘোষ পুরুষোত্তম,
বিজয়-মুকুন্দ-আদি গুণিভূপ।
গায়ত মধুর রাগ শ্রুতি মুরুছন,
গ্রাম সপ্ত স্বরভেদ অনুপ॥
বাজত মুরজ মৃদঙ্গ চঙ্গড়ক,
বীণ নিশান বেণু চহুঁ-ওর।
ঘনঘন ঘণ্ট ঝমকত ঝাঁঝরী,
ঝনননন ঝাঁঝ গরজে ঘন ঘোর॥
নাচত পরম হরষ বক্রেশ্বর,
সরস ভাঁতি গতি নটক সুচার॥
উঘটত ধিকট ধিকট ধিধিকট,
তক থৈ থৈ থৈ তি বিবিধ-পরকার॥
বিবশ পুরুব-রসে রসিক গদাধর,
শ্রীধর গৌরীদাস হরিদাস।
কো বিরচব সব, ভকত মত্ত অতি,
নিরখি গৌর-মুখ-মধুরিম-হাস॥

সুরগণ গগনে মগন গণ-সহ,
সুরপতি কত যতনে করত পরিহার।
পার্ব্বতীপতি চতুরানন পুলকিত,
ঝরঝর নয়নে ঝরত জলধার॥
ত্রিভুবন উলস শেষ যশ বরণত,
স্তুতি করু মুনি নব নাম উচারি।
নরহরি-পহু ব্রজভূষণ রসময়,
নদীয়াপুর-পরমানন্দ-কারী॥

পরম-মঙ্গল-আরাত্রিক-সন্দর্শনে।
হৈল সভে বিহ্বল আপনা নাহি জানে॥৫৮৮
নানা ভক্ষ্যদ্রব্য লৈয়া প্রভুরে ভুঞ্জায়।
ভুঞ্জয়ে কৌতুকে সভে প্রভুর আজ্ঞায়॥৫৮৯
হইল অনেক রাত্রি দেখি সর্ব্বজন।
নিজনিজ স্থানে সভে করিলা শয়ন॥৫৯০
শুইবেন গৌরচন্দ্র জানি গদাধর।
রচিলেন শয্যা সুকোমল মনোহর॥৫৯১
শুইতে চলেন প্রভু হৈয়া উল্লসিত।
গদাই-রচিত-মাল্য-চন্দনে ভূষিত॥৫৯২
এই ঘরে শয়ন করিলা বিশ্বম্ভর।
শুইলেন নিকটে পণ্ডিত গদাধর॥৫৯৩
দুঁহু-বাক্যামৃতপানে দোঁহে মগ্ন হৈলা।
কে বুঝিতে পারে গৌর-গদাধর-লীলা॥৫৯৪

প্রভাতে জাগিয়া গদাধর হর্ষমনে।
করয়ে যে কার্য্য তা বর্ণয়ে বিজ্ঞগণে ॥৫৯৫

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতে দ্বিতীয়প্রক্রমে—

গদাধরো মহাপ্রাজ্ঞো ব্রাহ্মণঃ সৎকুলোদ্ভবঃ।
প্রেমভক্তশ্চ তৎপাদসন্নিকর্ষেঽভিতিষ্ঠতি ॥
তেন সার্দ্ধং রজন্যাং স তিষ্ঠন্নূচে শুভাক্ষরম্।
দাতব্যং ভবতা প্রাতর্বৈষ্ণবেভ্যঃ প্রসাদকম্ ॥
ইত্যুক্ত্বা গাত্রমাল্যানি দদৌ তস্য করে হরিঃ।
ততঃ প্রভাতে বিমলে তে সর্ব্বে সমুপাগতাঃ ॥
যস্মৈ যস্মৈ চ যদ্দত্তং তত্তস্মৈ সম্প্রদত্তবান্।
ততস্তে হৃষ্টমনসঃ স্নাত্বা সুরনদীজলে ॥
পূজয়িত্বা জগন্নাথং নৈবেদ্যং বিনিযুজ্য চ।
পুনস্তং দেবদেবেশমাজগ্মুর্দিতাশয়াঃ ॥
গদাধরঃ প্রত্যহং তং চন্দনেনানুলেপনম্।
কৃত্বা মাল্যানি গাত্রেষু দদাতি সততং মুদা ॥
শয়নীয়গৃহে শয্যাং কৃত্বা তৎসন্নিধৌ সুখম্।
স্বপিতি শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ শৃণ্বংস্তস্যামৃতং বচঃ ॥

তথাচ শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্যে—

স তু গদাধরপণ্ডিতসত্তমঃ সততমস্য সমীপসুসঙ্গতঃ।
অনুদিনং ভজতে নিজজীবিতপ্রিয়তমং তমতিস্পৃহয়া যুতঃ ॥
নিশি তদীয়সমীপগতঃ স্থিরঃ শয়নমুৎসুক এব করোতি সঃ।
বিহরণামৃতমস্য নিরন্তরং তদুপলব্ধুমনেন নিরন্তরম্ ॥

ওহে শ্রীনিবাস প্রভু রজনি-বিহানে।
বিলসে পরমানন্দে ভক্তগোষ্ঠী-সনে ॥৫৯৬
এথা দিব্যাসনে বৈসে প্রভু গৌররায়।
করিতে দর্শন নগরিয়ালোক ধায় ॥৫৯৭
প্রভু-পাশে আসি প্রণময়ে বারবার।
প্রভু কহে—কৃষ্ণে ভক্তি হউক সভার ॥৫৯৮
সভাপ্রতি করি প্রভু করুণা অশেষ।
হরিনাম-মহামন্ত্র করে উপদেশ— ॥৫৯৯
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥৬০০
পুন প্রভু কহে—ভাই নির্ব্বন্ধ করিয়া।
হরিনাম-জপ সভে কর ঘরে গিয়া ॥৬০১
হইব সকল সিদ্ধি মন্ত্রের প্রতাপে।
পাইবা পরমানন্দ এই-মন্ত্র-জাপে ॥৬০২
পুন দন্তে তৃণ ধরি কহে সভাপ্রতি—।
করিবে শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তন দিবারাতি ॥৬০৩
ঐছে শ্রীমুখের উপদেশ সভে পাই।
প্রণমিয়া মন্ত্রজপ করে ঘরে যাই ॥৬০৪
প্রভুর আজ্ঞায় সভে উল্লাস-অন্তরে।
সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলা ঘরে ঘরে ॥৬০৫
কাজি দুষ্ট কীর্ত্তন সহিতে নারে কভু।
করিল কীর্ত্তনবাদ—শুনিলেন প্রভু ॥৬০৬

শুনি মহাক্রোধযুক্ত হৈয়া গৌরহরি।
আপনার তত্ত্ব প্রকাশয়ে দর্প করি ॥৬০৭
ঘনঘন হুঙ্কার করয়ে মহারঙ্গে।
নগরকীর্ত্তনে প্রভু সাজে গণসঙ্গে ॥৬০৮
হইল সর্ব্বত্র ধ্বনি—শচীর নন্দন।
নগরে নগরে আজি করিব কীর্ত্তন ॥৬০৯
নগরিয়ালোকে আজ্ঞা কৈল গৌররায়—।
গোধূলীসময়ে সভে আসিবে এথায় ॥৬১০
নগরিয়ালোক মহাপ্রফুল্লহৃদয়।
সাজিয়া আইলা এথা শোভা অতিশয় ॥৬১১
লোকের নাহিক অন্ত ওহে শ্রীনিবাস।
জয়জয়শব্দ ব্যাপি এ ভূমি আকাশ ॥৬১২
শ্রীগৌরসুন্দর মহা-উল্লসিত-মনে।
আগে সঙ্কীর্ত্তনারম্ভ কৈল এইখানে ॥৬১৩
ভুবনমোহন-বেশে নাচে গৌরচন্দ্র।
বামে গদাধর সে দক্ষিণে নিত্যানন্দ ॥৬১৪
অদ্বৈত শ্রীবাস হরিদাস বক্রেশ্বর।
নরহরি দাস গদাধর দামোদর ॥৬১৫
মুরারি-মুকুন্দ-বাসু-গোবিন্দাদি যত।
সভে নাচে গায়, শোভা কে কহিবে কত ॥৬১৬
এথা মহা বিহ্বল হইয়া সঙ্কীর্ত্তনে।
করিল সম্প্রদাবন্ধ গৌরাঙ্গ আপনে ॥৬১৭

প্রভুর আদেশে হর্ষ শ্রীঅদ্বৈতরায়।
এথা হৈতে চলে আগে এক সম্প্রদায় ॥৬১৮
তাঁর নৃত্য-গীতে কেউ স্থির নাহি বান্ধে।
কিবা স্ত্রী-বালক সভে ফুকরিয়া কান্দে ॥৬১৯
এথা হৈতে পৃথক্‌পৃথক্ সম্প্রদায়।
শ্রীবাসাদি চলে মহারঙ্গে নাচে গায় ॥৬২০
এক সম্প্রদায় প্রভু শচীর নন্দন।
এইপথে চলে শোভা ভুবনমোহন ॥৬২১
এইখানে আই পুত্রবধূর সহিতে।
প্রেমায় বিহ্বল হৈলা সে শোভা দেখিতে ॥৬২২
প্রকাশে অদ্ভুতলীলা প্রভু গৌররায়।
সভে সঙ্কীর্ত্তনানন্দ-সমুদ্রে ডুবায় ॥৬২৩
একমুখে কি বলিব সে অদ্ভুত কথা।
নগরকীর্ত্তন করি প্রভু আইলা এথা ॥৬২৪
এইখানে বৈসয়ে বেষ্টিত সর্ব্বজনে।
হৈল নিশি ভোর কৃষ্ণচরিত্রকথনে ॥৬২৫
একদিন গৌরচন্দ্র নদীয়ানগরে।
চলয়ে ভ্রমণে বৈষ্ণবের ঘরে ঘরে ॥৬২৬
প্রথমেই এইপথে করিলা গমন।
চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত পরমপ্রিয়গণ ॥৬২৭
সর্ব্বত্র ভ্রমণ প্রভু করি মহারঙ্গে।
গৃহে আসি এথাই বৈসয়ে গণসঙ্গে ॥৬২৮

ওহে শ্রীনিবাস একদিন এইখানে।
ভুবনমোহন-বেশে নাচে সঙ্কীর্ত্তনে ॥৬২৯
প্রভুর চরিত্র কেবা বুঝিবারে পারে।
সঙ্কীর্ত্তনে অনুগ্রহ করে যারে-তারে ॥৬৩০
পুত্রসহ বঙ্গদেশী বিপ্র শুদ্ধাচার।
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ—বনমালী নাম তার ॥৬৩১
তেঁহো গৌরচন্দ্রে দেখে শ্যামলসুন্দর।
শিরে শিখি-পুচ্ছ পরিধেয় পীতাম্বর ॥৬৩২
অধরে স্পর্শয়ে বংশী দেখিয়া বিহ্বল।
'এই কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি করে কোলাহল ॥৬৩৩
কি বলিব বনমালি-বিপ্রভাগ্যবানে।
দিলেন অমূল্য প্রেমরত্ন এইখানে ॥৬৩৪
এথা প্রভু ভক্তে নামমহিমা কহিল।
পঢ়ুয়া অধম অর্থবাদে দুঃখ দিল ॥৬৩৫
গণসহ সচেল করিলা গঙ্গাস্নান।
ভুলিয়াও কভু না দেখিল মুখ তান ॥৬৩৬
একদিন সঙ্কীর্ত্তনানন্দে গৌররায়।
এক আম্রবীজ রঙ্গে রোপিল এথায় ॥৬৩৭
সেইক্ষণে জন্মি বৃক্ষ ফলিতে লাগিল।
পাড়ি পক্ক আম্র বহু কৃষ্ণে সমর্পিল ॥৬৩৮
নাহিক বল্কল-অস্থি—অমৃত-সোসর।
এক ফলে পূর্ণ হয় একের উদর ॥৬৩৯

ভুঞ্জিল সে ফল প্রভু ভক্তে ভুঞ্জাইলা।
নিতি বারমাস ফলে এ অদ্ভুত লীলা ॥৬৪০
একদিন এইখানে কীর্ত্তনসময়।
হৈল মহা মেঘ-ঘটা দেখি লাগে ভয় ॥৬৪১
মন্দিরা লইয়া প্রভু এথা দাঁড়াইতে।
মেঘ উড়ি গেল সভে হৈলা হর্ষচিতে ॥৬৪২
লোকশিক্ষা লাগি প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
গণ-সহ মার্জ্জনা করয়ে বিষ্ণুঘর ॥৬৪৩

তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে দ্বিতীয়প্রক্রমে—

অথাপরদিনে দেবো ভক্তিং সংশিক্ষয়ন্ স্বকান্।
দেবালয়ান্ যযৌ বিপ্রৈঃ সার্দ্ধং সম্মার্জ্জনীকরঃ ॥
কুদ্দালং চাংসভাগেষু ধটীং কটিবরে বহন্।
নেতবস্ত্রকৃতোষ্ণীষো বালসূর্য্যসমঃ প্রভুঃ ॥
আচার্য্যাস্তা মহাত্মানঃ কুদ্দালমার্জ্জনীকরাঃ।
কৃষ্ণস্য হড্ডিপা ভূত্বা দ্বারং দেবালয়স্য তে ॥
ভিত্তিং চ মার্জ্জয়ামাসুঃ সহ কৃষ্ণেণ সদ্‌গুণাঃ।
এবম্প্রকারং নৃহরেঃ শিক্ষাং শতসহস্রশঃ ॥
ভগবান্ স্বাত্মতন্ত্রোঽপি কারুণ্যেনাস্য শিক্ষয়ন্ ॥

একদিন 'গোপী গোপী' বোলয়ে এথাই।
কেহ কহে—'কৃষ্ণ' কেন না বোলে নিমাই ॥৬৪৪
না বুঝি আশয় সেই পঢ়ুয়া অধম।
ঐছে কত কহে, শুনি হৈলা রুদ্রসম ॥৬৪৫

ঠেঙ্গা-হাতে ধায় প্রভু তাহারে মারিতে।
পলায় ব্রাহ্মণ মহা ভয় পা'য়া চিতে ॥৬৪৬
এ পঢ়ুয়া মিলি আর পঢ়ুয়ার সনে।
নিন্দয়ে প্রভুরে যার যেবা লয় মনে ॥৬৪৭
প্রভুর নিন্দায় পঢ়ুয়ার বুদ্ধিনাশ।
সুপঠিত বিদ্যা কারু না হয় প্রকাশ ॥৬৪৮
প্রভুর যে মনে তাহা প্রকাশ না করে।
গণসহ কীর্ত্তনে বিলসে নিজঘরে ॥৬৪৯
একদিন কেশবভারতী এথা আইলা।
তাঁরে নমস্করি নিমন্ত্রিয়া ভিক্ষা দিলা ॥৬৫০
না জানিয়ে কি কথা হইল পরস্পরে।
ভারতী গেলেন শীঘ্র কণ্টকনগরে ॥৬৫১
শ্রীবাসের গৃহে গিয়া আসি বিশ্বম্ভর।
এথাই বৈসয়ে সঙ্গে প্রিয় গদাধর ॥৬৫২
স্নান করি বিষ্ণুপূজা করিবারে চলে।
মুখ বক্ষ বস্ত্র ভিজে নয়নের জলে ॥৬৫৩
নেত্রধারা নিবারিতে নারে গৌররায়।
গদাধর বিষ্ণু পূজে প্রভুর আজ্ঞায় ॥৬৫৪
ব্রজের বিলাসে প্রভু মগ্ন অতিশয়।
নিরন্তর সেই কথা গদাধর কয় ॥৬৫৫
কে বুঝিতে পারে গৌরচন্দ্রের বিলাস।
করয়ে সম্পূর্ণ সকলের অভিলাষ ॥৬৫৬

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর জন্মায় পরিতোষ।
ঐছে কার্য্য করে যাতে মায়ের সন্তোষ ॥৬৫৭
ওহে শ্রীনিবাস এই প্রভুর ভবনে।
দেখাইল যে-যে লীলা কৈলা যে-যে-স্থানে ॥৬৫৮
এইসকল-স্থান-সন্দর্শনে দুঃখক্ষয়।
দেবের দুর্ল্লভ প্রেমভক্তি লভ্য হয় ॥৬৫৯
এবে বাটীবহির্ভূত স্থান দেখাইব।
যথা যে বিলাস তাহা কিছু জানাইব ॥৬৬০
বাল্যকালাবধি বাটী-বহির্ভূত স্থানে।
কৈলা প্রভু অদ্ভুত বিলাস গণ-সনে ॥৬৬১
সে-সকল স্থান সন্দর্শন করাইয়া।
পুন এ বাটীতে স্থান দেখাব আসিয়া ॥৬৬২
যেস্থানে যেপ্রকার তাহাও জানাইব।
এখনে সে-সব কথা কহিতে নারিব ॥৬৬৩
ঐছে কত কহি প্রভুভবন হইতে।
চলয়ে ঈশান শ্রীনিবাসাদি-সহিতে ॥৬৬৪
শ্রীনিবাসপ্রতি কহে মধুরবচনে—।
এথা বাল্যকালে প্রভু খেলে শিশুসনে ॥৬৬৫
ওহে শ্রীনিবাস এই কদম্বের তলে।
খেলে দিগম্বর প্রভু বালকের মেলে ॥৬৬৬
প্রভুর অপূর্ব্ব শোভা দেখে শিষ্টগণ।
প্রভু ঊর্দ্ধমুখে করে বৃক্ষ-নিরীক্ষণ ॥৬৬৭

কদম্বের ফুল মাগে যার-তার ঠাঁই।
সভে কহে—এবে ফুল না হয় নিমাই ॥৬৬৮
শুনি অর্দ্ধকান্দনে অদ্ভুত শোভা যেন।
দুইনেত্রে অশ্রুবিন্দু যুক্ত মুক্তা যেন ॥৬৬৯
সভাপ্রতি কহে প্রভু শ্রীচন্দ্রবদনে—।
পাইবে অবশ্য পুষ্প দেখহ এখনে ॥৬৭০
কোন ভাগ্যবন্ত বৃক্ষপানে নিরখিতে।
দেখে এক পুষ্প তেঁহ পাড়িল তুরিতে ॥৬৭১
নিমাইর হাতে পুষ্প দিয়া কোলে কৈল।
সকলের মনে মহা বিস্ময় জন্মিল ॥৬৭২
এই বটবৃক্ষতলে পুত্রে কোলে লৈয়া।
ষষ্ঠী পূজে আই নানা উপহার দিয়া ॥৬৭৩
এথা ছিল এক নিম্ববৃক্ষ পুরাতন।
ফলহীন পুষ্পের সৌগন্ধ বিলক্ষণ ॥৬৭৪
অত্যন্ত নিবিড় ছায়া শোভা অতিশয়।
বৃক্ষোপরি কভু কোন পক্ষী না বৈসয় ॥৬৭৫
যতদিন গৃহে রহিলেন বিশ্বম্ভর।
বৃক্ষতলে কৈল ক্রীড়া অতি মনোহর ॥৬৭৬
গৌরীদাসপণ্ডিতেরে প্রভু আজ্ঞা কৈলা।
তেঁহো সেই বৃক্ষে দুই মূর্ত্তি প্রকাশিলা ॥৬৭৭
হইলেন যৈছে দুইপ্রভুর প্রকাশ।
সে অতি অদ্ভুত কথা অদ্ভুত বিলাস ॥৬৭৮

গৌরীদাসপণ্ডিত পরমপ্রেমময়।
নিত্যানন্দ-চৈতন্যের প্রিয় অতিশয় ॥৬৭৯
কি বলিব নিমাইচাঁদের ক্রীড়াকথা।
আপনার ইচ্ছায় ফিরয়ে যথাতথা ॥৬৮০
যত উপদ্রব করে বন্ধুবর্গ-ঘরে।
সে-সব কহিতে সে অনন্ত শক্তি ধরে ॥৬৮১
এই বিপ্রগৃহে একদিন বিশ্বম্ভর।
দুগ্ধ চুরি করি পিয়ে নির্ভয়-অন্তর ॥৬৮২
শিকায় দধির ভাণ্ড দেখি বাঢ়ে সুখ।
ভাণ্ড ছিদ্র করি তার তলে পাতে মুখ ॥৬৮৩
করি দধিভক্ষণ চলয়ে ধীরে ধীরে।
বিপ্র আসি ধরিল নিমাইর বামকরে ॥৬৮৪
বিপ্রপদে ধরি প্রভু কহে বারবার—।
আর না করিব ইহা দোহাই তোমার ॥৬৮৫
শুনি বিপ্র দধিবিন্দু-যুক্ত মুখ দেখি।
হইলা বিহ্বল, পালটিতে নারে আঁখি ॥৬৮৬
নিমাইচান্দেরে বিপ্র কহে বারবার—।
প্রতিদিন দধিদুগ্ধ খাইবে আমার ॥৬৮৭
ঐছে নানা উপদ্রব করে ঘরেঘরে।
বাহে সে সভার ক্রোধ, উল্লাস অন্তরে ॥৬৮৮
এইপথে ভাগ্যবন্ত চোর দুইজন।
বিশ্বম্ভরে ঘরে রাখি কৈল পলায়ন ॥৬৮৯

এইখানে ধূলা লৈয়া খেলে গৌরহরি।
তাহে যে অদ্ভুত শোভা কহিতে না পারি ॥৬৯০
ওহে শ্রীনিবাস দেখ স্থান এ নির্জ্জন।
এথা ছিলা গুপ্তে সেই তৈর্থিক ব্রাহ্মণ ॥৬৯১
জগদীশ-হিরণ্য-বিপ্রের এ আলয়।
যাঁহার নৈবেদ্য একাদশীতে ভুঞ্জয় ॥৬৯২
এথা বসি বিপ্রগণ সুমধুর-ভাষে।
নিমাইর চাঞ্চল্যকথা কহয়ে উল্লাসে ॥৬৯৩
এই দেখ জাহ্নবীর পুলিন সুন্দর।
শিশু-সঙ্গে খেলে এথা শচীর কুমার ॥৬৯৪
যে-সকল খেলা কেহ না দেখে না শুনে।
সে-সকল খেলা খেলে মহাহর্ষ-মনে ॥৬৯৫
এইপথে মুরারিগুপ্তের আগমন।
জ্ঞান-ব্যাখ্যা-কালে করে হস্তের চালন ॥৬৯৬
প্রভু সেইরূপে তাঁরে বিদ্রূপ করয়।
তাঁর গৃহে গেলা তাঁর ভোজনসময় ॥৬৯৭
মূতিলেন তাঁর থালে কহি তত্ত্বজ্ঞান।
এই দেখ মুরারিগুপ্তের বাসস্থান ॥৬৯৮
গঙ্গাতীরে দেখ এ অপূর্ব্ব দেবতায়।
সর্ব্ব-মনোরথ-সিদ্ধি ইঁহার কৃপায় ॥৬৯৯
গঙ্গাস্নান করি সেবে পূজে কন্যাগণ।
অকস্মাৎ আইলেন শচীর নন্দন ॥৭০০

কন্যাগণ-মধ্যে বসি করে নানা রঙ্গ।
সে-সব দেখিতে বাঢ়ে সুখের তরঙ্গ ॥৭০১
বল্লভ-দুহিতা এথা আইলা আর-দিনে।
কি বলিব যে কৌতুক হইল তাঁর সনে ॥৭০২
এইপথে শিশুগণ-সঙ্গে বিশ্বম্ভর।
প্রতিদিন লেখিয়া যায়েন নিজঘর ॥৭০৩
এথাই কলহ করে অন্য শিশু-সনে।
সে-সভারে জিনয়ে নিমাইর সঙ্গিগণে ॥৭০৪
চঞ্চলের শিরোমণি নিমাই সুন্দর।
চঞ্চল বালকগণ সঙ্গে নিরন্তর ॥৭০৫
জাহ্নবীর এই ঘাটে শচীর কুমার।
করে উপদ্রব যত লেখা নাই তার ॥৭০৬
ব্রাহ্মণ-সজ্জন বাহে ক্রোধযুক্ত হৈয়া।
স্নানকালে যে চাঞ্চল্য মিশ্রে কহে গিয়া ॥৭০৭
বালিকাসকল নিমাইর চঞ্চলতা।
কহে শচীমায়ে গিয়া সে অদ্ভুত কথা ॥৭০৮
এই বৃক্ষতলে বিশ্বরূপ মহাশয়।
'নিমাই মনুষ্য নহে' মনে বিচারয় ॥৭০৯
এথা শ্রীঅদ্বৈত-আদি প্রভুপ্রিয়গণ।
জীবের কুমতি দেখি করয়ে ক্রন্দন ॥৭১০
বিশ্বরূপ বাখানয়ে—কৃষ্ণভক্তিসার।
শুনিয়া অদ্বৈত দেব করয়ে হুঙ্কার ॥৭১১

বিশ্বরূপে কোলে লৈয়া অদ্বৈত নাচয়।
এথা সর্ব্বভক্তের আনন্দ অতিশয় ॥৭১২
এথা বসি কৃষ্ণের চরিত্র সভে কয়।
শুনি নিজকথা আইলা শচীর তনয় ॥৭১৩
দিগম্বর ধূলায় ধূসর সভে দেখি।
হৈলা মুগ্ধ কেহ ফিরাইতে নারে আঁখি ॥৭১৪
এথা দাঁড়াইয়া বিশ্বম্ভর হর্ষ-চিতে।
বিশ্বরূপে কহে—চল ভোজন করিতে ॥৭১৫
এইপথে ধরি বিশ্বরূপের বসন।
ঘরে চলে সে অদ্ভুত ভঙ্গিতে গমন ॥৭১৬
বিশ্বম্ভর-সঙ্গে বিশ্বরূপ চলি যায়।
বারবার নিমাইচান্দের মুখ চায় ॥৭১৭
বিশ্বরূপ-কথা কি বলিব শ্রীনিবাস।
কিছুদিনে বিশ্বরূপ করিলা সন্ন্যাস ॥৭১৮
বিশ্বরূপ লাগি ভক্তগণ এইখানে।
কহি কত ব্যাকুল চলিতে চাহে বনে ॥৭১৯
পাষণ্ডের বাক্য-বজ্রাঘাতে ভক্তগণ।
এইখানে বসি মহাদুঃখে নিমগন ॥৭২০
এথা শ্রীঅদ্বৈত দেব গুণের আলয়।
মহাদর্প করি ভক্তগণে প্রবোধয় ॥৭২১
এইগৃহে ভক্তগণ করে হরিধ্বনি।
ধাইয়া আইসে বিশ্বম্ভর তাহা শুনি ॥৭২২

সভে কহে—কেনে বাপ আইলা এথায়।
শুনি কহে—কিবা কার্য্যে ডাকিলা আমায় ॥৭২৩
এত কহি শিশুসঙ্গে যায় খেলাইতে।
চিনিতে নারয়ে কেহ তাঁর ইচ্ছামতে ॥৭২৪
ওহে শ্রীনিবাস কি বলিব এইখানে।
নিমাই পঢ়েন তা প্রশংসে সর্ব্বজনে ॥৭২৫
বিশ্বরূপ-সন্ন্যাস আশঙ্কা করি চিতে।
বিশ্বম্ভরে পিতা নিষেধিলেন পঢ়িতে ॥৭২৬
পঢ়িতে না পাইয়া নিমাইর দুঃখ মনে।
পুন আরম্ভিলেন ঔদ্ধত্য শিশু-সনে ॥৭২৭
এসকল গৃহে নানা উপদ্রব করে।
ক্রোধ ক'রে কেহ কিছু কহিতে না পারে ॥৭২৮
জগন্নাথমিশ্র শিষ্টগণের কথায়।
পঢ়িতে কহেন পুত্রে উল্লাস-হিয়ায় ॥৭২৯
পঢ়য়ে নিমাই প্রিয়-শিশুগণ-সনে।
করে নানা বিদ্যাচর্চ্চা বসি এইখানে ॥৭৩০
জগন্নাথমিশ্র-প্রিয়তমের এ ঘর।
নিমাইর যজ্ঞসূত্র-কার্য্যে যে তৎপর ॥৭৩১
এই গঙ্গাদাসপণ্ডিতের বাড়ী হয়।
ব্যাকরণ পঢ়ে এথা শচীর তনয় ॥৭৩২
দিনেদিনে ব্যাকরণে হৈয়া চমৎকার।
ব্যাকরণে করয়ে টিপ্পনী আপনার ॥৭৩৩

কৃষ্ণানন্দ শ্রীকমলাকান্ত মুরারিগুপ্তে।
এথা রহি ফাঁকি জিজ্ঞাসয়ে হর্ষ-চিত্তে ॥৭৩৪
বিদ্যারসে মগ্ন হৈয়া শ্রীগৌরসুন্দর।
করয়ে যে ক্রীড়া ব্রহ্মাদির অগোচর ॥৭৩৫
জাহ্নবীর এই ঘাটে শিষ্যগণ-সঙ্গে।
জলক্রীড়া করি গৃহে চলে মহারঙ্গে ॥৭৩৬
বিষ্ণুপূজা করি তুলসীরে জল দিয়া।
ভুঞ্জিয়া প্রসাদ রহে এথাই আসিয়া ॥৭৩৭
শাস্ত্রের প্রসঙ্গ বিনা কিছুই না ভায়।
পরম পণ্ডিত হৈয়া ফিরে নদীয়ায় ॥৭৩৮
একদিন মুরারিগুপ্তেরে এইখানে।
কহে কত তাহে তাঁর ক্রোধ নাই মনে ॥৭৩৯
করে শাস্ত্রচর্চ্চা প্রভু-ভৃত্য দুইজন।
অন্যের কা কথা শুনি হর্ষ দেবগণ ॥৭৪০
রুদ্র-অংশ মুরারি আপনা নাহি জানে।
প্রভুর ব্যাখ্যায় মহানন্দ বাঢ়ে মনে ॥৭৪১
এই দেখ শ্রীবল্লভআচার্য্যের ঘর।
যাঁর কন্যা লক্ষ্মী যেঁহো সর্ব্বাংশে সুন্দর ॥৭৪২
কহিতে কি বল্লভআচার্য্য ভাগ্যবান্।
এইখানে কৈল বিশ্বম্ভরে কন্যাদান ॥৭৪৩
বিবাহের পূর্ব্বে গঙ্গাতীরে এইপথে।
হৈল শ্রীলক্ষ্মীর দেখা বিশ্বম্ভর-সাথে ॥৭৪৪

বনমালীআচার্য্যের এই বাড়ী হয়।
লক্ষ্মীর বিবাহে যাঁর উদ্যোগাতিশয় ॥৭৪৫
শ্রীলক্ষ্মীরে বিবাহ করিয়া বিশ্বম্ভর।
এইপথে মহারঙ্গে যান নিজঘর ॥৭৪৬
এথা বহুলোক বিশ্বম্ভরে প্রশংসয়।
প্রশংসে শচীরে যাঁর এহেন তনয় ॥৭৪৭
এইখানে রহিয়া প্রভুর ভক্ত যত।
না চিনিয়া নিজপ্রভু শিক্ষা দেন কত ॥৭৪৮
শ্রীমুকুন্দপণ্ডিত রহিয়া এইখানে।
পক্ষপ্রতিপক্ষ বহু করে প্রভু-সনে ॥৭৪৯
এথা পাষণ্ডির বাক্যে ক্রোধযুক্ত হৈয়া।
কহেন অদ্বৈত সভে হুঙ্কার করিয়া— ॥৭৫০
কিছুদিন-পরে এই নদীয়া-ভিতর।
দেখিবা কৃষ্ণেরে,—শুনি উল্লাস অন্তর ॥৭৫১
এই দেখ গোপীনাথআচার্য্যের ঘর।
মধ্যেমধ্যে এথা আইসেন বিশ্বম্ভর ॥৭৫২
শ্রীঈশ্বরপুরী কিছুদিন এথা ছিলা।
'কৃষ্ণলীলামৃত' গ্রন্থ এথাই রচিলা ॥৭৫৩
গদাধরপণ্ডিতে পরম স্নেহ করে।
তাঁর প্রেমচেষ্টা দেখি পঢ়াইলা তাঁরে ॥৭৫৪
বিশ্বম্ভরপ্রতি শ্রীপুরীর প্রীতি অতি।
গ্রন্থ-পরিশোধন করিতে কহে নিতি ॥৭৫৫

বিশ্বম্ভর সমীহা করেন অতিশয়।
যাহাতে তাঁহার প্রীতি সে কার্য্য করয় ॥৭৫৬
এইখানে গদাধরপণ্ডিত-সহিতে।
হৈল শাস্ত্রচর্চ্চা অতি কৌতুক তাহাতে ॥৭৫৭
এথা সভে শাস্ত্রচর্চ্চা শুনি বিশ্বম্ভরে।
'কৃষ্ণে ভক্তি হৌক' বলি আশীর্ব্বাদ করে ॥৭৫৮
এইখানে শ্রীবাসাদি বৈষ্ণবসভারে।
প্রণমিতে কত শিক্ষা দেন বিশ্বম্ভরে ॥৭৫৯
এই দেখ শ্রীমুকুন্দসঞ্জয়-ভবন।
এথা শাস্ত্রচর্চ্চা প্রভু করে অনুক্ষণ ॥৭৬০
এথাই বসিয়া বিপ্রগণ সভে কহে—।
বায়ু অধিকার কৈল বিশ্বম্ভর-দেহে ॥৭৬১
'প্রেমভক্তি-বিকার' তা কেহো নাহি জানে।
বায়ু শান্তি হৈল শুনি সভে হর্ষ মনে ॥৭৬২
নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের অদ্ভুত বিলাস।
সভা-সহ করে সদা হাসিয়া সম্ভাষ ॥৭৬৩
কেবা না মোহিত দেখি শচীর নন্দনে।
এইপথে চলে প্রভু নগরভ্রমণে ॥৭৬৪
এই তন্তুবায়গৃহে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বস্ত্র লৈয়া পরিলেন শোভা মনোহর ॥৭৬৫
এই গোপগণগৃহে পরমকৌতুকে।
দধি দুগ্ধ নবনীত ভুঞ্জে মহা সুখে ॥৭৬৬

এই গন্ধবণিকের ঘরে গৌরহরি।
পরিলেন দিব্য গন্ধ অনুগ্রহ করি ॥৭৬৭
এই মালাকারঘরে পঢ়ুয়ার সঙ্গে।
পরে দিব্যমালা ঝলমল করে অঙ্গে ॥৭৬৮
এই তাম্বূলির ঘরে আসি গৌররায়।
তাম্বূল ভক্ষণ করে উল্লাস হিয়ায় ॥৭৬৯
ওহে শ্রীনিবাস গৌরচন্দ্র গণ-সঙ্গে।
নবদ্বীপে ভ্রমণ করয়ে মহা রঙ্গে ॥৭৭০
পূর্ব্বে মধুপুরে প্রভু করিয়া ভ্রমণ।
করিলেন তৃপ্ত ঐছে সকলের মন ॥৭৭১
শঙ্খবণিকের এই ভবনে আসিয়া।
লইলেন শঙ্খ অতি কৌতুক করিয়া ॥৭৭২
নবদ্বীপ-মধ্যে এই সর্ব্বজ্ঞের ঘর।
এথা আইলেন প্রভু শচীর কুমার ॥৭৭৩
সুমধুর-বাক্যে প্রভু কহে সর্ব্বজ্ঞেরে—।
অন্যজন্মে কে ছিলাম কহ দেখি-মোরে ॥৭৭৪
শুনি জপে সর্ব্বজ্ঞ গোপালমন্ত্রবরে।
মন্ত্রবলে দেখে বসুদেবের কুমারে ॥৭৭৫
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-চতুর্ভুজ দেখি।
চাহি বিশ্বম্ভর-পানে পুন মুদে আঁখি ॥৭৭৬
পুন দেখে নন্দের নন্দন বংশীধর।
ত্রিভঙ্গভঙ্গিমা দিব্য শ্যামল সুন্দর ॥৭৭৭

শ্রীরাম-বরাহ-নৃসিংহাদি অবতার।
দেখিয়া সর্ব্বজ্ঞ চিতে চিন্তে অনিবার ॥৭৭৮
প্রভু কহে—কহ শুনি, সর্ব্বজ্ঞ কহয়—।
কহিব পশ্চাৎ এবে করহ বিজয় ॥৭৭৯
শুনি মন্দমন্দ হাসি শ্রীগৌরসুন্দর।
আইল এথায় এই শ্রীধরের ঘর ॥৭৮০
শ্রীধরের সঙ্গে প্রভু যত রঙ্গ করে।
একমুখে তাহা কেহো কহিতে না পারে ॥৭৮১
নবদ্বীপ ভ্রমণ করিয়া বিশ্বম্ভর।
সভা-সহ এইপথে গেলা নিজঘর ॥৭৮২
যুদ্ধ-কাম-লীলা-আদি বচনের দূর।
সে-সব করেন যবে যে ইচ্ছা প্রভুর ॥৭৮৩
এই রাজপথে প্রভু শচীর নন্দন।
ভুবনমোহন-বেশে করয়ে গমন ॥৭৮৪
অকস্মাৎ শ্রীবাস-পণ্ডিত-সনে দেখা।
তাঁর সনে যত কথা নাহি তার লেখা ॥৭৮৫
ওহে শ্রীনিবাস এথা বসি গৌরচন্দ্র।
দেখয়ে গঙ্গার শোভা হইয়া আনন্দ ॥৭৮৬
চতুর্দ্দিকে শিষ্যবর্গ শোভা অতিশয়।
করে শাস্ত্রচর্চ্চা প্রভু সভারে মোহয় ॥৭৮৭
শিষ্যগণ-মধ্যে কেহো প্রভু বিশ্বম্ভরে।
দিগ্বিজয়ি-প্রসঙ্গ কহয়ে ধীরেধীরে— ॥৭৮৮

সরস্বতী দেবী বক্তা তাঁহার জিহ্বায়।
সর্ব্বত্র করিয়া জয় আইলা নদীয়ায় ॥৭৮৯
বিদ্যাবলে দিগ্বিজয়ী কাহুকে না গণে।
হস্তি অশ্ব দোলা বহু লোক তাঁর সনে ॥৭৯০
নবদ্বীপে বড়বড় অধ্যাপকগণ।
হইল সভার অতি চিন্তাযুক্ত-মন ॥৭৯১
শুনি মন্দমন্দ হাসি কহে বিশ্বম্ভর—।
অহঙ্কার কারু নাহি রাখেন ঈশ্বর ॥৭৯২
দূরে রহি দিগ্বিজয়ী শোভা নিরখিয়া।
আইলা নিকটে অতি বিস্মিত হইয়া ॥৭৯৩
বিশ্বম্ভর অত্যন্ত গৌরব করি তাঁরে।
কহিলেন গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণিবারে ॥৭৯৪
দিগ্বিজয়ী মহা দর্পে বহু শ্লোক কৈলা।
বিশ্বম্ভর তাঁরে ব্যাখ্যা করিতে কহিলা ॥৭৯৫
অতি সে কঠিন শ্লোক—কারু গম্য নহে।
হাসি দিগ্বিজয়ী নিজশ্লোক-অর্থ কহে ॥৭৯৬
শ্লোক-অর্থ করি বিপ্র হৈলা অবসর।
শ্লোক-আদি মধ্য-অন্তে দোষে বিশ্বম্ভর ॥৭৯৭
দিগ্বিজয়ী পরাভব হইয়া চিন্তয়।
তথাপি গৌরব রাখে শচীর তনয় ॥৭৯৮
'পূর্ণব্রহ্ম সনাতন প্রভু গৌররায়।'
হেন জ্ঞান হৈল সরস্বতীর কৃপায় ॥৭৯৯

দিগ্বিজয়ী প্রভু-পদে লইল শরণ।
যে কৃপা করিল প্রভু না হয় বর্ণন ॥৮০০
দিগ্বিজয়ী বৈষ্ণবসম্প্রদামধ্যে হয়।
কেশবকাশ্মীর নাম দিয়ে পরিচয় ॥৮০১
শ্রীনারায়ণের শিষ্য হংস এ প্রচার।
সনকাদি চতুঃসন হন শিষ্য তাঁর ॥৮০২
সনকের শিষ্য শ্রীনারদ মহাশয়।
তাঁর শিষ্য নিম্বাদিত্য গুণের আলয় ॥৮০৩
শ্রীনিম্বাদিত্যের শিষ্যাচার্য্য শ্রীনিবাস।
হইল সর্ব্বত্র যাঁর মহিমা প্রকাশ ॥৮০৪
তাঁর শিষ্য বিশ্বাচার্য্য সর্ব্বাংশে প্রধান।
তাঁর শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্য বিদ্যাবান্ ॥৮০৫
শ্রীবিলাসাচার্য্য তাঁর শিষ্য মহাধীর।
তাঁর শিষ্য শ্রীস্বরূপআচার্য্য গভীর ॥৮০৬
তাঁর প্রিয় শিষ্য শ্রীমাধবাচার্য্য বর্য্য।
তাঁর প্রিয় শিষ্য শ্রীমবলভদ্রাচার্য্য ॥৮০৭
তাঁর শিষ্য পদ্মাচার্য্য সর্ব্বত্র বিদিত।
তাঁর শিষ্য শ্রীশ্যামআচার্য্য চারুরীত ॥৮০৮
তাঁর প্রিয় শিষ্য হন আচার্য্য গোপাল।
তাঁর শিষ্য কৃপাচার্য্য পরমদয়াল ॥৮০৯
তাঁর শিষ্য দেবাচার্য্য গুণের আলয়।
তাঁর শিষ্য শ্রীসুন্দরভট্ট দয়াময় ॥৮১০

শ্রীমৎ-পদ্মনাভভট্ট শিষ্য হন তাঁর।
তাঁর শিষ্য শ্রীউপেন্দ্রভট্ট খ্যাতি যাঁর ॥৮১১
তাঁর প্রিয় শিষ্য রামচন্দ্রভট্ট হন।
তাঁর শিষ্য সর্ব্বপ্রিয় ভট্ট শ্রীবামন ॥৮১২
তাঁর শিষ্য কৃষ্ণভট্ট পরম সুশান্ত।
তাঁর শিষ্য পদ্মাকরভট্ট বিদ্যাবন্ত ॥৮১৩
শ্রীপদ্মাকরের শিষ্য ভট্ট শ্রীশ্রবণ।
তাঁর শিষ্য ভূরিভট্ট চেষ্টা-বিলক্ষণ ॥৮১৪
তাঁর অতি প্রিয় শিষ্য ভট্ট শ্রীমাধব।
তাঁর শিষ্য শ্যামভট্ট মহা-অনুভব ॥৮১৫
তাঁর শিষ্য শ্রীগোপালভট্ট সুচরিত।
তাঁর শিষ্য বলভদ্রভট্ট শুদ্ধ-রীত ॥৮১৬
তাঁর শিষ্য গোপীনাথভট্ট সর্ব্বপূজ্য।
তাঁর শিষ্য শ্রীকেশবভট্ট চেষ্টাশ্চর্য্য ॥৮১৭
তাঁর শিষ্য শ্রীগোকুলভট্ট মহাধুর।
তাঁর অতি প্রিয় শিষ্য কেশবকাশ্মীর ॥৮১৮
সরস্বতীদেবীর করিয়া মন্ত্র-জাপ।
হৈল সর্ব্ব-বিদ্যা-স্ফূর্ত্তি—বাঢ়িল প্রতাপ ॥৮১৮
সর্ব্বদিশা জয় করি 'দিগ্বিজয়ী' খ্যাতি।
কাশ্মীরদেশস্থ অতি শিষ্ট বিপ্রজাতি ॥৮২০
অতিশুভক্ষণে নবদ্বীপেতে আইলা।
সর্ব্বত্যাগ করি প্রভু-আজ্ঞায় চলিলা ॥৮২১

কেশবকাশ্মীর-দিগ্বিজয়ি-লজ্জা ইথে।
বর্ণি লীলাভোগ 'লঘুকেশব' নামেতে ॥৮২২
দিগ্বিজয়ী কেশবকাশ্মীর ভাগ্যবন্ত।
ডুবিলেন যে সুখে—কহিতে নাই অন্ত ॥৮১৩
নিমাইর স্থানে দিগ্বিজয়িপরাজয়।
সর্ব্বত্র বিদিত লোকে এ যশ ঘোষয় ॥৮১৪
যেখানে-সেখানে মাত্র এই কথা শুনি—।
নিমাই-পণ্ডিত অধ্যাপকশিরোমণি ॥৮১৫
এইমত নানা রঙ্গ করে গঙ্গাতীরে।
স্বেচ্ছাময় প্রভু এইপথে যান ঘরে ॥৮১৬
একদিন এইপথে করিতে গমন।
দেখয়ে সন্ন্যাসী আইসেন বিশজন ॥৮১৭
পরম আদরে সে-সকল সন্ন্যাসিরে।
বিবিধ সামগ্রী ভুঞ্জায়েন লৈয়া ঘরে ॥৮১৮
ঐছে সদা সন্ন্যাসিরে করান ভোজন।
সভে মহা বিস্মিত—না দেখে উপার্জ্জন ॥৮১৯
বঙ্গদেশে যাইতে প্রভুর ইচ্ছা হৈল।
যাত্রা করি এই বিপ্রগৃহে স্থিতি কৈল ॥৮২০
শিষ্যগণ-সঙ্গে প্রভু বঙ্গদেশে গিয়া।
শ্রীতপনমিশ্রে দিল কাশী পাঠাইয়া ॥৮২১
বঙ্গ ধন্য করি আইলেন কথোদিনে।
আগুসরি বিপ্রগণ এইপথে আনে ॥৮২২

শিষ্যবর্গে বেষ্টিত শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর।
সর্ব্বচিত্ত মোহিয়া চলেন নিজঘর ॥৮২৩
এথা বসি বিপ্রগণ অধৈর্য্য-অন্তরে।
লক্ষ্মীর বিয়োগকথা কহে ধীরেধীরে— ॥৮২৪
বিশ্বম্ভর আইলেন বঙ্গদেশ হৈতে।
গৃহ শূন্য দেখি মহাদুঃখ পাবে চিতে ॥৮২৫
নিমাইপণ্ডিত মহা পুরুষরতন।
এত কহি প্রবোধিতে গেলা সর্ব্বজন ॥৮২৬
একদিন এথা কেহো স্নান করি আইলা।
না দেখি তিলক, করিবারে শিক্ষা দিলা ॥৮২৭
ওহে শ্রীনিবাস এথা নিমাই রঙ্গেতে।
বঙ্গদেশি-লোকে কদর্থেন নানামতে ॥৮২৮
এথা বিশ্বম্ভর যে যে রঙ্গ পরকাশে।
কহিতে সে-সব কথা মুখে না আইসে ॥৮২৯
এই দেখ সনাতনমিশ্রের ভবন।
যেঁহ রাজপণ্ডিত সর্ব্বাংশে বিলক্ষণ ॥৮৩০
সনাতনমিশ্রের দুহিতা বিষ্ণুপ্রিয়া।
একমুখে কহিতে না পারি তাঁর ক্রিয়া ॥৮৩১
সনাতনমিশ্র মহা-আনন্দিত-মনে।
বিশ্বম্ভরে কন্যাদান কৈল এইখানে ॥৮৩২
দেখ কাশীনাথপণ্ডিতের বাসস্থান।
বিষ্ণুপ্রিয়া-বিবাহে উদ্যোগ অতি তান ॥৮৩৩

এথা ভক্তগণ মহা দুঃখিত হইয়া।
করেন আক্ষেপ ভক্তসঙ্গ না পাইয়া ॥৮৩৪
'হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ' বলি ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস।
হেনকালে আইলা ঠাকুর হরিদাস ॥৮৩৫
হরিদাসঠাকুরের অদ্ভুত চরিত।
কহিব কতেক তাহা সর্ব্বত্র বিদিত ॥৮৩৬
এথা গৌরচন্দ্র বসি বিচারয়ে চিতে—।
মোর অবতার প্রেমভক্তি প্রকাশিতে ॥৮৩৭
গয়া হৈতে আসি ভক্তদুঃখ বিনাশিব।
পরম দুর্ল্লভ প্রেমভক্তি প্রকাশিব ॥৮৩৮
এত বিচারিয়া প্রভু উল্লাস অন্তরে।
মায়ে প্রবোধিয়া চলে গয়া করিবারে ॥৮৩৯
এই বিপ্রঘরে যাত্রা করিয়া রহিলা।
প্রাতঃকালে শিষ্যসঙ্গে এপথে চলিলা ॥৮৪০
গয়া করি বিশ্বম্ভর ঈশ্বরপুরীরে।
যত অনুগ্রহ তাহা কে কহিতে পারে ॥৮৪১
তথা প্রেমভক্তি-প্রকাশারম্ভ হইল।
শিষ্যগণ-সঙ্গে নবদ্বীপে যাত্রা কৈল ॥৮৪২
নবদ্বীপে আইলেন শ্রীশচীকুমার।
নবদ্বীপে হৈল মহা আনন্দ অপার ॥৮৪৩
আগুসরি আনিতে গেলেন সর্ব্বজন।
এইপথে প্রভু গৃহে করিলা গমন ॥৮৪৪

প্রেমভক্তিরসে সাঁতারয়ে গৌররায়।
দেখি সর্ব্ববৈষ্ণবের উল্লাস হিয়ায় ॥৮৪৫
শ্রীবাস রামাই গোপীনাথ গদাধরে।
এথা হর্ষে শ্রীমান্ কহয়ে সে সভারে— ॥৮৪৬
গয়া হৈতে আইলেন পণ্ডিত নিমাই।
সে-সকল ঔদ্ধত্যের লেশমাত্র নাই ॥৮৪৭
গয়াতীর্থ-প্রসঙ্গ কহিয়া মোসভারে।
বিষ্ণুপাদ-পদ্ম-কথা কহিতে না পারে ॥৮৪৮
নদীর-প্রবাহ-প্রায় ঝরে দুনয়ন।
'কৃষ্ণ' বলি ভূমে পড়ে হৈয়া অচেতন ॥৮৪৯
দেখিনু অদ্ভুত তাঁর প্রেমের বিকার।
শুনি কত কহে, মহা উল্লাস সভার ॥৮৫০
এথা শ্রীবাসাদি প্রশংসিয়া বিশ্বম্ভরে।
গঙ্গাতীরে বৈসে গিয়া শুক্লাম্বর-ঘরে ॥৮৫১
এই শুক্লাম্বরব্রহ্মচারির ভবন।
গয়া হৈতে আসি এথা প্রভুর গমন ॥৮৫২
শ্রীমান্‌পণ্ডিত-আদি এথায় দেখিয়া।
কহিতে কৃষ্ণের কথা উথলয়ে হিয়া ॥৮৫৩
আপনা মানিয়া 'দীন' শচীর নন্দন।
ধরিয়া সভার গলা করয়ে ক্রন্দন ॥৮৫৪
গোপ্যরূপে যে যে ভক্ত ছিলেন যথায়।
কাঁদয়ে সকলে গৌরচন্দ্রের প্রেমায় ॥৮৫৫

প্রভু কহে—কে কাঁদয়ে ঘরের ভিতর।
শুক্লাম্বর কহয়ে—তোমার গদাধর ॥৮৫৬
হৈল প্রেমারম্ভ যৈছে কহিতে না পারি।
ডুবিলেন আনন্দসমুদ্রে ব্রহ্মচারী ॥৮৫৭
রত্নগর্ভআচার্য্য এ-বৃক্ষ-সন্নিধানে।
পঢ়ে ভাগবত-পদ্য মহানন্দমনে ॥৮৫৮
শুনি গৌরচন্দ্র নিজভক্তির বড়াই।
মূর্চ্ছিত হইয়া প্রেমে পড়য়ে এথাই ॥৮৫৯
শ্রীরত্নগর্ভের ভাগ্য কহিতে নারিল।
চেতন পাইয়ে প্রভু তারে আলিঙ্গিল ॥৮৬০
ওহে শ্রীনিবাস কি বলিব এইখানে।
আপনা প্রকাশে প্রভু আপন কীর্ত্তনে ॥৮৬১
দেখি বিশ্বম্ভর-প্রেমাবেশ ভক্তগণ।
এথা শ্রীঅদ্বৈত সব কৈল নিবেদন ॥৮৬২
সর্ব্বতত্ত্ব-জ্ঞাতা প্রভু অদ্বৈত ঈশ্বর।
শুনি অতি উল্লাসে পুলক-কলেবর ॥৮৬৩
ভক্তগণে অনেকপ্রকারে জানাইলা।
দেখিলেন স্বপ্নে যাহা তাহাও কহিলা ॥৮৬৪
অদ্বৈতচন্দ্রের চেষ্টা বুঝে কোন্ জন।
ক্ষণে প্রকাশয়ে ক্ষণে করয়ে গোপন ॥৮৬৫
শুনিয়া অপূর্ব্ব কথা অদ্বৈতের স্থানে।
চলিলেন ভক্তগণ প্রণমি তাহানে ॥৮৬৬

ওহে শ্রীনিবাস গৌরচন্দ্রের চরিত।
দিনেদিনে নদীয়ায় হইল বিদিত ॥৮৬৭
গঙ্গার এ ঘাটে প্রভু মাতি ভক্তিরসে।
করয়ে ভক্তের সেবা অশেষবিশেষে ॥৮৬৮
প্রকাশে যে দৈন্য তাহা কহিতে না পারি।
'ভক্তসেবা' মুখ্য জানায়েন গৌরহরি ॥৮৬৯
কি বলিব প্রভুর এ মনে বড় সাধ।
নিরন্তর লইতে ভক্তের আশীর্ব্বাদ ॥৮৭০
গূঢ়রূপে প্রভু বিলসয়ে নদীয়ায়।
কে জানিতে পারে প্রভু যদি না জানায় ॥৮৭১
সর্ব্বপূজ্য হইয়াও পণ্ডিত নিমাই।
বৈষ্ণবের সাজি ধুতি বহে, লজ্জা নাই ॥৮৭২
এথা ভক্তগণ গৌরচন্দ্র-মুখ হেরি।
করে আশীর্ব্বাদ কত উপদেশ করি ॥৮৭৩
ভক্তপদধূলি বিশ্বম্ভর লৈয়া শিরে।
কহেন যতেক তাহা কে কহিতে পারে ॥৮৭৪
একদিন এইপথে প্রভু বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈত-বাসায় গেলা সঙ্গে গদাধর ॥৮৭৫
দেখিয়া অদ্বৈত এথা প্রেমায় বিহ্বল।
সঘনে সোণার অঙ্গ করে টলমল ॥৮৭৬
অদ্বৈতআচার্য্য মহা-উল্লাস-অন্তরে।
কহি কত প্রভুর পূজার সজ্জ করে ॥৮৭

গন্ধ-পুষ্প দিয়া পূজে প্রভুর চরণ।
বারবার প্রণমিয়া করয়ে স্তবন ॥৮৭৮
অদ্বৈতের ক্রিয়া দেখি গদাধর হাসে।
দন্তে জিহ্বা দংশিয়া কহয়ে মৃদুভাষে— ॥৮৭৯
অনুগ্রহ করিবে মঙ্গল যাতে হয়।
বালকে করহ ঐছে, এ উচিত নয় ॥৮৮০
হাসিয়া অদ্বৈত কহে—না জান এখনে।
এ বালক যেহেন জানিবে কিছুদিনে ॥৮৮১
শুনি গদাধর চিত্তে হইল বিস্ময়।
মনেমনে গুণে—এ ঈশ্বর সুনিশ্চয় ॥৮৮২
কথোক্ষণে বাহ্য প্রকাশিয়া গৌররায়।
অদ্বৈতেরে কহি কত আপনা লুকায় ॥৮৮৩
অদ্বৈতের প্রেমাধীন প্রভু গৌরহরি।
হৈল যে কৌতুক এথা কহিতে না পারি ॥৮৮৪
কত অভিলাষ করি উল্লাস-অন্তরে।
এথা হৈতে অদ্বৈত গেলেন শান্তিপুরে ॥৮৮৫
এথা সঙ্কীর্ত্তনাবেশে প্রভুর যে সুখ।
সে আবেশ বর্ণিতে না জানে চতুর্ম্মুখ ॥৮৮৬
বৈষ্ণবসকল প্রেমে স্থির হৈতে নারে।
ঘুচিল মনুষ্যজ্ঞান প্রভু-বিশ্বম্ভরে ॥৮৮৭
এথা প্রেমাবেশে প্রভু বৈষ্ণবে কহিল।
কানাইর-নাট্যশালাগ্রামে যে দেখিল ॥৮৮৮

এথা সংকীর্ত্তনে করে হুঙ্কার-গর্জ্জন।
বল্লিয়া মরয়ে শুনি পাষণ্ডির গণ ॥৮৮৯
পাষণ্ডের বাক্যে বৈষ্ণবের দুঃখ হয়।
প্রভু অবতীর্ণ তাহা কেহো না জানয় ॥৮০
দুঃখ বিনাশিতে, জানাইতে আপনায়।
পরম-সুন্দর-বেশে ভ্রমে নদীয়ায় ॥৮৯১
ঘরে হৈতে এইপথে আইসে সাজিয়া।
দেখিয়া পাষণ্ডিগণ মরয়ে বল্লিয়া ॥৮৯২
দেখি গৌরচন্দ্রশোভা ভুবনমোহন।
সুকৃতিগণের মহা উল্লাসিত মন ॥৮৯৩
কি নারী-পুরুষ সভে অধৈর্য্য অন্তর।
দেখি গৌরচন্দ্রে কত কহে পরস্পর ॥৮৯৪

গীতে যথা কামোদ ॥

গৌর বিধুবর, বরজমোহন, ভ্রমণ করু নদীয়ায়।
বৃদ্ধ পুরুষ, অসংখ্য পথগত, নিরিখে হরষ-হিয়ায় ॥
কোই কহে কিয়ে, অনঙ্গ সুগঠন, কৌনে সিরজন কেল।
ঐছে অপরূপ, রূপক বহুল, নয়নগোচর ভেল ॥
কোই কহে কিয়ে, নেহ ঘটই কি, কহব কহই না যায়।
হৃদয়-সম্পুটে, ধরব অনুক্ষণ, কহ কি করব উপায় ॥
কোই কতকত, ভাঁতি ভাল অনি-বার আশীষ দেত।
দাস নরহরি, পহুঁক মাধুরী, নিরত দিঠি ভরি লেত ॥

কামোদ।

আজু কি আনন্দ নদীয়ায়।
পথে যত বৃদ্ধ-নারী, দাঁড়াইয়া সারি-সারি,
শচীর-দুলাল-পানে চায়॥ ধ্রু॥
কেহো কারু প্রতি কয়, এ কভু মানুষ নয়,
বুঝিলাম চিতে বিচারিয়ে।
এমন বালক যেন, না দেখি না শুনি হেন,
ভারতভূমিতে জনমিয়ে॥
কেহো পুনপুন ভণে, কি বলিব এতদিনে,
হইল সকল দুঃখ নাশ।
কেহো কহে মনে যাহা, কহিতে নারিয়ে তাহা,
ধন্য এই নদীয়ার বাস॥
কেহো কহে শচী ধন্য, করিল যতেক পুণ্য,
কহিতে না জানি স্নেহ তাঁর।
এ চাঁদ-বদনে যাকে, সদা মা বলিয়া ডাকে,
হেন ভাগ্য আছে আর কার॥
কেহো কহে এইমতে, বেড়াউক নদীয়াতে,
সকল সুকৃতি সঙ্গে লৈয়া।
কেহো কহে মনে হেন, সোনার নিমাই যেন,
কখন না ছাড়য়ে নদীয়া॥
কেহো কহে নদীয়াতে, সদা রহু কুশলেতে,
বিধিয়ে প্রার্থনা এই করি।
নরহরিপ্রাণ গোরা, কেবল আঁখের তারা,
ইহার বালাই লৈয়া মরি॥

ভূপালী।

গৌরাঙ্গ-গমন, শুনি অন্ধগণ, বাহিরে বাড়ায় পা।
চাহে ঘনঘন, পাইয়া নয়ন, উলসে ভরয়ে গা॥
কেহো কারু করে, ধরি কহে ধীরে, আজু সে সফল হৈল।
দিতে মহানন্দ, বিধি কৈল অন্ধ, আনে না দেখিতে দিল॥
এ রূপ অমিয়া, পিয়া এ না হিয়া, কি করে না যায় জানা।
হেন রূপ যেহ, না দেখিল সেহ, নয়ন থাকিতে কানা॥
সদা দেখিবারে, ধায় বারেবারে, আঁখি না ধৈরয বান্ধে।
নরহরি সাধি, সোঁপিলু এ আঁখি, সোনার নিমাইচান্দে॥

তোড়ী।

নদীয়া ভ্রময়ে গোরা গুণমণি, শুনি পঙ্গু পথে গিয়া।
অনিমিষ আঁখি, সে মুখ নিরখি, আনন্দে উথলে হিয়া॥
কেহো কহে শুন, বিধি সকরুণ, এবে সে বুঝিলু মনে।
যে লাগিয়া পঙ্গু, করিলে সে ফল, ফলা'লে এতেক দিনে॥
পঙ্গু না হইলে, গৃহকাজ-ছলে, যাইতাম দূরদেশ।
না জানিয়ে তথা, মরণ হইলে, দুঃখের নহিত শেষ॥
পঙ্গু হৈয়া যেন, থাকি যেন হেন, বিধিরে প্রার্থনা করি।
নরহরিনাথে, সদা নদীয়াতে, দেখিএ নয়ন ভরি॥

কামোদ।

বনমোহন, গোরা গুণমণি, রাজপথে কত ভঙ্গিতে চলে।
কত কত শত, মদন মুরুছি, লোটায় চরণ-কমল-তলে॥
চারিদিকে লোক, করে ধায়াধাই, অতুল শোভায় মোহিত হৈয়া।
তনু মন প্রাণ, কেবা না নিছয়ে, পরস্পর চাক চরিত কৈয়া॥

নদীয়ানগরে, নাগরালি-বেশে, ফিরয়ে নবীন নাগর যত।
গোরাচান্দ-পানে, চাহি তাসভার, নাগর-গরব হৈল হত ॥
জগতের মাঝে, প্রবীণতা অতি, রসিকতা-মদে বিভোর যারা।
নরহরি ভণে, খদ্যোত যেমন, বিধু-আগে হৈল তেমনি তারা ॥

ধানশী।

নদীয়ার শশী, রঙ্গে রাজপথে, হিলি-দুলি চলে পুলক-হিয়া।
অলখিত যত, যুবতী অথির, সাধে আধ-দিঠি সে অঙ্গে দিয়া ॥
কেহো কহে দেখ, দেখ সখী এই, গোরা-রূপ কিয়ে অমিয়া রাশি।
তাম্বূলের রাগে, অধর উজ্জ্বল, তাহে কিবা মন্দ মধুর হাসি ॥
বঙ্গণফুলের, মালা দোলে কিবা, আখের ভঙ্গিতে ভুবন মোহে।
চাঁচর-চিকুর-চয় চারু কিবা, কপালে চন্দনতিলক শোহে ॥
কিবা জানু-ভুজ-যুগের বলনি, পরিসর বুকে কেবা না ভুলে।
নরহরিপঁহু-রসে মু মজিলু, দিলু তিলাঞ্জলি এ লাজ-কুলে ॥

ওহে শ্রীনিবাস প্রভু নদীয়া-ভ্রমণে।
আপনা প্রকাশে সুখ দিতে ভক্তগণে ॥৮৯৫
গমনভঙ্গিতে চতুর্দ্দিক নিরিখয়।
দেখয়ে গোপন গঙ্গাপুলিনে শোভয় ॥৮৯৬
হাম্বারব করি বৃষে বৃষে ধেনু ধায়।
পিয়ে বারি ঊর্দ্ধপুচ্ছে চতুর্দ্দিকে চায় ॥৮৯৭
পরস্পর করে যুদ্ধ, প্রভু তা দেখিয়া।
'মুই সেই মুই সেই' বোলয়ে গর্জ্জিয়া ॥৮৯৮
অদ্ভুত আবেশে এইপথে বিশম্ভর।
ধাইয়া গেলেন হর্ষে শ্রীবাসের ঘর ॥৮৯৯

শ্রীবাস ভবনে এইঘরে দ্বার দিয়া।
পূজয়ে নৃসিংহদেবে নিমগ্ন হইয়া ॥৯০০
করে পদাঘাত গৌরচন্দ্র এই দ্বারে।
শ্রীবাসের ধ্যানভঙ্গ হৈল সে হুঙ্কারে ॥৯০১
ধ্যানভঙ্গ-ক্রোধে বিপ্র চাহে চারিপানে।
দেখে তেজোময় বিশ্বম্ভরে বীরাসনে ॥৯০২
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চারি হাতে লৈয়া।
করয়ে গর্জ্জন কত শ্রীবাসেরে কৈয়া ॥৯০৩
শ্রীবাস ত্রাসেতে স্তব্ধ, কিছুই না স্ফূরে।
প্রভুর আজ্ঞায় হর্ষ হৈয়া স্তুতি করে ॥৯০৪
প্রভুর অদ্ভুত ক্রিয়া যে যে অবতারে।
তাহা প্রকাশয়ে সে আবেশে স্তুতি-দ্বারে ॥৯০৫
সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত শ্রীবাস মহাশয়।
প্রভু-আগে করে স্তুতি, উথলে হৃদয় ॥৯০৬
শুনিয়া অদ্ভুত স্তুতি ভঙ্গি গৌরহরি।
দিলেন স্বাভীষ্ট বর অনুগ্রহ করি ॥৯০৭
গোষ্ঠীসহ-শ্রীবাস-ভাগ্যের সীমা নাই।
প্রভুর চরণ পূজে শ্রীবাস এথাই ॥৯০৮
সে অদ্ভুত পূজার তুলনা নাই দিতে।
পূজায় প্রসন্ন যত কে পারে কহিতে ॥৯০৯
সভার মস্তকে চারু চরণ অর্পিয়ে।
পরম আনন্দে ভক্তভয় বিনাশিয়ে ॥৯১০

নারায়ণী-নামে এক বালিকা এথায় ।
'কৃষ্ণ' বলি কান্দে তেঁহো প্রভুর আজ্ঞায় ॥৯১১
সে বালিকা শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা হয় ।
চারিবৎসরের কন্যা সৌভাগ্যাতিশয় ॥৯১২
প্রভুভাবাবেশ যত অন্য-অগোচর ।
বাহ্য পাই লজ্জাযুক্ত হন বিশ্বম্ভর ॥৯১৩
'কাহু না কহিয় ইহা' কহি শ্রীবাসেরে ।
এথা হৈতে এপথে গেলেন নিজঘরে ॥৯১৪
একদিন প্রভু শ্রীবরাহভাবাবেশে ।
গর্জ্জিয়া এপথে চলে মুরারি-আবাসে ॥৯১৫
এই বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশি বিশ্বম্ভর ।
বরাহ-আকার হৈলা পরম সুন্দর ॥৯১৬
জলপাত্র গাড়ু এথা সম্মুখে দেখিয়া ।
ধরিলেন দন্তে স্বানুভাবে মগ্ন হৈয়া ॥৯১৭
মুরারির প্রতি প্রভু কহে বারবার— ।
এতদিন না জানহ মোর অবতার ॥৯১৮
হইলা মুরারি স্তব্ধ প্রভুর দর্শনে ।
'কি বলিব' কিছুই না স্ফুরয়ে বয়নে ॥৯১৯
'বোল বোল' বোলে প্রভু কিছু নাই ভয় ।
মুরারি করয়ে স্তুতি নেত্রে ধারা বয় ॥৯২০
মুরারির স্তুতি শুনি প্রভু গৌরহরি ।
ভাবাবেশে কহে যত কহিতে না পারি ॥৯২১

যত অনুগ্রহ প্রভু কৈলা মুরারিরে।
মুরারির যে আনন্দ কহিতে কে পারে ॥৯২২
এইমত প্রভু সর্ব্বভক্তের বাসায়।
মহা অনুগ্রহ করি আপনা জানায় ॥৯২৩
'আপনার প্রভু' ভক্ত চিনি হর্ষ মনে।
করে সঙ্কীর্ত্তন, পাষণ্ডিরে নাই গণে ॥৯২৪
একদিন শ্রীবাস মুরারি আসি এথা।
পরস্পর কহে গৌরচন্দ্রগুণগাথা ॥৯২৫
শ্রীবাসপণ্ডিত খেদে কহে বারবার—।
এতদিন না চিনিলুঁ প্রভু আপনার ॥৯২৬
সদাই বিদরে হিয়া, কহিতে কি আর।
হেন প্রভু সাজি-ধুতি বহিল আমার ॥৯২৭
'কৃষ্ণে ভক্তি হৌক' বলি আশীর্ব্বাদ কৈনু।
কৃষ্ণে কৃষ্ণ ভজিবারে কত শিক্ষা দিনু ॥৯২৮
ঐছে শ্রীমুরারি-আদি প্রভুপ্রিয়গণ।
করি কত খেদ সভে করয়ে ক্রন্দন ॥৯২৯
এথা প্রভু শ্রীবাসাদি সকল-ভক্তেরে।
নিত্যানন্দ-গমন জানান ঠারেঠোরে ॥৯৩০
অকস্মাৎ নিত্যানন্দ আসি নদীয়ায়।
রহিলেন গুপ্তে তা জানিলা গৌররায় ॥৯৩১
'নিত্যানন্দ অন্য-অগোচর' জানাইয়া।
তারে মিলিবারে চলে এইপথ দিয়া ॥৯৩২

শ্রীনন্দন-আচার্য্য পরম ভাগ্যবান্।
দেখ শ্রীনিবাস এই ভবন তাহান ॥৯৩৩
ভক্তগোষ্ঠী-সহ প্রভু গিয়া এ ভবনে।
দেখে নিত্যানন্দ বসি আছয়ে খেয়ানে ॥৯৩৪
নিরুপম নিত্যানন্দ-অঙ্গের মাধুরী।
দাঁড়াইয়া ভক্তগণ দেখে নেত্র ভরি ॥৯৩৫
নিত্যানন্দসম্মুখে বিলসে বিশ্বম্ভর।
নিত্যানন্দ দেখে প্রভু-শোভা মনোহর ॥৯৩৬

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ড, ৩য় অধ্যায়।

বিশ্বম্ভরমূর্ত্তি যেন মদনসমান।
দিব্য গন্ধ-মাল্য দিব্য বাস পরিধান ॥
কি হয় কনকজ্যোতি সে দেহের আগে।
সে বদন চাহিতে চান্দের সাধ লাগে ॥
সে দন্ত দেখিতে কোথা মুকুতার নাম।
সে কেশবন্ধনে দেখি না রহে গেয়ান ॥
দেখিতে আয়ত সেই অরুণ নয়ান।
আর কি কমল আছে হেন হয় জ্ঞান ॥
সে আজানু দুই ভুজ হৃদয় সুপীন।
তাহে শোভে শুভ্র যজ্ঞসূত্র অতিক্ষীণ ॥
ললাটে বিচিত্র ঊর্দ্ধতিলক সুন্দর।
আভরণ বিনে সর্ব্ব-অঙ্গ মনোহর ॥
কিবা হয় কোটি মণি সে নখ চাহিতে।
সে হাস দেখিতে কিবা করিবে অমৃতে ॥

বিশ্বম্ভর-শোভা দেখি নিত্যানন্দরায়।
কহিতে কি জানি যৈছে উল্লাস হিয়ায় ॥৯৩৭
নিত্যানন্দচন্দ্রের অন্তর প্রকাশিতে।
শ্রীবাস পড়িল শ্লোক প্রভুর ইঙ্গিতে ॥৯৩৮

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২১।৫)—

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্ত্তিঃ ॥

কৃষ্ণধ্যান-শ্লোক শুনি নিত্যানন্দরায়।
যে ভাব-আবেশ তাহা কেবা নাই গায় ॥৯৩৯

গীতে যথা মায়ূরঃ ॥

ভাবে গরগর, নিতাই সুন্দর, হেরি গোরামুখচান্দের ছটা।
কত উঠে চিতে, নারে থির হৈতে, প্রতি অঙ্গে নব পুলকঘটা ॥
কিবা উনমাদ, খেনে সিংহনাদ, খেনে লোটায়ে ধরণীতলে।
খেনে দীর্ঘশ্বাস, খেনে মহা হাস, খসে বাস ভাসে আখের জলে ॥
খেনে যোড় লম্ফ, খেনে দেহে কম্প, খেনে ধায় কেউ ধরিতে নারে।
খেনে কিবা কৈয়া, রহে থির হৈয়া, সামাইয়া বিশ্বম্ভরের কোরে ॥
নিত্যানন্দে কোলে, লৈয়া নেত্রজলে, ভাসে কিবা পঁহু প্রেমের রীতি।
কহে নরহরি, শ্রীবাসাদি চারি,-পাশে কান্দে কেউ না ধরে ধৃতি ॥

ওহে শ্রীনিবাস এথা আনন্দ অশেষ।
ভুবনে বিদিত নিত্যানন্দ-ভাবাবেশ ॥৯৪০

এথা বিশ্বম্ভর-কোলে রহে নিত্যানন্দ।
তাহা দেখি গদাধর হাসে মন্দমন্দ ॥৯৪১
প্রভু বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ রহি এথা।
কহিতে না জানি দোঁহে কহিল যে কথা ॥৯৪২
শ্রীবাসাদি ভক্ত এথা ভাসিল যে সুখে।
সে-সব কহিতে না আইসে একমুখে ॥৯৪৩
এথা নিত্যানন্দে কহে শচীর কুমার—।
কালি পৌর্ণমাসী ব্যাসপূজন তোমার ॥৯৪৪
কোথা পূজা হবে ?—শুনি উল্লাস অন্তরে।
হাসি কহে—এ শ্রীবাস-বামনার ঘরে ॥৯৪৫
নিত্যানন্দবাক্যে এথা হর্ষ বিশ্বম্ভর।
শ্রীবাসসহিত কথা হইল বিস্তর ॥৯৪৬
সকলেই নন্দনাচার্য্যের গৃহে হৈতে।
শ্রীবাসপণ্ডিতঘরে গেলা এইপথে ॥৯৪৭
ওহে শ্রীনিবাস এই শ্রীবাস-অঙ্গনে।
নাচে গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ সঙ্কীর্ত্তনে ॥৯৪৮
দুই প্রভু নাচে চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ।
যে প্রেম-আবেশ তাহা না হয় বর্ণন ॥৯৪৯
বলরাম-আবেশে এথাই গৌরহরি।
নিত্যানন্দচন্দ্রে প্রকাশয়ে ভক্তি করি ॥৯৫০
লাফ দিয়া উঠে প্রভু খট্টার উপর।
'বারুণী বারুণী' বলি ডাকে নিরন্তর ॥৯৫১

কেহো পাত্র ভরি গঙ্গাজল দিল আনি।
সভে দেখে প্রভু যেন পিয়ে কাদম্বিনী ॥৯৫২
শ্রীহল-মুষল মাগে নিত্যানন্দস্থানে।
দিল নিত্যানন্দ তা দেখিল ভাগ্যবানে ॥৯৫৩
এথা হর্ষে প্রভু পদ্মাবতীর নন্দন।
শ্রীগৌরচন্দ্রের কৈল ষড়্‌ভুজ-দর্শন।৯৫৪
এথা প্রভু 'নাঢ়া নাঢ়া' বলি ডাক দিল।
নাঢ়া-শব্দে অদ্বৈতআচার্য্যে জানাইল ॥৯৫৫
প্রেমানন্দে মগ্ন হৈয়া কত কথা কয়।
শুনি ভক্তগণের উল্লাস অতিশয় ॥৯৫৬
এথা নিত্যানন্দ প্রেমে হইলা বিহ্বল।
কোথা বা রহিল তাঁর দণ্ড-কমুণ্ডল ॥৯৫৭
বাল্যাবেশে চঞ্চল সদাই নিত্যানন্দ।
করয়ে সুস্থির তাঁরে ধরি গৌরচন্দ্র ॥৯৫৮
এথা রাত্রে নিত্যানন্দ কহি কিবা কথা।
দণ্ড-কমণ্ডলু ভাঙ্গি ফেলাইলা এথা ॥৯৬৯
প্রভু বিশ্বম্ভর দণ্ড-কমণ্ডলু লৈয়া।
সমর্পিল গঙ্গায় না জানি কিবা কৈয়া ॥৯৬০
নিত্যানন্দে লৈয়া স্নান করিলা গঙ্গায়।
তথা যে কৌতুক তাহা কহা নাহি যায় ॥৯৬১
গন্ধচন্দনাদি লৈয়া বিবিধবিধানে।
ব্যাসপূজারম্ভ প্রভু কৈলা এইখানে ॥৯৬২

যৈছে ব্যাসপূজা তাহা কহিতে না পারি।
ব্যাসপূজাকৌতুক দেখিমু নেত্র ভরি ॥৯৬৩
এইখানে জগত-জননী শচী আই।
সমস্নেহাবিষ্ট দেখি নিমাই-নিতাই ॥৯৬৪
ব্যাসপূজাসঙ্কীর্ত্তনে যে ভাববিকার।
সে সব ভাবিতে হিয়া বিদরে আমার ॥৯৬৫
ব্যাসপূজা-নৈবেদ্য-ভক্ষণ এইখানে।
তাহে যে কৌতুক তা কহিতে কেবা জানে ॥৯৬৬
এথা ছিল কুন্দপুষ্পবৃক্ষ শোভাময়।
পুষ্পচয়নেতে বৈষ্ণবানন্দাতিশয় ॥৯৬৭
ওহে শ্রীনিবাস একদিন গোরারায়।
নিজগৃহ হৈতে শীঘ্র আইলা এথায় ॥৯৬৮
শ্রীবাসের প্রতি প্রভু কহেন হাসিয়া—।
অদ্বৈত আইসে মোর পূজাসজ্জ লৈয়া ॥৯৬৯
মোর ঠাকুরালী দেখিবারে ইচ্ছা তার।
এত কহি প্রেমাবেশে করয়ে হুঙ্কার ॥৯৭০
ওহে শ্রীনিবাস এথা হৈতে গৌররায়।
এ বিষ্ণুমণ্ডপে বৈসে বিষ্ণুর খট্টায় ॥৯৭১
চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত হইয়া ভক্তগণ।
প্রভুর শ্রীমুখচন্দ্র করে নিরীক্ষণ ॥৯৭২
নিত্যানন্দ ছত্র ধরে মস্তক-উপর।
শ্রীবদনে তাম্বূল যোগায় গদাধর ॥৯৭৩

বিবিধপ্রকারে সেবারত সর্ব্বজন।
হেনকালে হৈল অদ্বৈতের আগমন ॥৯৭৪
ভূমে প্রণমিয়া আইসে অদ্বৈতগোসাঞি।
উপজিল যে সুখ কহিতে অন্ত নাই ॥৯৭৫
প্রভুর অদ্ভুত শোভা করে নিরীক্ষণ।
কোটিসূর্য্যসম তেজ ভুবনমোহন ॥৯৭৬
নানা রত্নভূষণে ভূষিত গৌর-অঙ্গ।
হাসিহাসি বংশী বায় হইয়া ত্রিভঙ্গ ॥৯৭৭
ব্রহ্মা-শিব-শেষ-আদি দেবঋষিগণ।
প্রভুর সম্মুখে সভে করয়ে স্তবন ॥৯৭৮
প্রভুর অদ্ভুত ঠাকুরালী নিরখিয়া।
অদ্বৈতাচার্য্যের মহা উল্লসিত হিয়া ॥৯৭৯
অদ্বৈতের প্রতি প্রভু কহে বারবার—।
তোমার সঙ্কল্প লাগি মোর অবতার ॥৯৮০
ঐছে কত প্রেমাবেশে কহে অদ্বৈতেরে।
শুনি সর্ব্বভক্ত মহা উল্লাস অন্তরে ॥৯৮১
করযোড়ে অদ্বৈত রহয়ে দাঁড়াইয়া।
প্রভু কহে—পূজ মোরে সস্ত্রীক হইয়া ॥৯৮২
শুনি অদ্বৈতের হিয়া আনন্দে উথলে।
প্রভুপদ ধৌত কৈল সুবাসিত-জলে ॥৯৮৩
চন্দনে করিয়া সিক্ত তুলসীমঞ্জরী।
কত সাধে দেই প্রভু-চরণ-উপরি ॥৯৮৪

মহাযত্নে করি পূজা ষোড়শোপচারে।
প্রভুরে করয়ে স্তুতি অশেষপ্রকারে ॥৯৮৫
হইয়া বিহ্বল ভাসে নয়নের জলে।
লোটাইয়া পড়য়ে প্রভুর পদতলে ॥৯৮৬
অদ্বৈতের মনোরথ জানি গৌররায়।
দিলেন চরণ তুলি অদ্বৈত-মাথায় ॥৯৮৭
অদ্বৈতমস্তকে পদ ধরিলা যখন।
মহা জয়জয়ধ্বনি হইল তখন ॥৯৮৮
ওহে শ্রীনিবাস শ্রীঅদ্বৈত এইখানে।
নাচে প্রভু-আজ্ঞায় প্রভুর সঙ্কীর্ত্তনে ॥৯৮৯
সে প্রেম-আবেশ দেখি কেবা ধৈর্য্য ধরে।
সে অঙ্গশোভায় সকলের চিত্ত হরে ॥৯৯০
শ্রীগৌরচন্দ্রের মুখপদ্মে নেত্র দিয়া।
না জানি কি আনন্দে ধরিতে নারে হিয়া ॥৯৯১
না ধরয়ে ধৈরয, লোটায় মহীতলে।
নিত্যানন্দপানে চাহি ভাসে নেত্রজলে ॥৯৯২
অদ্বৈতআচার্য্যচেষ্টা কে পারে বুঝিতে।
কথোক্ষণে স্থির হৈলা প্রভুর ইচ্ছাতে ॥৯৯৩
গৌরাঙ্গ গলার মালা দিয়া অদ্বৈতেরে।
'বর মাগ বর মাগ' বোলে বারেবারে ॥৯৯৪
অদ্বৈত কহয়ে মোর সর্ব্বসিদ্ধি হৈল।
"জীবে কৃপা কর বলি" এই বর নিল ॥৯৯৫

যত কথা হৈল শ্রীঅদ্বৈত—বিশ্বম্ভরে।
সে-সব কথার মর্ম্ম কে বুঝিতে পারে ॥৯৯৬
সভে মহানন্দে মগ্ন হইলেন এথা।
শুনি নিত্যানন্দ-অদ্বৈতের প্রেমকথা ॥৯৯৭
এপথে গেলেন গৃহে প্রভু গৌরচন্দ্র।
শ্রীবাসভবনে রহিলেন নিত্যানন্দ ॥৯৯৮
গোষ্ঠীসহ অদ্বৈত গেলেন নিজালয়।
এই দেখ অদ্বৈত-আলয় শোভাময় ॥৯৯৯
নিজনিজগৃহে ভক্তগণ গেলা সুখে।
যে দেখিলু তাহা কি কহিব একমুখে ॥১০০০
ওহে শ্রীনিবাস গৌরচন্দ্রের ইচ্ছায়।
দূরে হৈতে ভক্ত আসি মিলে নদীয়ায় ॥১০০১
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভু আকর্ষণে।
প্রভুকে দেখিতে অতি উৎকণ্ঠিত মনে ॥১০০২
বহুলোক সঙ্গে বিদ্যানিধি বঙ্গে হৈতে।
নদীয়ায় আসি গৃহে গেলা এইপথে ॥১০০৩
একগ্রামবাসী শ্রীমুকুন্দ হর্ষ হৈয়া।
শ্রীবিদ্যানিধিরে এথা মিলিলা আসিয়া ॥১০০৪
এই পুণ্ডরীকবিদ্যানিধির-আলয়।
যাঁর লাগি কাঁদিলা শ্রীশচীর তনয় ॥১০০৫
পরমবৈষ্ণব তেহোঁ, কি বুঝিব আনে।
শ্রীমুকুন্দ-বাসুদেবদত্ত-মাত্র জানে ॥১০০৬

বাহ্যবৃত্তি তাঁর যৈছে কি কব সে কথা।
রাজপুত্র-প্রায় সজ্জা করি বৈসে এথা ॥১০০৭
পরম বৈষ্ণব শুনি পণ্ডিতগোসাঞি।
মুকুন্দের সঙ্গে আইলা দেখিতে এথাই ॥১০০৮
শ্রীবিদ্যানিধির অন্তর্বৃত্তি না জানিল।
দৃষ্টিমাত্রে 'বিষয়িবৈষ্ণব' জ্ঞান হৈল ॥১০০৯
গদাধর-চিত্ত বুঝি মুকুন্দ প্রকারে।
বিদ্যানিধি-অন্তর প্রকাশে পদ্যদ্বারে ॥১০১০
তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২।২৩)—

অহো বকী যংস্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥

তত্রৈব দশমে চ (৬।৩৫)—

পূতনা লোকবালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা।
জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপ সদ্গতিম্ ॥

শ্লোক শুনি বিদ্যানিধি অধৈর্য্য অন্তরে।
'বল বল মুকুন্দ' বলয়ে বারেবারে ॥১০১১
কম্প স্বেদ পুলক হুঙ্কার অতিশয়।
করয়ে ক্রন্দন—দুইনেত্রে ধারা বয় ॥১০১২
অঙ্গ আছাড়িয়া পড়ে পৃথিবী-উপরে।
পদাঘাতে শয্যাদি সকল গেল দূরে ॥১০১৩

যতেক সুবেশ তার লেশ না রহিল।
সুন্দর শরীর ধূলি-ধর হইল ॥১০১৪
গড়াগড়ি যায় ভূমে কত খেদ করে।
দেখিতে সে ভাবাবেশ কেবা ধৈর্য্য ধরে ॥১০১৫
মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া ছিলেন এইখানে।
পাইয়া চেতন স্থির হৈলা কথোক্ষণে ॥১০১৬
দেখি মহাবিস্মিত পণ্ডিত গদাধর।
নিজনেত্রজলে সিক্ত হৈল কলেবর ॥১০১৭
মুকুন্দেরে কহে—মুই অপরাধ কৈল।
তুমি রক্ষা কৈলা—বলি কত প্রশংসিল ॥১০১৮
অপরাধ যাবে শিষ্য হইলে ইহাঁর।
জানাইয়া প্রভুকে হইলা শিষ্য তাঁর ॥১০১৯

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে (মধ্যম খণ্ডে ৭ম অধ্যায়)

গদাধর-বাক্যে প্রভু সন্তোষ হইলা।
'শীঘ্র কর শীঘ্র কর' বলিতে লাগিলা ॥
তবে গদাধর দেব প্রেমনিধি-স্থানে।
মন্ত্রদীক্ষা করিলেন সন্তোষে আপনে ॥
কি কহিব আর পুণ্ডরীকের মহিমা।
গদাধর শিষ্য তাঁর—ভক্তির নাই সীমা ॥
যোগ্য গুরুশিষ্য পুণ্ডরীক গদাধর।
দুই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয়-কলেবর ॥

ওহে বাপ শ্রীনিবাস কি কব সে কথা।
গদাধরপণ্ডিত হইলা শিষ্য এথা ॥১০২০
শিষ্যকালে মুকুন্দাদি বৈষ্ণবসকল।
হইলেন সভে মহা প্রেমায় বিহ্বল ॥১০২১
এ প্রসঙ্গ শুনি নিত্যানন্দ হলধর।
মন্দমন্দ হাসে মহা উল্লাস অন্তর ॥১০২২
নিত্যানন্দচরিত্র বুঝিতে কেবা পারে।
সদা বাল্যাবেশে রহে শ্রীবাসের ঘরে ॥১০২৩
শ্রীবাসের পত্নী শ্রীমালিনী পতিব্রতা।
নিত্যানন্দে সেবে সদা যৈছে পুত্রে মাতা ॥১০২৪
তেহোঁ নিজহাতে অন্ন না খায় তুলিয়া।
পুত্র-স্নেহে মালিনী ভুঞ্জায় হর্ষ হৈয়া ॥১০২৫
শ্রীবাসের স্নেহ যৈছে নিত্যানন্দপ্রতি।
তাহা কহিবারে নাই অন্যের শকতি ॥১০২৬
শ্রীবাস-অন্তর প্রভু পরীক্ষা করিলা।
গাঢ়রতি জানি বর দিয়া সমর্পিলা ॥১০২৭
নিত্যানন্দ বাল্যাবেশে ভ্রমে নদীয়ায়।
গঙ্গাদাস-মুরারিগুপ্তের ঘরে যায় ॥১০২৮
গঙ্গায় সাঁতারে মহারঙ্গে তথা হৈতে।
ধাইয়া আইসে হর্ষে আইরে দেখিতে ॥১০২৯
নিত্যানন্দে যৈছে আই পুত্রস্নেহ করে।
সে-সব ভাবিতে এই হৃদয় বিদরে ॥১০৩০

ওহে শ্রীনিবাস কত কহিব তোমায়।
প্রভুর অদ্ভুত গতি দেখিনু এথায় ॥১০৩১
নিত্যানন্দাদ্বৈত-গদাধর-আদি সঙ্গে।
নিজগৃহে হৈতে চলি আইসে মহারঙ্গে ॥১০৩২
গণসহ প্রভুর শোভার সীমা নাই।
প্রবেশি শ্রীবাসগৃহে বৈসে এইঠাঁই ॥১০৩৩
দেখ শ্রীবাসের এ অঙ্গন মনোহর।
এথা সঙ্কীর্ত্তনারম্ভ কৈলা বিশ্বম্ভর ॥১০৩৪
শ্রীবাস মুকুন্দ আর শ্রীগোবিন্দ দত্ত।
এ-সব সম্প্রদা সঙ্কীর্ত্তনে হৈলা মত্ত ॥১০৩৫
নিত্যানন্দাদ্বৈত গদাধর প্রেমময়।
এ-সভে বিহ্বল প্রভু-নৃত্য নিরিখয় ॥১০৩৬
সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য করে শচীর কুমার।
পদাঘাতে ধরণী কম্পয়ে অনিবার ॥১০৩৭
প্রভুর সুবেশ-শোভা যৈছে ভাবাবেশ।
বর্ণে বিজ্ঞগণ চিত্তে উল্লাস অশেষ ॥১০৩৮

গীতে যথা গৌরী ॥

চম্পক-সোন-কুসুম কনকাচল,
জীতল গৌরতনু-লাবণি রে।
উন্নত গীম, সীম নহ অনুভব,
জগমন-মোহন-ভাঙনি রে ॥

জয় শচীনন্দন, ত্রিভুবন-বন্দন,
কলিযুগ-কালভুজগ-ভয়খণ্ডন ॥ ধ্রু ॥
বিপুল-পুলককুল, আকুল কলেবর,
গরগর অন্তর প্রেম-ভরে।
লহুলহু হাসনি, গদগদ ভাষণি,
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে ॥
নিজগুণে নাচত, নয়ন ঢুলায়ত,
গায়ত কত শত ভকতহি মেলি।
যো-রসে ভাসি, অবশ মহিমণ্ডল,
গোবিন্দদাস তহি পরশ না ভেলি ॥

পুনঃ তোড়ী ॥

নাচত গৌর ভাবভরে গরগর।
বিপুল-পুলককুল-বলিত-কলেবর ॥
হাস-মিলিত-লস-বদনসুধাকর।
বরষত নিরত অমিয়রস ঝরঝর ॥
তরুণ-অরুণ জিনি লোচন ঢরঢর।
করত ভঙ্গি কত নিন্দি কুসুমশর ॥
করকিসলয়-অভিনয় অতি সুন্দর।
কণ্ডহি রঙ্গে পগ ধরয়ে ধরণি-পর ॥
উনমত অসুখন যনু মদ-কুঞ্জর।
ঝলমল কই কিয়ে কনক-ধরাধর ॥
নিরুপম বেশ কেশ দৃশি-ধৃতি-হর।
চৌদিশে বিলসে উলস প্রিয় পরিকর।

গায়ত নবনব গীত মধুরতর।
শুনইতে ধায়ত অখিল নারী নর॥
বায়ত থমক মৃদঙ্গ রঙ্গকর।
উঘটত ধা ধা ধিগিতি নিরন্তর॥
জয়জয় ভণ সুর-সহিত পুরন্দর।
ধনি কলিকাল ভাগ লহু পটুতর॥
ভাসল সুখ-সায়রে যত পামর।
ইথে বঞ্চিত এ কুমতি ঘনশ্যামর॥

পুনঃ নাটঃ॥

নাচত দ্বিজকুলচন্দ গৌরহরি।
মঙ্গলময় ভয়, হরণ চরণযুগ,
ধরত ধরণি-পর, পরম ভঙ্গি করি॥
অবিরত পুরুব, ভাবভরে গরগর,
অবিরল-পুলক, কদম্ব-বলিত-তনু।
চাঁচর-চিকুর, ভার-রুচি-সুচিকন,
কনকধরাধর, শিখরে মেঘ যনু॥
মালতীকুসুম, মাল অলিমণ্ডিত,
চপল চারু উরে, লম্বিত ঝলমল।
মনমথফাঁদ, বদন মন-রঞ্জন,
অরুণ-কঞ্জযুগ, লোচন টলমল॥
নিরুপম নটন, নিরখি প্রিয় পরিকর,
গায়ত মধুর, মধুর রস বরখত।
অখিল লোক সুখ, সায়রে নিমগন,
নরহরি কুমতি, দূরে নাহি পরশত॥

পুনঃ ঘণ্টারবঃ ॥

নাচত গৌর, নিখিল-নট-পণ্ডিত,
নিরুপম ভঙ্গি, মদনমদ হরঈ।
প্রচুর-চণ্ডকর, দরপ-বিভঞ্জন,
অঙ্গকিরণে দিক, বিদিক উজরঈ ॥
উনমত অতুল, সিংহ জিনি গরজন,
শুনইতে বলি-কলি, বারণ ডরঈ।
ঘনঘন-লম্ফ,-ললিত গতি চঞ্চল,
চরণঘাতে ক্ষিতি, টলমল করঈ ॥
কিন্নর-গরব, খরব করু পরিকর,
গায়ত উলসে, অমিয়-রস ঝরঈ।
বায়ত বহুবিধ, খোল থমক ধ্বনি,
পরশত গগন, কোন ধৃতি ধরঈ ॥
অতুল প্রতাপ, কাঁপি দুরজনগণ,
লেয়ই শরণ, চরণতলে পড়ঈ।
নরহরি-পহুঁক, কিরিতি রহু জগভরি,
পরম-দুলহ-ধন, নিরত বিতরঈ ॥

পুনঃ মায়ুরঃ ॥

আজু শুভ আরম্ভ কীর্ত্তনে, গৌরসুন্দর মুদিত নর্ত্তনে,
সুঘর-পরিকর, মধ্য মধুর শ্রী,-বাস-অঙ্গনে শোহয়ে।
কনক-কেশর,-গরব-গঞ্জন, মঞ্জু তনুরুচি, অতনু-রঞ্জন,
কঞ্জ-লোচন, চপল চহু-দিশ, চাহি জন-মন মোহয়ে ॥
নটন-গতি অতি, তরুণ-পদতল,-তাল ধরইতে ধরণী টলমল,
করই হস্তক, অঙ্গ কলিত-মৃ,-ললিত-কর-কিশলয়-ছটা।

দশন মোতিম,-পাঁতি নিরসত, হাস লহুলহু, অমিয় বরষত,
সরস লসত সু,-বদন-মাধুরী, জিতই শারদ-শশিছটা ॥
চিকন-চাঁচর,-চিকুর-বন্ধন, চারু রচিত সু,-তিলক-চন্দন,
ভূরি ভূষণ, ঝলকে অঙ্গ-বি,-ভঙ্গী ভণত না আয়এ।
বামে পহু, পণ্ডিত গদাধর, দক্ষিণেতে, নিতাইসুন্দর,
সম্মুখে শ্রী, অদ্বৈত উনমত, পেখি সুরগণ ধায়এ ॥
বাসুদেব, শ্রীবাস নন্দন, বিজয়, বক্রেশ্বর নারায়ণ
গোপীনাথ ,মুকুন্দ মাধব, গায়ত এ অদ্ভুত গুণী।
রাম-বামে, গরুড় গোবিন্দ, আদিক, বায়ে মর্দ্দল ধিকি তা
তা ধিক, ধিনি নি নি নি নি নি,
ভণত নরহরি, ভুবন ভরু জয়জয়ধ্বনী ॥

পুনঃ ধানশী ।।

শ্রীবাস-অঙ্গনে, বিনোদ বন্ধানে, নাচত চৈতন্যরায়।
মনুজ দৈবত, পুরুষ যোষিত, সভাই দেখিতে ধায় ॥
ভকত-মণ্ডল, গায়ত মঙ্গল, বাজত খোল-করতাল।
মাঝে উনমত, নিতাই নাচত, ভায়ার ভাবে মাতোয়াল ॥
হেমস্তম্ভ জিনি, বাহু সুবলনি, সিংহ জিনি কটিদেশ।
চন্দ্রবদনে, মদন-আলয়, ভুবনমোহন বেশ ॥
না জানি নরনারী, ভুবন দশ-চারি, রূপ হেরিহেরি কাঁদই ॥
গরজে ঘনঘন, লম্ফ পুনপুন, মল্লবেশ ধরি নাচই ॥
অরুণ-লোচনে, প্রেম-বরিষণে, অবনিমণ্ডলে সিঞ্চয়ে।
ধরণিমণ্ডলে, প্রেম-বাদর, করল অবধূতচন্দ্রয়ে ॥
শান্তিপুরনাথ, গরজে অবিরত, দেখিয়া প্রেমের বিকার।
ধরিয়া শ্রীচরণ, করয়ে রোদন, পণ্ডিত শ্রীবাস উদার ॥

মুকুন্দ কুতূহলী, কান্দয়ে ফুলিফুলি, ধরিয়া গদাধর-কোল।
নয়নে বহে প্রেম, ঠাকুর অভিরাম, সঘনে হরিহরি বোল ॥
না জানে দিবানিশি, প্রেমরসে ভাসি, সকল সহচরবৃন্দ।
বৃন্দাবনদাস, প্রেম পরকাশ, নিতাই-চরণারবিন্দ ॥

ওহে শ্রীনিবাস এই শ্রীবাস-অঙ্গনে।
যে নৃত্য-কীর্ত্তন তা বর্ণিব কুন্ জনে ॥১০৩৯
সামাইল যত লোক লেখা নাই তার।
কহিতে কি অঙ্গনপ্রভাব চমৎকার ॥১০৪০
দ্বার বন্ধ, কীর্ত্তনে না যাইতে পারিয়া।
কত শত লোক এথা মরয়ে ঝন্নিয়া ॥১০৪১
সঙ্কীর্ত্তনে গেলো রাত্রি তৃতীয়প্রহর।
না হইল কারু শ্রমযুক্ত-কলেবর ॥১০৪২
তৃতীয়প্রহর রাত্রি সভে অনুমানে।
ইথে কত যুগ গেলো তাহা নাই জানে ॥১০৪৩

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে ৮ম-অধ্যায়ে—

"বৎসরেক নাম মাত্র কত যুগ গেল।
চৈতন্য-আনন্দে কেহো কিছু না জানিল ॥"

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতে দ্বিতীয়প্রক্রমে—

ইতি সকলনিশাং নিনায় দেবো
নিজজনমনসাং মুদে মুরারিঃ।
ক্ষণমিব মহবৎসরেণ মেনে-
ঽনবরতসুখবাপুরার্ণ্ববর্ত্তাঃ ॥

প্রভুর অদ্ভুত ভাবাবেশ সঙ্কীর্ত্তনে।
পূর্ব্বনাম লইয়া ডাকিল ভক্তগণে ॥১০৪৪

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে ৮ম-অধ্যায়ে—

"সকল বৈষ্ণব প্রভু দেখি একে-একে।
ভাবাবেশে পূর্ব্ব-নাম ধরিধরি ডাকে ॥"

যে ভাব-আবেশে প্রভু যাহা প্রকাশিলা।
আনের কা কথা তাহে দ্রবে দারু-শিলা ॥১০৪৫
নিত্যানন্দাদ্বৈত-গদাধর-আদি যত।
কি বলিব সে-সকলে হইলা যেমত ॥১০৪৬
ওহে শ্রীনিবাস গৌরচন্দ্রের আজ্ঞাতে।
হইল কীর্ত্তন স্থির রজনীশেষেতে ॥১০৪৭
প্রভু ভাবাবেশে পুন চতুর্দ্দিকে চায়।
শালগ্রামশিলা-কোলে বসিলা খট্টায় ॥১০৪৮
ভক্তগণে কহি কত গৌর গুণনিধি।
ভুঞ্জিলেন দধি-দুগ্ধ-নবনীত-আদি ॥১০৪৯
দাস্য-ভাবে ভক্ত-সঙ্গে যৈছে আচরণ।
যৈছে সে আবেশ তাহা না হয় বর্ণন ॥১০৫০
শ্রীমুরারিগুপ্ত মহা উল্লাস হিয়ায়।
দেখয়ে প্রভুর শোভা রহিয়া এথায় ॥১০৫১
মুরারিরে কহে গোরা জানকীজীবন।
নিজকৃত পদ্য মোরে করাহ শ্রবণ ॥১০৫২

শ্রীমুরারিগুপ্ত রামাষ্টক পাঠ করে।
শুনি রাম-আবেশে প্রসন্ন মুরারিরে ॥১০৫৩
মন্দমন্দ হাসি মহানন্দে প্রশংসয়।
'রামদাস' নাম তার ললাটে লিখয় ॥১০৫৪
রঘুনাথাষ্টক সে প্রসঙ্গ সুমধুর।
তাহার শ্রবণে সব তাপ যায় দূর ॥১০৫৫

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতে ২য়-প্রক্রমে ৭ম-সর্গে—

ততঃ প্রোবাচ করুণো মুরারিং ত্বং পঠ স্বয়ম্।
কবিত্বং ভবতঃ, শ্রুত্বা স পপাঠ শুভাক্ষরম্ ॥

অথাষ্টকম্ ॥

রাজৎকিরীটমণিদীধিতিদীপিতাশ-
মুদ্যদ্বৃহস্পতিকবিপ্রতিমে বহন্তম্।
দ্বে কুণ্ডলেহঙ্করহিতেন্দুসমানবক্ত্রং
রামং জগত্ত্রয়গুরুং সততং ভজামি ॥১
উদ্যদ্বিভাকরমরীচিবিবোধিতাব্জ-
নেত্রং সুবিম্বদশনচ্ছদ-চারুনাসম্।
শুভ্রাংশুরশ্মিপরিনির্জ্জিতচারুহাসং
রামং জগত্ত্রয়গুরুং সততং ভজামি ॥২
তং কম্বুকণ্ঠমজমম্বুজতুল্যরূপং
মুক্তাবলীকনকহারধৃতং বিভান্তম্।
বিদ্যুদ্বলাকগণসংযুতমম্বুদং বা
রামং জগত্ত্রয়গুরুং সততং ভজামি ॥৩

উত্তানহস্ততলসংস্থসহস্রপত্রং
পঞ্চচ্ছদাধিকশতং প্রবরাঙ্গুলীভিঃ।
কুর্ব্বত্যশীতকনকদ্যুতি যস্য সীতা
পার্শ্বেঽস্তি তং রঘুবরং সততং ভজামি ॥৪
অগ্রে ধনুর্দ্ধরবরঃ কনকোজ্জ্বলাঙ্গো
জ্যেষ্ঠানুসেবনরতো বরভূষণাঢ্যঃ।
শেষাখ্যধাম-বরলক্ষ্মণনাম যস্য
রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি ॥৫
যো রাঘবেন্দ্রকুলসিন্ধুসুধাংশুরূপো
মারীচরাক্ষসসুবাহুমুখান্নিহত্য।
যজ্ঞং ররক্ষ কুশিকান্বয়পুণ্যরাশিং
রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি ॥৬
হত্বা খরত্রিশিরসৌ সগণৌ কবন্ধং
শ্রীদণ্ডকাননমদূষণমেব কৃত্বা।
সুগ্রীবমৈত্রমকরোদ্বিনিহত্য শত্রুং
তং রাঘবং দশমুখান্তকরং ভজামি ॥৭
ভংক্ত্বা পিনাকমকরোজ্জনকাত্মজায়া
বৈবাহিকোৎসববিধিং পথি ভার্গবেন্দ্রম্।
জিত্বা পিতুর্ম্মুদমুবাহ ককুৎস্থবর্য্যং
রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি ॥৮
ইত্থং নিশম্য রঘুনন্দনরাজসিংহ-
শ্লোকাষ্টকং স ভগবান্ চরণং মুরারেঃ।
বৈদ্যস্য মূর্দ্ধ্নি বিনিধায় লিলেখ ভালে
ত্বং রামদাস ইতি ভো ভব মৎপ্রসাদাৎ ॥৯

কি বলিব গুপ্তে দেখি কৃপা অতিশয়।
হইল ভক্তের মহা উল্লাস হৃদয় ॥১০৫৬
প্রাতঃকালে নিজগৃহে প্রভুর গমন।
নিজনিজগৃহেতে গেলেন ভক্তগণ ॥১০৫৭
কি বলিব ভক্তসঙ্গে সদাই বিহরে।
নিরন্তর ভাবাবেশে স্থির হৈতে নারে ॥১০৫৮
প্রভুর শ্রীভাবাবেশ অন্য-অগোচর।
দিবানিশি সিক্ত নেত্রজলে কলেবর ॥১০৫৯
একদিন এইপথে ভক্তগোষ্ঠীসঙ্গে।
গৃহে হৈতে চলে গঙ্গাতীরে মহারঙ্গে ॥১০৬০
প্রভুর আদেশে এথা প্রিয় ভক্তগণ।
আরম্ভিলা দেবের দুর্ল্লভ সঙ্কীর্ত্তন ॥১০৬১
ভাবাবেশে ভক্তগণমধ্যে নাচি যায়।
প্রভুর অদ্ভুত চেষ্টা কেবা নাহি গায় ॥১০৬২

গীতে যথা শ্রীরাগঃ ॥

চিত্তচোর গৌর-অঙ্গ, রঙ্গে ফিরত ভকত-সঙ্গ,
মদনমোহন-ছান্দুয়া।
হেমবরণ-হরণ-দেহ, পূরল তরুণ করুণ মেহ,
ভপত-জগত-বন্ধুয়া ॥
সঘনে রোদন সঘনে হাস, আনহি বরণ বিরস ভাষ,
নয়নে সলিল-সিন্ধুয়া।

ভাবে বিবশ দিবস-রাতি, নীপ-কুসুম পুলক-পাঁতি,
বদন শরদ-ইন্দুয়া ॥
অমিয়া জিতল মধুর বোল, অরুণ-চরণে মঞ্জীর-রোল,
চলত মন্দমন্দুয়া ।
অখিল ভুবন আনন্দে ভাস, আশ করত গোবিন্দদাস,
প্রেমসিন্ধু-বিন্দুয়া ॥

পুনঃ তোড়ী ॥

দেখত বেকত গৌরচন্দ্র, বেঢ়ল ভকত-নখতবৃন্দ,
অখিল্-ভুবন-উজোরকারি, কুন্দ-কনক-কাঁতিয়া ।
অগতি-পতিত-কুমুদবন্ধু, হেরি উছলে রসের সিন্ধু,
হৃদয়কুহর-তিমিরহারি, উদিত দিনহু-রাতিয়া ॥
সহজে সুন্দর মধুর দেহ, আনন্দে আনন্দে না বাঁধে থেহ,
ঢুলি ঢুলি ঢুলি চলত খলত, মত্ত-করিবর-ভাঁতিয়া ।
নটন ঘটন ভৈগেল ভোল, মুকুন্দ মাধব গোবিন্দ বোল,
রোয়ত হসত ধরণি খসত, শোহত পুলক-পাঁতিয়া ॥
মহিম মহিমা কো কহু তুর, নিজ-পর ধরি করত কোর,
প্রেম-অমিয় হরখি বরখি, তরখিত-মহি মাতিয়া ।
ও রসে উত্তম-অধম ভাস, একলে বঞ্চিত গোবিন্দদাস,
কি জানি কি খেনে কোন গঢ়ল, কাঠ-কঠিন-ছাতিয়া ॥

পুনঃ আশাবরী ॥

নাচত শচীতনয় গৌর-সুন্দর মনমোহনা ।
বাজত কতকত মৃদঙ্গ, উঘটত্ত ধিধিকট ধিলঙ্গ,
গায়ত সুর মধুর অঙ্গ,-ভঙ্গি পরম-শোহনা ॥ধ্রু॥

নিরুপম রস উলস আজ, বিলসত প্রিয়-ভকত-মাঝ,
ঝলকত অতি ললিত সাজ, যুবতি-ধিরয-মোচনা।
কুসুমাঞ্চিত চারু চিকুর, কুণ্ডল শ্রুতি গণ্ড মুকুর,
ভাল তিলক মঞ্জুল ভুরু, ভৃঙ্গ কমল লোচনা ॥
নাসাপুট মোদ-সদন, ইন্দুনিকর নিন্দি বদন,
মন্দমন্দ হসনি কুন্দ,-দশন মধুর বোলনা।
কণ্ঠ মদন-মদভরহর, ভুজযুগ জিনি কুঞ্জর-কর,
কক্ষ মৃদুল বিশাল বক্ষ, মাল অতুল দোলনা ॥
নাভি ত্রিবলি-বলিত-ভাঁতি, লোমাবলি ভুজগপাঁতি,
রসনাযুত কৃশ কটি নব,-কেশরি-মদভঞ্জনা।
পহিরে বর-বসন-বেশ, উরু বরণি না শক শেষ,
নরহরি-পহু পদতলে করু, তরুণারুণে গঞ্জনা ॥

ওহে শ্রীনিবাস প্রভু সুরধুনীতীরে।
সঙ্কীর্ত্তনানন্দে মগ্ন চলে ধীরেধীরে ॥১০৬৩
গঙ্গার সৌভাগ্য প্রকাশয়ে অতিশয়।
পরিকর-সঙ্গে গঙ্গাতীরে বিহরয় ॥১০৬৪

গীতে যথা নট্টঃ ॥

বিহরত সুরসরিত-তীর, গৌর তরুণ-বয়স ধির,-
তড়িত-কনক-কুঙ্কুম-মদ,-মর্দ্দন-তনু-কাঁতি।
মদন-কদন-বদনচন্দ্র, নিখিল-তরুণি-নয়ন-ফন্দ
হসত লসত দশনবৃন্দ, কুন্দকুসুম-পাঁতি ॥
অঞ্জন-ঘন-পুঞ্জ-বরণ, কুঞ্চিত কচ ধৈর্য্যহরণ,
বেশ বিমল অলকাকুল, রাজত অনুপাম।

ভাল তিলক ঝলকত অতি, ভাঙ ভুজগ-মঞ্জুল-গতি,
চঞ্চল দিঠি-অঞ্চল রস,-রঞ্জিত-ছবি-ধাম ॥
কুণ্ডল শ্রুতি গণ্ড কলিত, কণ্ঠহি বনমালী-বলিত,
বাহু বিপুল বলয়া কর, কোমল বলিহারি।
পরিসর বর বক্ষ অতুল, নাশত কত কুলবতীকুল,
ললিত কটি সুকৃশ কেশরী-গরব-খরবকারী ॥
জগমগ ভুজ জানু তরুণ-অরুণাবলি-কিরণ-চরণ,-
কমল-মধুর-সৌরভভরে, ভকত-ভ্রমর ভোর।
করুণা-ঘন ভুবনবিদিত, প্রেম-অমিয়া বরখত নিত,
নরহরি মতিমন্দ কবহু, পরশত নাহি থোর ॥

পুনঃ—বেরগুপ্তঃ ॥

সুরধুনীতীর, পরম নিরমল থল,
তহি উলসিত সব ভকত উদার।
গায়ত কতকত, গীত অমিয়ময়,
বায়ত বাদ্য বিবিধ পরকার ॥
নাচত গুণমণি গৌরকিশোর।
চন্দন-চরচিত,রুচির অঙ্গ অতি,
অপরূপ রূপ, রমণী-মন-চোর ॥ধ্রু॥
অমল কমল দল, লোচন ডগমগ
ভাঙ-ভঙ্গি নব অলক-বিলাস।
শরদ-নিশাকর,-নিকর নিন্দি মুখ,
কোটি-মদন-মদ-মরদন হাস ॥
চঞ্চল ললিত, বিশাল বক্ষপরি,
ঝলকত জিনি দামিনী মণিহার।

নরহরি পহুঁ পগ, ধরত তাল যব,
তব কি মধুর রব নূপুর-ঝনকার ॥

পুনর্ব্বসন্তঃ ॥

সুরধুনী-তীরে, তরুণ তরু বল্লরী,
পল্লব নবনব কুসুম বিকাশ।
পরিমলে মুগধ, মধুপকুল কূজত,
কোকিল কীর ফিরত চহু-পাশ ॥
নাচত তঁহি নট, গৌরকিশোর।
কেশর-মৃগমদ,-চন্দন-চরচিত,
ফাগু-অরুণ তনু অধিক উজোর ॥ধ্রু॥
নিরুপম বেশ, বসন মণিভূষণ,
ঝলকত চারু চপল বনমাল।
অভিনব ভঙ্গি, ভুবন-মন-মোহন,
ঘনঘন ধরত চরণতলে তাল ॥
গায়ত পরম, মধুর পরিকরগণ,
নিরখি বদন-শশি উলস অভঙ্গ।
সুরগণ গগনে, মগন ভণ, জয় জয়
বায়ত নরহরি মধুর মৃদঙ্গ ॥

পুনর্ব্বসন্তঃ ॥

আজু সুরধুনী-তীরে, সুন্দর-গোউর নৃত্য-বিভোর।
ফাগুবিন্দু সুগন্ধি চন্দন,-চর্চ্চিত অঙ্গ উজোর ॥
ভাল ঝলকত, তিলক অতুলিত, ললিত কুন্তলভার।
শ্রবণ-কুণ্ডল, গণ্ড-মণ্ডিত, ভাঙ-ভঙ্গি অপার ॥

লোল লোচন,-কঞ্জ মঞ্জু ম,-মঙ্ক জিতি মুখজ্যোতি।
অরুণ অধর সু,-হাস মৃদুমৃদু, দন্ত নিন্দই মোতি॥
বাহু কনক-মৃ,-ণাল মনমথ,-দমন বক্ষ বিশাল।
চারু রচিত বি,-চিত্র চঞ্চল, কণ্ঠে মালতী-মাল॥
ক্ষীণ কটিতট, জটিত কিঙ্কিণী, পহিরে বসন সুচারু।
চরণ নূপুর, রণিত নিরুপম, শরমদ সকল সিঙারু॥
হেরি অপরূপ, রূপ পরিকর, মগন গুণ নহু অন্ত।
ঝাঁজ মুরজ মৃ,-দঙ্গ বায়ই, গায়ে রাগ বসন্ত॥
শুনত সুরগণ, গগন মণ্ডলে, ধিরয ধরই না পারি।
ধাই ধাই চলু, চহু-ওর নব, নদিয়ানগর-নর-নারী॥
হোত জয়জয়,-কার জগভরি, উমড়ি প্রেমপ্রবাহ।
ভণত নরহরি, ধন্য কলিযুগে, বিলসে গোকুলনাহ॥

সুরধুনীতীরে প্রভু বিলসিয়া রঙ্গে।
এইপথে নিজগৃহে গেলা ভক্তসঙ্গে॥১০৬৫
একদিন প্রভু মহা উল্লাসিত হৈয়া।
আইলা শ্রীবাসগৃহে এইপথ দিয়া॥১০৬৬
দেখ শ্রীনিবাস এই শ্রীবাসভবনে।
এথা বৈসে প্রভু প্রিয়-পরিকর-সনে॥১০৬৭
শ্রীকীর্ত্তন বিনা কিছু প্রভুরে না ভায়।
শ্রীকীর্ত্তনে সভে প্রভু-উল্লাস জন্মায়॥১০৬৮
প্রভুর অন্তর অন্যে না পারে জানিতে।
প্রসন্ন-নয়নে প্রভু চাহে চারিভিতে॥১০৬৯

প্রভুর ইঙ্গিত বুঝি প্রভুপ্রিয়গণ।
শ্রীঅভিষেকের শীঘ্র করে আয়োজন ॥১০৭০
গঙ্গাজল আনে সভে উল্লাস-হিয়ায়।
প্রভু-অভিষেক-গীত মুকুন্দাদি গায় ॥১০৭১
এথা গৌরচন্দ্রে বসাইয়া সিংহাসনে।
করে অভিষেক অতি অপূর্ব্ব বিধানে ॥১০৭২

গীতে যথা সুহই ॥

শঙ্খ-দুন্দুভি-নাদ বাজয়ে সুস্বরে।
গোরাচাঁদের অভিষেক করে সহচরে ॥
গন্ধ চন্দন শিলা ধূপ দীপ জ্বালি।
নগরের নারী সব করে অর্ঘ্যথালী ॥
নদীয়ার লোক সব দেখি আনন্দিত।
জয় জয় জয় দিয়া কেহ গায় গীত ॥
গৌরাঙ্গচাঁদের মুখ করে নিরীক্ষণে।
গোরা-অভিষেক-রস বাসুঘোষ গানে ॥

পুনঃ মায়ূরঃ ॥

আজু অভিষেক সুখের অবধি,
বৈসে সিংহাসনে গোরা গুণনিধি,
নিরুপম শোভা ভঙ্গিমাতে কেউ-
ধৈরয না ধরে ধরণীতলে।
চিকন চাচর কেশ শিরে শোহে,
লোটায়ে এ পিঠে ছটা যোন মোহে।

হেমধরাধরশিখরেতে যেন,
যমুনাপ্রবাহ বহয়ে ভালে ॥
নিরমল অঙ্গ ঝলমল করে,
কত শত মনমথ-মদ হরে,
কেবা না বিভল হয় হাসিমাখা,-
মুখশশিপানে বারেক চা'য়া।
অভিষেকমন্ত্র পড়ি বারেবারে,
নিত্যানন্দাদ্বৈত উল্লাস অন্তরে,
শ্রীবাসাদি পহু-শিরে সুবাসিত,
জল ঢালে করে কলস লৈয়া ॥
জগদীশ বাসুদেব নারায়ণ,
মুকুন্দ মাধব গানে বিচক্ষণ,
শ্রুতি-জাতি-স্বর-ভেদ নানা তালে,
গায় অভিষেক অমিয়ধারা।
গোবিন্দ গোবিন্দানন্দে খোল বায়,
ধা ধা ধিক ধিক ধেন্না নানা তায়,
নাচে বক্রেশ্বর সুমধুর ছান্দে,
কারু নেত্রে বহে আনন্দধারা ॥
সুরগণ গণসহ অলখিত,
অভিষেকসুখে হৈয়া বিমোহিত,
বরিষে কুসুম থরেথরে করে,
জয়জয়ধ্বনি পুলক অঙ্গে।
পতিব্রতা নারীগণ ঘনঘন,
দেই ঘজকার অতি রসায়ন।

মঙ্গল রীতি নব নব নর-
হরি হেরি হিয়া উথলে রঙ্গে ॥

পুনর্ধানশী ॥

কি আনন্দ শ্রীবাস ভবনে।
করয়ে প্রভুর অভিষেক প্রিয়গণে ॥
স্বর্ণসিংহাসনে বসাইয়া।
আনে সুবাসিত জল উলসিত হৈয়া ॥
অভিষেকমন্ত্র পাঠ করি।
প্রভুর মস্তকে জল ঢালে ঘট ভরি ॥
উলু লুলু দেই নারীগণ।
বাজে নানা বাদ্য ধ্বনি ভেদয়ে গগন ॥
অভিষেক-গীত সভে গায়।
ভাসয়ে নিরত নেত্র আনন্দ ধারায় ॥
দেবগণ জয়জয় দিয়া।
নাচে কত সাধে অভিষেক নিরখিয়া ॥
অভিষেকশোভা মনোহর।
ঝলমল করয়ে কোমল কলেবর ॥
নরহরি আপনা নিছয়ে
সুধাময় বদনে মদন মুরুছয়ে ॥

ওহে শ্রীনিবাস কি বলিব একমুখে।
কেবা না মাতিল প্রভু-অভিষেক সুখে ॥১০৭৩
কেহো কত ঘট জল আনে লেখা নাই।
মন্দমন্দ হাসে প্রভু সভাপানে চাই ॥১০৭৪

জল আনে শ্রীবাসের দাসী নাম 'দুঃখী'।
দেখি তার ভক্তি প্রভু নাম থুইল 'সুখী' ॥১০৭৫
অভিষেক-শোভার উপমা নাই দিতে।
দেখে ভক্তগণ দাঁড়াইয়া চারিভিতে ॥১০৭৬
মনের উল্লাসে কেহো পানীতোলা লৈয়া।
মোছয়ে প্রভুর অঙ্গ স্নান সমাধিয়া ॥১০৭৭
কেহো লৈয়া সূক্ষ্ম সু-নূতন শুষ্ক বাস।
পরায় প্রভুরে; কত বাঢ়য়ে উল্লাস ॥১০৭৮
কেহো অতি সুগন্ধি চন্দন দিয়া গায়।
ভূষণে ভূষিত করি চান্দ-মুখ চায় ॥১০৭৯
এথাই পাতয়ে বিষ্ণুখট্টা সজ্জ করি।
তাহার উপরে বৈসে প্রভু গৌরহরি ॥১০৮০
প্রভুশিরে ছত্র ধরে নিত্যানন্দরায়।
পরম আনন্দে কেহো চামর ঢুলায় ॥১০৮১
কেহো কেহো পুষ্প বর্ষে মনের উল্লাসে।
দেখে শোভা সভাই রহিয়া চারিপাশে ॥১০৮২
বিবিধপ্রকারে সভে প্রভুরে পূজিয়া।
সভেই করয়ে স্তুতি ভূমে প্রণমিয়া ॥১০৮৩
বিবিধ সামগ্রী সভে প্রভুরে ভুঞ্জায়।
ভক্তদ্রব্য মাগিয়ে ভুঞ্জয়ে গৌররায় ॥১০৮৪
কে বুঝিবে শ্রীগৌরচন্দ্রের ভাবমর্ম্ম।
ভাবাবেশে কহয়ে সভার জন্মকর্ম্ম ॥১০৮৫

শ্রীবাস অদ্বৈত গঙ্গাদাস হরিদাসে।
পূর্ব্ব কথা কহে প্রভু সুমধুর-ভাষে ॥১০৮৬
শুনিয়া সে-সব সভে ভাসে নেত্রজলে।
করে কত স্তুতি পড়ি প্রভুপদতলে ॥১০৮৭
ঐছে যে যে ভক্তের জন্মাদি-কথা কয়।
শুনি সে সভার মহা-উল্লাস-হৃদয় ॥১০৮৮
খোলাবেচা-শ্রীধরেরে প্রভু দিলা বর।
পরম কৌতুকে স্তুতি করিলা শ্রীধর ॥১০৮৯
প্রভুর আজ্ঞায় বর মাগে যত জন।
দিলেন সভারে বর শচীর নন্দন ॥১০৯০
যে যে অবতারে যে যে ভক্তে কৃপা কৈল।
হৈছে সে সে ভক্তে প্রভু প্রত্যক্ষ হইল ॥১০৯১
শ্রীমুরারিগুপ্তে প্রভু দিলেন দর্শন।
দূর্ব্বাদলশ্যাম রাম জানকী লক্ষ্মণ ॥১০৯২
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা মুরারি দেখিয়া।
আপনারে দেখে হনূমান্ হর্ষ হৈয়া ॥১০৯৩
মুরারির স্তুতি শুনি প্রভুর উল্লাস।
'মুরারিবল্লভ' নাম হইল প্রকাশ ॥১০৯৪
মুকুন্দেরে প্রভু দণ্ড-অনুগ্রহ কৈল।
'মুকুন্দ প্রভুর প্রিয়' বিদিত হইল ॥১০৯৫
সাতপ্রহরিয়াভাবে অদ্ভুত বিলাস।
নেত্র ভরি দেখে যত প্রভু-প্রিয়দাস ॥১০৯৬

চতুর্ম্মুখ-পঞ্চমুখ-আদি দেবগণ।
অলক্ষিত হৈয়া সভে করয়ে দর্শন ॥১০৯৭
কি বলিব একমুখে ওহে শ্রীনিবাস।
এথা রহি দেখিনু মু প্রভুর বিলাস ॥১০৯৮
শ্রীবাসভবনেতে সুখের সীমা নাই।
ভাব-শান্তি হৈলে প্রভু বৈসে এইঠাঁই ॥১০৯৯
গৌরাঙ্গের বাক্যে নিত্যানন্দের যে রীত।
গদাধর-আদি তাহে হৈলা উল্লসিত ॥১১০০
নিত্যানন্দে রাখি প্রভু শ্রীবাসভবনে।
এইপথে নিজগৃহে গেলা গণসনে ॥১১০১
নিত্যানন্দচরিত্র বুঝিতে কেবা পারে।
শ্রীমালিনী দুঃখী দেখি জিজ্ঞাসিল তারে ॥১১০২
'পিত্তলের ঘৃতপাত্র কাক লৈয়া গেল।'
শ্রীমালিনী দেবী নিত্যানন্দে নিবেদিল ॥১১০৩
হাসি নিত্যানন্দ আজ্ঞা কৈল কাকপক্ষে।
বাটি আনি দিল কাক মালিনী-সম্মুখে ॥১১০৪
নিত্যানন্দপ্রভাব দেখিয়া পুণ্যবতী।
চাহি নিত্যানন্দপানে কৈল বহু স্তুতি ॥১১০৫
একদিন এইপথে নিত্যানন্দরায়।
আইকে দেখিতে চলে উল্লাস হিয়ায় ॥১১০৬
একদিন নিত্যানন্দ হরিদাস-সাঁথে।
শ্রীশচী-আলয় হৈতে আইসে এইপথে ॥১১০৭

প্রভুর আজ্ঞায় নদীয়ার ঘরেঘরে।
'কৃষ্ণ ভজ' এই ভিক্ষা মাগয়ে সভারে ॥১১০৮
শিষ্ট লোক এ বাক্যে আনন্দ পায় চিতে।
পাষণ্ড অসুর হাসি করে নানা মতে ॥১১০৯
এই পথে চলে যথা জগাই-মাধাই।
তারে উপদেশে—'কৃষ্ণভজ দুই ভাই' ॥১১১০
শুনিয়া মগুপ দুই মহাদুরাচার।
পড়িয়াছিলেন উঠি কহে 'মার মার' ॥১১১১
ব্রহ্মাদি দেবতা যারে ধ্যানে নাহি পায়।
হেন নিত্যানন্দে দোঁহে ধরিবারে ধায় ॥১১১২
জগাই-মাধাইর ক্রিয়া কহিব বা কত।
চিত্রগুপ্ত লিখিতে না পারে পাপ যত ॥১১১৩
ব্রাহ্মণ হইয়া সঙ্গদোষে হৈলা নষ্ট।
নবদ্বীপ-আদি ভয়ে কাঁপে ঐছে দুষ্ট ॥১১১৪
মহাক্রোধে কহি কটুবাক্য-বজ্রাঘাত।
নিত্যানন্দ-মাথে এথা কৈল রক্তপাত ॥১১১৫
অচ্ছেদ্য অভেদ্য নিত্যানন্দের শরীর।
ইথে রক্তপাত ইহা বুঝে কুন ধীর ॥১১১৬
গণসহ প্রভু এথা আসি গৃহে হৈতে।
চক্রে আকর্ষিল মহাদস্তে সংহারিতে ॥১১১৭
নিত্যানন্দ পরম দয়ালু ব্যস্ত হৈল।
সুদর্শনচক্র হৈতে তারে রক্ষা কৈল ॥১১১৮

নিত্যানন্দ (প্রার্থনায় প্রভু) কৃপা কৈলা।
জগাই-মাধাই দুই পাপী উদ্ধারিলা ॥১১১৯
দেবের দুর্লভ ভক্তি দিয়া দুইজনে।
দোঁহার যে পাপ প্রভু লইলা আপনে ॥১১২০
নিজগণ-মধ্যে দোঁহে গণনা করিল।
সঙ্কীর্ত্তন-সুখের-সমুদ্রে ডুবাইল ॥১১২১
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালে হইল এই ধ্বনি—।
দুই দৈত্যে উদ্ধারিলা গৌর গুণমণি ॥১১২২
ঘুঁচিল সভার ভয়, উল্লাস হিয়ায়।
জগাই-মাধাইরে দেখিতে কে না ধায় ॥১১২৩

গীতে যথা গুর্জ্জরী ॥

আজু কি আনন্দ নদীয়ানগরে,
জগাই-মাধাই দোঁহে দেখিবারে,
ধায় চারিদিকে কি নারী পুরুষ,
পরস্পর কহে কত না কথা।
কেহো কহে অতি বিরলতে রৈয়া,
ওই দেখ দেখ দুঁহু পানে চা'য়া,
সুরুযের-সম তেজ এবে ভেল,
সে পাপ-শরীর গেলো বা কোথা ॥
কেহো কহে আহা আহা মরি মরি,
ভাবে গরগর বৈশে বেরি-বেরি,
কান্দি উঠে ছুটে আঁখে বারিধারা,
নিবারিতে নারে না ধরে ধৃতি।

কেহো কহে হেরো দেখ নিরুপম,
পুলকিত তনু কাঁপে ঘনঘন,
ধুলায় ধুসর ধরণীতে পড়ি,
গড়ি যায় কিছু নাহিক স্মৃতি ।
কেহো কহে কিবা গোরা-মুখশশী-
পানে চাহে জানি কত সুখে ভাসি,
হাসি সুধাপানে উনমত হৈয়া,
লোটাইয়া পড়ে চরণতলে ।
কেহো কহে দেখ নিতাইচান্দেরে,
চাহি হিয়া-মাঝে কত খেদ করে,
দুখানি চরণ পরশিয়া করে,
করে অভিষেক আঁখের জলে ॥
কেহো কহে দেখ অদ্বৈত তপসী,
গদাধর-শ্রীবাসাদি-পাশে পশি,
অতুল উলসে ফুলিফুলি ফিরে,
লইয়া সভার চরণধূলি ।
কেহো কহে দুহু কাতর অন্তরে,
একভিতে রহি দন্তে তৃণ ধরে,
নরহরি-পহু পরিকর সহ,
'কর কৃপা' কহে দুবাহু তুলি ॥
যে কৌতুক জগাইমাধাই উদ্ধারিতে ।
হইলে সহস্র মুখ না পারি কহিতে ॥১১২৪
জয়জয়ধ্বনি ভরিল ভুবন ।
স্বর্গে রহি আনন্দে নাচয়ে দেবগণ ॥১১২৫

অলক্ষিত পুষ্পবৃষ্টি করে অনিবার।
নারদাদি গায় প্রভু-করুণা অপার ॥১১২৬
শ্রীকরুণাময়-অবতার গৌররায়।
পরমদুঃখিরে সুখসমুদ্রে ডুবায় ॥১১২৭
সভাসহ সঙ্কীর্ত্তনাবেশে গৌরহরি।
নিজগেহে গেলা লোক দেখে নেত্র ভরি ॥১১২৮
কি বলিব জগাইমাধাই দুইজন।
ভক্তিরত্ন-উপার্জ্জনে মহা-বিচক্ষণ ॥১১২৯
রজনী-প্রভাতে দোঁহে করি গঙ্গাস্নান।
নির্জ্জনে লয়েন দুইলক্ষ হরিনাম ॥১১৩০
পরমধার্ম্মিক দুই বিপ্র মহাশয়।
নবদ্বীপে দোঁহারে না কেবা প্রশংসয় ॥১১৩১
এই দেখ জগাইমাধাইর বাসস্থান।
এ-স্থান-দর্শনে পাপী পায় পরিত্রাণ ॥১১৩২
শ্রীমাধাই প্রভুনিত্যানন্দের আজ্ঞায়।
গঙ্গাঘাট সজ্জ-করে হৈয়া দীনপ্রায় ॥১১৩৩
গঙ্গাস্নানে যায় যে-যে সভে প্রণমিয়া।
করয়ে প্রার্থনা-দৈন্য কান্দিয়াকান্দিয়া ॥১১৩৪
শুনি মাধাইর দৈন্য কেবা না কান্দয়।
মাধাইর হিতচিন্তা সকলে করয় ॥১১৩৫
এই মাধাইর ঘাট যে করে দর্শন।
ভক্তি লভ্য হয়, ঘুঁচে সংসারবন্ধন ॥১১৩৬

যে তপস্যা মাধবের কহনে না যায়।
'শ্রীমাধবব্রহ্মচারী' খ্যাতি নদীয়ায় ॥১১৩৭
একদিন নিজগৃহে-হৈতে প্রভু রঙ্গে।
এপথে শ্রীবাসগৃহে গেলা ভক্তসঙ্গে ॥১১৩৮
শ্রীবাস উল্লাসে ধৈর্য্য ধরিতে নারিল।
প্রভুর অদ্ভুত-শোভা-সমুদ্রে ডুবিল ॥১১৩৯
এথা গৌরচন্দ্র নৃত্য করে সঙ্কীর্ত্তনে।
সভাপ্রতি কহে—সুখ না জন্ময়ে কেনে ॥১১৪০
শুনিয়া প্রভুর বাক্য শ্রীবাসপণ্ডিত।
চিন্তাযুক্ত হইয়া চাহয়ে চারিভিত ॥১১৪১
শ্রীবাসের শাশুড়ী মাথায় ডোল দিয়া।
এ-ঘরের কোণে তেহোঁ ছিলা লুকাইয়া ॥১১৪২
বাহ্যহীন শ্রীবাস উন্মত্ত কৃষ্ণাবেশে।
ঘরে হৈতে বাহির কৈল ধরি তার কেশে ॥১১৪৩
প্রভু কহে—এবে সুখ উপজয়ে মনে।
হইলেন সভে মহা মত্ত সংকীর্ত্তনে ॥১১৪৪
একদিন প্রভু প্রেমে মূর্চ্ছিত এথায়।
পদধূলি লইয়া অদ্বৈত মাখে গায় ॥১১৪৫
বাহ্য পাই প্রভু নৃত্য করে সঙ্কীর্ত্তনে।
সভাপ্রতি কহে—সুখ না জন্ময়ে কেনে ॥১১৪৬
না জানিয়ে অপরাধ কোথা বা হইল।
অদ্বৈতের পানে চাহি সকল জানিল ॥১১৪৭

মহা বলবান্ প্রভু ধরি অদ্বৈতেরে।
অদ্বৈতচরণ লৈয়া ঘষে নিজশিরে ॥১১৪৮
সঙ্কীর্ত্তনাবেশে প্রভু বৈসে এ-খট্টায়।
ভিক্ষা করি শুক্লাম্বর আইলা এথায় ॥১১৪৯
মহাপ্রীতে প্রভু সে ঝুলিতে হাত দিয়া।
খায়েন তণ্ডুল তারে 'সুদামা' বলিয়া ॥১১৫০
কত দৈন্য করি ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর।
ঝুলি কাঁধে কীর্ত্তনে নাচয়ে মনোহর ॥১১৫১
শ্রীশুক্লাম্বরের প্রেমচেষ্টা নিরখিতে।
গণ-সহ প্রভুর আনন্দ বাঢ়ে চিতে ॥১১৫২
শ্রীবাস-আলয়ে প্রভু ঐছে বিলসিয়া।
নগরভ্রমণে চলে নিজগৃহে গিয়া ॥১১৫৩
এইখানে বিশ্বম্ভর প্রিয়গণ-সঙ্গে।
ভাসে সঙ্কীর্ত্তন-সুখ-সমুদ্র-তরঙ্গে ॥১১৫৪
পরম অদ্ভুত নৃত্য করে গৌররায়।
চতুর্দ্দিকে পারিষদবৃন্দ সভে গায় ॥১১৫৫

গীতে যথা দেবকিরী ॥

বলি কলি-মত্ত-মতঙ্গজ-মরদন,
গৌরসিংহ নাচত নদীয়ায়।
জয়জয়রব সব, ভুবন বিয়াপিত,
নিখিল লোক মিলি চৌদিকে ধায় ॥

গায়ত পরম, প্রবল প্রিয় পরিকর,
কিন্নর-তুরগম তানতরঙ্গ।
বাজত মুরুজ, মৃদঙ্গ দৃমিকি দৃমি,
দাঁ দাঁ দৃমি কটু ধিকট ধিলঙ্গ॥
কম্পই ধরণী, ধরত পদপঙ্কজ,
ডগমগি অঙ্গভঙ্গি অনুপাম।
লোচন তরুণ,-অরুণরুচি গঞ্জই,
চাহনি চারু চমকে কত কাম॥
শশধরনিকর, নিন্দি মুখমধুরিম,
হাসত লহুলহু অমিয় উগারি।
প্রেম বিতরি নর-হরি-পহু পামরে,
করই কোরে ভুজ,-যুগ পসারি॥

পুনঃ মেঘরাগঃ॥

নাচত গৌর নটনপণ্ডিতবর।
কুমকুম-দামিনী,-দাম-দমন-তনু,
মণ্ডিত নিরুপম-বিপুল-পুলকভর॥ ধ্রু॥
অরুণ অধর মৃদু, চান্দবদন লস,
দশনকুন্দ লহু, হাস অমিয় ঝর।
নয়নকঞ্জ জন,-রঞ্জন রসময়,
চাহনি কত শত, মদন-গরব-হর॥
কনক-মৃণাল, নিন্দি ভুজযুগ তুলি,
বোলত হরি হরি, অন্তর গরগর।
মঙ্গলময় কো,-মল সুললিত পদ,
বিবিধ-ভঙ্গি-সঙ্গে ধরই ধরণীপর॥

বাজত ঝাঁঝ সু,-থমক খোল কত,
গায়ত মধুর,-মধুর সুরপরিকর।
বিতরত প্রেম,-রতনধন জগ ভরি,
বঞ্চিত কুমতি এ, নরহরি পামর॥

পুনঃ ভূপালিঃ ॥

নাচত গোর, নটন জনরঞ্জন,
নিখিল-মদনমদ-ভঞ্জন অঙ্গ।
পুলকিত ললিত, কম্প ঘন উনমত,
শুনইতে পুরব,-পিরিতি-পরসঙ্গ॥
লোচন অরুণ,-কমলদল ছলছল,
জল ঝলকত জনু মোতিম-দাম।
হসইতে দশন, বিজুরি-সম চমকত,
ঢরঢর মধুর অধর অনুপাম॥
কুঞ্জর-করবর,-গরব-বিমোচন,
মঞ্জু বিপুল ভুজযুগল পসারি।
নিরখি গদাধরে, করই কোরে পুন,
ভণই মরম ধৃতি, ধরই না পারি॥
উথলই প্রেম,-পয়োনিধি নিরুপম,
প্রবল তরঙ্গ রঙ্গ উপজায়।
পামর পতিত, দুখিত সুখে ভাসয়ে,
নরহরি পাপী, পরশ নহ তায়॥

পুনর্নটনারায়ণঃ ॥

নাচত গৌর, পরম-সুখ-সদনা।
অবিরল বিপুল, পুলককুল ঝলমল,
সুললিত অঙ্গ মদন-মদ-কদনা ॥ ধ্রু ॥
টলমল অমল,-কমলদল-লোচন,
চাহনি করুণ অরুণ-রুচি-রুচিরে।
নিরসি শরদশশি, হসিত লপন লস,
দশন সুকিরণ, হরত চিত অচিরে ॥
গজবর-গরব,-হরণ গতি নবনব,
ধরইতে চরণ ধরণি অতি মুদিতা।
গদগদ হৃদয়, বদত ঘন হরিহরি,
নিরুপম-ভাব,-বিভব-ভর উদিতা ॥
উনমত অতুল,-রতন-ধন-বিতরণে,
হরল বিপদ যশ, ভরল এ ভুবনে।
পূরল সকল মনো,-রথ ইথে বঞ্চিত,
নরহরি বিফল,-জনম ধিক জীবনে ॥

ওহে শ্রীনিবাস সঙ্কীর্ত্তনে মগ্ন হৈয়া।
মন্দমন্দ চলে প্রভু এইপথ দিয়া ॥১১৫৬
দেখ প্রভুপ্রিয়-সঞ্জয়ের এই ঘর।
অদ্ভুত ভঙ্গিতে এথা নাচে বিশ্বম্ভর ॥১১৫৭

গীতে যথা নাটঃ ॥

নাচত শচীতনয়-গৌর, মাধুরী মন মোহে।
কনকাচল-দলন-দেহে, পুলকাবলি শোহে ॥

ঝলমল বিধুবদন অমিয়, বরষত মৃদু হাসে।
চঞ্চল নয়নাঞ্চলে কত, কত রস পরকাশে॥
পদতলে ধরু, তাল ঝনন, নূপুর ঘন বাজে।
অভিনব বহু, ভঙ্গি নিরখি, মনমথ মরু লাজে॥
গায়ত গুণ, জগজন নিম-গন সুখ-পরবাহে।
বঞ্চিত নর-হরি দীনহীন, দহে ভব-দব-দাহে॥

পুনর্নটী॥

কিবা, খোল করতাল বাজে।
চারি, পাশে পরিকর সাজে॥
আজু, গায়ত মধুর লীলা।
শুনি, দরবয়ে দারু শিলা॥
রঙ্গে, নাচয়ে সুন্দর গোরা।
কেবা, জানে কিবা ভাবে ভোরা॥ ধ্রু॥
নব,-পুলক-বলিত তনু।
শোহে, কনক-পনস জনু॥
সুর,-সরিত-প্রবাহ-পারা।
দুটি, নয়নে বহয়ে ধারা॥
ঘন, ঘন ভুজযুগ তুলি।
গর,-জয়ে হরিহরি বলি॥
অতি, পতিত-পামরে হেরি।
ধরি, কোরে করে বেরিবেরি॥
প্রেম,-ধন দেই জনেজনে।
ছাড়ি, একা নরহরি দীনে॥

পুনর্মালবশ্রীঃ ॥

নাচয়ে শচীসুত, বিপুল পুলকিত,
সরস বেশ সুশোহয়ে।
কনক জিনি অঙ্গ, মদনময় তনু,
জগতজন-মন মোহয়ে॥
ললিত ভুজ তুলি, গরজে হরি বুলি,
পুরুব-প্রেমরসে ভাসয়ে।
কত-না বারেবারে, নিরখি গদাধরে,
মধুর মৃদুমৃদু হাসয়ে॥
শ্রীবাস-আদি যত, অধিক উনমত,
অতুল গুণগণ গায়য়ে।
মৃদঙ্গ করতাল, থমক সুরসাল,
তা-দৃমি-দৃমি-দৃমি বায়য়ে॥
গগনে সুরগণ, মগন ঘন-ঘন,
বরিষে কুসুম সুভাঁতিয়া।
সঘনে জয়জয়, ভণত অতিশয়,
ঘনশ্যাম সুখ মাতিয়া॥

পুনর্বরাটী ॥

ভুবনমোহন গোরাচাঁদ।
অখিললোকের মন-ফাঁদ॥
নাচে পহুঁ প্রেমের আবেশে।
অরুণ-নয়ন জলে ভাসে॥ ধ্রু॥

ভুজ তুলি হরি হরি বোলে।
পতিতে ধরিয়া করে কোলে ॥
নিজরসে সভারে ভাসায়।
চারিপাশে পারিষদ গায় ॥
সুকোমল অঙ্গ আছাড়িয়া।
গড়ি যায় ধূলায় পড়িয়া ॥
দেখিয়া সকল জীব কান্দে।
নরহরি হিয়া নাই বান্ধে ॥

এই বৃক্ষতলে প্রভু দণ্ডেক রহিয়া।
গঙ্গাতীরপথে চলে উল্লসিত-হিয়া ॥১১৫৮
এথা অনুরাগবতী অঙ্গনা উল্লাসে।
পরস্পর কত কথা কহে মৃদুভাষে ॥১১৫৯

তত্রাদৌ শ্রীদাস-গদাধরঠক্কুরস্য-শিষ্য-শ্রীযদুনন্দন-চক্রবর্ত্তি-কৃত-গীতে যথা—

ধানশী ॥

গৌরাঙ্গচরিত আজু কি পেখলু মাই।
'রাধা-রাধা' বলি কান্দে ধরিয়া গদাই ॥
ধরিতে না পারে হিয়া, ধরণী লোটায়।
ধূলা লাগিয়াছে কত ও-না হেম-গায় ॥
সে মুখ চাহিতে হিয়া কিনা জানি করে।
কত সুরধুনী-ধারা আঁখি বহি পড়ে ॥
মৈলু মৈলু কেন গেলু সে পথ বাহিয়া।
ধৈরজ না ধরে চিতে, ফাটি যায় হিয়া ॥

দেখি দাসগদাধর লহুলহু হাসে।
এ যত্নুনন্দন কহে ওই রসে ভাসে ॥

পুনঃ কশ্চিৎ কামোদঃ ॥

দাসগদাধর বদন হেরি।
আঁখি-কোণে কহে ইঙ্গিত করি ॥
কে জানে কি লাগি পুলকে তনু।
হাসিতে অমিয়া বরিখে জনু ॥
সুরনদী-তীরে দেখিনু গোরা।
অখিল-তরুণী-নয়ন-চোরা ॥
সহজ ভাঙর ভঙ্গিমা কাজে।
পরাণে আঁজুলি কি আর লাজে ॥
গ্রীবার ভঙ্গিমা কহিল নয়।
আঁখি-পাখি পাখা পসারি রয় ॥
আজানুলম্বিত-বাহুর শোভা।
যুবতী-মরম যা হেরি লোভা ॥
অরুণ-কমল-চরণতলে।
যত্নু-মন রহু মধুপ-ছলে ॥

পুনঃ কাচিৎ ধানশী ॥

তরুণি-পরাণ,-চোরা গোরারূপ,-মাধুরী অমিয়াধারা।
ধনি ধনি ধনি, বারেক নয়ন,-কোণেতে পিয়য়ে যারা ॥
সই! এ কথা কহিব কাথে।
পণ্ডিত গদাই,-পানে মন চাই, রাধিকা বলিয়া ডাকে ॥ ধ্রু ॥

দাস-গদাধর,-করে দিয়া কর, উলসে পুলক গা।
মৃদুমৃদু হাসে, কিবা রসে ভাসে, কিছু না পাইলু থা॥
নাগরালি-ঠাটে, নদীয়ার বাটে, হেলিতে-দুলিতে যায়।
নরহরি-মন,-মোহন ভঙ্গিমা, মদন মুরছে তায়॥

পুনঃ কাচিৎ কর্ণাটিকা॥

সজনি সই! শুন গোরা-অপরূপ-গাঁথা।
বরঙ্গ-বধূর সঙ্গে, বিলাস গোপন রঙ্গে,
ভুবন ভাসিল সেই কথা॥ ধ্রু॥
অঙ্গের সৌরভে কত, মনমথ উনমত,
মধুকর-ছলে উড়ি ধায়।
রঙ্গণফুলের মালা, হিয়ার উপরে খেলা,
কুলবতী-মতি মুরছায়॥
গৌর-বরণ দেখি, আর সব সেই সখি!,
বলন গমন অঙ্গ-ছটা।
গোকুলচান্দের ছান্দ, পরতেখ ভুরু-ফাঁদ,
কুলবতী-দুইকুল-কাটা॥
কে আছে এমন নারী, নয়ান-সন্ধান হেরি,
মুখ-চান্দে হাসির মাধুরী।
দেখিয়া ধৈরয ধরে, তবে সে যাইবে ঘরে,
মনমথে না করি বাউরি॥
খেনে রাধা বলি ডাকে, নয়ন মুদিয়া থাকে,
খেনে হাসে ভাবের আবেশে।
খেনে কান্দে উতরায়, পুলকিত সর্ব্বগায়,
এ যদুনন্দন ভালো বাসে॥

পুনঃ কশ্চিৎ কামোদঃ ॥

নদীয়ার মাঝারে ও-না রূপ।
সোনার গৌরাঙ্গ নাচে অতি অপরূপ ॥ ধ্রু ॥
অলকা-তিলকা চান্দমুখের পরিপাটী।
রসে ডুবুডুবু করে রাঙ্গা আঁখি দুটি ॥
অধরে ঈষত হাসি—মধুর কথা কয়।
গ্রীবার ভঙ্গিমা দেখি প্রাণ কোথা রয় ॥
হিয়ার দোলনে দোলে রঙ্গণফুলের মালা।
কত রস-লীলা জানে কত রস-কলা ॥
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ, বিনোদিয়া কোঁচা।
চাচর-চিকুরে শোভে গন্ধরাজ-চাঁপা ॥
দৈবকীনন্দনে বলে—শুন লো আলি।
তুমি কি না-জানো গোরা নাগর বনমালী ॥

কশ্চিচ্চ কামোদঃ ॥

নদীয়ার মাঝারে নাচয়ে গোরাচাঁদ।
অখিলজনার মন বান্ধিবার ফাঁদ ॥
কনক-কেশর-তনু অনুপম ছটা ॥
দেখিতে মোহিত নব-যুবতীর ঘটা ॥
শরদের চাঁদ কি মধুর মুখখানি।
অমিয়ার ধারা বাণী তাপিয়া-জুড়ানি ॥
ঈষত মিশাল হাসি অধর উজ্জ্বল।
দশন-মুকুতাপাঁতি করে ঝলমল ॥
নয়নযুগল-অনুরাগের আলয়।
চাহনিতে ভুবন-পরাণ হরি লয় ॥

কামের-ধনুক-মদ ভাঙ্গিবার তরে।
কেবা গড়াইল ভুরু কত রঙ্গ ধরে ॥
চাঁচর-কেশের ঝুটা চমকিয়া বাঁকে।
মালতী-বলিত অলি ফিরে ঝাঁকেঝাঁকে ॥
কে ধরে ধৈরয হেরি সুচারু কপাল।
চন্দনের বিন্দু ইন্দু-গরবের কাল ॥
ভুবনবিজয়ি মালা দোলয়ে হিয়ায়।
বারেক নিরখি আঁখি সদাই ধিয়ায় ॥
কিবা সে দীঘল-ভুজযুগের বলনি।
কত ভাঁতি ভঙ্গি সতীকুলের দলনি ॥
সরুয়া কাঁকালি কিবা মুঠেতে লুকায়।
বিনিমূলে কিনে মন নয়ন যুড়ায় ॥
চরণকমলতল অতি অনুপাম।
নখরনিকরে কত মুরুছয়ে কাম ॥
কহে নরহরি—কি না-জানো রঙ্গ তার।
গোকুলনাগর ও-না রসের পাথার ॥

কাচিচ্চ মল্লারিকা ॥

সই গো! নদীয়া-জাহ্নবী-কূলে।
কো বিহি কেমনে, গঢ়ল ও তনু, কনয়া-সিরিষ-ফুলে।
কে না পরতীত যায়।
বদন কমল, বাঁধুলি অধর, দশন কুন্দ কি তায় ॥
কাহারে কহিব কথা।
কিংশুক-কোরক, নাসিকা সুভগা, আঁখি উতপল রাতা ॥
কহিতে না-জানি মুখে।

বাহু হেমলতা, উপরে পদুম, মল্লিকা ফুটল নখে ॥
নয়ান আনন্দ-সিন্ধু।
পদতল থল,-রাতা-উতপল, নখে মোতিফল নিন্দু ॥
পীরিতি-সৌরভ ধরে।
ত্রিভুবন-জন, মাতল তা হেরি, পালটি না যায় ঘরে ॥
হরি হরি হরি বোলে।
না-জানি কি লাগি, কান্দয়ে গৌরাঙ্গ, দাসগদাধর-কোলে ॥
অন্তরে লাগয়ে ধন্দ।
এ যদুনন্দন, কহে—কি না-জানো, ওই-না গোকুলচন্দ ॥

কশ্চিচ্চ কামোদঃ ॥

দেখ গোরা-রঙ্গ সই দেখ গোরা-রঙ্গ।
নদীয়ানগরে যায় কনয়া-অনঙ্গ ॥ ধ্রু ॥
হেম-মণি-দরপণ জিনিয়া লাবণি।
অরুণ-চরণে আলো করিছে অবনি ॥
পূর্ণিম-চান্দের ঘটা ধরিয়াছে মুখ।
ছটায় গগন আলো দিশা নারী-সুখ ॥
ভুরু ধনু, আঁখি বাণ বঙ্কিম সন্ধান।
বরজ-মদন হেন সকল বন্ধান ॥
জানু-বিলম্বিত বাহু, পরিসর বুক।
দরশনে কে না পায় পরশন-সুখ ॥
গতি মত্ত-গজপতি জিতি কমনিয়া।
মজিল তরুণি ও-না—না চায় ফিরিয়া ॥
যদু কহে—ও-না সেই গোকুলসুন্দর।
জানিয়া না-জান তুমি, তেঞি লাগে ডর ॥

কাচিচ্চ বল্লবী ॥

সই! কিবা অপরূপ রূপ।
পুলক বলিত, তনু অনুপম, কি নব মদন-ভূপ ॥
কি জানি কি ভাবে, ভাবিত অন্তর, অরুণ যুগল আঁখি ॥
গদাধর-করে, ধরি কি কহয়ে না জানি কি মধু মাখি ॥
অধর বাঁধুলি,-ফুল সুললিত, দামিনী দশন-ছটা ॥
হাসির মিশালে, ঢালে সুধারাশি, বদন চান্দের ঘটা ॥
নাগরালি-কাচে, নাচয়ে নদীয়া,-নাগরি-পরাণ-চোরা ॥
নরহরি কহে, তুমি কি না-জানো, গোকুলমোহন গোরা ॥

কাচিচ্চ ভূপালী।

দেখ দেখ গোরাচান্দে।
কাঞ্চন-রঞ্জন,-বরণ মদন,-মোহন নটন ছান্দে ॥ ধ্রু ॥
পুরুব-পীরিতি কহে।
কিশোর বয়সে, ভাবের আবেশে, পুলক পূরল দেহে ॥
কে জানে মরম-বেথা।
যমুনাপুলিন,-বন-বিহরণ, কহয়ে সে-সব কথা ॥
নীরজ-নয়নে নীর।
রাধার কাহিনী, কহয়ে আপুনি, তিলেক না রহে থির ॥
গদাধর-করে ধরি।
কাঁদন-মাখন, কহিতে বচন, বোলে হরি হরি হরি ॥
ভাবে জরজর তনু।
ছুটল মাতল,-কুঞ্জর-গমনে, বনের দলনু যনু ॥
খেনে হাসে কান্দে নাচে।

অধর কম্পিত, রহয়ে চকিত, খেনে প্রেমধন যাচে ॥
এ যদুনন্দন কহে।
তুমি কি না-জান, গোকুলমোহন, গৌরাঙ্গ ভুবন মোহে ॥

কাচিচ্চ আশাবরী ॥

গৌর বরণ সোনা, ছটক চাঁদের জোনা।
তরুণ অরুণ, চরণে থির, ভাবে বিয়াকুল-মনা ॥
অরুণ-নয়নে ধারা, যনু সুরধুনী-বারা।
পুলক গহন, সিচয়ে সঘন, মহি জিনি ভার ভরা ॥
বদনে ঈষত হাসি, তরুণি-ধৈরজ-নাশী।
খেনেখেনে গদ, গদ হরি বোলে, কান্দনে ভুবন ভাসি ॥
গদাই ধরিয়া কোলে, মধুরমধুর বোলে।
আর কি আর কি, করিয়া কান্দয়ে,
না-জানি কি রসে ভোলে ॥
যে জানে সে জানে হিয়া, সে রসে মজিল ধিয়া ॥
এ যদুনন্দন, ভণয়ে আজুলি, ওই-না গোকুল পিয়া ॥

কশ্চিচ্চ দেশপালঃ ॥

রূপ হেরি কি-না হৈল মোরে।
সোনার বরণ তনু, ওই ছিল কালা কানু,
নহিলে কি মন চুরি করে ॥
রসের পরাণ যার, কুল কি রহিবে তার,
নদীয়ানগরে হেন জনা।
কি হায় দারুণ মতি, মজিল যুবতী সতী,
পুতি-ঘরে প্রেমের কাঁদনা ॥

নয়ন কমল নব,- অরুণ-সুপরাভব,
ধারা বহে মুখ-বুক বায়।
আহা মরি মরি সই, মরম তোমারে কই,
জীব নাশে গোরা না দেখিয়া ॥
হিয়ায় প্রেমের শর, তনু কৈলে জরজর,
প্রবোধ না মানে মোর প্রাণী।
সুরধুনীতীরে যায়া, ভাসাইব কুলক্রিয়া,
ভজিব সে গোরা গুণমণি ॥
পুরুবে শুনিল যত, সেই সব অভিমত,
এবে ভেল কাল-তনু গোরা।
বাসুদেবঘোষের বাণী, রসিক নাগর জানি,
নহিলে গোপীর মন চোরা ॥

ওহে শ্রীনিবাস গঙ্গাকূলে এইখানে।
বিহরয়ে রঙ্গে ধৈর্য্য হরয়ে নর্ত্তনে ॥১১৬০

গীতে যথা সোমরাগঃ ॥

সুরধুনিতীরে, গৌর নটনাগর,
পরিকর-সঙ্গে রঙ্গে বিহরে।
নিরুপম বিবিধ, নৃত্য নব মাধুরী,
নিখিল-ভুবন-জন-নয়ন হরে ॥
কনক-ধরাধর,- গরবহারি তনু,
ঝলমল বিপুল-পুলক-নিকরে।
কুঞ্জর-কর-মদ,- হর ভুজভঙ্গিম,
নিন্দই কতশত কুসুমশরে ॥

কুন্দ-দশন-দ্যুতি, দমকত মঞ্জুল,
মিলিত সুহাস মধুর অধরে।
ডগমগ বদন, বদত ঘন হরিহরি,
শুনইতে কো আছু থিরয় ধরে॥
উমড়ই হৃদয়, গদাধরে হেরইতে,
শাঙন-ঘন-সম নয়ন ঝরে।
নরহরি ভণত, ধরণি করু টলমল,
সুললিত-চঞ্চল-চরণভরে॥

পুনর্মেঘরাগঃ॥

আজু সুরধুনি,-তীরে নাচত, গৌর ঘন-অবতার।
ঝুমি রহু চহু, ওর শীতল, হরত উতপত-ভার॥
ললিত তনুদ্যুতি, দমকে দামিনী, চমকে কলি-অন্ধিয়ার।
সঘনে হরিহরি,-বোল-গরজন, হোয়ত জগত বিথার॥
ভকত-শিখী অতি, মত্ত গায়ত, ষড়্জ-সুর-পরচার।
তৃষিত চাতক, অখিল জন পিয়ে, প্রেমজল অনিবার॥
ধন্য ধরণি-সু,-ভাগ-ভর বিহি,-তুলহ মোদ অপার।
ভণত ঘন ঘন,-শ্যাম ঐছন, দীন কি হোয়ব আর॥

পুনর্ধানশী॥

নাচত গৌরকিশোর।
সুরধুনিতীরে উজোর॥
কতশত পরিকর সঙ্গ।
কীর্ত্তনে অতুলিত রঙ্গ॥

নিজ পর কাহু না জান।
প্রেমরতন করু দান॥
নিরুপম ভাবে বিভোর।
অরুণ-নয়নে ঝরু লোর॥
কহি কত গদগদ বাণী।
ধরই গদাধরপাণি॥
ঘনঘন কাঁপয়ে অঙ্গ।
নরহরি কি বুঝব রঙ্গ॥

পুনশ্চ গৌরড়ী॥

গৌর সুরধুনি,-তীরে নাচত, সুঘর-পরিকর-সঙ্গ।
হেম-ভূধর,-গরব-ভর-হর, পরম মধুরিম অঙ্গ॥
অতুল কুন্তল, বলিত কেতকী, কুন্দকুসুম সুরঙ্গ।
বাহু-বলনি বি,-শাল বক্ষ বি,-লোকি বিকল অনঙ্গ॥
ভাবে গরগর, গমন গজপতি, গঞ্জি গরজে অভঙ্গ।
কঞ্জ-লোচনে, লোর চরকত, প্রকট জনু যুগ গঙ্গ॥
তরল পদতলে, তাল ধরইতে, ধরণী অধিক উমঙ্গ।
দাস নরহরি, করত জয়জয়,-কার কি কহব রঙ্গ॥

গঙ্গার সৌভাগ্য বিস্তারিয়া প্রভু রঙ্গে।
এইপথে নিজগৃহে গেলা গণসঙ্গে॥১১৬১
নিরন্তর সঙ্কীর্ত্তনানন্দ বিস্তারয়।
নৃত্যাবেশে সদাই চঞ্চল পদদ্বয়॥১১৬২
নাচিবেন চন্দ্রশেখরাচার্য্য-ভবনে।
এহেতু এপথে তথা চলে গণ-সনে॥১১৬৩

এই দেখ চন্দ্রশেখরাচার্য্য-ভবন।
এথা উপনীত প্রভু সঙ্গে প্রিয়গণ ॥১১৬৪
সদাশিব বুদ্ধিমন্তখান দুইজনে।
নানা বেশ দ্রব্য সজ্জ কৈল এইখানে ॥১১৬৫
লক্ষ্মী-আদি কাচে নাচিবেন গৌররায়।
হইব কীর্ত্তন—যাতে জগত মাতায় ॥১১৬৬
"নিত্যানন্দাদ্বৈতাদি সুঘর-শিরোমণি।
নানা কাচে নাচিবেন" হৈল এই ধ্বনি ॥১১৬৭
সংকীর্ত্তনে সে নৃত্য দেখিতে সাধ মনে।
বধূসহ আই আসি বৈসে এইখানে ॥১১৬৮
শ্রীবাসাদি-প্রভুপ্রিয়গণ-পরিবার।
এথা আসি বৈসে সভে নৃত্য দেখিবার ॥১১৬৯
এইখানে নানা কাচ কাচে সর্ব্বজন।
যে কাচয়ে যে কাচ সে সেইমত হন ॥১১৭০
মুকুন্দাদি কৈল কীর্ত্তনারম্ভ এথায়।
মৃদঙ্গ মন্দিরা নানা যন্ত্র সভে বায় ॥১১৭১
অদ্বৈতাদি এ নৃত্য দেখিতে বাসে ডর।
প্রভুর ইচ্ছায় সভে হৈলা যোগেশ্বর ॥১১৭২
জয়জয়ধ্বনিতেই ভরিল ভুবন।
রুক্মিণীর কাচে নাচে শচীর নন্দন ॥১১৭৩
প্রভু হৈলা রুক্মিণী, চিনিতে কেহো নারে।
অদ্ভুত শোভায় দশ দিক্ আলো করে ॥১১৭৪

গীতে যথা রাগ-শঙ্করাভরণঃ ॥

ভুবনমোহন গৌর নটবর, বরজ-ভূষণ, রসিক-শেখর,
আজু রুক্মিণী,-বেশে করু নব, নৃত্য নিরুপম ভ্রাজয়ে।
অঙ্গরুচি জিনি, কনক-দরপণ,
করত ঝলমল, ললিত সুচিকন,
রুচির পরম বি,-চিত্র পরিরণ, বিবিধ অংশুক সাজয়ে ॥
চিকুরচয় কম,-নীয় বন্দন,-বোরি মৃগমদ, চিত্র চন্দন,
সরস লসত, ললাটতট মণি,-বন্ধনী মন মোহয়ে।
কর্ণভূষণ, তরল মৃদুতর, গণ্ডযুগ যনু, ভ্রমর ভুরুবর,
কঞ্জ লোচন, মঞ্জু অঞ্জন,-রঞ্জিতাধিক শোহয়ে ॥
বিম্বফলমিব,-বন্ধুরাধর, নাসিকা শুক,-চঞ্চু বেসর,-
বলিত বয়ন, ময়ঙ্ক দশন-সু,-কুন্দ-মদ-ভর-ভঞ্জনা।
কঞ্চু-অঞ্চিত, বক্ষ মৃদুতর, হার রতন, অনঙ্গ-ধৃতি-হর,
শঙ্খ সরুকর, কঙ্কণাঙ্গুলি,-অঙ্গুরী মন-রঞ্জনা ॥
অতুল উদর, সুঠান বস ঝরু,
নবীন কেশরি,-গরব দূর করু,
ক্ষীণ মধ্য সু,-মধুর মাধুরী, কনক-কিঙ্কিণী বাজয়ে। ॥
ভঙ্গি-সঞে পগ, ধরণি ধরু যব,
অতিহিঁ কোমল, হোত খিতি তব,
নিছই নরহরি, জীবন ধন ম,-ঞ্জীর ঝননন বাজয়ে ॥

ওহে শ্রীনিবাস সর্ব্বশক্তি-রূপ প্রভু।
করয়ে নর্ত্তন ঐছে যে না দেখে কভু ॥১১৭॥

খেনে পার্ব্বতীর কাচে নাচে বিশ্বম্ভর।
খেনে লক্ষ্মীবেশে নাচে শচীর কুমার ॥১১৭৬
সর্ব্বশক্তি-আবেশ প্রকাশে ক্রিয়া-দ্বারে।
মহালক্ষ্মীভাবে বৈসে খট্টার উপরে ॥১১৭৭
প্রভুর আজ্ঞায় স্তুতি করে পরিকর।
শ্রীলক্ষ্মী-পার্ব্বতী-আদি-স্তুতি মনোহর ॥১১৭৮
জননী-আবেশে বিশ্বম্ভর গৌরহরি।
পিয়াইল স্তন সভে পুত্রস্নেহ করি ॥১১৭৯
করিল সভার পরিতোষ গৌররায়।
কেবা না ডুবিল এই অদ্ভুত লীলায় ॥১১৮০
গদাধরপণ্ডিতাদি যৈছে নৃত্য কৈল।
যৈছে নিত্যানন্দ প্রেমে বিহ্বল হইল ॥১১৮১
যৈছে শ্রীঅদ্বৈত-শ্রীবাসাদির উল্লাস।
তাহা একমুখে কি কহিব শ্রীনিবাস ॥১১৮২
অদ্ভুত বিলাস চন্দ্রশেখরের ঘরে।
ব্রহ্মাদি-দেবেও অন্ত নারে করিবারে ॥১১৮৩
রজনীপ্রভাতে স্থির হৈয়া প্রভু-গণ।
নিজনিজগৃহে সভে করিলা গমন ॥১১৮৪
নৃত্য দেখি আই মহা বিহ্বল হইয়া।
বধূসহ গেলা গৃহে এইপথ দিয়া ॥১১৮৫
বৈষ্ণবগৃহিণীগণ উল্লসিত মনে।
গৃহে গেলা বিদায় হইয়া আই-স্থানে ॥১১৮৬

আচার্য্যের গৃহে সপ্তদিবসপর্য্যন্ত।
রহিল সে মহাতেজ হৈয়া মূর্ত্তিমন্ত ॥১১৮৭
ওহে শ্রীনিবাস যে দেখিলু রঙ্গ এথা।
সঙরিতে সে-সব হিয়ায় বাঢ়ে বেথা ॥১১৮৮
এপথে প্রভুর গৃহে হইল গমন।
যে দেখে বারেক তার জুড়ায় নয়ন ॥১১৮৯
গৃহে গিয়া গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
এইপথে শান্তিপুরে গেলা মহারঙ্গে ॥১১৯০
শান্তিপুরে প্রভু মহারঙ্গ প্রকাশিয়া।
কিছুদিন বহি আইলা এইপথ দিয়া ॥১১৯১
গৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈত-শোভা মনোহর।
যে দেখে বারেক তার উল্লাস অন্তর ॥১১৯২
তিন প্রভু গৃহে গিয়া হরিদাস-সাঁথে।
শ্রীবাস-আলয়ে আইলেন এইপথে ॥১১৯৩
শ্রীবাসভবনে আসি এথাই বসিলা।
মুরারি প্রথমে গৌর-পদে প্রণমিলা ॥১১৯৪
শেষে নিত্যানন্দে প্রণমিয়া দাঁড়াইলা।
মুরারিরে কহে প্রভু—ব্যতিক্রম কৈলা ॥১১৯৫
আগে নিত্যানন্দে না করিলা নমস্কার।
ব্যবহারবেত্তা তুমি কহিব কি আর ॥১১৯৬
মুরারি কহয়ে—প্রভু জানিব কেমতে।
প্রভু কহে—কালি সব পারিবা জানিতে ॥১১৯৭

অন্য গৃহে যাহ কহি উল্লাস-অন্তরে।
সঙ্কীর্ত্তনাবেশে রহে শ্রীবাসের ঘরে ॥১১৯৯
নিজগৃহে গিয়া গুপ্ত করিলা শয়ন।
নিশাবসানেতে দেখে অপূর্ব্ব স্বপন— ॥১২০০
মহাতেজোময় নিত্যানন্দ বলরাম।
হস্তে শোভে শ্রীহল-মুষল অনুপাম ॥১২০১
জিনি চন্দ্র চন্দন রজত রূপরাশি।
বারুণীপানেতে মত্ত চলে হাসিহাসি ॥১২০২
তার পাছেপাছে যায় প্রভু বিশ্বম্ভর।
শিরে শিখিপিঞ্ছ—শ্যাম অঙ্গ মনোহর ॥১২০৩
ঐছে স্বপ্ন দেখি গুপ্ত হর্ষ অতিশয়।
স্বপ্নে আসি আপনে 'কনিষ্ঠ' প্রভু কয় ॥১২০৪
ঐছে দোঁহে দেখা দিয়া হৈলা অদর্শন।
হইলা বিহ্বল গুপ্ত পাইয়া চেতন ॥১২০৫
'বড়ভাই নিত্যানন্দ' মুরারি জানিলা।
উল্লাসে শ্রীবাসগৃহে আসিয়া মিলিলা ॥১২০৬
প্রভু গৌরচন্দ্র বসি আছে দিব্যাসনে।
নিত্যানন্দপ্রভু শোভে প্রভুর দক্ষিণে ॥১২০৭
আগে নিত্যানন্দ-পাদপদ্মে প্রণমিলা।
পাছে গৌরচন্দ্রের শ্রীচরণ বন্দিলা ॥১২০৮
হাসি প্রভু কহে—গুপ্ত কর এ কেমন।
মুরারি কহয়ে—জানাইলেন যেমন ॥১২০৯

২৬

প্রভু মহাহর্ষে কত কহে মুরারিরে।
হৈল যে কৌতুক তাহা কে কহিতে পারে ॥১২১০
চর্ব্বিত তাম্বূল প্রভু মুরারিরে দিলা।
খাইয়া মুরারি হস্ত মস্তকে পুঁছিলা ॥১২১১
গুপ্তে কত কহিতে ঈশ্বরাবেশ বাঢ়ে।
কাশীবাসি-প্রকাশানন্দেরে গালি পাড়ে ॥১২১২
শ্রীগৌরচন্দ্রের চেষ্টা কে বুঝিতে পারে।
শ্রীবাসভবনে সুখসমুদ্রে সাঁতারে ॥১২১৩
সঙ্কীর্ত্তনানন্দে প্রভু বিহ্বল হইয়া।
নিজগৃহে চলিলেন এইপথ দিয়া ॥১২১৪
শ্রীমুরারিগুপ্ত গৃহে করিয়া গমন।
পত্নীপ্রতি কহে হর্ষে—করিব ভোজন ॥১২১৫
পতিব্রতা আনি অন্ন গুপ্ত-আগে দিল।
ঘৃতসিক্ত অন্ন গুপ্ত কৃষ্ণে সমর্পিল ॥১২১৬
তার পরদিন প্রভু রজনী-বিহানে।
আইলেন শ্রীমুরারিগুপ্তের ভবনে ॥১২১৭
প্রভুপদে প্রণমিয়া গুপ্ত নিবেদয়—।
কি লাগি হইল প্রভু প্রভাতে বিজয় ?॥১২১৮
প্রভু কহে—অজীর্ণের চিকিৎসা-কারণ।
গুপ্ত কহে—কালি কিবা হইল ভোজন ?॥১২১৯
প্রভু কহে—না জানহ, সব পাসরিলা।
‘খাও-খাও’ বুলে বহু অন্ন খাওয়াইলা ॥১২২০

তুমি দিলা অন্ন তাহা না খাবো কেমনে।
হইল অজীর্ণ কালি গরিষ্ঠ-ভোজনে ॥১২২১
'জল-পানে অজীর্ণ-দমন' এত কৈয়া।
পিয়ে জল মুরারির জলপাত্র লৈয়া ॥১২২২
প্রভু-অনুগ্রহে গুপ্ত ধৈর্য্য নাহি বান্ধে।
মুরারিগুপ্তের গোষ্ঠী মহাপ্রেমে কান্দে ॥১২২৩
মুরারিরে করি প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গন।
এইপথে নিজগৃহে করিলা গমন ॥১২২৪
মুরারিগুপ্তের কথা কহিতে কি জানি।
মুরারির প্রাণধন গোরা গুণমণি ॥১২২৫
একদিন গৌরচন্দ্র শ্রীবাসগৃহেতে।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধরে চারিহাতে ॥১২২৬
তথা শ্রীমুরারিগুপ্ত হৈলা খগেশ্বর।
পসারিলা পাখা সর্ব্বজনমনোহর ॥১২২৭
তার পৃষ্ঠে প্রভু করিলেন আরোহণ।
তেঁহো কৈলা অঙ্গনে ভ্রমণ কতক্ষণ ॥১১২৮
দোঁহে পুন পূর্ব্বমত হৈলা সেইক্ষণে।
দেখিলেন নেত্র ভরি প্রভুপ্রিয়গণে ॥১২২৯
একদিন গুপ্ত মনেমনে বিচারয়—।
প্রভুর অচিন্ত্য লীলা—কবে কি করয় ॥১২৩০
'প্রভু-আগে শরীর ছাড়িব' মনে করি।
অতি খর-শান অস্ত্র আনিল মুরারি ॥১২৩১

'নিশায় করিব দেহত্যাগ' কৈল মনে।
তাহা জানি প্রভু আইলা মুরারি-ভবনে ॥১২৩২
মুরারির মনোবৃত্তি সব প্রকাশিল।
এ-ঘরে সামাই অস্ত্র বাহির করিল ॥১২৩৩
মুরারির প্রেমাধীন প্রভু গৌররায়।
মুরারিরে কহে যত কহা নাহি যায় ॥১২৩৪
ওহে শ্রীনিবাস গৌরচন্দ্র দয়াময়।
একদিন এইপথে করিলা বিজয় ॥১২৩৫
এই বিশারদের জাঙাল এইখানে।
দেখা হৈল দেবানন্দপণ্ডিতের সনে ॥১২৩৬
যেঁহো শ্রীবাসের স্থানে অপরাধ কৈলা।
প্রভুবাক্যদণ্ডে তেঁহো দুঃখিত হইলা ॥১২৩৭
এই দেখ গ্রাম-অন্তে মদ্যপের বাস।
এ-পথে যাইতে নিষেধিলেন শ্রীবাস ॥১২৩৮
প্রভুরে দেখিয়া দূরে মদ্যপসকল।
নাচিয়া করয়ে হরিধ্বনি-কোলাহল ॥১২৩৯
প্রভু সে-সকলে করি শুভ-দৃষ্টিপাত।
এইপথে চলিলেন নদীয়ার নাথ ॥১২৪০
এই মহেশ্বরবিশারদের আলয়।
বাসুদেবসার্ব্বভৌম তাঁহার তনয় ॥১২৪১
প্রভুর ইচ্ছায় তাঁর নীলাচলে স্থিতি।
গোপীনাথাচার্য্য যাঁর হন ভগ্নীপতি ॥১২৪২

গোপীনাথ প্রভু-লীলা দেখে নদীয়ায়।
নীলাচলে গেলা অগ্রে প্রভুর ইচ্ছায় ॥২২৪৩
তেঁহো গেলে যে-যে ভক্ত প্রভুরে মিলিল।
সে-সভে না দেখে তাঁর মনে খেদ হৈল ॥১২৪৪
ওহে বাপ এসব কহিতে নাই পার।
নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের অদ্ভুত বিহার ॥১২৪৫
কে বুঝিতে পারে গৌরচন্দ্রের হৃদয়।
এথা দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিক্ নিরিখয় ॥১২৪৬
ভাবাবেশে গৌরচন্দ্র চলে এইপথে।
গদাধর-নরহরি-আদি সব সাঁথে ॥১২৪৭
এথা সংকীর্ত্তনে মহানন্দ উথলয়।
ক্ষণেক্ষণে প্রভু কত ভাব প্রকাশয় ॥১২৪৮

গীতে যথা ॥

পুলকে পূরল তনু নিজগুণ শুনি।
প্রেমে অঙ্গ গরগর লোটায় ধরণী ॥
খেনে মালসাট মারে খেনে বোলে হরি।
রাধারাধা বলি কাঁদে ফুকরি-ফুকরি ॥
খেনে নরহরি-অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া।
গদাধর-মুখ হেরি পড়ে মুরুছিয়া ॥
ললিতা বিশাখা বলি ছাড়য়ে নিশ্বাস।
ধৈরয ধরিতে নারে গোবিন্দদাস ॥

পুনঃ কামোদঃ ॥

গদাধর-নরহরি,- করে ধরি গৌরহরি,
প্রেমাবেশে ধরণী লোটায়।
কহিলে না হয় যত, ফুকরি-ফুকরি কত,
বৃন্দাবিপিন-গুণ গায় ॥
নিজ লীলা নিধু-বন, সঙরিয়া উচাটন,
কাঁদে পহুঁ যমুনা বলিয়া।
নয়নে বহিছে কত, সুরধুনিধারা-মত,
দরদর শ্রীবুক বাহিয়া ॥
সুবলের শুদ্ধ সখা, বৃন্দাদেবীর প্রিয়বাক্য,
ললিতার ললিত সুনেহ।
বিশাখার প্রেমকথা, সোঙরি মরম-বেথা,
কহি-কহি না ধরয়ে দেহ ॥
কাঁহা মোর প্রাণেশ্বরী, কাঁহা গোবর্দ্ধন গিরি,
কাঁহা মোর বংশী পীতবাস।
প্রেমসিন্ধু উথলিল, জগত ভরিয়া গেল,
না বুঝিল যদুনাথ দাস ॥

পুনর্ধানশী ॥

শ্রীদাম সুবল সঙ্গে, সে রস করিনু রঙ্গে,
বলি পহুঁ করে উতরোল।
মুরলী মুরলী করি, মুরছিত গৌরহরি,
পড়ে পহু গদাধর-কোল ॥

রাস-রস বৃন্দাবন, প্রিয় সখা সখীগণ,
উপজয়ে প্রেমার তরঙ্গ।
বাসুঘোষ রামানন্দ, শ্রীবাস জগদানন্দ,
নাচে পহুঁ নরহরি-সঙ্গ॥
রাধার ভাবেতে ভোরা, বরণ হইল গোরা,
রাধানাম জপে অনুক্ষণ।
ললিতা বিশাখা বলি, পহুঁ যান গড়াগড়ি,
কাঁহা মোর গিরি গোবর্দ্ধন॥
কাঁহা যমুনার তট, কাঁহা মোর বংশীবট,
বলি পুন হরয়ে চেতন।
এ দীন গোবিন্দঘোষে, না পাইল লবলেশে,
ধিক্ রহুঁ এ ছার জীবনে॥

পুনঃ সুহই॥

পহুঁ মোর শ্রীগৌরাঙ্গরায়।
শিব শুক বিরিঞ্চি মহিমা যার গায়॥
কমলা যাহার ভাবে সদাই আকুলী।
সে পহুঁ কাঁদয়ে হরি বলি বাহু তুলি॥
যে অঙ্গ হেরি-হেরি অনঙ্গ ভেল কাম।
কীর্ত্তনধূলায় সে ধূসর অবিরাম॥
ক্ষণে রাধারাধা বলি উঠে চমকিয়া।
রহে নরহরি-গদাধর-মুখ চা'য়া॥
পুরুব-নিবিড়-প্রেমে পুলকিত অঙ্গ।
রামচন্দ্র কহে—কে না বুঝে ও-না রঙ্গ॥

ওহে শ্রীনিবাস কে না দেখিবারে ধায়।
এইপথে নাচিতেনাচিতে গোরা যায় ॥১২৪৯

গীতে যথা ধানশী ॥

নাচত রসময় গৌরকিশোর।
পুরুবক-প্রেম-রভস-রসে ভোর ॥
নরহরি গদাধর শোহে দুইপাশ।
হরি বলি চৌদিকে ফিরে হরিদাস ॥
গায়ত মুকুন্দ মাধব বাসুঘোষ।
কোরে করই পহুঁ হই পরিতোষ ॥
কিবা সে বরণখানি কাঞ্চন জিনিয়া।
চাঁচর চিকুর চূড়া ভালে সে বলিয়া ॥
জানুলম্বিত ভুজ থেনেথেনে তুলিয়া।
নাচত পহুঁ মোর হরিহরি বলিয়া ॥
অরুণ চরণ নূপুর রণঝনিয়া।
শেখর রায় কহত ধনিধনিয়া ॥

পুনর্ধানশী ॥

গোরাচাঁদ নাচে মোর গোরাচাঁদ নাচে।
ভাগবতগণ সব ধায় পাছেপাছে ॥
কনক-মুকুর জিনি গোরা-অঙ্গছটা।
ঝলমল করে মুখ চন্দনের ফোটা ॥
বসু-রামানন্দ-শ্রীনিবাস-আদি সাজে।
গদাধর নরহরি গোরাচাঁদ মাঝে ॥

ভকতমণ্ডল-মাঝে নাচে গৌররায়।
অনন্ত নদীয়া-লোক দেখিবারে ধায় ॥
এইখানে গৌরচন্দ্র মনের উল্লাসে।
সঙ্কীর্ত্তনে নাচে কি অদ্ভুত ভাবাবেশে ॥১২৫০

গীতে যথা বেলাবলী ॥

বলি-কলি-দমন, শমনভয়-ভঞ্জন,
নিখিল-ভুবনজন-রঞ্জনকারী।
দুলহ-প্রেমধন,- বিতরণ-পণ্ডিত,
সুরতরুনিকর-গরব-ভর-হারি ॥
নাচত শচীসুত কীর্ত্তনমাঝ।
কনক-ধরাধর, নিন্দি রুচির তনু,
বিলসত জনু নব-মনমথ-রাজ ॥ ধ্রু ॥
পদতল-তালে, ধরণি করু টলমল,
ললিত ভঙ্গি ভুজ রহই পসারি।
হাসত মৃদুমৃদু, অধর কম্প অতি,
অথির গদাধর-বদন নেহারি ॥
ডগমগ নয়ন,- কমল ঘন ঘূরত,
নিরুপম পুরুব রঙ্গ পরকাশ।
উলসিত পরম, চতুর পরিকরগণ,
ইহরসে বঞ্চিত নরহরিদাস ॥

পুনঃ সুহই ॥

ভাবভরে গরগর চিত।
খেনে উঠে খেনে বসে না পায় সম্বিত ॥

অতি রসে নাহি বাঁধে থেহ।
সোঙরি-সোঙরি কাঁদে পুরুব-সুনেহ॥
নাচে পহুঁ গোরা নটরাজ।
কি লাগি গোলোকপতি সঙ্কীর্ত্তন-মাঝ॥ ধ্রু॥
নিজ পর কিছু নাহি জানে।
দীন হীন অধম উত্তম নাই মানে॥
প্রিয়-গদাধর-কর ধরি।
মরম-কথাটি কহে ফুকরি-ফুকরি॥
ডগমগ আনন্দ-হিল্লোলে।
লুলিয়া-লুলিয়া পড়ে ভকতের কোলে॥
গোরারসে সব রসময়।
না দরবে বলরাম পাষাণহৃদয়॥

পুনর্ধানশী।

গোবিন্দ মাধব শ্রীনিবাস রামানন্দে।
মুরারি মুকুন্দ মিলি গায় নিজবৃন্দে॥
শুনিয়া পুরুব গুণ উনমত হৈয়া।
কীর্ত্তন-আনন্দে পহুঁ পড়ে মুরুছিয়া॥
কি এ অপরূপ কথা কহনে না যায়।
গোলোকের নাথ হৈয়া ধূলায় লোটায়॥ ধ্রু॥
ভাবে গরগর চিত গদাধরে দেখি।
কান্দিয়া আকুল পহুঁ ছলছল আঁখি॥
'শ্রীপাদ' বলিয়া প্রভু ভূমে পড়ি কান্দে।
বুঝিয়া মরম-কথা কান্দে নিত্যানন্দে॥

দেখিয়া ত্রিবিধ লোক কাঁদে গোরা-রসে।
এ সুখে বঞ্চিত ভেল বলরামদাসে ॥

পুনঃ কামোদঃ ॥

গদাধর-অঙ্গে পহুঁ অঙ্গ হেলাইয়া।
বৃন্দাবন-গুণ গান বিভোর হইয়া ॥
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে বাহ্য নাহি জানে।
রাধা-ভাবে আকুল সদা গোকুল পড়ে মনে ॥
অনন্ত অনঙ্গ জিনি দেহের বলনি।
কতকোটি চাঁদ কাঁদে হেরি মুখখানি ॥
ত্রিভুবন দরবিত এ-দোঁহার রসে।
না জানি মুরারিগুপ্ত বঞ্চিত কি দোষে ॥

পুনঃ কামোদঃ ॥

ছলছল চারু, নয়নযুগল, কত নদী বহে ধারে।
পুলকে পুরল, গোরা-কলেবর, ধরণি ধরিতে নারে ॥
পহুঁ করুণাসাগর গোরা।
ভাবের ভরেতে, অঙ্গ টলমল, গমনে ভুবন ভোরা ॥
খেনেখেনে কত, করুণা করয়ে, গরজে গভীর নাদে।
অধম দেখিয়া, আকুল হৃদয়, ধরিয়া-ধরিয়া কাঁদে ॥
চরণ-কমল, অতি সুচঞ্চল, অথির তাহার রীত।
বদনকমলে, গদগদ স্বরে, গায় রাসকেলি-গীত ॥
আহা আহা করি, ভুজযুগ তুলি, বোলে হরিহরি বোল।
রাধারাধা বলি, ডাকে উচ্চ করি, যেই গদাধরে কোল ॥

মুরলীমুরলী, খেনেখেনে বুলি, স্বরূপ-মুখ নেহারে।
শিখিপুচ্ছ বুলি, উঠে ফুলি-ফুলি, যদু কি বুঝিতে পারে॥

এইপন্থে গোরাচাঁদ চলে ধীরেধীরে।
অঙ্গের ছটায় দশদিক্ আলো করে ॥১২৫১
কি বলিব কীর্ত্তনে নাচয়ে নানা-ছান্দে।
সে ভাব-আবেশে কেহো থির নাই বান্ধে ॥১২৫২

গীতে যথা আভীরী ॥

কীর্ত্তনলম্পট ঘনঘন নাট।
চলইতে আঁখিজলে না হেরই বাট ॥
সুন্দর গৌরকিশোর।
পুরুব-পিরিতি-রসে ভৈগেল ভোর ॥ ধ্রু ॥
বলিতে না পারে মুখে আধেক বাণী।
চলিতে ধরয়ে দাসগদাধর-পাণি ॥
অরুণ চরণতল না বাঁধয়ে থেহ।
কিবা জল কিবা থল কিবা বন গেহ ॥
জপে হরি-হরি-নাম আলাপে' আভীরী।
সুমাধুরী করযুগে কিবা ভঙ্গি করি ॥
কিবা লাগি কিবা করে কেবা জানে ওর।
পতিত দুর্গত দেখি ধরি করে কোর ॥
অজ-ভব-আদি দেব পদে করে নতি।
যদু কহে—কৃপা বিনে কে জানিবে মতি ॥

পুনর্ধানশী ॥

দাসগদাধর-প্রাণ গোরা।
পুরুব-চরিতে ভেল ভোরা ॥
বিজুরি-বরণ তনু চোরা।
কমল-নয়নে বহে লোরা ॥
কনক-কমল মুখকাঁতি।
হাসিতে খসয়ে মণি-মোতি ॥
বিপুল-পুলক-ভরে কম্প।
হরিহরি বুলি দেই ঝম্প ॥
না জানে অহনিশি নিজরসে।
সঘনে চিকুর চীর খসে ॥
ঘনঘন মহি গড়ি যায়।
হেমগিরি ধরণি লোটায় ॥
ভাসল ভুবন প্রেমরসে।
যদু এড়াইল দিনদোষে ॥

এইপথে গোরা সুরধুনিতীরে যায়।
দেখি লোক-আনন্দ উথলে নদীয়ায় ॥১২৫৩
যে ভাব-আবেশ তাহা কহিতে না জানি।
'রাধারাধা' বলি ডাকে গোরা গুণমণি ॥১২৫৪

গীতে যথা আশাবরী ॥

গৌরাঙ্গ ঠেকিলা পাকে।
ভাবের আবেশে রাধারাধা বলি ডাকে ॥

সুরধুনি দেখি পহুঁ যমুনার ভাণে।
ফুলবন দেখি বৃন্দাবন পড়ে মনে ॥
পুরুব-আবেশেতে ত্রিভঙ্গ হৈয়া রহে।
পীতবসন আর সে মুরলী চাহে ॥
প্রিয়-গদাধরেরে ধরিয়া নিজকোলে।
'কোথা ছিলা কোথা ছিলা' গদগদ বোলে ॥
ভাব বুঝি পণ্ডিত রহয়ে বামপাশে।
না বুঝয়ে এহ রঙ্গ নরহরিদাসে ॥
(শ্রীনরহরি-সরকার-ঠক্কুরস্য গীতমিদম্ ॥)

পুনঃ কামোদঃ ॥

দুহুঁ দুহুঁ পিরিতি আরতি নাহি টুটে।
পরশে পরম সুখ জানি কত উঠে ॥
নাচয়ে গৌরাঙ্গ মোর গদাধর-রসে।
গদাধর নাচে পুন গৌরাঙ্গ-বিলাসে ॥
পুরুষ প্রকৃতি কিবা জানকী শ্রীরাম।
রাধাকানু-কেলি কিবা রতি দেব-কাম ॥
অনন্ত অনঙ্গ জিনি অঙ্গের বলনি।
উপমা-মহিমা-সীমা কি বলিতে জানি ॥
মুখে কি তুলনা চাঁদ—নিতি জীয়ে মরে।
কর পদ পদ্ম কিসে---হিমে সব ঝরে ॥
প্রেম-সঙ্কীর্ত্তন-সুখ নদীয়ানগরে।
প্রেমের গৃহিনী সে পণ্ডিত গদাধরে ॥
প্রেমপরশমণি শচীর নন্দন।
উদ্ধারিলা জগ-জনে দিয়া প্রেমধন ॥

কহয়ে নয়নানন্দ আনন্দবিহার।
শুনিতে হরয়ে মন ইথে কি বিচার॥

ওহে শ্রীনিবাস কিছু কহিল না হয়।
সুরধুনি-তীরে গোরা রঙ্গে বিলসয়॥১২৫৫

গীতে যথা   কামোদঃ॥

গোরা মোর বড়ই রঙ্গিয়া।
সুরধুনিতীরে নাচে রঙ্গিয়া সঙ্গিয়া॥
গায় সহচরগণ মনমোহনিয়া।
তার মাঝে নাচত গোরা দ্বিজমণিয়া॥
গদাধর নরহরি ডাইন বাম।
শ্রীনিবাস হরিদাস গায় হরিনাম॥
মুকুন্দ মুরারি বাসু রামাই সংহতি।
গায় দামোদর জগদীশ মহামতি।
চৌদিকে শুনিয়া যে হরিহরি বোল।
উথলিল প্রেমসিন্ধু অমিয়া-হিল্লোল॥
দেখিয়া বদনচাঁদ সব তাপ হরে।
যদু কহে—কেবা হেন এ রূপ পাসরে॥

কামোদঃ॥

কাঁচা কাঞ্চন মণি,   গোরা-রূপ তাহে জিনি,
ডগমগি প্রেমতরঙ্গ।
ও নব কুসুমদাম,   গলে দোলে অনুপাম,
হেলন নরহরি-অঙ্গ॥

গোরা বিহরই পরম আনন্দে।
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে, গঙ্গাপুলিনে রঙ্গে,
হরিহরি বোলে প্রিয়বৃন্দে ॥ ধ্রু ॥
ভাবে অবশ তনু, পুলক কদম্ব যনু,
গরজন যৈছন সিংহে।
প্রিয় গদাধর, ধরি বামকর,
নিজগুণ গায়ই গোবিন্দে ॥
অরুণ-নয়নকোণে, খেনেখেনে হাসত,
বোলত কিবা অভিলাষে।
সঙরি সে-সব খেলা, বৃন্দাবন-রসলীলা,
কি বলিব বাসুদেব ঘোষে ॥

সুরধুনিতীরে বিলসিয়া গণ-সনে।
এইপথে গেলা প্রভু আপন ভবনে ॥১২৫৬
নগরীয়া-লোকে বহু অনুগ্রহ কৈল।
সঙ্কীর্ত্তন করিতে সকলে নিদেশিল ॥১২৫৭
নগরীয়া-লোক সুখে করয়ে কীর্ত্তন।
কাদিরে কহিল গিয়া পাষণ্ডির গণ ॥১২৫৮
কাদি সঙ্কীর্ত্তনে দ্বেষ কৈল অতিশয়।
শুনি ক্রোধযুক্ত হৈলা শচীর তনয় ॥১২৫৯
মহাদর্পে গণসহ শচীর নন্দন।
সাজিলেন কাদি-দুষ্টে করিতে দমন ॥১২৬০
সঙ্কীর্ত্তনানন্দে এইপথে চলি যায়।
অদ্বৈত আচার্য্য নাচে এক সম্প্রদায় ॥১২৬১

আর এক সম্প্রদায় নাচে হরিদাস।
এক সম্প্রদায় নাচে পণ্ডিত শ্রীবাস ॥১২৬২
আর সম্প্রদায় নাচে প্রভু বিশ্বম্ভর।
সঙ্গে নিত্যানন্দ শ্রীপণ্ডিত গদাধর ॥১২৬৩
বক্রেশ্বর-আদি আর সম্প্রদায় নাচে।
কেহ দূরে যায় কেহ রহে প্রভুকাছে ॥১২৬৪
নাচয়ে অসংখ্য লোক লেখা নাই তার।
নবদ্বীপে হৈল মহা আনন্দপাথার ॥১২৬৫
নারদাদি ঋষি আর দেবতা সকল।
মানুষে মিশাই নাচে হইয়া বিহ্বল ॥১২৬৬
নগরীয়া-লোক মহা মত্ত সঙ্কীর্ত্তনে।
করে ধাওয়াধাই—পথ-বিপথ না মানে ॥১২৬৭
লক্ষকোটি দীপ জ্বালে—উজ্জ্বল আকাশ।
রাত্রিকালে হৈল যেন সূর্য্যের প্রকাশ ॥১২৬৮
কি অপূর্ব্ব রজনী—চন্দ্রমা শোভা করে।
বিহরে কীর্ত্তনে প্রভু নগরেনগরে ॥১২৬৯
অদ্ভুত ভঙ্গিতে নাচে শচীর নন্দন।
ঘরে বসি দেখে স্ত্রী বালক বৃদ্ধগণ ॥১২৭০
হৈল শোভা-অবধি নদীয়া-ঘরেঘরে।
মঙ্গলবিধান যত কে কহিতে পারে ॥১২৭১
চতুর্দ্দিকে জয়জয়ধ্বনি কোলাহল।
গণিল প্রমাদ মূঢ় পাষণ্ড সকল ॥১২৭২

গীতে যথা কামোদঃ ॥

আজু গোরা নগরকীর্ত্তনে ।
সাজিয়া চলয়ে প্রিয়-পরিকর-সনে ॥
অঙ্গের সুবেশ ভাল শোহে ।
নাচে নানা ভঙ্গিতে ভুবন-মন মোহে ॥
প্রেম বরিষয়ে অনিবার ।
বহয়ে আনন্দনদী নদীয়া-মাঝার ॥
দেবগণ মিশাই মানুষে ।
বরিষে কুসুম কত মনের হরিষে ॥
নগরীয়া-লোক সব ধায় ।
মনের মানসে গোরাচাঁদগুণ গায় ॥
মূঢ়গণ শুনি সিংহনাদ ।
হইয়া বিরস মনে গণয়ে প্রমাদ ॥
লাখেলাখে দীপ জ্বলে ভালো ।
উপমা কি অবনি-গগন করে আলো ॥
নরহরি কহিতে কি জানে ।
মাতিল জগত কেউ ধৈরয না মানে ॥

পুনঃ কামোদঃ ॥

ঠাকুর গৌরাঙ্গ নাচে নদীয়ানগরে ।
শুনিয়া বিবিধ লোক না রহিল ঘরে ॥ ধ্রু ॥
হেমমণি-আভরণ শ্রীঅঙ্গেতে সাজে ।
চন্দনে লেপিত অঙ্গ ফাগু-বিন্দু মাঝে ॥
চাঁদচন্দনে কিবা সুমেরু ভূষিত ।
মালতীর মালা কিবা সুমেরু-বেষ্টিত ॥

কুঞ্চিত কুন্তল চারু বেঢ়িল নানাফুলে।
সফুল্ল করবিড়াল মল্লিকার দলে ॥
নাটুয়া-ঠমকে কিবা পহুঁ মোর নাচে।
রামাই সুন্দরানন্দ মুকুন্দ গায় পাছে ॥
আগে নাচে অদ্বৈত—যা লাগি অবতার।
বাহিরে গৌরাঙ্গ নাচে আনন্দ সভার ॥
নাচিতেনাচিতে গোরা যে-না দিকে যায়।
লাখেলাখে দীপ জ্বলে—লোকে হরি গায় ॥
কুলবতী সকল ছাড়িয়া হরি বোলে।
প্রেমনদী বহে সভার নয়নের জলে ॥
কি করিব জপতপ কিবা বেদবিধি।
হরিনামে উদ্ধারিল আচণ্ডালাবধি ॥
কুলবধূ-আদি করি ছাড়ে গৃহবাস।
তপস্বী ছাড়য়ে তপ সন্ন্যাসী সন্ন্যাস ॥
যবনেহ নাচে গায় লয় হরিনাম।
এ রসে বঞ্চিত হৈল দাস বলরাম ॥

ওহে শ্রীনিবাস প্রভু নাচিয়ানাচিয়া।
গঙ্গাতীরে যায় তাঁর সৌভাগ্য লাগিয়া ॥১২৭৩
এই নিজঘাটে কতক্ষণ নৃত্য করি।
মাধাইর ঘাট দিয়া চলে ধীরিধীরি ॥১২৭৪
এই বারকোণাঘাট দেখ শ্রীনিবাস।
এথা নৃত্য-গীতে কৈলা অদ্ভুত বিলাস ॥১২৭৫

এই নগরিয়াঘাটে রহি কতক্ষণ।
গঙ্গাতীর হৈতে করে এ-পথে গমন ॥১২৭৬
এই নবদ্বীপে ক্ষেত্রপাল শিব হয়।
অপার মহিমা লিঙ্গরূপে বিলসয় ॥১২৭৭
নাচিলেন প্রভুর কীর্ত্তনে মূর্ত্তি ধরি।
তাঁর অভিলাষ পূর্ণ কৈল গৌরহরি ॥১২৭৮
এথা গণেশের মনোরথ পূর্ণ কৈলা।
প্রভুর সন্ন্যাসে তেঁহো অদর্শন হৈলা ॥১২৭৯
কি বলিব গণেশের মূর্ত্তি মনোহর।
সভে দুঃখী হৈলা হৈতে নেত্র-অগোচর ॥১২৮০
এই সিমলিয়াগ্রামে অদ্ভুত বিলাস।
করিলেন পূর্ণ পার্ব্বতীর অভিলাষ ॥১২৮১
সিমলিয়াদেবীর আনন্দ অতিশয়।
সঙ্কীর্ত্তন-সুখের সমুদ্রে সাঁতারয় ॥১২৮২
এইপথে গেলা কাদিযবনের ঘর।
দেখি মহা অধৈর্য্য—কাদির হৈল ডর ॥১২৮৪
কাদি-দুষ্টে দমন করিয়া অনুগ্রহ।
এইপথে মহারঙ্গে চলে গণ-সহ ॥১২৮৫
কাদির দমনে পাষণ্ডির গর্ব্ব-ক্ষয়।
হেট-মাথে রহে কারে কিছুই না কয় ॥১২৮৬
ওই শ্রীধরের ভাঙা ঘর দেখি দূরে।
মন্দমন্দ হাসে এথা উল্লাস অন্তরে ॥১২৮৭

এ-পথে শ্রীধরঘরে গিয়া গণ-সনে।
দেখে ফুটা লোহ-পাত্র আছয়ে অঙ্গনে ॥১২৮৮
বাহিরের জল তাথে আছয়ে কিঞ্চিত।
তাহা পিয়ে গৌরচন্দ্র হৈয়া উল্লসিত ॥১২৮৯
ভকতবৎসল প্রভু প্রেমায় বিহ্বল।
সুরধুনি-ধারা-প্রায় নেত্রে বহে জল ॥১২৯০
শ্রীধর-অঙ্গনে হৈল অদ্ভুত কীর্ত্তন।
কাঁদে নিত্যানন্দাদ্বৈত-আদি যত জন ॥১২৯১
যে সুখ হইল এই শ্রীধরের ঘরে।
তাহা মনে করিতেই অন্তর বিদরে ॥ ১২৯২
গাদিগাছা-পাটডাঙ্গা আদি গ্রাম দিয়া।
চলে প্রভু সঙ্কীর্ত্তনে মহা মত্ত হৈয়া ॥১২৯৩
কি বলিব নগরকীর্ত্তনে হৈল যাহা।
অত্যাপিহ ভাগ্যবন্তগণ দেখে তাহা ॥১২৯৪

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে ২৩শ-অধ্যায়ে—

"অদ্যাবধি চৈতন্য এ-সব লীলা করে।
যার ভাগ্য থাকে সে দেখয়ে নিরন্তরে ॥"

নগরকীর্ত্তনে যে কৌতুক ঠাঁইঠাঁই।
গায় শেষ সহস্রবদনে—অন্ত নাই ॥১২৯৫
ব্রহ্মাদিদুর্ল্লভ প্রেমভক্তি দান করি।
এইপথে নিজগৃহে গেলা গৌরহরি ॥১২৯৬

কি বলিব শ্রীনিবাস প্রিয়গণ সঙ্গে।
নিরন্তর ভাসে প্রেমসমুদ্র-তরঙ্গে ॥১২৯৭
একদিন শ্রীবাসভবনে এথা বসি।
'কালি কৃষ্ণজন্মতিথি' কহে প্রভু হাসি ॥১২৯৮
শ্রীবাসাদি বুঝিলেন প্রভুর অন্তর—।
কালি নাচিবেন গোপবেশে বিশ্বম্ভর ॥১২৯৯
পরম উল্লাসে শ্রীবাসাদি প্রিয়গণ।
করিলেন সকল সামগ্রী আয়োজন ॥১৩০০
সে-দিবস মহানন্দ শ্রীবাসের ঘরে।
কৃষ্ণের-জনম-অভিষেককর্ম্ম করে ॥১৩০১
করি অভিষেক কিবা আবেশ হিয়ায়।
সঙ্কীর্ত্তনসুখে সব রজনী গোঙায় ॥১৩০২
নিশি পোহাইলে গৌরচন্দ্র গণ-সনে।
ধরে গোপবেশ সভে রহিয়ে নির্জ্জনে ॥১৩০৩
গোপবেশ-নির্ম্মাণে নিতাই পরবীণ।
হইল আপনি যেন গোয়ালা নবীন ॥১৩০৪
ধরিলেন শ্রীগৌরসুন্দর গোপবেশ।
সে শোভা দেখিতে না রহয়ে ধৈর্য্যলেশ ॥১৩০৫
রাগাই-সুন্দরানন্দ-গৌরীদাস-আদি।
গোপবেশ ধরে সভে শোভার অবধি ॥১৩০৬
দধি-নবনীত-ভাণ্ড-ভার লৈয়া কাঁধে।
প্রবেশয়ে শ্রীবাস-অঙ্গনে চারুছান্দে ॥১৩০৭

শ্রীবাস অদ্বৈত গোপবেশে মত্ত হৈয়া।
দেন দধি-হলদি অঙ্গনে ছড়াইয়া ॥১৩০৮
নৃত্য-গীত-বাদ্যে মহা কৌতুক বাঢ়য়।
শ্রীবাস-ভবন যেন নন্দের আলয় ॥১৩০৯

গীতে যথা কামোদঃ ॥

গোরা মোর গোকুলের শশী।
'কৃষ্ণের জনম আজি' কহে হাসিহাসি ॥
সে আবেশে থির হৈতে নারে।
ধরি গোপবেশ নাচে উল্লাস অন্তরে ॥
নিতাই গোপের বেশ ধরি।
হাতে লৈয়া লগুড় নাচয়ে ভঙ্গি করি ॥
গৌরীদাস রামাই সুন্দর।
নাচে গোপবেশে কাঁধে ভার মনোহর ॥
শ্রীবাস অদ্বৈত গোপবেশে।
ছড়ায় হলদি-দধি মনের উল্লাসে ॥
কেহোকেহো নানা বাদ্য বায়।
মুকুন্দ মাধব সে জনম-লীলা গায় ॥
করে সুমঙ্গল নারীগণ।
শ্রীবাস-আলয় যেন নন্দের ভবন ॥
জয়ধ্বনি করি বারেবারে।
ধায় লোক ধৈরয ধরিতে কেউ নারে ॥
কত সাধে দেখে আঁখি ভরি।
শোভায় ভুবন ভোলে ভণে নরহরি ॥

পুনর্ধানশী ॥

গোকুলের শশী, গোরা গুণরাশি, পুরুব-জনম-দিনে।
কতনা উলাসে, নাচে গোপবেশে, সে ভাব-আবেশ মনে॥
নিতাই আনন্দে, নাচে গোপছন্দে, রামাই সুন্দর সাঁথে।
অদ্বৈত ধাইয়া, দধিভাণ্ড লৈয়া, ঢালয়ে নিতাই-মাথে॥
শ্রীবাসাদি রঙ্গে, অদ্বৈতের অঙ্গে, হরিদ্রা সিঞ্চিয়া হাসে।
শঙ্কর মুরারি, কাঁধে ভার করি, নাচয়ে গোপের বেশে॥
মুকুন্দাদি গায়, নানা বাদ্য বায়, হেরি গোরা-মুখ-ইন্দু।
নরহরি ভালে, ভণে তিলেতিলে, উথলে আনন্দসিন্ধু॥

পুনঃ মায়ূরঃ ॥

গৌর গুণমণি, বরজ-শশধর,
পুরুব প্রকট সু-, অটমি-ভাদর,
আদরই প্রিয়-, বৃন্দসহ শিরি-,
বাস-ভবনে বিরাজয়ে।
বান্ধি নটপটি-, পাগ মৃদুতর,
কুসুম পল্লব, ধরত শিরোপর,
বলয় কর কটি, বসন নব ব্রজ-,
গোপ-সম সব সাজয়ে॥
ভাণ্ড দধিযুত, চিত্র বাহুঁক,
কান্ধে করু করে, লগুড় কাহুক,
ভঙ্গি-সঞে চলি, হলদি-দধি-ঘৃত-,
পঙ্ক অঙ্গনে শোহয়ে।
হি-হি-শবদউ, চারি ঘনঘন,
বিপুল পুলকিত, তরল তনু-মন,

করত সুললিত, নৃত্য নিরুপম,
নিখিল ভুবন বিমোহয়ে ॥
হাসি হরষে নি- তাই কহি কত,
হলদি-দধি পহুঁ- অঙ্গে ছিরকত,
তুরিতে তহি অ- দ্বৈত নবনী,
নিতাইবদনে বিলেপয়ে।
ধরল প্রবল নি- তাই কৌতুকে,
ভারি কর্দ্দমে, যাত গড়ি সুখে,
লপটি ঝট অ- দ্বৈত নটতহি,
গগনে ভুজ বিক্ষেপয়ে ॥
বাসুদেব মু-, কুন্দ মাধব,
আদি গায়ত, জনম-উৎসব,
ধা-ধি দিকিতক, দিনি নিনি বহু,
বাদ্য বাদক বায়ই।
দেবগণ ঘন, কুসুম বরষত,
দাস নরহরি, নাথে নিরখত,
কোউ ধরই ন, ধিরজ-ভর নর,
নারী চহুদিশ ধায়ই ॥

কহিতে কি জানি ঐছে শচীর তনয়।
পরিকর-সঙ্গে মহা রঙ্গে বিলসয় ॥১৩১০
একদিন এথা প্রভু শচীর তনয়।
পুণ্ডরীকবিদ্যানিধিপ্রতি হাসি কয়— ॥১৩১১

কালি শ্রীরাধিকা-জন্মোৎসব সেইখানে।
শুনি বিদ্যানিধি মহা উল্লসিত মনে॥১৩১২
গৃহে গিয়া সকল সামগ্রী সজ্জ করে।
প্রভু পরদিন চলে বিদ্যানিধিঘরে॥১৩১৩
গণ-সহ তাঁর ঘরে এইপথে গিয়া।
এথা বৈশে প্রিয়গণে বেষ্টিত হইয়া॥১৩১৪
শ্রীরাধিকা-জন্ম অভিষেক এথা হৈল।
কি বলিব প্রভু ভাবাবেশে যাহা কৈল॥১৩১৫

গীতে যথা কামোদঃ॥

আজু গোরাচাঁদ গণ-সহ গোপবেশে।
তিলেতিলে অধিক বিভোল সে-না রসে॥
হাসে লহুলহু চাহে গদাধর-পানে।
বহয়ে আনন্দবারিধারা দুনয়ানে॥
মুকুন্দ মাধব বাসু উল্লাস হিয়ায়।
রাধিকা-জনম-চরিত সভে গায়॥
বাজে খোল-করতাল ভুবনমঙ্গল।
নাচে পহুঁ ধরণী করয়ে টলমল॥
গৌরীদাস-আদি নাচে ভার করি কাঁধে।
দেখিতে সে গোপবেশ কেবা থির বাঁধে॥
কত সাধে নাচে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি॥
ছড়াইয়া নবনী হলদি দুধ দধি॥
নিতাই-অদ্বৈত-শ্রীবাসাদি রঙ্গ দেখি।
ভাসে সুখসমুদ্রে—ফিরাতে নারে আঁখি॥

কি নারী পুরুষ ধায় এ রঙ্গ দেখিতে।
দাঁড়াইয়া অঙ্গনে চাহয়ে চারিভিতে ॥
দেখি গোরা-রূপের মাধুরী অনুপাম।
কেহো কহে—নাচে ইকি কনকের কাম ॥
দেবগণ নাচয়ে কুসুমবৃষ্টি করি।
জয়জয় দিয়া রঙ্গে নাচে নরহরি ॥

পুনর্ধানশী ॥

আজু কি আনন্দ, বিদ্যানিধি-ঘরে,
রাধিকা-জনমচরিত-গানে।
নাচে সে আবেশে, শচীসুত গোরা,
সে নব ভঙ্গি কি উপমা আনে ॥
চারিপাশে গোপ,- বেশে পরিকর,
কাঁধে ভার ফিরে অঙ্গনে রঙ্গে।
নবনীত দধি, হরিদ্রাদি দেই,
হাসিহাসি সভে সভার অঙ্গে ॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা, শঙ্খ করতাল,
নানা বাদ্য বায় বাদক তালে।
সুমধুর ধ্বনি, ভেদয়ে গগন,
কে না নাচে ধিগ্ ধিগ্-ধেয়ানা-তালে ॥
বিবিধ মঙ্গল, করে নারীকুল,
পুলকিত চিত্ত উলুলু দিয়া।
বৃষভানুপুর,- সম শোভা ভণে,
ঘনশ্যাম সুখে উথলে হিয়া ॥

বিদ্যানিধিগৃহে প্রভু বিলসে যে সুখে।
তাহা বিবরিয়া কি কহিব একমুখে ॥১৩:৬
একদিন এইপথে প্রভু বিশ্বম্ভর।
চলে কি মধুর গোরা-রূপ মনোহর ॥১৩১৭

গীতে যথা সুহই ॥

গোরা-রূপে কি দিব তুলনা।
তুলনা নহিল রে কসিত বান্ সোনা ॥
মেঘের বিজুরী নহে রূপের সমান।
তুলনা নহিল রূপে চম্পকের দাম ॥
তুলনা নহিল রূপে কেতকীর দল।
তুলনা নহিল গোরোচনা নিরমল ॥
কুম্‌কুম্ জিনিয়া রূপ অতি মনোহরা।
কহে বাসু—কি দিয়া গঢ়িলা বিধি গোরা ॥

নটবরবেশে এই কদম্ব-তলায়।
ত্রিভঙ্গ হইয়া গোরা মুরলী বাজায় ॥১৩১৮

গীতে যথা কামোদঃ ॥

চাঁচর চিকুর চূড়া চারু ভালে।
বেঢ়িয়াছে মালতীর মালে ॥
তাহে দিয়া ময়ূরের পাখা।
স পত্র সহিত-ফুল-শাখা ॥
কসিত কাঞ্চন জিনি অঙ্গ।
কটিমাঝে বসন সুরঙ্গ ॥

চন্দনতিলক শোভে ভালে।
আজানুলম্বিত বনমালে॥
নটবর-বেশ গোরাচাঁদ।
রমণীগণের কিবা ফাঁদ॥
তা দেখিয়া বাসুদেব কাঁদে।
প্রাণ মোর থির নাহি বাঁধে॥

পুনর্ধানশী॥

সোঙরি পুরুব-লীলা ত্রিভঙ্গ হইলা।
মোহন মুরলী গোরা অধরে ধরিলা॥
মুরলীর রন্ধ্রে ফুক দিলা গোরাচান।
অঙ্গুলি চালায়া করে সুললিত গান॥
নগরের লোক যত শুনিয়া মোহিত।
সুরধুনিতীরে তরু-লতা পুলকিত॥
বাসুদেব ঘোষ তাহা কি বলিতে জানে।
ভুবন মোহিল গোরা মুরলীর গানে॥

ওহে শ্রীনিবাস কি অদ্ভুত ভাবাবেশে।
পূর্ব্ব-গোচারণ-লীলা এথাই প্রকাশে॥১৩১৯

গীতে যথা তোড়ী॥

পূর্ব্ব লীলা গোরাচাঁদের মনেতে পড়িল।
'শাঙলি ধবলি' বলি সঘনে ডাকিল॥
শিঙা বেণু মুরলী করিয়া জয়ধ্বনি।
হৈ হৈ করিয়া ঘন ফিরায় পাচনী॥

রামাই সুন্দর আর সঙ্গে নিত্যানন্দ।
গৌরীদাস-আদি সভে হইলা আনন্দ ॥
বাসুদেবঘোষে কহে মনের হরিষে—।
গোষ্ঠলীলা গোরাচাঁদ করিলা প্রকাশে ॥

একদিন ভাবাবেশে প্রভু গৌররায়।
পূর্ব্ব-দানলীলা-রঙ্গ প্রকাশে এথায় ॥১৩২০

গীতে যথা কামোদঃ ॥

আজু গৌরাঙ্গের মনে কি ভাব উঠিল।
নদীয়ার পথে গোরা দান সিরজিল ॥
কি রসের দান চাহে গোরা দ্বিজমণি।
বেত্র দিয়া আগুলিয়া রাখয়ে তরুণি ॥
'দান দেহ দান দেহ' বলি ঘন ডাকে।
নগর-নাগরী যত পড়িল বিপাকে ॥
'কৃষ্ণ-অবতারে আমি সাধিয়াছি দান।'
সে ভাব পড়িল মনে—বাসুদেব গান ॥

একদিন এই পুষ্পবাটী নিরখিয়া।
'পুষ্পের সমর ভাল' বোলয়ে হাসিয়া ॥১৩২১
পুষ্পগুচ্ছ লইয়া পরম প্রিয়গণ।
করে পুষ্পসমর দেখয়ে সর্ব্বজন ॥১৩২২

গীতে যথা কামোদঃ ॥

ফুল-বন গোরাচাঁদ দেখিয়া নয়নে।
ফুলের সমর গোরা করিল রচনে ॥

ঘনঘন জয় দিয়া পারিষদগণে।
গোরা-গায় ফুল ফেলি মারে জনেজনে॥
গদাধর-আদি আর সঙ্গে নিত্যানন্দ।
ফুলের সমরে গোরা হইলা আনন্দ॥
গদাধরসঙ্গে গোরা করয়ে বিলাস।
বাসুদেব ঘোষ কহে রস-পরকাশ॥

একদিন গদাধরের সঙ্গে গৌরহরি।
এ পুষ্পবাটীতে বসি খেলে পাশা-সারী॥১৩২৩

গীতে যথা কামোদঃ॥

গৌরাঙ্গচাঁদের মনে কি ভাব পড়িল।
পাশা-সারী লইয়া গোরা খেলা সিরজিল॥
গদাধর-সঙ্গে গোরা খেলে পাশা-সারী।
ফেলিতে লাগিলা পাশা 'হারি জিনি' বলি॥
'দুয়া চারি' বলি দান ফেলে গদাধর।
'পঞ্চ তিন' করি ডাকে গৌরাঙ্গসুন্দর॥
দুইজন মগ্ন হৈল পাশাখেলারসে।
জয়জয় দিয়া গায় বাসুদেব ঘোষে॥

একদিন এইঘাটে নিজগণ-সঙ্গে।
করে জলক্রীড়া প্রভু পুরুব-প্রসঙ্গে॥১৩২৪

গীতে যথা মায়ুরঃ॥

জলক্রীড়া গোরাচাঁদের মনেতে পড়িল।
পারিষদ-সঙ্গে জলক্রীড়া আরম্ভিল॥

কারু অঙ্গে কেহো জল ফেলি-ফেলি মারে।
গোরা-অঙ্গে জল ফেলি মারে গদাধরে ॥
জলক্রীড়া করে গোরা হরষিত মনে।
জল-ফেলাফেলি সব করে জনেজনে ॥
গৌরাঙ্গচাঁদের লীলা কহনে না যায়।
বাসুদেব ঘোষ এই গোরা-গুণ গায় ॥

ওহে শ্রীনিবাস এই গঙ্গার পুলিনে।
প্রভু বনভোজন করয়ে গণ-সনে ॥১৩২৫

গীতে যথা সারঙ্গঃ ॥

সুরধুনিতীরে কত রঙ্গে।
বিহরয়ে গৌর প্রিয়-পারিষদ-সঙ্গে ॥
হইল প্রহর-দুই দিবা।
সে-সময়ে না জানি প্রভুর মনে কিবা ॥
শ্রীবাস মুরারি সেই-বেলে।
আনাইল বিবিধ সামগ্রী ভরি থালে ॥
উলসিত নদীয়ার শশী।
চাহে সীতানাথ-পানে লহুলহু হাঁসি ॥
অদ্বৈত পরমানন্দ মনে।
বসাইলা সভে কিবা মণ্ডলী-বন্ধনে ॥
পাতিয়া পলাশপাত তায়।
বিবিধ সামগ্রী পরিবেশয়ে সভায় ॥
অনুমতি পাইয়া ভোজনে।
সভে একদিঠে চায় গোরা-মুখ-পানে ॥

নিতাই ধরিতে নারে থেহা।
উমড়য়ে হিয়ায় কে জানে কিবা নেহা ॥
ক্ষীর সর নবনীত ছেনা।
গোরার বদনে দিয়া পাসরে আপনা ॥
অদ্বৈত লইয়া নিজকরে।
পিয়াইল ছেনা-পানা নিতাইচাঁদেরে ॥
নিতাইসুন্দর মহাবলী।
মোদকাদি অদ্বৈত-বদনে দিল তুলি।
ও-না তনু পুলকে ভরিল।
পরিকর-মাঝে কি কৌতুক উপজিল ॥
কেহো খায় কারু মুখে দিয়া।
কেহো লেন কারু পত্র হইতে কাড়িয়া ॥
মিঠাই অনেক-পরকার।
খাইতে সভার সুখ বাঢ়িল অপার ॥
অঞ্জলি-অঞ্জলি ভরি-ভরি।
পিয়ে সভে সুশীতল সুরধুনিবারি ॥
পত্রশেষ যে-কিছু রহিল।
দাস নরহরি তা যতন করি নিল ॥

পুনঃ সারঙ্গঃ ॥

আজু গোরা পরিকর-সঙ্গে।
ভোজন-কৌতুক, সারি সুরধুনি-,
তীরেতে ভ্রময়ে রঙ্গে।
রহি অতি-উচ্চ-তরু-ছায়।

কহি কি মধুর, বাণি ঘনঘন,
সুরধুনি-পানে চায় ॥
ধীরে ধরিয়া গদাই-করে।
লহুলহু হাসে, কি সুধা বরিষে,
তাহে কে ধৈরয ধরে ॥
আহা মরি কি মধুর রীত।
নরহরি ভণে,—মনে অভিলাষ,
এ রসে মজুক চিত ॥

ওহে শ্রীনিবাস গৌরচন্দ্রের ইচ্ছায়।
ছয় ঋতু সদা মূর্ত্তিমন্ত নদীয়ায় ॥১৩২৬
বর্ষা-ঋতু মনোহিত করিবার তরে।
এথাই ঝুলয়ে প্রভু হিড়োলা-উপরে ॥১৩২৭

গীতে যথা মল্লারঃ ॥

ঝুলত রসময় গৌরকিশোর।
সুরধুনিতীরে, তুঙ্গ তরু-তর তহি,
বিরচিত নিরুপম ললিত হিড়োর ॥ ধ্রু ॥
পরিকর সুঘন, ঝুলায়ত লহুলহু,
গায়ত সরস তান রস মাতি।
উচরত রুচির, বচন ধিক-ধিক-ধিনি,
বায়ত মধুর যন্ত্র কত ভাঁতি ॥
নদীয়াপুর-নর-, নারী-নিকর ঘর,
তেজি চলত ধৃতি ধরই না পারি।
লোচন চপল, নিমিখ নাহি সঞ্চর,

হাস মলিত-বিধুবদন নেহারি ॥
সুরগণ গগনে, মগন গণসহ,
বর বরষত কুসুম করত জয়কার।
নরহরি প্রাণ-, নাথগুণে অনুমত,
ভণই নিরত গুণ গণই ন পার ॥

পুনঃ মল্লারঃ ॥

আজু, সুরধুনিতীরে গোরারায়।
ঝুলে, কতনা ভঙ্গিতে ঝুলনায় ॥
প্রিয়-, গদাধর-মুখ-পানে চা'য়া।
রঙ্গে, রহিতে নারয়ে থির হৈয়া ॥
সভে, পুরুব-ঝুলনলীলা গায়।
শোভা, দেখিতে কেবা বা নাই ধায় ॥
নর-হরি-প্রাণনাথে আঁখি দিয়া।
কেহো, কহে কত সখী ঘরে গিয়া ॥

পুনঃ মল্লারঃ ॥

ঝুলত সুন্দর, রসময় গোরা,
অপরূপ রঙ্গে মাতিয়া গো।
হেরি-হেরি গদা-ধর-মুখ আঁখি-,
ভঙ্গি করে কত ভাঁতিয়া গো ॥
নিরুপম সব, সঙ্গিগণ তারা,
মৃদুমৃদু হাসি হাসিয়া গো।
সুরচিত চারু, হিড়োলা ঝুলায়,
না জানি কি সুখে ভাসিয়া গো ॥

মধুর সুস্বরে, গায় কেহকেহ,
কে ধরে ধৈরয শুনিয়া গো।
সে শোভা নিরখি, আঁখি কে ফিরাবে,
'মনু-মনু' মনে গুণিয়া গো॥
'এতদিনে কুল-, লাজ যাবে সব',
বলিয়ে শপথ খাইয়া গো।
নরহরি-নাথে, নেহারি বারেক,
সুরধুনিতীরে যাইয়া গো॥

পুনঃ মল্লারঃ॥

আজু গোরা সুরধুনিতীরে।
ঝুলে কিবা ললিত হিড়োরে॥
কিবা সে বরষা-ঋতু তায়।
অন্ধকার মেঘের ঘটায়॥
গোরা-রূপ চমকে বিজুরী।
জগতের প্রাণ করে চুরি॥
পারিষদ সুমধুর গায়।
যেন কত সুধা বরষায়॥
বাজয়ে মৃদঙ্গ গরজনি।
নাচে শিখি কুলের রমণী॥
নদীয়ানগর উলসিত।
লতা-তরু কুল পুলকিত॥
সব লোক ধায় দেখিবারে।
কেহো কত মনোরথ করে॥

নরহরি পহুঁ-মুখ হেরি।
ঝুলায় ঝুলনা ধীরিধীরি ॥
পুনঃ কামোদঃ ॥
গোরা পহুঁ ঝুলে হিড়োলাতে।
কত সুখ সে ভাব ভাবিতে ॥
গদাধর-মুখ-পানে চায়।
পুলক ভরয়ে হেম-গায় ॥
পারিষদ উলসিত চিতে।
নামাইয়া হিড়োলা হইতে ॥
বসাইতে নীপতরুমূলে।
নিতাই ভাসয়ে প্রেমজলে ॥
অদ্বৈত করয়ে হুহুঙ্কার।
বাঢ়ে মহাসুখের পাথার ॥
শ্রীবাসাদি যতন করিয়া।
দিল নানা দ্রব্য সাজাইয়া ॥
সভার পরাণ গোরারায়।
ভুঞ্জিব কি সভারে ভুঞ্জায় ॥
যে কৌতুক কহিতে কি পারি।
অবশেষ ভুঞ্জে নরহরি ॥

এথা গৌরচন্দ্র মহানন্দ প্রকাশিলা।
পূর্ব্ব-রাসরসে অতি বিহ্বল হইলা ॥১৩২৮

গীতে যথা কামোদঃ ॥
বৃন্দাবনলীলা গোরার মনেতে পড়িল।
যমুনার ভাণ সুরধুনিরে করিল ॥

ফুলবন দেখি বৃন্দাবনের সমান।
সখাগণে করে গোপীগণ অনুমান॥
খোল-করতাল গোরা সুমেলি করিয়া।
তার মাঝে নাচে গোরা জয়জয় দিয়া॥
ঢলঢল গোরাতনু কাঞ্চন জিনিয়া।
আজানুলম্বিত ভুজ নব কমনিয়া॥
বাসুদেব ঘোষ তাহে করয়ে বিলাস।
রাসরস গোরা পহুঁ করয়ে প্রকাশ॥

পুনঃ শ্রীরাগঃ॥

সরস সুরধুনি-,পুলিন-বন অব-,লোকি গৌরকিশোর।
পুরুব রাসবি-,লাসে সোঙরি, উলাসে ভৈগেল ভোর॥
মদন-মদভর-,হরণ তনু যনু, দমকে দামিনিদাম।
বদন-বিধু বিধু-,কদন-মাধুরী, অমিয়া ঝরে অবিরাম॥
আজু নিরুপম, নটন ঘটইতে, হোত ললিত ত্রিভঙ্গ।
দৃমিকি দৃমিদৃমি, দৃস্থু বাজত, মধুরমধুর মৃদঙ্গ॥
সুখর পরিকর-,বৃন্দ গায়ত, রাস-রস মুদ মাতি।
দেব-দুলহ যে, বিপুল কৌতুকে, উথলে নরহরি-ছাতি॥

ওহে শ্রীনিবাস গৌরচন্দ্র গণসঙ্গে।
বিহরয়ে বসন্তঋতুতে মহারঙ্গে॥১৩২৯
নদীয়ায় যে শোভা কি কহিব সে কথা।
পরম অদ্ভুত ফাগু-খেলারম্ভ এথা॥১৩৩০

গীতে যথা বসন্তঃ॥

বসন্তসময় সুশোভিত।
নদীয়ার কিবা তরুলতা প্রফুল্লিত॥

কুহকে কোকিল অনিবার।
ভ্রময়ে ভ্রমরপুঞ্জ করয়ে গুঞ্জার॥
বহে মন্দ মলয়সমীর।
উথলয়ে হিয়া কেহো হৈতে নারে থির॥
গোকুলনাগর গোরা রঙ্গে।
সুরধুনী-তীরে বিচরয়ে গণসঙ্গে॥
মুকুন্দ-মাধব-আদি গায়।
মৃদঙ্গ মন্দিরা নানা যন্ত্র সভে বায়॥
পুষ্পের পরাগ ফাগু লৈয়া।
হাসে মন্দমন্দ কেহো গোরা-গায় দিয়া॥
কেহোকেহো নাচে নানা ছাঁদে।
সভার উপরে ফাগু ফেলে গোরাচাঁদে॥
নিতাই অদ্বৈত গদাধর।
শ্রীবাসাদি ফাগুখেলা খেলে পরস্পর॥
দেখি এনা অদ্ভুত বিহার।
দেবগণ নারয়ে ধৈরয ধরিবার॥
কেবা না করয়ে জয়ধ্বনি।
নরহরি ভণে সুখে ভরল অবনি॥

পুনর্বসন্তঃ॥

ফাগু, খেলত গৌরকিশোর।
বনি, বেশ বিশেষ উজোর॥
তনু-,রুচি জিনি দামিনীদাম।
তহি, মুরছত কত শত কাম॥

গহি, কর কাঞ্চন-পিচকারি।
বর, বরখত কেশর-বারি ॥
ঘন, উড়ায়ত আবির-গুলাল।
সুর,-পুর পরশত মহি লাল ॥
লখি, পহুঁ-কর-বয়ন-ময়ঙ্ক।
পরি,-করগণ নটত নিশঙ্ক ॥
মিলি, গায়ত বরজ-বিহার।
ধরু, ধৈরয ধরই না পার ॥
বহু, বায়ত যন্ত্র রসাল।
উঘ,-তট ধিকি ধিকিতক তাল ॥
কহি, হো হো হোরি বিভোর।
নর,-হরি কি ভণব মতি-থোর ॥

পুনর্বসন্তঃ ॥

ফাগু খেলে গোরাচাঁদ নদীয়ানগরে।
হরয়ে যুবতি-চিত নয়নের শরে ॥
সহচর মেলি ফাগু মারে গোরা-গায়।
চন্দন-পিচকা লৈয়া কেহোকেহো ধায় ॥
নানা যন্ত্র সুমেলি করিয়া শ্রীনিবাস।
গদাধর-আদি-সঙ্গে করয়ে বিলাস ॥
হরি বলি বাহু তুলি নাচে হরিদাস।
বাসুদেব ঘোষ রস করিল প্রকাশ ॥

পুনর্বসন্তঃ ॥

ফাগুয়া খেলত গৌরকিশোর।
বিলসত পরিকর পহুঁ-চহুঁ-ওর ॥

নিত্যানন্দ প্রেমে মাতোয়ার।
নিরখই পহুঁক সরস শিঙার॥
শ্রীঅদ্বৈত মধুর মৃদু হাসি।
পহুঁ-মুখ-অমিয়া পিয়ই রস ভাসি॥
চতুর গদাধর স্বরূপ সুলেহ।
ভারত কাণ্ড নিরখি পহুঁ-দেহ॥
নরহরি হরি ছিরিবাস মুরারি।
বরিষে রঙ্গ কর গহি পিচকারি॥
কেশর মৃগমদ মলয়জ পঙ্ক।
দাস গদাধর লপটে নিশঙ্ক॥
হো হো হোরি কহে কি উলাস।
নাচত বক্রেশ্বর চহুঁ-পাশ॥
গৌরীদাস অতি পুলক-শরীর।
উচরত জয়জয় শবদ গভীর॥
মাধব বাসু মুকুন্দ উদার।
গায়ত সুমধুর বরঙ্গবিহার॥
সঞ্জয় বিজয় বাজায়ত খোল।
দ্বিজ হরিদাস করত উতরোল॥
নন্দন ঘন ঝনকায়ত ঝাঁজ।
শ্রীহরিদাস হরষ হিয়-মাঝ॥
শঙ্কর-মধু আদিক সুখী ভেলি।
করলহি বিবিধ যন্ত্র একমেলি॥
ধাই চলল নদীয়া-নরনারী।
সুরধুনিতীরে রঙ্গ ভেল ভারী॥

ধৈরয ধরত ন দেব-সমাজ।
ভণ ঘনশ্যাম সফল ঋতুরাজ॥

পুনর্ব্বসন্তঃ॥

গৌর গোকুল,-নাহ নটবর,-বেশ বিরচি, অশেষ পরিকর,
সঙ্গে সুরধুনি,- তীরে বিহরে,
বসন্ত-ঋতুমুদ-বর্দ্ধনা।
কনক-পর্ব্বত,-খর্ব্বকৃত-তনু, কিরণ মঞ্জু, মনোজময় বপু,
ঝরত অমিয়, সুহাস ঝলকত,
বদন বিধুমদ-মর্দ্দনা॥
কঞ্জ-লোচন,-যুগল সুললিত, বঙ্ক চাহনি, চপল অতুলিত,
ভঙ্গিসঞ্চে পিচ,- কারি গহি ফগু,
ফেট ভরত উড়ায়ই।
লসত চহুঁ দিশ, সুঘড় প্রিয়গণ, সাজি অতিশয়, মগন ঘনঘন,
হোরি কহিকহি, পেখি পহুঁ-মুখ,
কো না নয়ন জুড়ায়ই।
পরশ-পরবশ, মাতি খেলত, গগনপন্থহি, গুলাল মেলত,
ঝাঁপি দিনকর,- কিরণ অম্বর,
অরুণ অতিশয় শোহয়ে।
দলিত মৃগমদ,-পঙ্ক কেশর, ডারি হরষে, নিতাই শিরপর,-
ভ্রূকুটি করি কর,- তালিকা রচি,
অদ্বৈত জন-মন মোহয়ে॥
নটনপটু নট, উঘটি থুঙ্গুট, থৈ তা তক তক, থো দি দৃমিকট,
দাঁ দৃমিকি দৃমি, দৃমিকি মুরজ,
মৃদঙ্গ বাদক বায়ই।

ভণত নরহরি, বলিত শ্রুতি-সুর, গান করু গীত-, বৃন্দ সুমধুর,
ধিরষ পরিহরি, নিখিল সুর-নর-,
নারী কৌতুকে ধায়ই ॥

পুনঃ কামোদঃ ॥

হোলি খেলত গৌরকিশোর।
রসবতী-নারী-গদাধর-কোর ॥
স্বেদবিন্দু মুখ পুলক শরীর।
ভাবভরে গলতহি লোচনে নীর ॥
ব্রজরস গায়ত নরহরি সঙ্গে।
মুকুন্দ মুরারি বাসু নাচত রঙ্গে ॥
খেনেখেনে মুরছই পণ্ডিত-কোর।
হেরইতে সহচর সুখে ভেল ভোর ॥
নিকুঞ্জমন্দির পহুঁ কয়ল বিথার।
ভুমে পড়ি কহে—কাঁহা মুরলী হামার ॥
কাঁহা গোবর্দ্ধন যমুনাকো কূল।
কাঁহা মালতী যুথী চম্পক ফুল ॥
শিবানন্দ কহে পহুঁ শুনি রসবাণী।
যাঁহা পহুঁ গদাধর তাঁহা রসখানি ॥

একদিন এথা নিত্যানন্দ হলধর।
পূর্ব্ব-রাস-লীলারসে উল্লাস অন্তর ॥১৩৭১

গীতে যথা কেদারঃ ॥

কি মধুর মধুনিশা, চাঁদে আলো কৈল দিশা,
বহে মন্দ মলয়-সমীর।

জাহ্নবী যমুনা প্রায়, নির্ম্মল পুলিন তায়,
কুহকে কোকিল শিখী কীর ॥
আজু কি কৌতুক নদীয়াতে।
সোঙরি পুরুব রঙ্গ, নিতাই পুলক-অঙ্গ,
তিলেক নারয়ে থির হৈতে ॥ ধ্রু
দেখিয়া নিতাইর রীতি, শ্রীগৌরসুন্দর অতি,
প্রেমাবেশে অবশ হইলা।
কেহো না ধৈরয বাঁধে, গায় সভে নানা ছাঁদে,
বলাইচাঁদের রাসলীলা ॥
দেবতা-মানুষে মিলি, নাচে বাহু তুলিতুলি,
নানা বাদ্য বায় অনিবার।
দাস নরহরি কয়, জগভরি জয়জয়,
নিত্যানন্দ রোহিণীকুমার ॥

এথা গৌরচন্দ্র পূর্ব্বলীলা প্রকাশিলা।
শ্রীভক্তগণের চীর হরণ করিলা ॥১৩৩২

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতে দ্বিতীয়প্রক্রমে দশমসর্গে—

"ততঃ কদাচিদ্রজনীমুখে স
বস্ত্রান্ সমাকৃষ্য বিলগ্নভাবান্।
চক্রে করাম্ভোজযুগেন চক্রী
তৃপ্তান্ রসজ্ঞো রসদো নরাণাম্ ॥ ১৬ ॥
এবং প্রভুঃ ক্রীড়নকং স কৃত্বা
ক্ষণাদ্দদৌ বস্ত্রগণান্ সমস্তান্।
তেভ্যঃ পুনস্তে পরিধায় হৃষ্টা
বাসাংসি সাকং জহৃষুর্ম্মুরারিণা ॥" ১৭ ॥

গীতে যথা শ্রীরাগঃ ॥

গোরা,-চাঁদের কিবা এ লীলা।
পুরুবে গোপিকা-, চীর হরে এবে,
সে ভাবে বিহ্বল হৈলা ॥
চাহি, প্রিয়-পরিকর-পানে।
ভঙ্গী করি চীর, হরে সে সভার,
কেবা এ মরম জানে ॥
যেন, হইল সকলি সেই।
সুখের অবধি, সাধি নিজ কায,
সভারে বসন দেই ॥
দেখি, দাস নরহরি ভণে।
ভুবনের মাঝে, কে না উনমত,
এ চারু-চরিত-গানে ॥

গণসহ এথা প্রভু শচীর তনয়।
গোবর্দ্ধন-ধারণাদি-লীলা প্রকাশয় ॥১৩৩৩
ওহে শ্রীনিবাস গৌরলীলা মনোহর।
মনের আনন্দে কে না চিন্তে নিরন্তর ॥১৩৩৪

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলায়াং
শ্রীমদ্রূপস্য শিক্ষাপরিচ্ছেদে (১৯শ-পরিচ্ছেদে)—

"কভু ভক্তিরসশাস্ত্র করয়ে লিখন।
চৈতন্য-কথা শুনে—করে চৈতন্য-চিন্তন ॥"

চৈতন্যচন্দ্রের নিত্যলীলা রসায়ন।
নিশান্ত নিশা পর্য্যন্ত চিন্তে বিজ্ঞগণ ॥১৩৩৫

তথাহি প্রাচীনৈরুক্তম্—

"নিশান্তে গৌরচন্দ্রস্য শয়নঞ্চ নিজালয়ে।
প্রাতঃকালে কৃতোত্থানং পর্য্যঙ্কাৎ স্বগণান্বিতম্ ॥১।
মুখপ্রক্ষালনং চৈব বাসিতৈর্বারিভির্মুদা।
তৈলাভিমর্দ্দনং তত্র স্নানং তদ্ভোজনাদিকম্ ॥২॥
পূর্ব্বাহ্নসময়ে ভক্তমন্দিরে পরমোৎসুকম্।
মধ্যাহ্নে পরমাশ্চর্য্যং কেলিং সুরসরিত্তটে ॥৩॥
অপরাহ্নে নবদ্বীপভ্রমণং ভূরি কৌতুকম্।
সায়াহ্নে গমনং চারু শোভনং নিজমন্দিরে ॥৪॥
প্রদোষে প্রিয়বর্গাঢ্যং শ্রীবাসভবনে তথা।
নিশায়াং স্বরসানন্দং শ্রীমৎসঙ্কীর্ত্তনোৎসবম্ ॥" ৫॥

গীতে যথা যথারাগঃ ॥

নিশি-অবশেষে, লশত নদীয়া-শশী,
শয়ন-সেজে নিজ-মন্দির-মাহি।
ঝলমল অঙ্গ,-কিরণ মন-রঞ্জন,
মনমথ-মথন,-ভঙ্গি সম নাহি ॥
প্রাতঃসময়ে সু,-ক্রিয়া-রত-সুরধুনী,
অবগাহন করু পরম উল্লাস।
গণ-সহ বিবিধ, ভাঁতি করি ভোজন,
পলছন শয়ন সেবই সব দাস ॥
পূর্ব্বাহ্ণে পরি,-তোষ করই সভে,
ধরি নব-বেশ, নিকশে চিত-চোর।
পরিকর-সহ পরি,-কর-গৃহে বিলসত,
বুঝব কি প্রেমক, গতি নহ ওর ॥

ধন্য সময় ম,-ধ্যাহ্নে সরসি বন-,
রাজি সুশীতল সুরধুনিতীর ॥
বিবিধ কেলি তহি, কো কবি বরণব,
নিরখত সুরগণ, হোত অথির ॥
অতি অপরূপ, অপরাহ্ন সময়ে,
নদীয়া-মধি, ভ্রমণ করয়ে গণ-সঙ্গ।
শোভা ভুবন বি,-জই রস-বাদর,
নিরখি নগর-নর-নারী উমঙ্গ ॥
সাঁজসময়ে নিজ, ভবনে গমন করু,
শ্রীশচীদেবী মুদিত মুখ হেরি।
অদভুত রঙ্গ, প্রকট পহুঁ দরশনে,
কত শত লোক, আয়ত কত বেরি ॥
সময় প্রদোষহি, তোষি জননী-মন,
প্রিয়-শ্রীবাস-মন্দিরে উপনীত।
অধিক উছাহ, ভকতগণ তহি,
পহুঁ রচই সুবেশ, মধুরতর-গীত ॥
বিমল নিশার, সময়ে সঙ্কীর্ত্তনে,
মাতি মুদিত-হিয়, কৌতুক জোর।
গণসহ পুন নিজ, ভবনে সুতই নর,-
হরি-পহুঁ রসময় গৌরকিশোর ॥

নবদ্বীপে যৈছে বিহরয়ে গোরারায়।
ব্রহ্মাদি দেবেও তার অন্ত নাহি পায় ॥১৩৩

যে নৃত্য কীর্ত্তন ভাবাবেশ এইখানে।
যে কৃপাপ্রকাশ তা দেখয়ে ভাগ্যবানে ॥১৩৩৭

গীতে যথা কামোদঃ ॥

শচীর দুলাল গোরা নাচে।
দেবের দুর্ল্লভধন যারে-তারে যাচে ॥
পতিতেরে হেরিয়া ধরিতে নারে অঙ্গ।
ক্ষণেক্ষণে উঠে কত ভাবের তরঙ্গ ॥
ঝলমল করয়ে কনক জিনি আভা।
বিপুল-পুলকাবলি-বলিত কি শোভা ॥
ভাসয়ে শ্রীমুখ-বুক নয়নের জলে।
দুটি বাহু তুলিয়া সঘনে হরি বোলে ॥
উনমত ভকত ফিরয়ে চারিপাশে।
জয়জয়-কলরব এ ভুমি-আকাশে ॥
পহুঁ-পানে হেরি কেহো ধৈরয না বাঁধে।
নরহরি ও রাঙ্গাচরণে পড়ি কাঁদে ॥

পুনঃ কামোদঃ ॥

নাচে গোরা গুণমণি, কেবল প্রেমের খনি,
প্রিয় পরিকর চারি-পাশ।
শোভা অপরূপ মেন, উড়ুগণ-মাঝে যেন,
কনক-চন্দ্রমা-পরকাশ ॥
শিরীষকুসুম জিনি, সুকোমল তনুখানি,
পুলক-বলিত মনোহর।

প্রফুল্ল কমল দুরে, বদনে মদন ঝুরে,
হাসিমাখা অরুণ অধর ॥
কত-না ভঙ্গিমা করি, ভুজ তুলি বোলে হরি,
বরিষে অমিয়া অনিবার।
অতি সকরুণ হিয়া, পতিতেরে নিরখিয়া,
আঁখে বহে সুরধুনি-ধার ॥
বাজে খোল-করতাল, চরণ চালনি ভাল,
দেখি কেবা না হয় মোহিত।
না রহিল দুঃখ-শোক, মাতিল সকল লোক,
নরহরি এ সুখে বঞ্চিত ॥

পুনর্মেঘরাগঃ ॥

গোরা বড় দয়ার ঠাকুর।
সঙ্কীর্ত্তন-মেঘে প্রেম বরিষে প্রচুর ॥
পরিকর-মাঝে সাজে ভালো।
অপরূপ রূপেতে ভুবন করে আলো ॥
নাচয়ে কত-না ভঙ্গি করি।
কেবা বা ধরিবে হিয়া সে মাধুরী হেরি ॥
করতাল বাজয়ে মৃদঙ্গ।
গায়য়ে মধুর গীত অমিয়া-তরঙ্গ ॥
কেহো হাসে কেহোকেহো কাঁদে।
ভূমে পড়ি যায় কেহো থির নাহি বাঁধে ॥
জয়ধ্বনি এ ভূমি-আকাশ।
মাতিল পামর হীন নরহরি দাস ॥

পুনর্ধানশী ॥

ভুবন-পাবন গোরাচাঁদ।
অখিল-জীবের মন-ফাঁদ ॥
নাচে প্রভু প্রেমের আবেশে।
অরুণ-নয়ন জলে ভাসে ॥
ভুজ তুলি হরি হরি বোলে।
পতিতে ধরিয়া করে কোলে ॥
নিজরসে সভারে ভাসায়।
চারিপাশে পারিষদ গায় ॥
সুকোমল অঙ্গ আছাড়িয়া।
গড়ি যায় ধূলায় পড়িয়া ॥
দেখিয়া সকল জীব কাঁদে।
নরহরি থির নাহি বাঁধে ॥

কি বলিব সঙ্কীর্ত্তন-সুখে মগ্ন হৈয়া।
শ্রীবাস-ভবনে চলে নিজালয় গিয়া ॥১৩৩৮
একদিন রাত্রে প্রভু শ্রীবাস-অঙ্গনে।
দ্বারে দিয়া কপাট বিহ্বল সঙ্কীর্ত্তনে ॥১৩৩৯
গোপালচাঁপাল-নামে পাষণ্ডপ্রধান।
শ্রীবাসের দুঃখ যাতে এই কর্ম্ম তান ॥১৩৪০
মদ্যভাণ্ড-সিন্দুরাদি রাখি এই দ্বারে।
মনের আনন্দে তেঁহো গেলা নিজঘরে ॥১৩৪১
প্রভাতে শ্রীবাস তা দেখায় শিষ্টগণে।
সে স্থান সংস্কার করাইলা সেইক্ষণে ॥১৩৪২

শ্রীবাসের স্থানে তেঁহো অপরাধ কৈল।
দিন-দুই-তিন-মধ্যে কুষ্ঠব্যাধি হৈল ॥১৩৪৩
গোপালচাঁপাল কুষ্ঠে মহা দুঃখ পায়।
কথোদিনে ভালো হৈল শ্রীবাসকৃপায় ॥১৩৪৪
একদিন প্রভু এথা নৃত্যে মগ্ন ছিলা।
দ্বারে এক বিপ্র—তাঁরে আসিতে না দিলা ॥১৩৪৫
তাঁর ইচ্ছা ছিল সঙ্কীর্ত্তন দেখিবারে।
দেখিতে না পাই দুঃখে গেলা নিজঘরে ॥১৩৪৬
একদিন গৌরচন্দ্রে গঙ্গাতীরে পায়া।
শাপয়ে প্রভুরে মহাক্রোধযুক্ত হৈয়া ॥১৩৪৭
যজ্ঞসূত্র ছিঁড়িয়া কহয়ে বারবার—।
সংসারের সুখনাশ হউক তোমার ॥১৩৪৮
বিপ্রশাপ শুনি মহাহর্ষে গৌরহরি।
আইলেন গঙ্গাতীর হৈতে স্নান করি ॥১৩৪৯
শ্রদ্ধা করি প্রভু-ব্রহ্মশাপ যেই শুনে।
ব্রহ্মশাপ হৈতে মুক্ত হয় সেই জনে ॥১৩৫০

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতে দ্বিতীয়প্রক্রমে, (১৩সর্গে,২৫শ্লোঃ)

"ইতি শ্রুত্বা হরেঃ শাপং শ্রদ্ধয়া পরয়া সকৃৎ।
ব্রহ্মশাপাদ্বিমুচ্যেত নরঃ সুখমবাপ্নুয়াৎ ॥"

ওহে শ্রীনিবাস গণসহ এইখানে।
প্রভু মহা মত্ত হৈয়া নাচে সঙ্কীর্ত্তনে ॥১৩৫১

গীতে যথা সুহই ॥

মহা-ভুজ নাচে চৈতন্যরায়।
কে জানে কত কত, ভাব শত শত,
সোনার বরণ গায় ॥ ধ্রু ॥
শুনিয়া নিজগুণ, নাম শ্রীসঙ্কীর্ত্তন,
বিহরে নটবর রঙ্গে।
নদীয়াপুর-লোক, খণ্ডিল দুঃখ-শোক,
ডুবিল প্রেম-তরঙ্গে।
প্রেমে ঢলঢল, অঙ্গ নিরমল,
পুলক-অঙ্কুর-শোভা।
আর কি কহিব, অশেষ অনুভব,
হেরি জগমন লোভা ॥
করুণা-নিরিখনে, অমিয়া-বরিষণে,
অখিল ভুবন সিঞ্চিত।
চৈতন্যদাস গানে, অতুল প্রেমদানে,
মুই সেই হইনু বঞ্চিত ॥

পুনঃ সুহই ॥

গোরা নাচে প্রেম-বিনোদিয়া।
অখিল-ভুবন-পতি বিহরে নদীয়া ॥
দিক্‌বিদিক্ না জানে গোরা নাচিতেনাচিতে।
চাঁদমুখে হরি বোলে কাঁদিতেকাঁদিতে ॥
গোলোকের প্রেমধন জীবে বিলাইয়া।
সঙ্কীর্ত্তনে নাচে গোরা 'হরি বোল' বলিয়া ॥

এ ভূমি-আকাশ ভরি জয়জয়ধ্বনি।
গায়য়ে অনন্ত গুণ দিবস-রজনি ॥

পুনর্ধানশী ॥

চৌদিগে গোবিন্দ-ধ্বনি শুনি পহুঁ হাসে।
কম্পিত অধরে গোরা গদগদ ভাষে ॥
নাচয়ে গৌরাঙ্গ যার সঙ্গে নিত্যানন্দ।
অবনি ভাসল প্রেমে বাঢ়ল আনন্দ ॥
গোবিন্দ মাধব বাসু গায়েন মুকুন্দ।
ভুলিল কীর্ত্তনরসে পারা নিজবৃন্দ ॥
রঙ্গিয়া সঙ্গিয়া সে অমিয়া-রসে ভোর।
বসু রামানন্দ তাহে লুবধ চকোর ॥

পুনঃ সুহই ॥

নাচত নটবর গৌরকিশোর।
অভিনব ভঙ্গি ভুবন করু ভোর ॥
ঝলমল অঙ্গকিরণ অনুপাম।
হেরইতে মুরছত কতকত কাম ॥
টলমল লোচনযুগল বিশাল।
দোলত কণ্ঠে বলিত বনমাল ॥
ঝরত অমিয় বিধুবদন উজোর।
পিবই নয়ন ভরি ভকত-চকোর ॥
ঘনঘন ভণয়ে মধুর হরিনাম।
শুনইতে কো ন রোয়ই অবিরাম ॥
পামর পতিত প্রেমরসে মাতি।
না দরবে কঠিন এ নরহরি-ছাতি ॥

একদিন হরিধ্বনি শুনি গৌররায়।
মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পড়িলা এথায় ॥১৩৫২
ভক্তগণ চেতন করায় সঙ্কীর্ত্তনে।
ভাবাবেশে প্রভু কত কহে খেনেখেনে ॥১৩৫৩
কে বুঝিতে পারে সেই ভাবের বিকার।
শুনশুন শ্রীনিবাস কহি কিছু আর ॥১৩৫৪
একদিন শ্রীবাসের গৃহে এইখানে।
গোপী-ভাবে অদ্বৈত নাচয়ে সঙ্কীর্ত্তনে ॥১৩৫৫

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে ২৪ অধ্যায়ে—

"একদিন অদ্বৈত নাচয়ে গোপী-ভাবে।
কীর্ত্তন করেন সভে মহা-অনুরাগে ॥"

গীতে যথা আশাবরী ॥

আজু সীতাপতি, অদ্বৈত নাচয়ে,
গোপী ভাবে অতি মধুর ছাঁদে।
বিপুল-পুলক-, ময় হেম-তনু,
শোভা হেরি কেবা ধৈরয বাঁধে ॥
বারিজ-নয়নে, বহে বারি-ধারা,
নারে নিবারিতে না রহে ধৃতি।
লহুলহু হাসি-, মাখা মুখখানি,
ঝলমল করে চন্দ্রমা জিতি ॥
ভুরু-ভঙ্গি করু, ধরু পদতল,
তালে টলমল করয়ে মহী।

মন্দমন্দ কিবা, মৃদঙ্গ মন্দিরা,
বায় কেহোকেহো চৌদিগে রহি ॥
মনের উল্লাসে, প্রিয়গণ গায়,
সে চারু চরিত অমিয়া ঝরু।
ভণে ঘনশ্যাম, শুণে কে না ঝুরে,
জয়জয়রবে ভুবন ভরু ॥

গোপীভাবে অদ্বৈতের মহানন্দ মনে।
নীলাচলে এ বর মাগিলা প্রভুস্থানে ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ১০ম অঙ্কে, ৭৩শ্লোকঃ—

"দাস্যে কেচন কেচন প্রণয়িনঃ সখ্যেত এবোভয়ে
রাধামাধবনিষ্ঠয়া কতিপয়ে শ্রীদ্বারকাধীশিতুঃ।
সখ্যাদাবুভয়ত্র কেচন পরে যে বাবতারান্তরে
ময্যাবদ্ধহৃদোঽখিলান্ বিতনবৈ বৃন্দাবনাসঙ্গিনঃ ॥"

পরম দুর্ল্লভ গোপীভাবে মত্ত হৈয়া।
নাচয়ে অদ্বৈত নানা ভঙ্গি প্রকাশিয়া ॥১৩৫৬
নৃত্যের বিরাম তিলার্দ্ধেক নাহি হয়।
দন্তে তৃণ ধরি ভূমে পড়ি কত কয় ॥১৩৫৭
তিলেতিলে বাঢ়ে প্রেম—অধৈর্য্য অন্তর।
অদ্বৈতের আর্ত্তি জানি আইলা বিশ্বম্ভর ॥১৩৫৮
অদ্বৈতে করিয়া স্থির প্রভু গৌররায়।
দ্বার দিয়া এই ঘরে বসিলা এথায় ॥১৩৫৯
কি বলিব এই ঘরে হৈল মহা রঙ্গ।
অদ্বৈতেরে প্রভু দেখাইল বিশ্ব-অঙ্গ ॥১৩৬০

অকস্মাৎ নিত্যানন্দ আসিয়া দেখিল।
নিত্যানন্দাদ্বৈত দোঁহে বিহ্বল হইল ॥১৩৬১
এ দোঁহার চরিত্র বুঝিতে শক্তি তার।
নিত্যানন্দাদ্বৈতে ভেদবুদ্ধি নাই যার ॥১৩৬২
প্রেমাবেশে প্রিয়গণ-সঙ্গে গোরারায়।
নিজগৃহে গিয়া পুন আইলা এথায় ॥১৩৬৩
গণ-সহ প্রভু এই শ্রীবাস-অঙ্গনে।
হইলেন পরম বিহ্বল সঙ্কীর্ত্তনে ॥১৩৬৪
ব্যাধিযুক্ত ছিলেন শ্রীবাসের নন্দন।
হেনকালে হৈল তাঁর বৈকুণ্ঠে গমন ॥১৩৬৫
প্রভু-সুখ-ভঙ্গ হবে এহেতু শ্রীবাস।
সভে মানা কৈলা কেহো না কৈলা প্রকাশ ॥১৩৬৬
অন্তর্য্যামী প্রভু গৌরচন্দ্র ভগবান্।
মৃতপুত্র-মুখে কহাইলা দিব্য জ্ঞান ॥১৩৬৭
শ্রীবাসগোষ্ঠীর পুত্রশোক গেলো দূরে।
প্রভু-পায়ে ধরি কত কহিল প্রভুরে ॥১৩৬৮
প্রভু আর্দ্র হৈয়া কহে মধুর বচন—।
নিত্যানন্দ আমি দুই তোমার নন্দন ॥১৩৬৯
প্রভুর কারুণ্য-বাক্য শুনি প্রেমানন্দে।
চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি করে ভক্তবৃন্দে ॥১৩৭০
প্রভু কতক্ষণ রহি কার্য্য সমাধিয়া।
নিজগৃহে গেলা গদাধর সঙ্গে লৈয়া ॥১৩৭১

একদিন আসি এই শ্রীবাস-অঙ্গনে।
গণসহ হৈলা মহা বিহ্বল কীর্ত্তনে ॥১৩৭২
শ্রীবাসভবন-পাশে দর্জি একজন।
শ্রীবাসের বস্ত্র সিঞে জাতি সে যবন ॥১৩৭৩
এথা চতুর্ভুজ প্রভু দেখাইল তারে।
'দেখিলু দেখিলু' বলিয়া সে নৃত্য করে ॥১৩৭৪
প্রেমাবেশে উন্মত্ত হইলা সে যবন।
ঐছে লীলা প্রকাশয়ে শচীর নন্দন ॥১৩৭৫
একদিন প্রভু অন্ন মাগি শুক্লাম্বরে।
এইপথে গণসহ গেলা তাঁর ঘরে ॥১৩৭৬
কি বলিব এথা মহা কৌতুক বাঢ়িল।
ভুঞ্জিলেন প্রভু—শুক্লাম্বর পাক কৈল ॥১৩৭৭
খাইলা তাম্বূল বসি করিয়া ভোজন।
গণসহ প্রভু এথা করিলা শয়ন ॥১৩৭৮
প্রভুর লেখক শ্রীবিজয় সেইখানে।
প্রভু-হস্তস্পর্শে কি দেখিল কেবা জানে ॥ ১৩৭৯
কারে কিছু না কহিলা প্রভুর আজ্ঞায়।
বাহ্যহীন ভ্রমে সপ্তদিন নদীয়ায় ॥১৩৮০
কি বলিব শুক্লাম্বরঘরে নানা রঙ্গ।
ঐছে সর্ব্বত্রেই বিলসয়ে গণসঙ্গ ॥১৩৮১
একদিন এইখানে প্রভু গৌরহরি।
'মধু আন মধু আন' ডাকে উচ্চ করি ॥১৩৮২

হলধরভাবে প্রভু হইলা বিহ্বল।
নিত্যানন্দ ঘট ভরি দিল গঙ্গাজল ॥১৩৮৩
নানা ভাবে নৃত্য প্রভু করে এইখানে।
না ধরে ধৈরয বৃন্দাবনলীলা-গানে ॥১৩৮৪
এথা প্রেমাবেশে বংশী শ্রীবাসে মাগয়।
'গোপী হরি নিল বংশী' শ্রীবাস কহয় ॥১৩৮৫
শুনি প্রভু 'বোল বোল' বোলে হর্ষ হৈয়া।
শ্রীবাস কহিল ব্রজলীলা বিস্তারিয়া ॥১৩৮৬
শ্রীবাসের মুখে শুনি বৃন্দাবন-লীলা।
প্রেমাবেশে তারে দৃঢ় আলিঙ্গন কৈলা ॥১৩৮৭
একদিন নৃসিংহ-আবেশে গৌররায়।
পাষণ্ডি মারিতে হাথে গদা লৈয়া ধায় ॥১৩৮৮
নৃসিংহ-আকার দেখি লোক ভয়ে ভাগে।
বাহ্য পাই গদা ফেলে শ্রীবাসের আগে ॥১৩৮৯
এথা বসি প্রভু কিছু কহি শ্রীবাসেরে।
শ্রীবাসের বাক্যে হর্ষে গেলা নিজঘরে ॥১৩৯০
ওহে বাপ শ্রীনিবাস বলিয়ে তোমারে।
জগত মোহিত এই নদীয়া-বিহারে ॥১৩৯১
একদিন এথা বৈসে বিশিষ্টসকল।
পরস্পর কহে হৈয়া প্রেমায় বিহ্বল— ॥১৩৯২
গোরা বড় দয়ালু—উপমা নাই দিতে।
গোরা-রূপ-গুণে কেবা না ঝুরে জগতে ॥১৩৯৩

গীতে যথা সুহই ॥

নাহি, নাহি রে গৌরাঙ্গ বিনু,
দয়ার ঠাকুর নাহি আর।
কৃপাময় গুণনিধি, সব মনোরথ-সিধি,
পূর্ণ পূর্ণ পূর্ণ অবতার ॥
কলি-কবলিত যত, জীব সব মুরুছিত,
নাহি আর মহৌষধি তন্ত্র।
গতিহীন ক্ষীণ প্রাণী, দেখি মৃতসঞ্জীবনী,
প্রকাশিলা হরিনাম মন্ত্র ॥
রাম-আদি অবতারে, ক্রোধে যুদ্ধে অস্ত্র ধরে,
অসুরের করিল সংহার।
এবে অস্ত্র না ধরিল, কারু প্রাণে না মারিল,
মন শুদ্ধ করিল সভার ॥
এহেন মহিমা তাঁর, পাষাণ হৃদয় যার,
সে হইল মুনির সোশর।
দৈবকীনন্দনে ভণে, হেন প্রভু যে না মানে,
সে ভাড়িয়া গড়িয়া শূকর ॥

পুনর্ধানশী ॥

বড় অবতার ভাই বড় অবতার।
পতিতেরে বিলায়ল প্রেমের ভাণ্ডার ॥
বড় অপরূপ যেন গোরাচাঁদের লীলা।
রাজা হৈয়া কাঁধে করে বৈষ্ণবের দোলা ॥

হেন অবতারের উপমা দিতে নারি।
সঙ্কীর্ত্তন-মাঝে নাচে কুলের বৌহারি ॥
সব লোক ছাড়ে যারে অপরশ বলি।
দেবগণ মাগে এবে তার পদধূলি ॥
যবনেহ নাচে গায় লয় হরিনাম।
হেন অবতারে সে বঞ্চিত বলরাম ॥

পুনঃ কামোদঃ ॥

জলের জীব কাঁদে, দেখিয়া প্রতিবিম্ব,
কাননে কাঁদে পশু-পাখী।
তরুয়া পুলকিত, পাষাণ দরবিত,
শুনিয়া অন্ধ কাঁদে ডাকি ॥
অপরূপ গোরাচাঁদের দেহ।
অসীম অনুভব, এক মুখে কি কব,
মনে যে মুখে না আসে সেহ ॥
কুলের কুলবধূ, ফুকরি সেহ কাঁদে,
বধির জড় কাঁদে ধাঁদে।
মায়ের স্তন ছাড়ি, দুধের বালক,
না জানি কিবা লাগি কাঁদে ॥
এমন অবতার, হবেক নাহি আর,
কেবল করুণার সিন্ধু।
পতিত মূঢ় জড়, অজড় উদ্ধারল,
কেবল বঞ্চিত যদু ॥

ওহে শ্রীনিবাস প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
ভক্তে সে জানিতে পারে প্রভুর অন্তর ॥১৩৭৪

কুনকুন ভক্ত এই নির্জ্জনে বসিয়া।
কেহো কারু পানে চায় ব্যাকুল হইয়া ॥১৩৯৫
কেহো কহে—এই কথো দিবস হইতে।
কি জানি কি করে হিয়া প্রভুকে দেখিতে ॥১৩৯৬
কেহো কহে—যে দিবস ঠেঙা লৈয়া হাতে।
ক্রোধ করি গেলা প্রভু পঢ়ুয়া মারিতে ॥১৩৯৭
সেই দিন হৈতে প্রভু হইলা কেমন।
বুঝি বা করেন শীঘ্র সন্ন্যাসগ্রহণ ॥১৩৯৮
কেহো কহে—এ কথা হইল স্পষ্ট প্রায়।
বিশেষে জানিনু নিত্যানন্দের চেষ্টায় ॥১৩৯৯
ঐছে কত কহি গেলা মুকুন্দ-আলয়ে।
তেঁহো বসি আছে মহা ব্যাকুল হৃদয়ে ॥১৪০০
গদাধরপণ্ডিতের ঘরে সভে গিয়া।
হইলা অধৈর্য্য অতি তাঁরে নিরখিয়া ॥১৪০১
চলিলেন সকলে শ্রীবাসের আলয়।
নিবারিতে নারে বারিধারা নেত্রে বয় ॥১৪০২
হেনকালে আইলা প্রভু শ্রীবাসের ঘরে।
দেখিয়া ভক্তের চেষ্টা স্থির হৈতে নারে ॥১৪০৩
ভক্ত-সহ প্রভুর হইল বহুকথা।
ঘুঁচাইতে নারে ভক্ত-হৃদয়ের ব্যথা ॥১৪০৪
প্রভু ভক্তে কহে পুন মধুর বচন—।
লোক-রক্ষা লাগি মোর সন্ন্যাসগ্রহণ ॥১৪০৫

না কর আশঙ্কা, তোমা-সভা না ছাড়িব।
জন্মজন্ম তোমা-সভা-সহ বিলসিব ॥১৪০৬

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে ২৬শ-অধ্যায়ে—

"এইমত আছে আর দুই অবতার।
কীর্ত্তন-আনন্দ-রূপ হইব আমার ॥
তাহাতেও তুমিসব এইমত রঙ্গে।
কীর্ত্তন করিবা মহা সুখে আমা-সঙ্গে ॥"

প্রভুর এ বাক্যে সভে কিছু স্থির হৈলা।
সভে আলিঙ্গিয়া প্রভু নিজগৃহে গেলা ॥১৪০৭
পরস্পর শুনি আই সন্ন্যাসের কথা।
মহাদুঃখে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে এথা ॥১৪০৮
এথা পুত্রপ্রতি কত কহিলা জননী।
বিদরে পাষাণ সে-সকল কথা শুনি ॥১৪০৯
দেখি প্রভু জননীর জীবনসংশয়।
এই গোপ্যস্থানে মাতাপ্রতি কত কয় ॥১৪১০
যে-যে-অবতারে মাতা হৈলা শচী আই।
তাহা কহি পুন কিছু কহেন নিমাই— ॥১৪১১
এবে মাতা কীর্ত্তনাস্বাদিলা যত্ন পা'য়া।
ঐছে কীর্ত্তনারম্ভিব পুনর্জন্ম লৈয়া ॥১৪১২

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে ২৬শ-অধ্যায়ে—

"আরো দুই জন্ম এই সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে ॥

এইমত তুমি মোর মাতা জন্মেজন্মে।
তোমার আমার কভু ত্যাগ নাহি মর্ম্মে॥"
ইহা শুনি আই কিছু হইলেন স্থির।
তথাপিহ নিবারিতে নারে নেত্রনীর॥১৪১৩
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ায় প্রভু যত্নে প্রবোধয়।
তাঁর প্রেম-চেষ্টায় কেবাবা স্থির হয়॥১৪১৪
সভে প্রবোধিয়া প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
সঙ্কীর্ত্তন-আনন্দে বিহরে নিরন্তর॥১৪১৫
ঐছে সভে নিমগ্ন হইলা সঙ্কীর্ত্তনে।
প্রভু যে যাবেন—কারু স্মৃতি নাই মনে॥১৪১৬
করিব সন্ন্যাস প্রভু—ইথে নদীয়ায়।
যার যাতে শোভা তাহা হৈল হীনপ্রায়॥১৪১৭

গীতে যথা দেশপালঃ॥

গোরাচাঁদ ছাড়ি, যাবে নৈদা এথে,
তরঙ্গ-রহিত জাহ্নবী-ধারা।
শম্ভু ভগবতী, গণপতি-মূর্ত্তি,
যত ছিল হৈল মলিনপারা॥
তরু-লতা-কুল, পল্লবিত নহে,
নাহিক সে পুষ্প সুগন্ধহীনা।
তাহে না বৈসে, পিয়ে পুষ্পরস,
না গুঞ্জে ভ্রমর-ভ্রমরী দীনা॥
পিককুল কল-, রব-বিরহিত,
না নাচে ময়ূর ময়ূরী সনে।

শারী শুক নানা, পাখী আঁখি ঝুরে,
নারে উড়িবারে ব্যাকুল বনে॥
ধেনুগণ হাম্বা-, রবে না ধায়য়ে,
মৃগাদি পশু না ধরয়ে ধৃতি।
ভণে নরহরি, শোভা দূরে দুখ,
সম্বরিতে নারে নদীয়া খিতি॥

ওহে শ্রীনিবাস গৌরচন্দ্র ইচ্ছাময়।
কখন ছাড়িব ঘর—কেহো না জানয়॥১৪১৮
গৃহ ছাড়িবেন প্রভু, তার পূর্ব্বদিনে।
হইলেন এথা মহা-মত্ত সঙ্কীর্ত্তনে॥১৪১৯
এথা সিংহাসনে বৈসে প্রভু বিশ্বম্ভর।
দিব্য-মাল্য-চন্দনে ভূষিত কলেবর॥১৪২০
পরম সুন্দর শোভা—উপমা কি দিতে।
দেবতা-মানুষে মিলি আইসে দেখিতে॥১৪২১
সভে প্রণমিয়া করে প্রভুর দর্শন।
শ্রীচাঁচর কেশ দেখি জুড়ায় নয়ন॥১৪২২
মন্দমন্দ হাসি প্রভু উল্লাস-অন্তরে।
আপন গলার মালা দেন সভাকারে॥১৪২৩
পাইয়া প্রসাদ প্রভু-গণ হর্ষ হৈয়া।
করি হরিধ্বনি রহে মুখপানে চা'য়া॥১৪২৪
প্রভু সভাপ্রতি কহে—যদি মোরে চাও।
তবে সভে নিরন্তর কৃষ্ণগুণ গাও॥১৪২৫

ঐছে সভে উপদেশে' প্রভু বিশম্ভর।
হেনকালে লাউ লৈয়া আইলা শ্রীধর ॥১৪২৬
হৈল রাত্রি, কালি যাবো—প্রভু ভাবে মনে—।
ভক্তের সামগ্রী উপেক্ষিব বা কেমনে ॥১৪২৭
হেনকালে দুগ্ধ লৈয়া আইলা একজন।
মায়ে কহে দুগ্ধ-লাউ করিতে রন্ধন ॥১৪২৮
আই যত্নে দুগ্ধ-লাউ রন্ধন করিলা।
কৃষ্ণে সমর্পিয়া এথা পুত্রে ভুঞ্জাইলা ॥১৪২৯
হৈল বহু রাত্রি—প্রভু এঘরে শুইল।
প্রভুর ইচ্ছায় সভে নিদ্রা আকর্ষিল ॥১৪৩০
প্রভুর নাহিক নিদ্রা, চারিদিগে চায়।
হৈল রাত্রিশেষ শীঘ্র প্রভুর ইচ্ছায় ॥ ১৪৩১
উষঃকালে আই-পদধূলি লৈয়া মাথে।
করিতে সন্ন্যাস প্রভু গেলা এইপথে ॥১৪৩২
গস্তকালে কেবল ক্রন্দন, নাই কথা।
হইলা পৃথিবী-সম আই জগন্মাতা ॥১৪৩৩
জড়প্রায় বসি আছে বাহিরদুয়ারে।
যেপথে গেলেন প্রভু সে-পথ নেহারে ॥১৪৩৪
ভক্তগণ না জানেন এসকল কথা।
প্রভুকে দেখিতে প্রাতে উপনীত এথা ॥১৪৩৫
দেখি শচীমায়ের রোদন অতিশয়।
সভে জানিলেন—আজি হইল বিজয় ॥১৪৩৬

'অকস্মাৎ গেলা প্রভু মো সভে ছাড়িয়া।'
এত বলি কাঁদে সভে এথাই পড়িয়া ॥১৪৩৭
অদ্বৈতআচার্য্য এথা করয়ে ক্রন্দন।
শুনি সে বিলাপ ধৈর্য্য ধরে কুন্ জন ॥১৪৩৮

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ৪র্থ-অঙ্কে, ২৫ শ্লোকঃ-

"হে বিশ্বম্ভরদেব হে গুণনিধে হে প্রেমবারাং নিধে
হে দীনোদ্ধরণাবতার ভগবন্ হে ভক্তচিন্তামণে।
অন্ধীকৃত্য দিশো দশোঽন্ধতমসীকৃত্যাখিলপ্রাণিনাং
শূন্যীকৃত্য মনাংসি মুঞ্চতি ভবান্ কেনাপরাধেন নঃ ॥"

শ্রীবাস-মুরারিগুপ্ত-আদি ভক্তগণ।
ভূমে লোটাইয়া এথা করয়ে ক্রন্দন ॥১৪৩৯
কাঁদয়ে অসংখ্য লোক ব্যাকুলহৃদয়।
অশ্রুজলে হৈল মহী পঙ্ক অতিশয় ॥১৪৪০
পরম নিন্দুক পাষণ্ডিরগণ কাঁদে।
'না চিনিনু প্রভু' বলি থির নাহি বাঁধে ॥১৪৪১
কি নারী-পুরুষ বাল-বৃদ্ধ নদীয়ার।
কাঁদিয়া বিকল, নারে ধৈর্য্য ধরিবার ॥১৪৪২
কহিতে না পারে কেহো প্রবোধবচন।
দুঃখের সমুদ্রে মগ্ন হৈলা সর্ব্বজন ॥১৪৪৩
দেখিনু যেসব তাহা কহা নাহি যায়।
অদ্যাপিহ সে অনল জ্বলিছে হিয়ায় ॥ ১৪৪৪

ওহে শ্রীনিবাস কি বলিব বিশ্বম্ভর।
গৃহে হৈতে চলে একা কণ্টকনগর ॥১৪৪৫
নিত্যানন্দদেব শ্রীপণ্ডিত গদাধর।
শ্রীমুকুন্দদত্ত আর শ্রীচন্দ্রশেখর ॥১৪৪৬
এসভে পশ্চাত গিয়া প্রভুরে মিলিল।
প্রভুর সন্ন্যাস-কথা সর্ব্বত্র ব্যাপিল ॥১৪৪৭
কৃপা করি কেশবভারতী ভাগ্যবানে।
সন্ন্যাসগ্রহণ প্রভু করে তাঁর স্থানে ॥১৪৪৮
সন্ন্যাসসময়ে কেহো স্থির হৈতে নারে।
ডুবয়ে অসংখ্য লোক দুঃখের সায়রে ॥১৪৪৯
মাঘমাস শুক্লপক্ষ সময় সুন্দর।
করিলেন সন্ন্যাসগ্রহণ বিশ্বম্ভর ॥১৪৫০

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলায়াং ১ম-পরিচ্ছেদে—

"চব্বিশবৎসরশেষে যেই মাঘমাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস ॥"

সন্ন্যাস করিয়া প্রভু প্রেমায় অথির।
কণ্টকনগর হৈতে হইলা বাহির ॥১৪৫১
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য আসি নদীয়ায়।
দেখে প্রভু-বিচ্ছেদাগ্নি দগধয়ে সভায় ॥১৪৫২
শ্রীচন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসিতে সভে ধায়।
প্রভুর সংবাদ এথা কহে শচীমায় ॥১৪৫৩

অদ্বৈতাদি শুনি সভে প্রভুর সন্ন্যাস।
হইলেন যৈছে তা কি কব শ্রীনিবাস ॥১৪৫৪
প্রভু রাঢ়ে ভ্রমি রাঢ়ভাগ্য জন্মাইলা।
গঙ্গাতীরে আসি গঙ্গাস্নানে হর্ষ হৈলা ॥১৪৫৫
ফুলিয়াগ্রামের সন্নিধানে প্রভু গিয়া।
নিত্যানন্দে দিল নদীয়ায় পাঠাইয়া ॥৪৪৫৬
নদীয়ায় আসি পদ্মাবতীর তনয়।
প্রথমেই প্রভুর ভবনে প্রবেশয় ॥১৪৫৭
এথাই বসিয়া ছিলা শচী ঠাকুরাণী।
দ্বাদশ উপাসে অতি ক্ষীণ তনুখানি ॥১৪৫৮
আইর চরণে প্রণমিলেন নিতাই।
'আইসহ বাপ' বলি মূর্চ্ছাপন্ন আই ॥১৪৫৯
নিত্যানন্দে দেখি মহাভাগবতগণ।
কহিতে কি জানি যৈছে করয়ে ক্রন্দন ॥১৪৬০
সভা প্রতি নিতাই কহয়ে মৃদু-ভাষে—।
লইতে আইনু, সভে চল প্রভু-পাশে ॥১৪৬১
ফুলিয়া গেলেন প্রভু মোরে পাঠাইয়া।
শান্তিপুর যাইবেন ফুলিয়া হইয়া ॥১৪৬২
নিত্যানন্দবাক্যে সভে আনন্দে বিহ্বল।
হইয়াছিলেন ক্ষীণ, হৈল মহাবল ॥১৪৬৩
নিত্যানন্দ শ্রীশচীআইরে কত কৈয়া।
করাইলা রন্ধন, করিল যত্ন পা'য়া ॥১৪৬৪

অন্নব্যঞ্জনাদি আই কৃষ্ণে সমর্পিল।
আগে আই নিত্যানন্দে প্রসাদান্ন দিল ॥১৪৬৫
তবে সর্ব্ববৈষ্ণবে করিয়া পরিবেশন।
সভা সন্তোষিয়া আই করিল ভোজন ॥১৪৬৬
বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী এথা প্রসাদ ভুঞ্জিল।
সর্ব্ববৈষ্ণবের মহা আনন্দ জন্মিল ॥১৪৬৭
তবে নিত্যানন্দসঙ্গে প্রভু-প্রিয়গণ।
সাজিলেন গৌরচন্দ্রে করিতে দর্শন ॥১৪৬৮
নদীয়ার স্ত্রীপুরুষ বালবৃদ্ধ যত।
চলয়ে দর্শনে শোভা কে কহিবে কত ॥১৪৬৯
পূর্ব্বে নিন্দা কৈল যত পাষণ্ডিরগণ।
তারা চলে প্রভুপদে লইতে শরণ ॥১৪৭০
নবদ্বীপ ফুলিয়ানগর শান্তিপুরে।
লোক-গতায়াত—সংখ্যা কে করিতে পারে ॥১৪৭১
নবদ্বীপবাসী যত প্রভু-প্রিয়গণ।
শ্রীশচীমাতায় লৈয়া করিল গমন ॥১৪৭২
হেনকালে কেহো আসি কহে লহুলহু—।
অদ্য অদ্বৈতের ঘরে আসিলেন পঁহু ॥১৪৭৩
শুনি চতুর্দ্দিকে লোক করে ধাওয়াধাই।
এইপথে শান্তিপুরে চলিলেন আই ॥১৪৭৪
অদ্বৈতের গৃহে গিয়া দেখি বিশ্বম্ভরে।
কহিতে কি জানি যাহা হইল অন্তরে ॥১৪৭৫

পুত্র কোলে করি আই দুঃখ পাসরিল।
করিয়া রন্ধন পুত্রে ভিক্ষা করাইল ॥১৪৭৬
শ্রীবাস-মুরারিগুপ্ত-আদি ভক্তগণ।
প্রভু বেঢ়ি করিলা অদ্ভুত সঙ্কীর্ত্তন ॥১৪৭৭
নৃত্য করি তিন প্রভু বৈসয়ে উল্লাসে।
শোভা দেখি লোক কত কহে মৃদুভাষে ॥১৪৭৮

গীতে যথা কামোদঃ ॥

আহা মরিমরি, দেখ আঁখি ভরি,
ভুবনমোহন রূপ।
অদ্বৈত আনন্দ,- কন্দ নিত্যানন্দ,
চৈতন্য রসের ভূপ ॥
জিনি বিধুঘটা, বদনের ছটা,
মদন-গরব হরে।
লহুলহু হাসি, সুধা রাশিরাশি,
বরিষে রসের ভরে ॥
করে ঝলমল, তিলক উজ্জ্বল,
ললিত লোচন ভুরু।
কিবা বাহুশোভা, মুনিমনোলোভা,
বক্ষ পরিসর চারু ॥
গলে শোভে ভাল, নানা ফুলমাল,
সুবেশ বসন সাজে।
অরুণ চরণ, বিলসয়ে মন-,
শ্যামের হৃদয়-মাঝে ॥

ওহে শ্রীনিবাস গৌরচন্দ্রের কৃপায়।
স্ত্রী-বালক বৃদ্ধ-যুবা সভে নাচে গায় ॥১৪৭৯
প্রেমভক্তিরত্ন প্রভু সভে করে দান।
অদ্বৈতভবন হৈল বৈকুণ্ঠসমান ॥১৪৮০
শ্রীবাস-মুরারিগুপ্ত-আদি ভক্তগণে।
দিলেন পরমানন্দ প্রবোধবচনে ॥১৪৮১
প্রভু জননীর পরিতোষ জন্মাইলা।
এইপথে আই নিজভবনে আইলা ॥১৪৮২
যে আনন্দ হইল শ্রীঅদ্বৈতভবনে।
তাহা বর্ণিবারে নারে সহস্রবদনে ॥১৪৮৩
সভে প্রবোধিয়া প্রভু করয়ে গমন।
নিত্যানন্দ-আদি সঙ্গে চলে কথোজন ॥১৪৮৪

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে ২য়-অধ্যায়ে—

"নিত্যানন্দ গদাধর মুকুন্দ গোবিন্দ।
সংহতি জগদানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ ॥"

পরম কৌতুকে প্রভু নীলাচলে গেলা।
সর্ব্বত্র ভ্রমিয়া নীলাচলে বাস কৈলা ॥১৪৮৫

গীতে যথা কামোদঃ ॥

শচীসুত গৌরহরি, নবদ্বীপে অবতরি,
করিলেন বিবিধ বিলাস।
সঙ্গে লৈয়া প্রিয়গণ, প্রকাশিয়া সঙ্কীর্ত্তন,
বাড়াইলা সভার উল্লাস।

কিবা সে সন্ন্যাসবেশে, ভ্রমি পঁহু দেশেদেশে,
নীলাচলে আসিয়া রহিলা।
রাধিকার প্রেমে মাতি, না জানি দিবস-রাতি,
সে প্রেমে জগত মাতাইলা ॥
নিত্যানন্দ বলরাম, অদ্বৈত গুণের ধাম,
গদাধর-শ্রীবাসাদি যত।
দেখি সে অদ্ভুত রীতি, কেহো না ধরয়ে ধৃতি,
প্রেমায় বিহ্বল অবিরত ॥
দেবের দুর্ল্লভ রত্ন, বিলাইলা করি যত্ন,
কৃপার বালাই লৈয়া মরি।
কৈলা কলিযুগ ধন্য, প্রভু কৃষ্ণচৈতন্য,
যশ গায় দাস নরহরি ॥

ওহে শ্রীনিবাস প্রভু রহি নীলাচলে।
নিত্যানন্দে পাঠায়েন শ্রীগৌড়মণ্ডলে ॥১৪৮৬
নিভৃতে নিতাইচাঁদে কহিল যে কথা।
প্রভুর ইচ্ছায় ব্যক্ত না হইল তথা ॥১৪৮৭
গৌড়ে আইসে নিত্যানন্দ করুণার নিধি।
সঙ্গে অভিরামদাস-গদাধর-আদি ॥১৪৮৮

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে ৫ম-অধ্যায়ে—

"রামদাস গদাধরদাস মহাশয়।
রঘুনাথ-বৈদ্য-ওঝা ভক্তিরসময় ॥
কৃষ্ণদাসপণ্ডিত পরমেশ্বরদাস।
পুরন্দরপণ্ডিতের পরম উল্লাস ॥

নিত্যানন্দস্বরূপের যত আপ্তগণ।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে সভে করিলা গমন ॥"

গমনের কালে যে কহিলা গৌরচন্দ্র।
তাহাই করেন স্থির হৈয়া নিত্যানন্দ ॥১৪৮৯
ভ্রমিয়া উৎকলদেশ গৌড়দেশে গতি।
প্রেমাবেশে পতিত-দুঃখিতে দয়া অতি ॥১৪৯০

গীতে যথা আভীরী ॥

জয়জয় নিত্যানন্দ রোহিণীকুমার।
পতিত উদ্ধার লাগি বাহু-পসার ॥
গদগদ মধুরমধুর আধ বোল।
যারে দেখে তারে প্রেমে ধরি দেই কোল ॥
ডগমগ নয়ন ঘুরয়ে নিরন্তর।
সোনার কমলে যেন ফিরয়ে ভ্রমর ॥
দয়ার ঠাকুর নিতাই পরদুখ জানে।
হরিনামের মালা গাঁথি দিল জগজনে ॥
পাপ-পাষণ্ডী যত করিলা দমন।
দীনহীনজনে কৈল প্রেমবিতরণ ॥
'আহা শ্রীগৌরাঙ্গ' বলি পড়ে ভূমিতলে।
শরীর ভিজিল নিতাইর নয়নের জলে ॥
বৃন্দাবনদাস এই মনে বিচারিল।
ধরণী-উপরে কিবা বিজুরি পড়িল ॥

পুনঃ মঙ্গলঃ ॥

গজেন্দ্রগমনে যায়, সকরুণ-দিঠে চায়,
পদভরে মহি টলমল।
মহামত্ত সিংহ জিনি, কম্পবতী মেদিনী,
পাষণ্ডিগণ শুনিয়া বিকল ॥
আয়ত অবধূত করুণার সিন্ধু।
প্রেমে গরগর মন, করে হরিসঙ্কীর্ত্তন,
পতিতপাবন দীনবন্ধু ॥ধ্রু ॥
হুঙ্কার করিয়া চলে, অচল সচল নড়ে,
প্রেমে ভাসে অমরসমাজ।
সহচরগণ সঙ্গে, বিবিধ খেলন রঙ্গে,
অলখিত করে সব কাজ ॥
শেষশায়ী সঙ্কর্ষণ অবতারী নারায়ণ,
যাঁর অংশ-কলায় গণন।
কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা, জগতের হিতকর্ত্তা,
সেই রাম রোহিণীনন্দন ॥
লীলা লাবণ্যধাম, আগম-নিগমে গান,
যাঁর রূপ মদনমোহন।
এবে অকিঞ্চন-বেশে, ফিরে পহুঁ দেশেদেশে,
উদ্ধার করয়ে ত্রিভুবন ॥
ব্রজের বৈদগ্ধী-সার, যতযত লীলা আর,
পাইবারে যদি থাকে মন।
বলরামদাসে কয়, মনোরথসিদ্ধি হয়,
ভজ ভাই শ্রীপাদ-চরণ ॥

সর্ব্বত্র হইল ধ্বনি—নিত্যানন্দরায়।
আইলেন গৌড়দেশে বিহ্বল প্রেমায় ॥১৪৯১
চতুর্দ্দিকে ধায় লোক প্রভুরে দেখিতে।
প্রভুর অদ্ভুত দয়া দুঃখিত-পতিতে ॥১৪৯২

গীতে যথা ধানশী ॥

গোরা-প্রেমে গরগর নিতাই আমার।
অরুণ-নয়নে বহে সুরধুনিধার ॥
বিপুল-পুলকাবলি শোহে হেম-গায়।
গজেন্দ্রগমনে হিলি-ঢুলি চলি যায় ॥
পতিতেরে নিরখিয়া দু-বাহু পসারি।
কোরে করি সঘনে বোলায় হরিহরি ॥
এমন দয়ার নিধি কে হইবে আর।
নরহরি-অধম তারিতে অবতার ॥

পুনঃ পঠমঞ্জরী ॥

নিতাইচাঁদ দয়াময় নিতাইচাঁদ দয়াময়।
কলিজীবে এত দয়া কভু নাই হয় ॥
খেনে কালা খেনে গোরা অঙ্গ হয় সিত।
খেনে হাসে খেনে কাঁদে না পায় সম্বিত ॥
খেনে গোঁগোঁ করে 'গোরা' বলিতে না পারে।
গোরা-রাগে রাঙ্গা আঁখিজলেই সাঁতারে ॥
আপনি ভাসিয়া রসে ভাসাইল ক্ষিতি।
এ ভব-অচলে বন্ধু রহল অবধি ॥

পুনঃ শ্রীরাগঃ ॥

নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি।
আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসালে অবনি ॥
প্রেমের বন্যা লৈয়া নিতাই আইলা গৌড়দেশে।
ডুবিল ভকতগণ, দীনহীন ভাসে ॥
দীন-হীন পতিত-পামর নাই বাছে।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সভাকারে যাচে ॥
অবধি করুণাসিন্ধু কাটিয়া মুহান।
ঘরেঘরে বুলে প্রেম-করুণার বান ॥
লোচন বোলে মোর নিতাই যেবা না ভজিল।
জানিয়াশুনিয়া সেই আত্মঘাতী হৈল ॥

প্রথমেই নিত্যানন্দ প্রিয়গণ-সঙ্গে।
পানীহাটিগ্রামেতে আইলা মহারঙ্গে ॥১৪৯৩
রাঘবপণ্ডিত শ্রীমকরধ্বজ কর।
সভার হইল মহা উল্লাস অন্তর ॥১৪৯৪
রাঘবপণ্ডিত-গৃহে যে নৃত্য-কীর্ত্তন।
তাহা বর্ণিবার শক্তি ধরে কুন্ জন ॥১৪৯৫
সঙ্কীর্ত্তনে নিতাইচাঁদের চারু শোভা।
সে নৃত্য-ভঙ্গিমা মুনিজন-মনোলোভা ॥১৪৯৬

গীতে যথা গান্ধারঃ ॥

আহা, মরি কি নিতাইর শোভা।
কত না ভঙ্গিতে, নাচে ভুজ তুলি,
অখিল-ভুবন-লোভা ॥

ঘনঘন গোরা বোলে।
হেম-ধরাধর-, তনু অনুক্ষণ,
ভাসয়ে আনন্দজলে ॥
করুণায় উমড়য়ে হিয়া।
দীন-হীন-জনে, করে মহা ধনী,
প্রেম-চিন্তামণি দিয়া ॥
কিবা ভাবে মন্দমন্দ হাসে।
নরহরি কহে, কুলবতী-সতী-,
ধৈরয-ধরম নাশে ॥

পুনর্ধানশী ॥

কিবা নাচয়ে নিতাইচাঁদ।
ঝলমল তনু, অনুপম শোভা, অখিল-লোচন-ফাঁদ ॥ধ্রু॥
কি নব ভঙ্গিতে, চাহে চারিভিতে, না জানি কি রঙ্গে ভোরা।
আজানু-লম্বিত, ভুজযুগ তুলি, সঘনে বোলয়ে 'গোরা' ॥
কীর্ত্তনবিলাস,-রসে ভাসে সদা, প্রিয় পারিষদ লৈয়া।
দীন-হীন-জন, ধায় চারিপাশে, করুণা-বাতাস পায়া ॥
মাতিল সকলে, ভাসে প্রেমজলে, কলির দরপ দূরে।
নরহরি-পহুঁ,-গুণ গুণিগুণি, কেবা না জগতে ঝুরে ॥

শ্রীনিত্যানন্দের অভিষেক হৈল তথা।
অভিষেকে যে রঙ্গ কি কহিব সে কথা ॥১৪৯৭

গীতে যথা আশাবরী ॥

আজু, আনন্দে নিতাইচাঁদে।
শোভাময় সিংহা- সনে বসাইয়া,

কেহো না ধৈরয বাঁধে।
সুবা-, সিত গঙ্গাজল লৈয়া ॥
পঢ়ি মন্ত্র মাথে, ঢালে জল দামো-,
দর হরষিত হৈয়া ॥
জয়, জয়জয়ধ্বনি করি।
মানুষে মিশায়া, সুরগণ শোভা,
নিরিখে নয়ন ভরি ॥
কেহো, গায় অভিষেক রঙ্গে।
পরাইয়া শুক্ল, বাস নরহরি,
চন্দন দেই সে অঙ্গে ॥

বসিতে খট্টায় বনমালা পরাইয়া।
শ্রীরাঘবানন্দ ছত্র ধরে হর্ষ হৈয়া ॥১৪৯৮
'পরিব কদম্বমালা' রাঘবেরে কয়।
রাঘব কহয়ে—এবে ফুল নাহি হয় ॥১৪৯৯
প্রভু কহে—দেখহ অবশ্য ফুল আছে।
দেখয়ে কদম্বফুল জম্বীরের গাছে ॥১৫০০
ফুল আনি রাঘব গাঁথিয়া দিব্যমালা।
পরাইলা প্রভুগলে—এ অদ্ভুত খেলা ॥১৫০১
নিত্যানন্দপ্রভাব কহিতে শক্তি কার।
সভে উপদেশে' কৃষ্ণচন্দ্রে ভজিবার ॥১৫০২
করুণাসমুদ্র প্রভু নিত্যানন্দরায়।
পরম দুর্লভ ভক্তি দিলেন সভায় ॥১৫০৩

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে ৫ম-অধ্যায়ে—

"যে ভক্তি গোপিকাগণের কহে ভাগবতে।
নিত্যানন্দ হৈতে তাহা পাইল জগতে॥"

কিছুদিনে ভূষণ পরিতে ইচ্ছা করে।
হইলা ভূষিত বহুমূল্য-অলঙ্কারে॥১৫০৪
হইল ভূষণ-শোভা অতি চমৎকার।
প্রভু যে ভূষণ পরে—আছে হেতু তার॥১৫০৫
অবধূত-বেশে প্রভু ব্রজের ভ্রমণে।
করিলেন কৃপা এক ভক্তে গোবর্দ্ধনে॥১৫০৬
অলঙ্কার পরাইতে তেঁহো ইচ্ছা করে।
প্রভু তাহা জানি কহে—কিছুদিনপরে॥১৫০৭
ভক্ত প্রীতিলাগি গোবর্দ্ধন-শিলা দিলা।
স্বর্ণে বদ্ধ করাইয়া কণ্ঠেতে রাখিলা॥১৫০৮
ভক্ত-ইচ্ছামতে এবে পরয়ে ভূষণ।
প্রভুর এ লীলা না বুঝয়ে অন্যজন॥১৫০৯
গৌরপ্রেমানন্দে মত্ত নিত্যানন্দরায়।
সে দুর্ল্লভ ভাবে সদা ভৃত্যেরে মাতায়॥১৫১০

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে ৫ম-অধ্যায়ে—

"ব্রহ্মাদিরো অভীষ্ট যেসব কৃষ্ণভাব।
গোপীগণে ব্যক্ত যেসকল অনুরাগ॥
ইঙ্গিতে সেসব ভাব নিত্যানন্দরায়।
দিলেন সকল প্রিয়গণেরে কৃপায়॥"

পানীহাটিগ্রামে রহি মহানন্দ-মনে।
নবদ্বীপে যাত্রা কৈলা আইর দর্শনে ॥১৫১১
ভুবনপাবন প্রভু লৈয়া পরিকরে।
ভাবাবেশে চলে দাস-গদাধর-ঘরে ॥১৫১২

গীতে যথা ধানশী ॥

ভুবনপাবন নিতাই মোর।
না জানি কি ভাবে সদাই ভোর ॥
'গোরা গোরা' বুলি দু-বাহু তুলি।
মত্ত গজ যেন চলয়ে ঢুলি ॥
কণ্ঠে ঝলমল মালতীমালা।
পরিসর-বুকে করয়ে খেলা ॥
সুললিত মুখে মধুর হাসি।
চাঁদে ঢালে যেন অমিয়া-রাশি ॥
টলমল জলজারুণ আঁখি।
সে চাহনি চারু করুণা মাখি ॥
বারেক সে আঁখে দেখয়ে যারে।
প্রেমের পাথারে ভাসায় তারে ॥
দীন হীন দুঃখী কিছু না বাছে।
হেন প্রেমদাতা কে আর আছে ॥
নরহরি হেন পহুঁ না ভজি।
বিষয়-বিষেতে রহিল মজি ॥

দাস গদাধর-গৃহে প্রভুর গমন।
তথা যে আনন্দ তাহা না হয় বর্ণন ॥১৫১৩

দাস-গদাধরের কৃপার নাই পার।
সে গ্রামের কাজি-দুষ্টে যে কৈল উদ্ধার ॥১৫১৪
দাস-গদাধর-আদি প্রিয়গণ-সনে।
নিত্যানন্দ প্রেম প্রকাশয়ে স্থানেস্থানে ॥১৫১৫
খড়দহে আইসেন প্রভু নিত্যানন্দ।
চারিদিগে শোভা করে পারিষদবৃন্দ ॥১৫১৬
মধ্যে নিত্যানন্দ শোহে কন্দর্পমোহন।
সে প্রেম-আবেশ-বেশ বন্দে সর্ব্বজন ॥১৫১৭

গীতে যথা কামোদঃ ॥

বন্দ প্রভু নিত্যানন্দ, কেবল আনন্দকন্দ,
ঝলমল অভরণ সাজে।
দুইদিগে শ্রুতিমূলে, মকরকুণ্ডল দোলে,
গলে এক কৌস্তুভ বিরাজে ॥
সুবলিত ভুজদণ্ড, জিনি করিবরশুণ্ড,
তাহাতে শোভয়ে হেমদণ্ড।
অরুণ-অম্বর গায়, সিংহের গমনে ধায়,
দেখি কাঁপে অসুর পাষণ্ড ॥
অঙ্গ দেখি শুদ্ধ-স্বর্ণ, দুই আঁখি রক্তবর্ণ,
তাহাতে ঝরয়ে মকরন্দ।
সুমেরু বাহিয়া যেন, গঙ্গাধারা বহে হেন,
দেখি সুরলোকের আনন্দ ॥
সর্ব্বাঙ্গে পুলক-ছটা, যেন কদম্বের ঘটা,
লম্ফেতে কম্পয়ে বসুমতী।

বীরদর্প-মালসাটে, শবদে ব্রহ্মাণ্ড ফাটে,
দেখি ব্রহ্মলোক করে স্তুতি ॥
চৈতন্যের প্রেমরত্ন, জীবেরে করিয়া যত্ন,
দিল পহুঁ পরম আনন্দে।
কহে বৃন্দাবনদাসে, আপনার কর্ম্মদোষে,
না ভজিনু নিতাইপদদ্বন্দ্বে ॥

পুনর্ধানশী ॥

নিতাই গুণনিধি, শোভার অবধি, কি সুধায়ে বিধি, গঢ়িল সাধে।
প্রভাতের ভানু, জিনি তনু-ছটা, হেরিয়া কেমন, ধৈরজ বান্ধে ॥
আজানুলম্বিত-ভুজ ভুজঙ্গম-,ভঙ্গি নিরুপম, রঙ্গেতে ভাসি।
বদন শরদ , বিধুঘটা ঘন, বরিষয়ে সুধা, ঈষত হাসি ॥
'গোরা গোরা' বলি, গরগর হিয়া, হিলিহুলি চলে, কুঞ্জরপারা।
টলমল জল-, অরুণ-লোচনে, ঝরঝর ঝরে, আনন্দ-ধারা ॥
সুরনরগণ, ধায় চারিপাশে, সে দুলহ পদ-,পরশ-আশে।
দাস নরহরি-, পহুঁ-পরতাপে, বলি-কলিকাল, কাঁপয়ে ত্রাসে ॥

খড়দহে আসি প্রভু নিজগণ-সহে।
পুরন্দরপণ্ডিতের দেবালয়ে রহে ॥১৫১৮
প্রভু নিত্যানন্দ পুরন্দরপণ্ডিতেরে।
ডুবাইলা সঙ্কীর্ত্তন-সুখের সায়রে ॥১৫১৯
শ্রীচৈতন্যদাস মুরারিপণ্ডিত যত।
সভেই হইল সঙ্কীর্ত্তনে উনমত্ত ॥১৫২০
খড়দহে নিত্যানন্দ নাচিয়ানাচিয়া।
বিলায় দুর্ল্লভ ধন যাচিয়া যাচিয়া ॥১৫২১

গীতে যথা কামোদঃ ॥

নিতাই করুণানিধি।
আনি মিলায়ল বিধি ॥
দীন-হীন-দুঃখী জনে।
ধনী কৈল প্রেমধনে ॥
প্রিয়-পরিকর-সঙ্গে।
নাচিয়ে বুলয়ে রঙ্গে ॥
না জানি কি প্রেমে মাতি।
না জানে দিবস-রাতি ॥
'গোরা গোরা' বলি কাঁদে।
তিলে না ধৈরয বাঁধে ॥
ধূলি-ধূসরিত দেহা।
তা হেরি কে ধরে থেহা ॥
গুণে কেবা নাই ঝুরে।
একা নরহরি দূরে ॥

পুনর্ধানশী ॥

গোরাপ্রেমে মাতিয়া নিতাই।
জগত মাতায় সকরুণ-দিঠে চাই ॥
নাচয়ে আজানু-বাহু তুলি।
পতিতের কোলেতে পড়য়ে ঢুলিঢুলি ॥
কত সুখে হিয়া না উথলে।
মুখ-বুক ভাসি যায় নয়নের জলে ॥

প্রতি অঙ্গে পুলকের ঘটা।
মদন মুরুছি পড়ে দেখি রূপ-ছটা ॥
সুচাঁদ-বদনে মৃদু হাসি।
কহিতে মধুর কথা ঢালে সুধারাশি ॥
কি নব ভঙ্গিমা রাঙ্গা-পায়।
নরহরি-পরাণ মজিল যেন তায় ॥

পুনঃ গুজ্জরী ॥

ভুবনে জয়জয়, নিতাই দয়াময়,
হরয়ে ভবভয়, নিজগুণে।
অধম দুরগত, তাহারে উনমত,
করই অবিরত, প্রেমদানে ॥
'গৌরহরি' বুলি, নাচয়ে বাহু তুলি,
পড়য়ে ঢুলিঢুলি, ক্ষিতিতলে।
কোমল কলেবর, কি হেম-ধরাধর,
সে ধূলিধূসর, শোহে ভালে ॥
জিনি কমলদল, নয়ন টলমল,
সঘনে ছলছল, জলধারা।
বদনে মৃদু হাসি, ঢালয়ে সুধারাশি,
কলুষ-তম নাশি, শশী-পারা ॥
কি ভাবে গরগর, কাঁপয়ে থরথর,
রঙ্গ কি কব, নরহরিদাসে।
অখিল চরাচর, নিরখি পহুঁ বর,
ভুলল দুঃখভর, সুখে ভাসে ॥

কিছুদিন খড়দহগ্রামেতে রহিলা।
খড়দহস্থান দেখি বাস-ইচ্ছা কৈলা ॥ ১৫২২
খড়দহ হৈতে প্রভু করিলা গমন।
সপ্তগ্রামে চলে যথা দত্ত উদ্ধারণ ॥ ১৫২৩
প্রিয়গণ-সঙ্গে কি অদ্ভুত-ভাবাবেশ।
কেবা না ভুলয়ে দেখি সে সুন্দর বেশ ॥ ১৫২৪

গীতে যথা সুহই ॥

নিতাই রঙ্গিয়া মোর নিতাই রঙ্গিয়া।
পুরুষ বিলাসী রঙ্গী সঙ্গের সঙ্গিয়া ॥
কঞ্জ-নয়নে বহে সুরধুনি-ধারা।
নাহি জানে দিবানিশি প্রেমে মাতোয়ারা ॥
চন্দনে চর্চ্চিত সব অঙ্গ উজোর।
রূপ নিরখিতে জগজন-মন ভোর ॥
আজানুলম্বিত ভুজ করিবর-শুণ্ড।
কনকখচিত দণ্ড দলন-পাষণ্ড ॥
শির-পর পাগুড়ি বাঁধে লটপটিয়া।
কটি আটি পরিপাটি পরে নীল-ধটিয়া ॥
দয়ার ঠাকুর নিতাই জগতে প্রকাশ।
শুনিয়া আনন্দে নাচে পরসাদ-দাস ॥

পুনঃ গান্ধারঃ ॥

জয়জয় গঙ্গা-, বতীসুত সুন্দর,
নিত্যানন্দচন্দ্র গুণভূপ।

জগজন-নয়ন, তাপ-ভয়-ভঞ্জন,
জিনি কনকারুণ, অপরূপ রূপ ॥
শশধর-নিকর, দরপ-হর আনন,
ঝলকত অমিয়, ঝরত মৃদু হাস।
গৌর-প্রেমভরে, গরগর অন্তর,
নিরুপম নবনব, বচনবিলাস ॥
টলমল অমল,-কমল-লোচন-জল,
গিরত নিরত যনু, সুরধুনি-ধার।
পুলককদম্ব,-বলিত সুললিত অতি,
পরিসর-বক্ষে, তরল মণিহার ॥
কুঞ্জর-দমন,-গমন মনরঞ্জন
বাহু পসারি, অথির অবিরাম।
পতিত কোরে করি, বিতরল সো ধন,
বঞ্চিত জগতে, দুঃখিত ঘনশ্যাম ॥

উদ্ধারণদত্তে কৃপা করি গণসনে।
আইলেন দত্ত-উদ্ধারণের ভবনে ॥ ১৫২৫
সপ্তগ্রামবাসী শুনি প্রভুর গমন।
চতুর্দ্দিকে ধায় লোক করিতে দর্শন ॥ ১৫২৬
উদ্ধারণ-আদি-গৃহে বাঢ়ে মহানন্দ।
সদা নৃত্যকীর্ত্তনে বিহ্বল নিত্যানন্দ ॥ ১৫২৭

গীতে যথা ধানশী

অনুক্ষণ অরুণ, নয়ন ঘন ঘুরত,
চরকত গৌর-বিথার।

কিয়ে ঘন অরুণ, বরুণালয় সঞ্চর,
অমিয়া বরিষে অনিবার ॥
নাচেরে নিতাই বরচাঁদ।
সিঞ্চই প্রেম-, সুধারস জগজনে,
অদভুত নটন সুছাঁদ ॥ধ্রু॥
পদতল-তাল, বলিত-মণিমঞ্জীর,
চলতহি টলমল অঙ্গ।
মেরুশিখর কিয়ে, তনু অনুপাম রে,
ঝলমল ভাবতরঙ্গ ॥
রোয়ত হসত, চলত গতি মন্থর,
হরি বুলি মুরছি বিভোর।
খেনেখেনে গৌর, গৌর বলি ধায়ই,
আনন্দে গরজত ঘোর ॥
পামর পঙ্গু, অধম জড় আতুর,
দীন-অবধি নাহি মান।
অবিরত দুর্লভ, প্রেমরতন-ধন,
যাচি জগতে করু দান ॥
অবিচল-দুলহ-, প্রেমধন-বিতরণে,
নিখিল-তাপ দূরে গেল।
দীনহীন সবহিঁ, মনোরথ পূরল,
অবলা উনমত ভেল ॥
ঐছন করুণ, নয়ন-অবলোকনে,
কাহু না রহ দুরদীন।
বলরামদাস, তাহে ভেল বঞ্চিত,
দারুণ হৃদয় কঠিন ॥

পুনর্ধানশী ॥

আরে মোর আরে মোর নিত্যানন্দরায়।
আপে নাচে আপে গায় গৌরাঙ্গ বোলায় ॥
লম্ফেলম্ফে যায় নিতাই গৌরাঙ্গ-আবেশে।
পাপিয়া পাষণ্ডি আর না রাখিল দেশে ॥
পট্টবাস পরিধান মুকুতা শ্রবণে।
ঝলমল ঝলমল করে নানা আভরণে ॥
সঙ্গে রঙ্গে যায় নিতাই রামাই সুন্দর।
গৌরিদাস-আদি করি যত সহচর ॥
চৌদিগে নিতাই মোর হরিবোল বোলায়।
জ্ঞানদাস নিশিদিসি নিতাইর গুণ গায় ॥

সপ্তগ্রামে লোকের কি অদ্ভুত উল্লাস।
নিত্যানন্দ-পদে অতি সুদৃঢ় বিশ্বাস ॥ ১৫২৮
উদ্ধারণ-সম্বন্ধে নিতাই দয়াময়।
বণিকে যে কৃপা কৈল কহিল না হয় ॥ ১৫২৯
শান্তিপুরে আসিবেন অদ্বৈতভবনে।
তাহা জানাইলা প্রভু দত্ত-উদ্ধারণে ॥ ১৫৩০
অদ্বৈতআচার্য্য শান্তিপুরে বিলসয়।
শ্রীচৈতন্যাভিন্নদেহ রসের আলয় ॥ ১৫৩১
যে আনিল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে অবনীতে।
যাঁহার নির্ম্মল যশ ব্যাপিল জগতে ॥ ১৫৩২

গীতে যথা ধানশী ॥

শ্রীগৌর-অভিন্ন-তনু অদ্বৈত আমার।
জগতজননী সীতা ঘরণী যাঁহার ॥
যে আনিল গোরাচাঁদে হুঙ্কার করিয়া।
গাওয়ায় গৌরাঙ্গগুণ ভুবন ভরিয়া ॥
হইয়া ঈশ্বর আপনাকে মানে 'দাস'।
তিলেতিলে হৃদয়ে কত-না অভিলাষ ॥
দেবের দুর্লভ প্রেম-ভকতি বিলাসে।
বলি-কলি-দমন করয়ে অনায়াসে ॥
সঙ্কীর্ত্তনানন্দ-দাতা দয়ার অবধি।
না জানি কতেক গুণে গঢ়াইল বিধি ॥
অধম-দুঃখিতে সে-না সুখে মাতাইল।
নরহরি-পহুঁ-যশে জগত ভরিল ॥

পুনঃ ভূপালী ॥

জয়জয় অদ্বৈতআচার্য্য দয়াময়।
যার হুহুঙ্কারে গৌর অবতার হয় ॥
প্রেমদাতা সীতানাথ করুণাসাগর।
যাঁর প্রেমরসে আইলা গৌরাঙ্গ নাগর ॥
যাহারে করুণা করি কৃপাদিঠে চায়।
প্রেমাবেশে সে-জন চৈতন্যগুণ গায় ॥
তাঁহার চরণে যেবা লইল শরণ।
সে-জন পাইল গৌরপ্রেম-মহাধন ॥

এমন দয়ার নিধি কেনে না ভজিলু।
লোচন বলে—নিজমাথে বজর পাড়িলু ॥
শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র নিজগণ লৈয়া সঙ্গে।
ভাসে সদা গোরাপ্রেমসমুদ্র-তরঙ্গে ॥ ১৫৩৩

গীতে যথা বেলাবলী ॥

শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র পহুঁ মোর।
গৌরপ্রেমভরে, গরগর অন্তর,
অবিরত অরুণ-,নয়নে ঝরু লোর ॥ধ্রু॥
পুলকিত ললিত, অঙ্গ ঝলমল কত,
দিনকর-নিকর, নিন্দি বর জ্যোতি।
কুঞ্জর-দমন, গমন মনরঞ্জন,
হসত সুলসত, দশন যনু মোতি ॥
সিংহ-গরব-হর, গরজত ঘনঘন,
কম্পিত কলি, দূরে দুরজন গেল।
প্রবল প্রতাপে, তাপত্রয় কুণ্ঠিত,
জগজন পরম, হরষ-হিয়া ভেল ॥
করুণা-জলধি, উমড়ি চলু চহুদিশ,
পামর পতিত, ভকতিরসে ভাসি।
নরহরি কুমতি, কি বুঝব রঙ্গ,
গৌরচরিত-,গুণ ভুবনে প্রকাশি ॥

পুনঃ কামোদঃ ॥

শান্তিপুরপতি, পরম সুন্দর,
চরিত বরলীলা যাত।

ভাবভরে অতি, মত্ত অনুক্ষণ,
বিপুল-পুলকিত-গাত ॥
প্রবল-কলি-মদ-, দমন ঘনঘন,
ঘোর গরজি বিভোর।
গৌরহরি হরি, ভণত কম্পই,
গিরত সহচর-কোর ॥
অবনি ঘন গড়ি, যাত নিরুপম,
ধূরি-ধূসর দেহ।
কঞ্জলোচন, ঝরুই ঝরঝর,
যনু সু-শাঙণ-মেহ ॥
দীন দুঃখিত, নেহারি করু,
করুণা ভুবনে পরচার।
দাস-নরহরি-, পহুঁক বলি বলি-,
হারি পরম উদার ॥

পুনঃ কর্ণাটঃ ॥

শ্রীমদ্ অদ্বৈত মুদসদন গুণভূপ।
কনকভূধর-গরবহারি-বর-রূপ ॥
ঝলকত সুললিত অবিরল পুলকপাঁতি।
সঘন গরজত গৌরপ্রেমরসে মাতি ॥
বিদিত ব্রহ্মাণ্ড-মধি বিক্রম অপার।
প্রবল পাষণ্ডকুল দলই অনিবার ॥
ভবভয়-বিভঞ্জন মহাকরুণ-ধাম।
পতিতপাবন পহুঁকো নিছনি ঘনশ্যাম ॥

পুনঃ ভূপালী ॥

জয়জয় সীতাপতি পহুঁ মোর।
কনকাচল জিনি মুরতি উজোর ॥ধ্রু॥
অবিরত গৌরপ্রেমরসে মাতি।
ঝলমল অবিরল পুলকক পাঁতি ॥
গরগর অঙ্গ অথির অনিবার।
ঝরই নয়ন যনু সুরধুনি-ধার ॥
হসই মধুর মৃদু গদগদ বাণী।
জপই কি কোই মরম নাহি জানি ॥
দীন-হীন পামর-পতিত নেহারি।
করই কোরে ভুজযুগল পসারি ॥
বিতরত সোই রতন অনুপাম।
বঞ্চিত করম-দোষে ঘনশ্যাম ॥

পুনঃ গুজ্জরী ॥

কি ভাবে বিভোর মোর, অদ্বৈতগোসাই রে,
ও দুটি-নয়নে বহে লোরা।
মধুরমধুর হাসি, ও চাঁদবদনে রে,
সঘনে বোলয়ে গোরা গোরা ॥
শিরীষকুসুম জিনি, তনু অনুপাম রে,
বিপুল পুলক তাহে শোহে।
কি ছার কুঞ্জর গতি, অতিশয় শোভা রে,
ভঙ্গিতে ভুবন-মন মোহে ॥

শিরেতে সুন্দর শিখা, পবনে উড়ায় রে,
মালতীর মালা গলে দোলে।
আজানুলম্বিত ছুটি, বাহু পসারিয়া রে,
পতিতে ধরিয়া করে কোলে॥
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম-, ভকতি-রতন রে,
জনেজনে যাচে কতরূপে।
নরহরি হেন কৃপা-, ময় পহুঁ পা'য়া রে,
না ভজি মজিলু ভবকূপে॥

শ্রীসীতার প্রাণপতি অদ্বৈতগোঁসাই।
যে নৃত্য-কীর্ত্তনে মত্ত কহি সাধ্য নাই॥ ১৫৩৪
নিজগৃহে কভু নিজপরিকরঘরে।
কভু সুরধুনিতীরে, কভু স্থানান্তরে॥ ১৫৩৫
সঙ্কীর্ত্তন বিনু অন্য কিছুই না ভায়।
নিরন্তর মগ্ন গোরাচাঁদের লীলায়॥ ১৫৩৬
সে ভাব-আবেশ নৃত্যে কেবা স্থির হয়।
করি কত করুণা অধমে উদ্ধারয়॥ ১৫৩৭

গীতে যথা ধানশী॥

নাচয়ে অদ্বৈত প্রেমরাশি।
গোরাগুণ-গরবে না জানে দিবানিশি॥
গোরা গোরা বলিতে কি সুখ।
বিহিরে মাগয়ে কত লাখলাখ মুখ॥

গোরা বলি মারে মালসাট।
ভয়ে কাঁপে কলি পলাইতে নাহি বাট ॥
গোরা-নামে কি ভাব হিয়ায়।
পুলক-বলিত তনু সঘনে দোলায় ॥
পরিকর-সনে রসে মাতি।
গায় গোরাচাঁদের চরিত কতভাঁতি ॥
কিবা খোল-করতাল-ধ্বনি।
কুলের বোহারি কাঁদে সে শবদ শুনি ॥
ভুবন ভরিল ও-না যশে।
দীন-হীন পতিত-পামর প্রেমে ভাসে ॥
নরহরি-জীবনে কি সুখ।
হেন দয়াময়-পহুঁ-চরণে বিমুখ ॥

পুনঃ কামোদঃ ॥

দেখ মোর অদ্বৈত গুণের নিধি।
না জানি এ কত, সাধে সুধা দিয়ে,
এ দেহ গঠল বিধি ॥ধ্রু॥
কনক-কেতকী, কুমকুম জিনি,
সুচারু রূপের ছটা।
গরগর গোরা-, প্রেমে অতিশয়,
শোভয়ে পুলকঘটা ॥
নিরুপম বিধু-, বদন ঝলকে,
ঘন গোরা গোরা বুলি।
দুনয়নে ধারা, বহে অবিরত,
নাচয়ে দুবাহু তুলি ॥

পতিত-পামরে, ধরি করে কোলে,
অমূল-রতন যাচে।
নরহরি-পহুঁ, বিনে কি এমন,
দয়ালু ভুবনে আছে॥

পুনঃ আশাবরী॥

দেখ অদ্বৈত গুণের মণি।
ভকতিরতন, করি বিতরণ,
জগত করয়ে ধনি॥ধ্রু॥
কিবা ভাবে পুলকিত হিয়া।
গোরা গোরা বুলি, নাচে ভুজ তুলি,
ঘন কাঁখতালী দিয়া॥
দুটি-নয়নে আনন্দ-ধারা।
পুলক-বলিত, তনু সুললিত,
ঝলকে কনক-পারা॥
মুখে ঝরয়ে অমিয়ারাশি।
কি নব ভঙ্গিতে, চাহে চারিভিতে,
মধুরমধুর হাসি॥
পহুঁ বেঢ়ি পরিকর সাজে।
মধুর সুস্বরে, গায় ধীরেধীরে,
খোল-করতাল বাজে॥
তাহা শুনি কে ধৈরয বাঁধে।
দীনহীন যত, তারা উনমত,
নরহরি পড় ধাঁদে॥

পুনঃ সুহই ॥

কি ভাবে অদ্বৈত-, চাঁদ অদভুত, লম্ফ দেই বীরদাপে।
হুঙ্কার-গর্জ্জন, করে ঘনঘন, ভয়েতে পাষণ্ড কাঁপে ॥
অট্টঅট্টহাসে, কি রস প্রকাশে, কেহো না পাওয়ে থা।
অরুণ-নয়ানে, চায় চারিপানে, পুলকে ভরয়ে গা ॥
ভুবনমোহন, গোরা-গুণগণ, শুনয়ে যাহার মুখে।
দুবাহু পসারি, তারে কোরে করি, নাচয়ে পরমসুখে ॥
পদতল-তালে, মহীতল হালে, ভঙ্গি কি উপমা তায়।
নিজ-বাহুবলে, বলি-কলি দলে, ঘনশ্যাম যশ গায় ॥

পুনঃ তোড়ী ॥

অদ্বৈত গুণমণি, অবনি করু ধনি,
ভকতিধন ঘন বিতরণে।
সঙ্গেতে প্রিয়গণ, আনন্দে নিমগন,
নাচয়ে গোরা-গুণ-কিরিতনে ॥
কি নব ভঙ্গি-ভরে, মদন-মদ হরে,
ঝলকে নিরুপম রুচি-ছটা।
শিরীষফুল জিনি, মৃদুল তনুখানি,
তাহে বিপুল পুলকের ঘটা ॥
তিলক শোভে ভালে, মালতীমালা গলে,
দোলয়ে যজ্ঞসূত্র নেত্রলোভা।
অতুল ভুজ তুলি, ফিরয়ে হিলিদুলি,
চরণ-চারু-চালনী কি শোভা ॥

সঘনে গৌরহরি, বোলয়ে উচ্চ করি,
ঝরয়ে সুধা যনু মুখচাঁদে।
করুণ-চাহনীতে, কে পারে থির হৈতে,
পতিত নরহরি হেরি কাঁদে ॥

ভাবাবেশে অদ্বৈতআচার্য্য দয়াময়।
প্রিয়গণ-সঙ্গে নিজগৃহে বিলসয় ॥১৫৩৮
পুলকবলিত সুকোমল কলেবর।
লোটায় ধরণীতলে ধূলায় ধূসর ॥১৫৩৯
অতিশয় প্রেমায় বিহ্বল ঢুলিঢুলি।
'নিতাই নিতাই' বলি নাচে বাহু তুলি ॥১৫৪০
হেনই সময়ে নিত্যানন্দ হলধর।
সপ্তগ্রাম হৈতে আইলা অদ্বৈতের ঘর ॥১৫৪১
নিত্যানন্দাদ্বৈত দোঁহে দেখিয়া দোঁহারে।
প্রেমায় বিহ্বল দোঁহে থির হৈতে নারে ॥১৫৪২
পরস্পর-প্রসঙ্গে হইল সুখ যত।
তাহা একমুখে কেবা কহিবেক কত ॥১৫৪৩
দিন-তিন-চারি অদ্বৈতের ঘরে রৈয়া।
নবদ্বীপে চলে অদ্বৈতানুমতি লৈয়া ॥১৫৪৪
না জানি কি অদ্বৈত কহিলা গমনকালে।
নিত্যানন্দ মন্দমন্দ হাসি হর্ষে চলে ॥১৫৪৫
নবদ্বীপশোভা দেখি উল্লাস অন্তর।
নদীয়া প্রবেশে নিত্যানন্দ হলধর ॥১৫৪৬

কি অদ্ভুত গতি সঙ্গে লৈয়া প্রিয়গণ।
প্রথমে আইসে প্রভু আইর ভবন ॥১৫৪৭
আই নিজগৃহে এই নির্জ্জনে বসিয়া।
নিশিদিসি গোঙায় নিমাঞির কথা কৈয়া ॥১৫৪৮
পূর্ব্বরাত্র্যে নিমাঞিরে স্বপনে দেখিয়া।
মালিনীরে কহে এথা নির্জ্জন পাইয়া ॥ ১৫৪৯

গীতে যথা কামোদঃ ॥

আজুকার স্বপনকথা, শুন লো মালিনি সই,
নিমাই আসিয়াছিল ঘরে।
আঙ্গনাতে দাঁড়াইয়া, গৃহপানে চা'য়া চা'য়া,
মা বৈলা ডাকিয়াছিল মোরে ॥
গৃহেতে শয়নে ছিনু, অচেতনে বারি হনু,
নিমাইর গলার সাড়া পা'য়া।
আমার চরণধূলি, নিল নিমাই শিরে তুলি,
মা বোলে কাঁদিয়াকাঁদিয়া ॥
"তোর প্রেমে বন্দী হৈয়া, বেড়াইনু ভরমিয়া,
রহিতে নারিনু নীলাচলে।
তোরে দেখিবার তরে, আইনু নদীয়াপুরে",
কাঁদিতেকাঁদিতে ইহা বোলে ॥
'আইস মোর বাছা' বুলি, হিয়ার উপরে তুলি,
হেন বেলে নিদ দূরে গেল।
পুন না দেখিয়া তারে, পরাণ কেমন করে,
কাঁদিতে রজনী পোহাইল ॥

কাঁদিতেকাঁদিতে শচী, মুরুছি পড়ল ক্ষিতি,
মালিনী কাঁদয়ে উভরায়।
কি বলিব হায়হায়, এ দুখ না সহে গায়,
বাসু কেনে মরিয়া না যায়॥

মালিনীর প্রেমচেষ্টা বুঝিতে কে পারে।
হইয়া বিদায় তেঁহো গেলা নিজঘরে॥১৫৫০
না ধরয়ে ধৈরয—কাতর শচী আই।
বিষ্ণুপ্রিয়া কোলে লৈয়া কাঁদয়ে এথাই॥১৫৫১
কতক্ষণে স্থির হৈয়া ভাবে মনেমনে—।
আসিব নিতাই এথা বিলম্ব বা কেনে॥১৫৫২
নিতাই আইলে এথা যাইতে না দিব।
দেখিয়া নিতাইচাঁদে প্রাণ জুড়াইব॥১৫৫৩
হেনকালে নিত্যানন্দ হৈলা উপনীত।
নিত্যানন্দে দেখি আই মহা উল্লসিত॥১৫৫৪
'আইস বাপ' বলি আই এথাই আইলা।
নিত্যানন্দ জননীর পদে প্রণমিলা॥১৫৫৫
আই-সহ নিতাইর হৈল যে-যে কথা।
সে-সব শুনিতে ঘুঁচে অন্তরের বেথা॥১৫৫৬
নিতাই আইর মহানন্দ জন্মাইলা।
আইর আজ্ঞায় নবদ্বীপে স্থিতি কৈলা॥১৫৫৭
আইর চরণধূলি মস্তকে লইয়া।
শ্রীবাসভবনে গেলা প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥১৫৫৮

মালিনী-শ্রীবাসে সন্তোষিয়া প্রতিঘরে।
গণ-সহ নিত্যানন্দ কীর্ত্তনে বিহরে ॥১৫৫৯
নিত্যানন্দ-অঙ্গে নানা রত্ন-অলঙ্কার।
হরিবেন দস্যুগণ করিল বিচার ॥১৫৬০
পাইয়া অনেক দুঃখ মহাদস্যুগণ।
নিত্যানন্দপাদপদ্মে লইল শরণ ॥১৫৬১
করুণাসমুদ্র পদ্মাবতীর কুমার।
ভক্তিরত্ন দিয়া দস্যে করিল উদ্ধার ॥১৫৬২
ঐছে নিত্যানন্দ প্রিয়-পরিকর-সঙ্গে।
নবদ্বীপ-প্রদেশে বিহরে মহা রঙ্গে ॥১৫৬৩

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে ৬ষ্ঠ-অধ্যায়ে—

"নিত্যানন্দে সকল-পার্ষদগণ-সঙ্গে।
প্রতিগ্রামেগ্রামে ভ্রমে সঙ্কীর্ত্তনরঙ্গে ॥
খানাযোড়া আর বড়গাছি দোগাছিয়া।
গঙ্গার ওপার কভু যায়েন কুলিয়া ॥
বিশেষে সুকৃতি বড় বড়গাছিগ্রাম।
নিত্যানন্দস্বরূপের বিহারের স্থান ॥
বড়গাছিগ্রামের যতেক ভাগ্যোদয়।
তাহা কভু কহিতে না পারি সমুচ্চয় ॥"

নদীয়ায় নিত্যানন্দ পারিষদ-সঙ্গে।
বিলসয়ে নিরন্তর সঙ্কীর্ত্তনরঙ্গে ॥১৫৬৪

শান্তিপুর হৈতে আসি অদ্বৈতগোঁসাই।
নিত্যানন্দ-সহ সুখে বিহ্বল সদাই ॥১৫৬৫

গীতে যথা ধানশী ॥

সীতানাথ মোর অদ্বৈতচাঁদ।
প্রেমময় মহামোহন ফাঁদ ॥
যাহার হুঙ্কারে একটি গোরা।
নিত্যানন্দ সহ আনন্দে ভোরা ॥
অনুপম-গুণ করুণাসিন্ধু।
পতিত-অধম-জনের বন্ধু ॥
ত্রিজগত-মাঝে দ্বিতীয় দাতা।
সঙ্কীর্ত্তন-ধন-দুলহ-দাতা ॥
ব্রজলীলারসে ভাসিবে যে।
অচ্যুতজনকে ভজুক সে ॥
নরহরি-পহুঁ যে নাহি ভজে।
সেই অভাগিয়া ভুবনমাঝে ॥

নিত্যানন্দাদ্বৈত দোঁহে সংকীর্ত্তনরঙ্গে।
বিলসয়ে শ্রীবাস-মুরারি-আদি সঙ্গে ॥১৫৬৬
একদিন শ্রীবাস-অঙ্গনে সর্ব্বজন।
আরম্ভিলা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসংকীর্ত্তন ॥১৫৬৭
গায় বাসু-গোবিন্দাদি মনের হরষে।
মৃদঙ্গ-মন্দিরা-ধ্বনি গগন পরশে ॥১৫৬৮

নাচে নিত্যানন্দ মহা মধুরভঙ্গিতে।
না ধরে ধৈরয কেহো সে শোভা দেখিতে ॥১৫৬৯
নাচয়ে অদ্বৈত মহা মত্ত অনিবার।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক বহে নেত্রে অশ্রুধার ॥১৫৭০
শ্রীবাস মুরারি গঙ্গাদাস গদাধর।
অভিরাম সারঙ্গ সুন্দর মনোহর ॥১৫৭১
শ্রীবিশারদের পুত্র বিদ্যাবাচস্পতি।
যার জ্যেষ্ঠ সার্ব্বভৌম—নীলাচলে স্থিতি ॥ ১৫৭২
বিদ্যাবাচস্পতি-আদি নাচে প্রেমাবেশে।
কেবা না নাচয়ে লোক ধায় চারিপাশে ॥১৫৭৩
নিত্যানন্দাদ্বৈত দুইদিকে দুইজন।
মধ্যে নৃত্য করে প্রভু শচীর নন্দন ॥১৫৭৪
কোনকোন ভাগ্যবন্ত দেখে নেত্র ভরি।
নাচে দেবগণ জয়জয়ধ্বনি করি ॥১৫৭৫
উথলয়ে প্রেমের সমুদ্র সংকীর্ত্তনে।
মধ্যেমধ্যে ঐছে রঙ্গ শ্রীবাস-অঙ্গনে ॥১৫৭৬
অদ্বৈত-শ্রীবাস-আদি গুণের আলয়।
নিত্যানন্দসাথে মহানন্দে বিলসয় ॥১৫৭৭
নিত্যানন্দচন্দ্রেরে বিবাহ করাইতে।
হইল সভার ইচ্ছা তাঁর ইচ্ছামতে ॥১৫৭৮
বড়গাছি গ্রামে হরিহোড়ের সন্তান।
কৃষ্ণদাস নাম তাঁর—তেঁহো ভাগ্যবান্ ॥১৫৭৯

নিত্যানন্দপদে তাঁর সুদৃঢ় ভকতি।
করাইতে বিবাহ তাহার আর্ত্তি অতি ॥১৫৮০
নিত্যানন্দচন্দ্রের বিবাহ যেনমতে।
শুন শ্রীনিবাস তাহা কহি সংক্ষেপেতে ॥১৫৮১
নবদ্বীপ হৈতে অল্পদূর সালিগ্রাম।
তথা বৈসে পণ্ডিত শ্রীসূর্য্যদাস-নাম ॥১৫৮২
গৌড়ে-রাজা-যবনের কার্য্যে সুসমর্থ।
'সরখেল' খ্যাতি—উপার্জ্জিল বহু অর্থ ॥১৫৮৩
সূর্য্যদাস-চারি-ভ্রাতা অতি-শুদ্ধাচার।
সর্ব্বত্র বিদিত তাহা কহিব কি আর ॥১৫৮৪
শ্রীসূর্য্যদাসের গুণ কহিল না হয়।
বসুধা-জাহ্নবা-নামে তাঁর কন্যাদ্বয় ॥১৫৮৫
রূপেগুণে দোঁহার উপমা নাই দিতে।
দোঁহার বিবাহ-লাগি সদা চিন্তে চিতে ॥১৫৮৬
বিপ্রগণে দেন ভার বিবাহবিষয়।
আইসে সম্বন্ধ—কভু স্থির নাহি হয় ॥১৫৮৭
সর্ব্বাংশে প্রবীণ এক প্রাচীন ব্রাহ্মণ।
তেঁহো সূর্য্যদাসে কহে মধুর বচন— ॥১৫৮৮
চিন্তাযুক্ত হইয়া চাহিনু সবঠাঞি।
তোমার কন্যার যোগ্য পাত্র কভু নাই ॥১৫৮৯
অকস্মাৎ মনে এক হইল আমার।
তাহা কহি যদি মনে আইসে তোমার ॥১৫৯০

রাঢ়দেশমধ্যে গ্রাম একচক্রা-নামে।
ব্রাহ্মণসজ্জন বহু বৈসে সেইগ্রামে ॥১৫৯১
তথা বিপ্র হাড়াইপণ্ডিত বিদ্যাবান্।
দ্বিতীয় মুকুন্দ নাম—সর্ব্বাংশে প্রধান ॥ ১৫৯২

তথাহি শ্রীদৈবকীনন্দনকৃত-শ্রীমদ্বৈষ্ণবাভিধানে—

"তথা পদ্মাবতী-শ্রীমন্মুকুন্দৌ দ্বিজসত্তমৌ।
নিত্যানন্দস্বরূপস্য পিতরাবতুলশ্রিয়ৌ ॥"

তথাচ শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াম্—

"রোহিণীবসুদেবৌ যৌ পিতরৌ রামকৃষ্ণয়োঃ।
পদ্মাবতীমুকুন্দৌ তৌ সন্তৌ জাতৌ দ্বিজোত্তমৌ ॥"

বিদিত সুন্দরামল বন্দিঘাটী-গাঁই।
যৈছে তাঁর করণ—নিন্দিত কিছু নাই ॥১৫৯৩
শ্রীহাড়াইপণ্ডিতের বিবাহ যেখানে।
তাহারাও কুলীনে বেষ্টিত সভে জানে ॥১৫৯৪
তাঁর পুত্র নিত্যানন্দ মহাতেজোময়।
অল্পকালে তীর্থাটনে করিলা বিজয় ॥১৫৯৫
তীর্থাটন-তপস্যা—বিপ্রের এই কর্ম্ম।
তেঁহো মহাবিদ্বান্—জানয়ে সব মর্ম্ম ॥১৫৯৬
অবধূত হইলা লইয়া দণ্ড হাতে।
সর্ব্বতীর্থ ভ্রমিয়া আইলা নদীয়াতে ॥১৫৯৭

বুঝি তাঁর সর্ব্বমনোরথ পূর্ণ হৈল।
তেঞি নদীয়াতে দণ্ডপরিত্যাগ কৈল ॥১৫৯৮
কৃষ্ণচৈতন্যের তেঁহো অতি প্রিয়তম।
কি দিব উপমা—কেহো নাহি তাঁর সম ॥১৫৯৯
কৃষ্ণচৈতন্যের সঙ্গে নীলাচলে গিয়া।
এই কথোদিন হৈল আইলা নদীয়া ॥১৬০০
তোমার কন্যার যোগ্য পাত্র তেঁহো হয়।
তাঁর যোগ্য তোমার দুহিতা সুনিশ্চয় ॥১৬০১
তেঁহো যদি অনুগ্রহ করয়ে তোমারে।
তবে এ মঙ্গল কার্য্য হইবারে পারে ॥১৬০২
এহেন জামাতা মিলে বহুপুণ্যফলে।
এ কার্য্যে পরমানন্দ পাইবা সকলে ॥১৬০৩
শুনি মৌন ধরিয়া রহিলা সূর্য্যদাস।
হৈল বহু রাত্রি—বিপ্র গেলা নিজবাস ॥১৬০৪
সূর্য্যদাসপণ্ডিত চিন্তিয়া মনেমনে।
করিতে শয়ন নিদ্রা হৈল সেইক্ষণে ॥১৬০৫
স্বপ্নচ্ছলে দেখে মহা মনের আনন্দে—।
দুই কন্যা সম্প্রদান করে নিত্যানন্দে ॥১৬০৬
ব্রাহ্মণসজ্জনগণ সভার সম্মত।
কৈল শাস্ত্রবিহিত বিবাহকার্য্য যত ॥১৬০৭
নিত্যানন্দে কন্যাদান করিল যখন।
সে-সময়ে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ ॥১৬০৮

নিজকন্যাসহিত দেখয়ে জামাতায়।
না জানয়ে কত সুখ উথলে হিয়ায় ॥১৬০৯
আঁখি পালটিতে নারে, বাঢ়ে মহা আর্ত্তি।
দেখিতে নিতাই দেখে বলরামমূর্ত্তি ॥১৬১০
রজত-পর্ব্বত-গর্ব্ব হরে অঙ্গ-ছটা।
বদনচন্দ্রমা জিনি চন্দ্রমার ঘটা ॥১৬১১
নানা-রত্ন-ভূষণে ভূষিত কলেবর।
ভুবন মোহয়ে ঐছে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ॥১৬১২
বসু-জাহ্নবারে দেখে বারুণী-রেবতী।
অঙ্গ-ছটা কনক-কুঙ্কুম-পুঞ্জ জিতি ॥১৬১৩
বলদেব-বামে-দক্ষিণেতে বিলসয়।
বিচিত্র-বসন-ভূষণাদি শোভাময় ॥১৬১৪
ভক্তে সুখ দিতে মহা ঐশ্বর্য্য প্রকাশ।
দেখি আত্মবিস্মরিত হৈলা সূর্য্যদাস ॥১৬১৫
নেত্রে অশ্রুধারা, না ধরিতে পারে অঙ্গ।
করিতেই নতি-স্তুতি হৈল নিদ্রাভঙ্গ ॥১৬১৬
কতক্ষণে স্থির হৈয়া প্রভাতসময়ে।
আপুনি গেলেন সেই বিপ্রের আলয়ে ॥১৬১৭
বিপ্রপ্রতি কহে যত্নে করি নমস্কার—।
যে কহিলে কর্ত্তব্য, বিলম্ব নাই আর ॥১৬১৮
শুনি বিপ্র হর্ষ, সঙ্গে লৈয়া জনা-চারি।
করিলেন যাত্রা দুর্গা-গণেশ সোঙরি ॥১৬১৯

সর্ব্বত্র বিদিত তেঁহো আসি নদীয়ায়।
মনের উল্লাসে শ্রীবাসের গৃহে যায় ॥১৬২০
শ্রীবাসপণ্ডিত-গৃহে প্রিয়গণ-সনে।
দেখি নিত্যানন্দ বসি আছে দিব্যাসনে ॥১৬২১
কন্দর্পমোহন-শোভা করি নিরীক্ষণ।
আপনা মানয়ে ধন্য—সজল নয়ন ॥১৬২২
বিপ্রে করি সম্মান শ্রীবাস মহাশয়।
বসাইয়া আসনে কুশল জিজ্ঞাসয় ॥১৬২৩
বিপ্র কহে—কুশল, আইনু বাটী হৈতে।
মনে যে আছয়ে তাহা কহিব নিভৃতে ॥১৬২৪
শ্রীবাস গেলেন বিপ্রে নির্জ্জনে লইয়া।
শ্রীবাসের প্রতি বিপ্র কহে হর্ষ হৈয়া—॥১৬২৫
বিবাহ-মঙ্গল-কথা শুনি পরম্পরা।
কন্যা স্থির করিয়া আইনু এথা ত্বরা ॥১৬২৬
সূর্য্যদাসপণ্ডিতের কন্যা লক্ষ্মীসমা।
দেখিনু সর্ব্বত্র দিতে নাহিক উপমা ॥১৬২৭
যৈছে নিত্যানন্দদেব, তৈছে পত্নী তাঁর।
সাক্ষাতে দেখিবে, আমি কহিব কি আর ॥১৬২৮
সূর্য্যদাস সরখেল সর্ব্বাংশে প্রধান।
নিত্যানন্দচন্দ্রের বিবাহযোগ্য স্থান ॥১৬২৯
বিলম্বের কার্য্য নাই—কহিল তোমায়।
পরামর্শ করি মোরে করহ বিদায় ॥১৬৩০

শ্রীবাসপণ্ডিত কহে সুমধুর কথা—।
আপুনি যে করিয়াছ হইব সর্ব্বথা ॥১৬৩১
অদ্য কৃষ্ণদাসে বড়গাছি পাঠাইব।
এথা হৈতে কালি সভে তথাই যাইব ॥১৬৩২
পণ্ডিতে লইয়া তথা যাবে, নাই ব্যাজ।
কহিতে কি আপুনি সাধিবে সব কাজ ॥১৬৩৩
শ্রীবাসের বাক্যে বিপ্র হইয়া বিদায়।
সালিগ্রামে জানাইলা পণ্ডিতে ত্বরায় ॥১৬৩৪
শ্রীবাসপণ্ডিত মহা উল্লাসিত হৈয়া।
জানাইল সভারে অদ্বৈতাচার্য্যে কৈয়া ॥১৬৩৫
মন্দমন্দ হাসে নিত্যানন্দ হলধর।
অন্যের দুর্গম নিত্যানন্দের অন্তর ॥১৬৩৬
বিবাহবিষয়ে হৈল সভার উল্লাস।
বড়গাছিগ্রামে শীঘ্র গেলা কৃষ্ণদাস ॥১৬৩৭
কৃষ্ণদাস রাজা হরিহোড়ের নন্দন।
মহা বুদ্ধিমন্ত শীঘ্র কৈল আয়োজন ॥১৬৩৮
সর্ব্বত্র ব্যাপিল শুভবিবাহের কথা।
অপূর্ব্ব সম্বন্ধ সভে কহে যথাতথা ॥১৬৩৯
নবদ্বীপ হৈতে নিত্যানন্দে সভে লৈয়া।
চলিলেন বড়গাছিগ্রামে হর্ষ হৈয়া ॥১৬৪০
বড়গাছিগ্রামের নিকটে প্রবেশিতে।
গ্রামবাসী লোক আসে আগুসরি নিতে ॥১৬৪১

ব্রাহ্মণসজ্জন যত লেখা নাই তার।
দেখি নিত্যানন্দচন্দ্রে উল্লাস সভার ॥১৬৪২
কৃষ্ণদাস লৈয়া গেলা আপনার ঘর।
হইল সভার বাসাস্থান মনোহর ॥১৬৪৩
বড়গাছি হৈতে সালিগ্রাম অল্পদূরে।
পাইয়ে সংবাদ সভে উল্লাস অন্তরে ॥১৬৪৪
সূর্য্যদাসপণ্ডিত অনুজ কৃষ্ণদাসে।
কহয়ে নিভৃতে অতি সুমধুরভাষে— ॥১৬৪৫
লৈয়া এ সামগ্রী বিপ্রগণের সহিতে।
পশ্চাৎ আইস, আমি যাইব অগ্রেতে ॥১৬ ৬
এত কহি বড়গাছি আসিয়া ত্বরিত।
নিত্যানন্দপ্রভু-আগে হৈলা উপনীত ॥১৬৪৭
লোটাইয়া পড়ে নিত্যানন্দপদতলে।
সূর্য্যদাস ভাসে দুই নয়নের জলে ॥১৬·৮
দুইহাতে ধরি লই চরণ দু'খানি।
কহিতে চাহয়ে কিছু না স্ফুরয়ে বাণী ॥১৬৪৯
মন্দমন্দ হাসি নিত্যানন্দ প্রেমাবেশে।
কৃপা করি কৈলা আলিঙ্গন সূর্য্যদাসে ॥১৬৫০
সূর্য্যদাস আনন্দে বিহ্বল নিরন্তর।
কে বুঝিতে পারে সূর্য্যদাসের অন্তর ॥১৬৫১
দেখিয়া ভ্রাতার প্রেমচেষ্টা গৌরীদাস।
না ধরে ধৈরয অতি অন্তরে উল্লাস ॥ ৬৫২

হৈল সূর্য্যদাসের মিলন সভা-সনে।
প্রভু-অধিবাস স্থির কৈল শুভক্ষণে ॥১৬৫৩
নানা দ্রব্য লৈয়া বিপ্রগণের সহিতে।
কৃষ্ণদাসপণ্ডিত আইলা বাটী হৈতে ॥১৬৫৪
বড়গাছিগ্রামবাসী ব্রাহ্মণসজ্জন।
গোধূলিসময়ে হৈল সভার গমন ॥১৬৫৫
ব্রাহ্মণসজ্জনগণ বৈসে চারিপাশে।
মধ্যে নিত্যানন্দ শোভে শুভ অধিবাসে ॥১৬৫৬
নেত্র ভরি দেখে নারী পুরুষ সকল।
হইল মঙ্গলময় বাদ্যকোলাহল ॥১৬৫৭

গীতে যথা মঙ্গলঃ ॥

আজু শুভক্ষণে, নিতাইচাঁদের,
অধিবাসে কিবা শোভার ঘটা।
নিরুপম বেশে, বিলসয়ে ভালে,
ঝলমল করে অঙ্গের ছটা ॥
কত শত মন-, মথ-মদ হরে,
হাসি-মিশা মুখচন্দ্রমা চারু।
কঞ্জ-দল দলি, ললিত লোচন,
চাহনি না রাখে ধৈরয কারু ॥
চারিপাশে বিপ্র, বেদ উচ্চারয়ে,
চারু ভঙ্গি হেরি হরষ-হিয়া।
নারীগণ-মন, উথলে উলাসে,
ঘনঘন উলু-লুলুলু দিয়া ॥

নানা-বাদ্যধ্বনি, ভেদয়ে গগন,
নাচে নর্ত্তক কি মধুর-গতি।
জয়জয়রবে, ভরয়ে ভুবন,
ভণে ঘনশ্যাম কৌতুক অতি॥

অধিবাসে আইলা যত ব্রাহ্মণসজ্জন।
নিজগৃহে কৈলা সভে সন্তোষে গমন॥১৬৫৮
বড়গাছি-সালিগ্রাম-আদি গ্রাম যত।
দিবারাত্রি লোক-গতায়াত কত শত॥১৬৫৯
নিত্যানন্দচন্দ্রের হইলে অধিবাস।
যানে চড়ি শীঘ্র গৃহে গেলা সূর্য্যদাস॥১৬৬০
মনে মহা আনন্দ লইয়া বিপ্রগণে।
করয়ে কন্যার অধিবাস শুভক্ষণে॥১৬৬১
যদ্যপি স্বপ্নেতে কন্যাপ্রভাব দেখিলা।
তথাপি বাৎসল্যে মহা-বিহ্বল হইলা॥১৬৬২
হইল মঙ্গলময় পণ্ডিতভবন।
চতুর্দ্দিকে গতায়াত করে লোকগণ॥১৬৬৩
বড়গাছি হৈতে অধিবাসদ্রব্য লৈয়া।
সূর্য্যদাসালয়ে বিপ্র গেলা হর্ষ হৈয়া॥১৬৬৪
কহিতে কে জানে যে কৌতুক অধিবাসে।
দেবস্ত্রীগণাদি দেখে সে শোভা উল্লাসে॥১৬৬৫

গীতে যথা ভূপালী॥

বসুধা জাহ্নবা দেবী শোভাবধি,
অধিবাস-ভূষা-ভূষিত-তনু।

ঝলমল করে, চারু রুচি-ছটা,
তড়িত কুঙ্কুম কেতকী গন্ধ ॥
চারিপাশে বিপ্র- গণ ধন্য মানে,
চাহি কন্যাপানে হরষ-হিয়া।
বেদধ্বনি করি, করে আশীর্ব্বাদ,
ধান্য দূর্ব্বা দুহু-মস্তকে দিয়া ॥
পণ্ডিতঘরণি, ধরণিতে পদ,
না ধরয়ে হিয়া ধৈরয বাঁধে।
বিবিধ মঙ্গল, করু সখীকুল,
উলু-লুলু দেই কত-না সাধে ॥
শঙ্খ ঘণ্টা-আদি, বাদ্য বাজে বহু,
কোলাহল নাহি তুলনা দিতে।
ভণে নরহরি, সুরনারী অল-
ক্ষিত দেখে কত কৌতুক চিতে ॥

অধিবাস-ক্রিয়া সাঙ্গ হৈলে বিপ্রগণ।
নিজনিজগৃহে হর্ষে করিলা গমন ॥১৬৬৬
পাত্র কন্যা অধিবাসে সুখ সর্ব্বোপরি।
দেখিলেন ভাগ্যবন্ত লোক নেত্র ভরি ॥১৬৬৭
গোধূলিসময়ে প্রভু বড়গাছি হৈতে।
চলিলেন সালিগ্রামে বিবাহ করিতে ॥১৬৬৮
বাজে নানা বাদ্য সে সুখের নাই পার।
দেখি সে সমৃদ্ধি লোকে হৈল চমৎকার ॥১৬৬৯

গীতে যথা দেশপালঃ ॥

কোটি-মনমথ-গরবভর-হর,
পরম সুঘর নিতাই হলধর,
করত গমন চাঢ়ি নববর
চৌদলে ছবি ছলকয়ে।
বেশ বিরচি বিবাহ-মত কত,
ভাঁতি ভূষণ অঙ্গে বিলসত,
ললিত লোচন কঞ্জ-মুখ মৃদু,
হাস মঞ্জুল ঝলকয়ে ॥
রূপ পিবইতে মত্ত অতিশয়,
করত ভূসুরবৃন্দ জয়জয়,
বন্দিগণ-মন মুদিত ঘনঘন,
বিমল যশ পরকাশয়ে।
তেজি নিজনিজ গেহ ধায়ত,
নারী পুরুষ ন থেহ পায়ত,
নিরখি রহু চহু ওর নিমিখ ন,
দরশ-রস-সুখে ভাসয়ে ॥
গান করু গুণী তান শ্রুতি সুর,
রাগ মুরুছন গ্রাম সুমধুর,
নটত নর্ত্তক উঘটি তকতক,
থৈ তা থৈ থৈ থি নি নি না।
বাদ্য বাদক বাওয়ে বহুতর,
তাল প্রকট না হোত পটুতর,

থোক্ক নানা নানা থোঙ্গ থুঙ্কট,
ধো ধিলঙ্গ ধিকি ধি নি নি না ॥
দীপ দমকে অসংখ্য ক্ষিতিপর,
দিবসসম ভেল রজনী উজর,
বিপুল কলকলধ্বনি নিরত,
সব লোক গতিপথ শোহয়ে।
গগনগত লখি দেব অলখিত,
সরস বরষত কুসুম পুলকিত,
দাস-নরহরি-পহুঁক অতুল,
বিলাস জন-মন মোহয়ে ॥

সালিগ্রামে প্রবেশিয়া নিত্যানন্দরায়।
সূর্য্যদাসালয়ে চলে উল্লাস হিয়ায় ॥১৬৭০
নিত্যানন্দপ্রভু-পাদপদ্ম-স্পর্শমাত্র।
সালিগ্রামবাসী লোক হৈলা ভক্তিপাত্র ॥১৬৭১
শ্রীবসু-জাহ্নবা দোঁহে হৈয়া অলক্ষিত।
প্রাণনাথে দেখি হৈলা মহা উল্লসিত ॥১৬৭২
পণ্ডিতের পত্নী নিজসখীর সহিতে।
হৈয়া মহা বিহ্বল দেখিলা অলক্ষিতে ॥১৬৭৩
সখীগণে লৈয়া কৈলা কন্যার সুবেশ।
দিতে কি উপমা শোভা হইল অশেষ ॥১৬৭৪
সূর্য্যদাসালয়ে লোক-ভিড় অতিশয়।
ব্রাহ্মণসমাজে যৈছে কহিল না হয় ॥১৬৭৫

লোকশাস্ত্রমতে সূর্য্যদাস ভাগ্যবান্।
নিত্যানন্দচন্দ্রে দুই কন্যা কৈল দান ॥১৬৭৬
দেখি পাত্র-কন্যা বিপ্রগণে প্রশংসয়।
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালে হইল জয়জয়।১৬৭৭
সালিগ্রামনিকটস্থ গ্রামবাসী যত।
দেখিয়া বিবাহ প্রশংসয়ে কেবা কত ॥১৬৭৮
বিবাহের পরদিন হৈল মহানন্দ।
সর্ব্বমনোরথসিদ্ধি কৈলা নিত্যানন্দ ॥১৬৭৯
বিদায়সময়ে সূর্য্যদাস দৈন্য করি।
কহিল যতেক তাহা কহিতে না পারি ॥১৬৮০
শ্রীবসু-জাহ্নবা-সহ প্রভু নিত্যানন্দ।
আইলেন বড়গাছি, হৈল মহানন্দ ॥১৬৮১
শ্রীবাসের-ভার্য্যা-আদি প্রবীণা সকল।
কৈল যে বিহিত হৈয়া আনন্দে বিহ্বল ॥১৬৮২
শ্রীবসু-জাহ্নবা-শোভা দেখি চমৎকার।
হেল সাধ পূর্ণ মনে যেঁ ছিল সভার ॥১৬৮৩
শ্রীবসু-জাহ্নবা নিত্যানন্দের প্রেয়সী।
শ্রীবারুণী-রেবতী সকলগুণরাশি ॥১৬৮৪

তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াম্—

শ্রীবারুণী-রেবতবংশসম্ভবে
তস্য প্রিয়ে শ্রীবসুধা চ জাহ্নবী।

শ্রীসূর্য্যদাসাখ্যমহাত্মনঃ সুতে
ককুদ্মিরূপস্য চ সূর্য্যতেজসঃ ॥
কেচিৎ শ্রীবসুধাদেবীং কালাবাণীং বিবৃণ্বতি।
অনঙ্গমঞ্জরীং কেচিজ্জাহ্নবীঞ্চ প্রচক্ষতে ॥
উভয়ঞ্চ সমীচীনং পূর্ব্বন্যায়াৎ সতাং মতম্ ।

বড়গাছিগ্রামে নিত্যানন্দ দয়াময় ।
রহি কিছুদিন নানা রঙ্গে বিলসয় ॥১৬৮৫
ভক্তিদাতা শ্রীবসু-জাহ্নবা-প্রাণপতি ।
অগণিত-গুণ গোরাপ্রেমে মত্ত অতি ॥১৬৮৬
পতিতপাবন-নিত্যানন্দের চরিত ।
বর্ণয়ে কবীন্দ্রগণ জগতে বিদিত ॥১৬৮৭

গীতে যথা কামোদঃ ॥

কৃষ্ণের অগ্রজ রাম রোহিণীনন্দন ।
বারুণী-রেবতী-দুই-প্রিয়া-প্রাণধন ॥
ধন্য কলিযুগে সেই নিতাই সুন্দর ।
চৈতন্য-অগ্রজ পদ্মাবতীর কুমার ॥
বসুধা-জাহ্নবা-প্রাণপতি প্রেমময় ।
নিজগুণে প্রভু জীবে হইলা সদয় ॥
গোরাপ্রেমে মত্ত দিবানিশি নাই জানে ।
পবিত্র করিল মহী প্রেমামৃতদানে ॥
গোরা-অনুরাগে সে অরুণ তনুখানি ।
ঝলমল করয়ে তপত-হেম জিনি ॥

শ্রবণে কুণ্ডল দোলে মুনি-মন-লোভা।
আজানুলম্বিত ভুজ নিরুপম শোভা ॥
পরিসর বুক দেখি কেবা নাই ভুলে।
সতী কুলবতী তিলাঞ্জলি দেই কুলে ॥
ও চাঁদ-বদনে সদা বোলে গোরা গোরা।
মুখ-বুক বাহিয়া নয়নে বহে লোরা ॥
প্রিয়-পরিকরগণ-সহ সে আবেশে।
সঙ্কীর্তনসুখের সায়রে সদা ভাসে ॥
ভুবনমোহন-ছাঁদে নাচে গুণনিধি।
দেবের দুর্লভ সব শোভার অবধি ॥
চাহিতে নিতাইচাঁদে কেবা থির পায়।
পাষাণসমান হিয়া সেহো গলি যায় ॥
পাতকী-পতিতে করুণার নাই পার।
হেন পহু না ভজিল নরহরি ছার ॥

কিছুদিনে সভাসহ নিত্যানন্দরায়।
বড়গাছি হইতে আইলা নদীয়ায় ॥১৬৮৮
শ্রীবসু-জাহ্নবা দোঁহে দেখি এথা আই।
করিল যতেক স্নেহ কহি সাধ্য নাই ॥১৬৮৯
প্রভুপ্রিয়ভক্তগণ-গৃহিণী সকল।
বসুজাহ্নবায় দেখি আনন্দে বিহ্বল ॥১৬৯০
আই-অনুমতি লৈয়া নিত্যানন্দ রাম।
শান্তিপুর হইয়া গেলেন সপ্তগ্রাম ॥১৬৯১

ভক্তের ইচ্ছায় প্রভু খড়দহে গিয়া।
রাখিলেন অপূর্ব্ব আলয়ে নিজপ্রিয়া ॥১৬৯২
কিছুদিন তথা বিলসয়ে নিত্যানন্দ।
প্রিয়পরিকরের হইল মহানন্দ ॥১৬৯৩
খড়দহপ্রদেশে বিলসি সঙ্কীর্ত্তনে।
আইলেন নদীয়ায় আইর দর্শনে ॥১৬৯৪
কহিল প্রসঙ্গ সব সঙ্ক্ষেপ করিয়া।
ভাগ্যবন্তগণ বর্ণিবেন বিস্তারিয়া ॥১৬৯৫
পরম দয়ালু পদ্মাবতীর নন্দন।
বিবিধপ্রকারে গুণ বর্ণে কবিগণ ॥১৬৯৬

গীতে যথা কামোদঃ ॥

প্রভু নিত্যানন্দ রাম, রূপে-গুণে অনুপাম,
পদ্মাবতীগর্ব্ভে জনমিলা।
নিজ-গণ লৈয়া সঙ্গে, দ্বাদশবৎসর রঙ্গে,
শ্রীএকচক্রায় বিলসিলা ॥
গোরা অবতীর্ণ হৈলে, সন্ন্যাসির সঙ্গ-ছলে,
বাহির হইলা ঘরে হৈতে।
তীর্থপর্য্যটন ক'রে, বিংশতিবৎসর-পরে,
আনন্দে আইলা নদীয়াতে ॥
পাঁয়া প্রাণ গোরাচাঁদে, পড়ি সে প্রেমের ফাঁদে,
দণ্ডকমণ্ডলু ফেলে দূরে।

সদা মাতি সঙ্কীর্ত্তনে, ক্ষেত্রে চলে প্রভুসনে,
প্রভুদণ্ড তিনখণ্ড করে ॥
প্রভুর আদেশমতে, গৌড়ে আসি ক্ষেত্র হৈতে,
প্রভু-মনোহিত কর্ম্ম কৈলা।
দাসনরহরি-গতি, বসুজাহ্নবার পতি,
যারে তারে প্রেম বিলাইলা ॥

ওহে শ্রীনিবাস শ্রীঅদ্বৈত গণ-সনে।
নিরন্তর মত্ত গৌরচরিত্রকীর্ত্তনে ॥১৬৯৭
কভু শান্তিপুরে কভু রহে নদীয়ায়।
শ্রীনাভানন্দন-গুণ কেবা নাই গায় ॥১৬৯৮

গীতে যথা কামোদঃ ॥

শ্রীঅদ্বৈত গুণমণি, সকল রসের খনি,
নাভা-গর্ভে জনম লভিলা।
জন্ম নবগ্রাম বঙ্গে, তথা বিলসিয়া রঙ্গে,
কিছুদিনে শান্তিপুরে আইলা ॥
পিতামাতা অদর্শনে, গিয়া তীর্থপর্য্যটনে,
আসিয়া রহিলা শান্তিপুরে।
হৈয়া শ্রী-সীতার পতি, কত তপ করি নিতি,
আনিলেন কৃষ্ণ-হলধরে ॥
নদীয়াবিহার দেখি, সদা জুড়াইলা আঁখি,
নাচিল কীর্ত্তনে নানা ছাঁদে।
আপনার ঘরে পা'য়া, সেবিলা আনন্দ হৈয়া,
ন্যাসিশিরোমণি গোরাচাঁদে ॥

নীলাচলে প্রভু-স্থিতি, তথা কৈলা গতাগতি,
সভে মাতাইলা গোরা-গুণে।
দাস নরহরি কয়, শ্রীঅদ্বৈত দয়ামায়,
এ যশ ঘোষয়ে ত্রিভুবনে॥

শ্রীবাস-মুরারিগুপ্ত-আদি ভক্তগণ।
নিরন্তর করে গৌরচরিত্রকীর্ত্তন ॥১৬৯৯
কহিতে কি জানি সভে মহাদয়াবান্।
বিবিধপ্রকারে করে জীবের কল্যাণ ॥১৭০০
দেখিলু যে-সব তাহা কহিতে না পারি।
সে-সব ভাবিতে বুক বিদরিয়া মরি ॥১৭০১
ঐছে কত কহিতে ঈশান মহাশয়।
হইলেন প্রেমাবেশে অধৈর্য্যাতিশয় ॥১৭০২
কতক্ষণে স্থির হৈয়া লৈয়া তিনজনে।
করিলা শয়ন রাত্র্যে প্রভুর প্রাঙ্গণে ॥১৭০৩
হৈল বহু রাত্রি—নিদ্রা নাই শ্রীনিবাসে।
নিরখয়ে প্রভুর ভবন চারিপাশে ॥১৭০৪
না জানি কি কৌতুকে কহয়ে মনেমনে—।
তৃণাদি-নির্ম্মিত এ প্রভুর ঘর কেনে ? ॥১৭০৫
করিয়া বঞ্চিত এই নদীয়াবিহারে।
দূরদেশী কেনে প্রভু কৈলা পরিকরে ॥১৭০৬
পরম অদ্ভুত এই নদীয়াবিহার।
দেখিতে না পাইল সে-সব পরিবার ॥১৭০৭

ঐছে কত কহিতেই নিদ্রা আকর্ষয়।
স্বপ্নে প্রভুগৃহে শোভা-বিলাস দেখয় ॥১৭০৮
আগে দেখে স্বর্ণময় নদীয়ানগর।
সুরধুনি-ঘাট রত্নে বাঁধা মনোহর ॥১৭০৯
তার পর দেখে গৌরচন্দ্রের আলয়।
ইন্দ্রাদির স্থান সে শোভার যোগ্য নয় ॥১৭১০
কৈছে কুন বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিল ভবন।
চতুর্দ্দিকে স্বর্ণের প্রাচীর আবরণ ॥১৭১১
পৃথক্ পৃথক্ খণ্ড—সংখ্যা নাই তার।
যবে যথা ইচ্ছা তথা প্রভুর বিহার ॥১৭১২
অন্তঃপুর-মধ্যে পুষ্প-উদ্যান শোভয়।
তথা এক বিচিত্র মন্দির রত্নময় ॥১৭১৩
মন্দিরের মধ্যে চন্দ্রাতপ বিলক্ষণ।
তার তলে শোভাময় রত্নসিংহাসন ॥১৭১৪
সিংহাসনোপরি গৌরচন্দ্র বিলসয়।
লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া বাম-দক্ষিণে শোভয় ॥১৭১৫
নানা রত্নালঙ্কারে ভূষিত কলেবর।
পরিধেয় বিচিত্র বসন মনোহর ॥১৭১৬
ভুবনমোহন শোভা করি নিরীক্ষণ।
লক্ষলক্ষ দাসী করে চামর-ব্যজন ॥১৭১৭
যোগায় তাম্বূল মালা চন্দন সকলে।
প্রিয়াসহ প্রভু বিলসয়ে সখীমেলে ॥১৭১৮

ঐছে রঙ্গ নিরখিতে নিদ্রাভঙ্গ হৈল।
সেইক্ষণে পুন নিদ্রা-আকর্ষণ কৈল ॥১৭১৯
স্বপ্নে দেখে আর এক খণ্ডে রত্নময়।
বিচিত্র মন্দির শোভা সুখের আলয় ॥১৭২০
তথা রত্ননির্ম্মিত বিচিত্র সিংহাসন।
তাহার উপরে সাজে শচীর নন্দন ॥১৭২১
কোটিকোটি কন্দর্পে মোহয়ে অঙ্গ-ছটা।
বদনচন্দ্রমা চারু জিনি চন্দ্র-ঘটা ॥১৭২২
নিত্যানন্দচন্দ্র শোভে পরম সুন্দর।
শ্রীঅদ্বৈতদেব শ্রীপণ্ডিত গদাধর ॥১৭২৩
বিদ্যানিধি গঙ্গাদাসপণ্ডিত শ্রীবাস।
চন্দ্রশেখরাচার্য্য মুরারি হরিদাস ॥১৭২৪
দামোদরপণ্ডিত মুকুন্দ বক্রেশ্বর।
গৌরীদাস সূর্য্যদাস দাস গদাধর ॥১৭২৫
শ্রীমুকুন্দ নরহরি শ্রীরঘুনন্দন।
চিরঞ্জীব সেন আর সেন সুলোচন ॥১৭২৬
দ্বিজ হরিদাস ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর।
শ্রীবাসপণ্ডিত নন্দনাচার্য্য শ্রীধর ॥১৭২৭
বিজয় শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য রতন।
শ্রীস্বরূপ কাশীশ্বর যদু নারায়ণ ॥১৭২৮
শ্রীলক্ষ্মীপতি মাধবেন্দ্রপুরীশ্বর।
বাসুদেব সার্ব্বভৌম কেশব শঙ্কর ॥১৭২৯

শ্রীপ্রতাপরুদ্র রাজা রায় রামানন্দ।
ত্রিমল্ল বেঙ্কটভট্ট শ্রীপ্রবোধানন্দ ॥১৭৩০
শ্রীগোপালভট্ট রঘুনাথভট্ট আর।
সনাতন রূপ জীব বল্লভকুমার ॥১৭৩১
ভূগর্ভ শ্রীলোকনাথ রঘুনাথদাস।
রাঘবপণ্ডিত গোবর্দ্ধনে যার বাস ॥১৭৩২
উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব্ব-পশ্চিম-দেশেতে।
অসংখ্য প্রভুর ভক্ত কে পারে জানিতে ॥১৭৩৩
সর্ব্বভক্তে বেষ্টিত বিলসে গৌররায়।
দেখিয়া সে শোভা অতি উল্লাস হিয়ায় ॥১৬৩৪
ভক্তগোষ্ঠীসহ প্রভু-পদে প্রণমিতে।
হৈল নিদ্রাভঙ্গ—জাগি চাহে চারিভিতে ॥১৭৩৫
হইতে ব্যাকুল পুন নিদ্রা আকর্ষয়।
স্বপ্নে দেখে আর এক খণ্ড শোভাময় ॥১৭৩৬
তথা শোহে রত্নসিংহাসনে বিশ্বম্ভর।
চতুর্দ্দিকে দাসগণ সেবায় তৎপর ॥১৭৩৭
ব্রহ্মা-শিব-ইন্দ্রাদি অনন্ত দেবগণ।
করয়ে প্রভুর স্তুতি পড়িয়া চরণে ॥১৭৩৮
দেখিয়া প্রভুর মহা ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ।
পুলকিত অঙ্গ অতি অন্তরে উল্লাস ॥১৭৩৯
বৈকুণ্ঠবিলাস আর খণ্ডে নিরখিয়া।
ধরিতে নারয়ে অঙ্গ উল্লাসিত হিয়া ॥১৭৪০

অযোধ্যা-বিলাস আর খণ্ডে নিরখিয় ।
উপজে আনন্দ কত মনেমনে কয় ॥১৭৪১
দ্বারকাবিলাস আর খণ্ডে [illegible]যা ।
আনন্দে অধৈর্য্য, না ধরিতে পারে হিয়া ॥১৭৪
আর এক খণ্ডে দেখে মথুরাবিলাস ।
উপজে কৌতুক-মুখে মন্দ মন্দ হাস ॥১৭৪[illegible]
আর এক খণ্ডে ব্রজবিহার নেহারে ।
গোপিকাগণের যূথে দেখে আপনারে ॥১৭৪৪
শ্রীরাসমণ্ডলে নৃত্যশোভা নিরখিতে ।
মহানন্দে বিহ্বল কত-না উঠে চি[illegible] ॥১৭৪৫
দেখিতেই নিকুঞ্জ-বিলাস শোভাময় ।
হৈল নিদ্রাভঙ্গ—দেখে প্রভাতসময় ॥১৭৪৬
কতক্ষণে স্থির হৈয়া আচার্য্যঠাকুর ।
মনেমনে বিচারয়ে করুণা প্রভুর ॥১৭৪৭
এসব প্রসঙ্গ যে শুনয়ে শ্রদ্ধা করি ।
তাঁর অভিলাষ পূর্ণ করে গৌরহরি ॥১৭৪৮
নবদ্বীপভ্রমণ পরমানন্দময় ।
প্রভুকৃপা যাঁরে তার ইথে রতি হয় ॥১৭৪৯
শ্রীনিবাস-আচার্য্য-চরণ চিন্তা করি ।
নবদ্বীপ-পরিক্রমা কহে নরহরি ॥১৭৫০

(নবদ্বীপ-পরিক্রমা সমাপ্ত)